বাংলা সাময়িক-পত্র

(১৯৭২-১৯৮১)

শামসুল হক

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ১৯৮৪

প্রকাশক

অনুপকুমার মাহিন্দার

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা - ৯

মুদ্রক

বসু মুদ্রণ

কলকাতা - ৪

সূচীপত্র

১৯৭২

.. ..

আমার বাঙলা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ১ জানুয়ারী শনিবার ১৯৭২। সম্পাদক: স্বপন দাশগুপ্ত। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৩ পৌষ শনিবার ১৩৭৮ [৮ জানুয়ারী ১৯৭২]। শেষোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত আ. স. ম. আবদুর রব তাঁর 'শুভেচ্ছাবাণী'তে বলেন:

> ছাত্রলীগের কর্মীরা সাপ্তাহিক 'আমার বাংলা' নামে যে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেছে আমি সেই বাংলা সাপ্তাহিকের সাফল্য কামনা করছি।

পত্রিকাটি সৈয়দ বাবর হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আজাদ প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ১৭ মাঘ সোমবার ১৩৭৮ [৩১ জানুয়ারী ১৯৭২]। সংখ্যাটিতে প্রকাশিত এক 'বিজ্ঞপ্তি'তে বলা হয়:

> অনিবার্য কারণবশতঃ 'আমার বাংলা' এবার বেরুতে বিলম্ব হয়ে গেল! আগামী সংখ্যা যথানিয়মে শনিবার বের হবে।

শেষোক্ত সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

জনমত। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ১ জানুয়ারী ১৯৭২। ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৭৮ [১৬ মার্চ ১৯৭২]। সম্পাদক: অমর সাহা। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মোঃ সিরাজুল ইসলাম। শেষোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

> আমাদের আগামী পত্রিকা আগামী ২৬শে মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে' বিশেষ সংখ্যাসহ আত্মপ্রকাশ করবে।

উক্ত সংখ্যার অপর এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়:

> আগামী মাস থেকে প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে জনমতের 'সাহিত্য বাসর' নামে সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করা হবে।

পত্রিকাটি রফিকুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত এবং পপুলার প্রিন্টিং প্রেস, পিরোজপুর থেকে মুদ্রিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ১৫ পয়সা।

সোনার বাংলা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ৩ জানুয়ারী ১৯৭২। ১ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২। সম্পাদক: আবদুল্লাহ ওয়াজেদ।

পত্রিকাটি রয়্যাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৩ কে. ডি. ঘোষ রোড, খুলনা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ১৫ পয়সা।

জনমত। সাপ্তাহিক। 'বিপ্লবী বাংলার কণ্ঠস্বর'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৪ পৌষ রোববার ১৩৭৮ [৯ জানুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক: কালীকিঙ্কর মণ্টু। সাধারণ সম্পাদক: এম. কে. এ. গোলাম মহিউদ্দিন। সংখ্যাটির 'সবিনয় নিবেদন'-এ বলা হয়:

> পাঠক-পাঠিকা ভাইবোনদের জন্যে শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে স্বাধীনতার উষালগ্নে সাপ্তাহিক জনমতের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।··· পরবর্তী সংখ্যা আরও নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারব বলে আশা করি।···

সাপ্তাহিক জনমত প্রকাশনী কার্যনির্বাহক পরিষদের পক্ষে সভাপতি এডভোকেট ইয়াকুব আলী ও সাধারণ সম্পাদক এম. কে. এ. গোলাম মহিউদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঝিনাইদহ ইসলামিয়া প্রেস থেকে তোয়াজউদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক আনোয়ারুল কবির [সন্তু]-এর সৌজন্যে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা।

গণকণ্ঠ। 'বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের সাপ্তাহিক মুখপত্র'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ পৌষ সোমবার ১৩৭৮ [১০ জানুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক: আল মাহমুদ। কার্যনির্বাহক সম্পাদক: রায়হান ফেরদাউস। সম্পাদকীয় 'জন্মলগ্নের কামনা'য় পত্রিকাটি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা হলো:

> স্বাধীনতার নব প্রভাতে জাতির পিতার আগমন প্রাক্কালে বাংলার

গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি তোলার সংকল্প নিয়ে গণকণ্ঠ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। এ-পথের সন্ধান পাওয়া সহজ-সাধ্য যে নয় তা আমরা জানি।...

তবুও আমাদের চলতে হবে, তবুও আমাদের ভাবতে হবে, কাজ করতে হবে ছারখার হয়ে যাওয়া এই মাতৃভূমিকে ধনে-জনে-সম্পদে ভরে তুলে আবার সোনার বাংলার শ্যামলা রূপ ফিরিয়ে আনার জন্য।...

বাংলাদেশে বহু পত্র-পত্রিকার জন্ম হয়েছে। অনেকে আঁতুড় ঘর থেকেই শেষ হয়েছে, আবার ক্ষণজীবী হয়ে বিদায় নিয়েছে। দীর্ঘ-স্থায়ী পত্র-পত্রিকার সংখ্যা হাতে গোনা যেতে পারে। আমরাও জানি না গণকণ্ঠ দীর্ঘজীবী হবে না স্বল্পকালের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা জানি যে, নিপীড়িত মানুষ ক্ষণিকের জন্যও তাকে মনে স্থান দেবে। গণকণ্ঠ তাই দুঃখ-দৈন্য ভরা বাংলার মানুষের কথাই বলতে চায়, যদিও আমরা তা বলার সুযোগ পাব কিনা জানি না।...

স্বাধীন বাংলার বুকে কৌশলে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা হতে পারে। হতে পারে ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে আরো গরীবে পরিণত করার প্রচেষ্টা। সে অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য গণকণ্ঠ বাংলার সকল জনের সাহায্য চায়। ..বাংলার বিরুদ্ধে এককালীন অহিনকুল সম্পর্কযুক্ত এই দুটি দেশের [মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ও চীন] অপূর্ব ঐক্যজোট সম্পর্কে গণকণ্ঠ দেশবাসীকে হুশিয়ার করে দিতে চায়। আমাদের কামনা অনেক কিন্তু সাধ্য কতখানি হবে তা বাংলার মানুষের উপরই নির্ভর করে।...

পত্রিকাটি আফতাবউদ্দীন আহমদ কর্তৃক গণকণ্ঠ মুদ্রায়ণ, ৩১/ক র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ মাঘ রোববার ১৩৭৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৮ ফাল্গুন সোমবার ১৩৭৮

[২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। এই সংখ্যা থেকেই শুরু হয়েছে **দৈনিক** গণকণ্ঠের। ১ম বর্ষ ৩২২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৬ পৌষ বুধবার [১০ জানুয়ারী ১৯৭৩]। এ-সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'কোনো হুমকির কাছেই মাথা নত করবো না' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয় :

> আজ ১০ই জানুয়ারী। গণকণ্ঠ পত্রিকার বয়সও আজ এক বছর। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অতীতে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের একটা সুখ্যাতি ছিল। মুসলিম লীগ আমলের অগণতান্ত্রিক দিনগুলোতে এবং আইয়ুব-ইয়াহিয়ার মিলিটারী ডিকটেটরীর আমলেও বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এবং দু'একটি পত্রিকা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে তা এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর-এর ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে দৈনিক পত্রিকাগুলো বাঙ্গালী স্বার্থ রক্ষা করতে পারে নি, বরং বলা যায় পাক সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছে। স্বাধীন বাংলার বুকে ইংরেজী দৈনিক '**দি পিপল**', বাংলা দৈনিক '**গণবাংলা**', '**সংবাদ**', '**বাংলার বাণী**,' '**সমাজ**' ও '**গণকণ্ঠ**' আত্মপ্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবে আশা করা হয়েছিল যে, এসব পত্রিকা সাংবাদিকতার মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামে অভিজ্ঞ জাতির রাজনৈতিক জীবনে নতুন দিগদর্শন দিতে সক্ষম হবে। অন্য সব পত্রিকা কে কি দায়িত্ব পালন করছে দেশবাসী তা বিবেচনা করবেন! কিন্তু গণকণ্ঠ প্রথম দিন থেকে আজ অবধি তার বিঘোষিত নীতিতে অবিচল অটল অনড়। গণকণ্ঠ নির্ভেজাল সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী। সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা, মিথ্যাকে যে কোনো পরিস্থিতিতে ধামা চাপা না দেওয়া গণকণ্ঠের প্রকাশ্য অঙ্গীকার। আমাদের ঘুণ ধরা সমাজে উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির যে স্রোত বইছে, দেশ শাসনের নামে শাসকশ্রেণীর যে সুবিধাবাদী চরিত্র বিদ্যমান, আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উচ্চশ্রেণী কর্তৃক কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী সমবায়ে গঠিত মেহনতি শ্রেণীকে শোষণ করার যে প্রক্রিয়া আইনগতভাবে বিধিবদ্ধ এর বিরুদ্ধে এবং সরকার কর্তৃক যে কোন নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক

পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা ও প্রতিবাদমুখর হওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা ব্যক্তি পূজায় বিশ্বাসী নই এবং সমাজতন্ত্র প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এ-দেশে প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা আমাদের কাম্য। এ জন্য আমরা প্রত্যেকেরই সমালোচনা করি এবং এমন কি আত্ম সমালোচনা করতেও দ্বিধা বোধ করি না। আর সে কারণেই আমরা সরকারের উপরস্থ ব্যক্তি হতে শুরু করে ক্ষমতাসীন দল, আমলা-গোষ্ঠী ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের বিরাগভাজন হয়েছি। এখানেই শেষ নয়, ক্ষমতার দর্পে দর্পিত মহল-বিশেষের প্রকাশ্য হুমকি, টেলিফোনে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও গুপ্ত-হত্যার ভয় এবং সরকারী আইনের মার-প্যাঁচ দেখিয়ে আমাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাংবাদিকতায় আমরা যেমন নতুন নই বা রাজনীতির অঙ্গনে আমরা যেমন ভুইফোঁড় নই, তেমনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে আমাদেরকে ইচ্ছে করলেই যে কেউ টুটি চেপে হত্যা করতে পারবে এটাও ভাবা ঠিক নয়। কারণ সকল মহল-কেই স্মরণ রাখতে হবে, আজ আমরা ৫২, ৫৪, ৫৮, ৬২, ৬৬, ৬৯, ও ৭১ খৃষ্টাব্দে বাস করছি না। আমরা জয় বাংলা ধ্বনির উদ্গাতা, জাতীয় পতাকার নক্সাকার ও উত্তোলক, জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচক এবং স্বাধীনতার প্রথম ইস্তাহারের উচ্চারক। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলশক্তি এবং সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী যুবশক্তি ও মেহনতি মানুষের প্রতিভূ হয়ে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে অবস্থান করছি। আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি, এ লড়াইয়ে জিততেই হবে। মুসলিম লীগ **সংবাদ**, **অবজার্ভার** বন্ধ করে দিয়েছিল, আইয়ুব **ইত্তেফাক**-এর কণ্ঠরোধ করেছিল, ইয়াহিয়া **সংবাদ** ও **দি পিপল** চালু করতে দেয়নি—কিন্তু এতে আন্দোলনের গতিধারা কি স্তিমিত হয়েছিল? অতীতের স্বৈরাচারী ও একনায়কবাদী সরকার অসংখ্য দেশপ্রেমিককে জেলে পুরেছে, ছাত্র-শ্রমিক বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করেছে, গুলি ও বেয়নেটের আঘাতে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে এবং তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে—কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কি জনতার

সংগ্রামী কাফেলার অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়েছে? আসুন ইতিহাসের দিকে তাকাই। হিটলারের গেষ্টাপো বাহিনী, মুসোলিনীর ব্ল্যাক শার্ট বাহিনী, চিয়াং কাইশেকের সেনাবাহিনী বা বাতিস্তার পশু-শক্তি কি বিপ্লবী জনতার আকাঙ্ক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছে? আর ভিয়েতনাম? ভিয়েতনামীরা তো বিশ্বের মুক্তিকামী জনতার আশার প্রতীক। ইতিহাসই বারবার প্রমাণ করছে—ব্যক্তি নয় আদর্শ, আপোষ নয় সংগ্রামই হলো জাতীয় জীবনের হৃদস্পন্দন।

ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে আমরা দাঁড়িয়ে। ক্ষমতায় আসীন মহলের দাপট ও বৈরী মনোভাব আমাদের বিপ্লবী মনোভাবকে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত, বিভ্রান্ত বা স্তব্ধ করতে পারবে না। আমরা যে কোন পরি-স্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত।

প্রাণ দেব কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবো না।

কোন হুমকির কাছেই মাথা নত করবো না।

২য় বর্ষ ৭২শ সংখ্যায় [২৬ মার্চ সোমবার ১৯৭৩] প্রকাশিত বিশেষ সম্পা-দকীয় 'একটি সতর্কবাণী : একটি আবেদন'-এ বলা হয়:

গত জানুয়ারী মাসেই আমরা আমাদের পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের পর পর কয়েকটি বিশেষ সম্পাদকীয় লিখে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, 'গণকণ্ঠের' প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি তেমন সুবিধের নয়। আমরা অস্বস্তির মধ্যে কাল কাটাচ্ছি। আমরা কিভাবে 'গণকণ্ঠ' প্রকাশ করি, জনতা প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজেসের সরকার নিযুক্ত প্রশাসকের সাথে আমাদের কী ধরণের চুক্তি আছে তাও আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম। দেশবাসীর কাছে আবেদনের ফলেই হোক কিম্বা জনমতের চাপেই হোক সরকার 'গণকণ্ঠের' ওপর এত-দিন সরাসরি কোন কিছু করতে সাহসী হন নি। হতে পারে তারা হয়ত নির্বাচনের আগে এ সব করতে তেমন ভরসা পাননি।

গত ২৩শে মার্চ এক আদেশের বলে আকস্মিকভাবে সরকার জনতা প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজেস-এর প্রশাসক জনাব মনিরুল ইসলামকে অপ-

স্মরণ করে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপ-প্রধান জনাব নাজির হোসেন হায়দার পাহাড়ীকে প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই 'গণকণ্ঠের' প্রধান ফটকে পুলিশ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়োগের আবেদন করেও সাড়া পাইনি। পুলিশ যদি আমাদের নিরাপত্তার জন্য অবস্থান করে তাহলে অবশ্য আপত্তির কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা 'গণকণ্ঠের' স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দেবে না এটাই সকলের কাম্য। অন্যদিকে চিরাচরিত নিয়মে নতুন প্রশাসক জনাব পাহাড়ী যদি অবাঞ্ছিত লোকদেরকে নিয়ে একটি সংবাদপত্রের অফিসে প্রবেশ করে [যে ধরনের চেষ্টা গত শনিবার করা হয়েছে] দেশের একমাত্র বিরোধী দলীয় পত্রিকা 'গণকণ্ঠ' প্রকাশনায় বাধা বা 'গণকণ্ঠ' অফিসের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রপাত করে তাহলে বিরোধী দলীয় পত্রিকাবিহীন বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে? অথচ আমরা জানি প্রতিদিন ভোরে এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পত্রিকাটি পাঠের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। সরকারের নিকট আমরা জানতে চাই, 'গণকণ্ঠ' প্রকাশনায় আমরা কোনরূপ সাহায্যই কি পাবো না? সরকার তো ইতিমধ্যেই অন্য তিনটি পত্রিকায় অত্যাধুনিক মেশিন আনার জন্য এক কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করেছেন। আমরা চাই 'গণকণ্ঠের' ওপর কোন প্রকার হামলা না করে সরকার জনতা প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজেস নামক ছাপাখানাটি 'গণকণ্ঠ' কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্রি করুন এবং অন্যান্য পত্রিকার মত 'গণকণ্ঠ'কেও অত্যাধুনিক মেশিন বিদেশ থেকে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দিন। আর যদি সরকার 'গণকণ্ঠ' প্রকাশ করতে দিতে না চান তবে কোনো প্রকার ছলচাতুরী বা হয়রানির আশ্রয় না লওয়াই ভালো। 'গণকণ্ঠের' পক্ষ থেকে দেশবাসীর নিকট এটুকুই আমাদের জ্ঞাতব্য।

গণকণ্ঠের ২য় বর্ষ ৭৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ চৈত্র বুধবার ১৩৭৯ [২৮ মার্চ ১৯৭৩]। দৈনিক বাংলা ৯ম বর্ষ ১৩৭শ সংখ্যায় [১৫ চৈত্র বৃহস্পতিবার

১৩৭৯ : ২৯ মার্চ ১৯৭৩] ১ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'গণকণ্ঠের মুদ্রণালয়ে নয়া প্রশাসক' শীর্ষক সংবাদ-নিবন্ধে বলা হয় :

> গতকাল বুধবার জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ-এর নতুন প্রশাসক জনাব নাজির হোসেন হায়দার পাহাড়ী তাঁর দায়িত্ব ভার বুঝে নিয়েছেন। গত ২৩শে মার্চ এক সরকারী নির্দেশে জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ-এর প্রশাসককে অপসারণ করা হয় এবং তাঁর সাথে সম্পাদিত সকল ব্যবসায়ী চুক্তি বাতিল করা হয়।
>
> এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ-এর সাবেক প্রশাসকের সাথে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি বলে দৈনিক গণকণ্ঠ জনতা প্রিন্টিং থেকে ছাপা হতো। নতুন নির্দেশের ফলে গণকণ্ঠ প্রকাশনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে বলে বলা হচ্ছে।
>
> গতকাল গণকণ্ঠের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে : 'গতকাল বিকেল তিনটায় একদল পুলিশ এবং জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ-এর নব নিযুক্ত প্রশাসক এসে গণকণ্ঠের প্রকাশনার সকল কাজ বন্ধ করে দেন। তারা কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মচারীগণকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ দেন।'
>
> এই অবস্থায় গণকণ্ঠের মূল্যবান কাগজপত্র ফাইল, আসবাবপত্র এবং গণকণ্ঠ মুদ্রণালয়ের অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সব কিছু ফেলে রেখে সাংবাদিক ও কর্মচারীগণ অফিস ত্যাগ করেন বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

পূর্বদেশ ৪র্থ বর্ষ ২১৮শ সংখ্যার [১৫ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৭৯ : ২৯ মার্চ ১৯৭৩] ১ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'গণকণ্ঠের প্রকাশ বন্ধ' সংবাদ-নিবন্ধে বলা হয় :

> আজ বৃহস্পতিবার দৈনিক গণকণ্ঠ প্রকাশিত হবে না। গতকাল গণকণ্ঠ পত্রিকার মুদ্রণ সংস্থা 'জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেডের' নব-নিযুক্ত প্রশাসক তার সংস্থা থেকে পত্রিকা মুদ্রণ বন্ধ করে দিয়েছেন।
>
> গণকণ্ঠের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, গণকণ্ঠের কর্মকর্তারা মুদ্রণ সংস্থার সাথে তাদের চুক্তির কথা বললে নয়া প্রশাসক সে চুক্তি

অস্বীকার করেন এবং তাদের ভবন ত্যাগ করতে বলেন।

এ সম্পর্কে গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ আজ বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছেন।

দৈনিক বাংলা ৯ম বর্ষ ১৩৯শ সংখ্যায় [১৭ চৈত্র শনিবার ১৩৭৯ঃ ৩১ মার্চ ১৯৭৩] প্রকাশিত 'গণকণ্ঠ' প্রসঙ্গ ঃ আজ ডিইউজের প্রতীক ধর্মঘট' সংবাদ-নিবন্ধে বলা হয় ঃ

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস-এর নব-নিযুক্ত প্রশাসক কর্তৃক গণকণ্ঠের কর্তৃপক্ষের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিলের প্রতিবাদে আজ শনিবার বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত প্রতীক ধর্মঘট আহ্বান করেছে। আজ বিকেল পাঁচটায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক বর্ধিত জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় এক প্রস্তাবে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নব-নিযুক্ত প্রশাসকের নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়েছে বলে ইউনিয়নের এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে, জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস-এর নব-নিযুক্ত প্রশাসক কর্তৃক গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিলের ফলে গণকণ্ঠ প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন মনে করে জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস-এর নব-নিযুক্ত প্রশাসকের এই কার্যক্রম এক তরফা এবং আইনের চোখে সিদ্ধ নয়। প্রশাসকের এই কার্যক্রমের ফলে আজ সাংবাদিকসহ গণকণ্ঠের বিভিন্ন বিভাগের অসংখ্য কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের মতে জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস-এর নব-নিযুক্ত প্রশাসকের এই কার্যক্রম কোন একক কার্যক্রম নয়। এটা বাংলাদেশ সরকারের নীতিরই প্রতিফলন এবং এই কার্যক্রম সাংবাদিকদের

স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলে প্রস্তাবে বলা হয়।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন মনে করে যে জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস-এর নব-নিযুক্ত প্রশাসকের কার্যক্রম একদিকে যেমন সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের রুটি-রুজির ওপর আঘাত হেনেছে, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীন মতামত প্রকাশের উপর আঘাত হেনেছে।

মনিরুল ইসলামের বক্তব্য:

জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস-এর অপসারিত প্রশাসক জনাব মনিরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে সরকার প্রদত্ত ভাষ্যে দেশবাসীর কাছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে বিভিন্ন সময়ে তিনি জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের তথ্য ও বেতার দফতরের লিখিত অনুমতি গ্রহণ করেছেন। এমন কি, তিনি তথ্য ও বেতার দফতরের লিখিত অনুমতি নিয়েই ব্যাংক থেকে ছ'লাখ টাকা ওভারড্রাফ্‌ট নিয়েছিলেন বলে বিবৃতিতে জানান।

গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের ভাষ্য:

গতকাল শুক্রবার গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী ভাষ্যের প্রতিবাদ করে বলেন যে গণকণ্ঠ প্রকাশনালয়ের সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের যথাযথ অনুমোদন ও ডিক্লারেশন রয়েছে।

বিবৃতিতে তাঁরা সরকারী বক্তব্যকে অসত্য বলে অভিহিত করেন।

জনপদের ১ম বর্ষ ৬৫শ সংখ্যায় [১ এপ্রিল রোববার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'প্রতীক ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা: গণকণ্ঠ প্রকাশের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির আহ্বান' শীর্ষক সংবাদ-নিবন্ধে বলা হয়:

গণকণ্ঠ পত্রিকা ছাপা বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকায় সাংবাদিকরা বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছেন।

বিকেল পাঁচটায় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী নির্মল সেনের সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

এই সভায় অবিলম্বে গণকণ্ঠ প্রকাশনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এ'ছাড়াও মেহনতী সাংবাদিকদের 'রুটি রুজি' এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে সভায় বক্তৃতা করেন যথাক্রমে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, বাংলাদেশ সাংবাদিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক জনাব কে, জি মোস্তফা, এনা'র জনাব গাজিউল হাসান, দৈনিক ইত্তেফাকের জনাব আবিদ খান, সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোজাম্মেল হোসেন।

সভাপতি শ্রী নির্মল সেন বলেন, সরকারের এই অনিয়মতান্ত্রিক আচরণে আমরা ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। সরকারকে আমরা আমাদের এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। জানিয়েছি গণকণ্ঠের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য।

সরকারের কাছ থেকে এর জবাব পেলে আমরা আবার বসবো পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণের জন্যে। প্রয়োজন হলে আন্দোলন আরো জোরদার করা হবে।

দৈনিক জনপদের উপরিউক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত অপর এক সংবাদ 'ভার্সিটির ৭৭ জন শিক্ষকের বিবৃতি' থেকে জানা যায়ঃ

সরকার দৈনিক 'গণকণ্ঠ' ছাপা বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৭ জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা প্রশাসকের ত্রুটির অজুহাত দেখিয়ে 'গণকণ্ঠ' বন্ধ করে দেয়াকে দেশের পক্ষে একটি অমঙ্গলের ইঙ্গিত বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন, 'একজন প্রশাসকের ত্রুটির অজুহাত দেখিয়ে দেশের জনপ্রিয় এবং বিরোধী মতের ধারক একটি পত্রিকা প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেয়ার নামান্তর এবং দেশে গণতন্ত্রের স্থিতি ও সুষ্ঠু বিকাশের পথে গুরুতর বাধাস্বরূপ। জনগণের এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে আমরা এ ব্যাপারে সরকারের আশু সুবিবেচনা আশা করবো।'

বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডক্টর আহমদ শরীফ, অধ্যক্ষ নূর মোহাম্মদ মিয়া, জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, অধ্যক্ষ সাদউদ্দিন এবং ডঃ অজয়কুমার রায়।

জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার.ক নতি স্বীকার করতে হয়। দৈনিক জনপদের ১ম বর্ষ ৬৬শ সংখ্যায় [২ এপ্রিল সোমবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'জনতা প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকা প্রকাশে কোন আপত্তি নেই: গণকণ্ঠ পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী ব্যাখ্যা' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

জনৈক সরকারী মুখপাত্র গতকাল এখানে বলেন যে, বাংলা দৈনিক পত্রিকা গণকণ্ঠের প্রকাশনা বন্ধ করা হয়নি। বাসস খবরটি দিয়েছে।

তিনি বলেন, সরকারের এই ধরণের কোন ইচ্ছেও নেই এবং পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশনও বাতিল করা হয়নি।

মুখপাত্রটি বলেন যে, গণকণ্ঠ পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়-নি। কিন্তু সরকার সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে জনতা প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেডের পুরানো প্রশাসককে অপসারণ করে নতুন প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেড পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে সরকার তার পরিচালন ভার গ্রহণ করেছেন।

মুখপাত্রটি আরো বলেন যে, প্রশাসনিক রদবলের ফলে জনতা প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেডের কর্মচারীদের কোন ক্ষতি হবে না। আইন অনুযায়ী কর্মচারীগণ তাহাদের স্বাভাবিক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

তিনি আরো বলেন যে, সরকারের দৃষ্টিতে গণকণ্ঠের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে এবং গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ যে কোন প্রিন্টিং প্রেস থেকে তা প্রকাশ করতে পারেন।

মুখপাত্রটি বলেন যে, গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ যদি জনতা প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেড থেকে গণকণ্ঠ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে চান তাহলে

তাদের বকেয়া পরিশোধ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে আসতে হবে। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের রাজনৈতিক ব্লাকমেইল করা উচিত হবে না।

সরকারের দেয়া বিবৃতিতে বলা হয় যে, সরকার গণকণ্ঠ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে একটি স্বার্থবাদী মহলের প্রচারণা সরকারের দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। বিবৃতিতে বলা হয় যে, সরকার ২৯শে মার্চের প্রেস নোটে জানিয়েছিলেন গণকণ্ঠ মুদ্রণালয় বলে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। অথচ তথাকথিত গণকণ্ঠ মুদ্রণালয় থেকে গণকণ্ঠ প্রকাশিত হতে থাকে। আইনের দৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানটির কোন অস্তিত্ব নেই। তবে গণকণ্ঠ প্রকাশের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

দৈনিক জনপদের উপরিউক্ত সংখ্যার অপর এক সংবাদ-নিবন্ধে [গণকণ্ঠের পুনঃ প্রকাশের জন্য ৯ জন বুদ্ধিজীবীর দাবী] বলা হয় :

সরকার কর্তৃক 'গণকণ্ঠ' বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদ করে গতকাল রোববার ৯ জন কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এক যুক্ত বিবৃতি দান করেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকা এবং অপরাপর প্রচার যন্ত্র সরকারের কর্তৃত্বাধীন। ফলে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ সীমিত। এই সীমিত সুযোগ-কেও সীমিত করে পরিশেষে একেবারে বন্ধ করার যে নীতি সরকার অনু-সরণ করে চলেছেন আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দানকারী ৯ জন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধি-জীবী অবিলম্বে 'গণকণ্ঠ' পুনঃপ্রকাশের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন কবি শামসুর রাহমান, বদরুদ্দিন উমর, সিকান্দার আবু জাফর, শওকত ওসমান, এনায়েতউল্লাহ খান, আলী আশরাফ, আলমগীর কবির, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এবং জনাব আবুল হাশিম।

দৈনিক জনপদের ১ম বর্ষ ৭৩শ সংখ্যায় [৯ এপ্রিল সোমবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'গণকণ্ঠ সম্পাদকের অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়ঃ

> গণকণ্ঠ সম্পাদক জনাব আল মাহমুদ গত শনিবার সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে প্রদত্ত বিবৃতিতে গণকণ্ঠ পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ-এর টালবাহানার অভিযোগ এনেছেন।
>
> জনাব মাহমুদ তাঁর বিবৃতিতে বলেন, 'পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টার কোন অভাব দেখা না গেলেও সরকারী মহল-বিশেষের লালফিতার দৌরাত্ম্য বা অন্য কোন অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে গণকণ্ঠ পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে কোথায় যেন বিরাট বাধা রয়েছে।'

উপরিউক্ত দৈনিকে পরের দিন [১০ এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'জনতা প্রিন্টিং শর্ত শিথিল করেছে' শীর্ষক সংবাদ-নিবন্ধে বলা হয়ঃ

> তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেডের প্রশাসক নতুন শর্তাবলী ও দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রেস থেকে গণকণ্ঠ পত্রিকা মুদ্রণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশাসক শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ কিছু সুবিধা দানেরও প্রস্তাব দিয়েছেন।
>
> প্রথা মাফিক ১ মাসের পরিবর্তে তিনি ৭ দিনের জামানত চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, পত্রিকা মুদ্রণের শুরু থেকে গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেডের কোন পাওনা পরি-শোধ করেননি।
>
> তিনি আশা করেন, এ বিষয়ে গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন। তবে অসুবিধা হলে বিশেষ বিবেচনার পরি-প্রেক্ষিতে একটা সন্তোষজনক সময় সীমার মধ্যে একাধিক বারে বকেয়া শোধ করা যাবে বলে প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে এ খবর জানানো হয়েছে।

গণকণ্ঠ পনেরো দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় প্রকাশিত হয় ১৩ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭৩-এ। বন্ধ থাকার পর প্রথম যে-সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় সেটি ছিল ২য় বর্ষ

৭৪শ সংখ্যা। পত্রিকাটি ২য় বর্ষ ৭৭শ সংখ্যা পর্যন্ত ১ পৃষ্ঠা এবং ৭৮শ সংখ্যা ২ পৃষ্ঠা বার হয়। এরপর ৪ পৃষ্ঠা করে কয়েকদিন বার হওয়ার পর যথারীতি ৬ পৃষ্ঠা করে বার হয়। পরে অবশ্য পত্রিকাটি ৮ পৃষ্ঠা করে বার হতে থাকে। এ পর্যায়ে পত্রিকাটি তার পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলে; তবে সত্যিকারভাবে পার্টির প্রচার-পত্রে পরিণত হলেও তার সংগ্রামী চেতনা লুপ্ত হয়নি। উল্লেখ্য যে পত্রিকাটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপত্ররূপে কাজ করে আসছিল। ৩য় বর্ষ ৬৫শ সংখ্যাটি [৩ চৈত্র রোববার ১৩৮০ : ১৭ মার্চ ১৯৭৪] প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি পুনরায় বন্ধ হয়। শেষোক্ত সংখ্যার পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ৩০ পয়সা। দৈনিক ইত্তেফাক-এ [১৯শ বর্ষ ৮২শ সংখ্যা : ১৯ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭৪] প্রকাশিত "'গণকণ্ঠ' সম্পাদক গ্রেফতার" শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

> দৈনিক গণকণ্ঠের সম্পাদক কবি আল মাহমুদকে গতকাল (সোমবার) ভোররাত্রি সাড়ে তিনটায় তাঁহার বাসভবন হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সকাল ১০টার দিকে তাঁহাকে রমনা থানা হইতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে লইয়া যাওয়া হয়।
>
> জানা গিয়াছে যে, ঐ একই সময়ে রক্ষীবাহিনী টিপু সুলতান রোডস্থ দৈনিক গণকণ্ঠ অফিস হইতে কাগজপত্র এবং সিদ্ধেশ্বরীস্থ গণকণ্ঠের মুদ্রণালয় হইতে সোমবারের পত্রিকার 'সিলোপিন' সীজ করে। ফলে সোমবার পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকে। গণকণ্ঠ কার্যালয় হইতে তরিকুল্লাহ নামক একজন প্রেস শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়।

দৈনিক বাংলায় [১০ম বর্ষ ১২৯শ সংখ্যা : ১৯ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭৪] প্রকাশিত 'সাংবাদিক ইউনিয়ন গণকণ্ঠ সম্পাদকের মুক্তি দাবী করেছে' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

> বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ ও চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সফিউদ্দিন আহমদ গতকাল সোমবার এক যুক্ত বিবৃতিতে

অবিলম্বে 'গণকণ্ঠ' সম্পাদককে মুক্তিদান, গণকণ্ঠের প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে দেয়া ও গণকণ্ঠ কার্যালয়ে হামলার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে সরকার নিয়ন্ত্রিত ৫টি সংবাদপত্রসহ সমস্ত পত্রিকা ও বার্তা প্রতিষ্ঠানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ না করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

পরের দিনের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'ডিইউজের প্রতিবাদ সভা: গণকণ্ঠ অফিসে নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির দাবী' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

গণকণ্ঠ কার্যালয়ে নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করে পত্রিকার সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের কাজ করার সুযোগ দেবার জন্যে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে।

...প্রস্তাবে গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং তাঁর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

...এক প্রস্তাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থাসমূহের কর্তৃপক্ষের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, তাঁরা গত কিছুদিন যাবত এমন ধরনের সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকদের বাধ্য করছেন যার ফলে সাংবাদিক ও জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কি জনগণ থেকে সাংবাদিকদের বিচ্ছিন্ন করারও সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা ও সংবাদসংস্থাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কর্তব্যরত সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে পারছে না বলে অভিযোগ করে। প্রস্তাবে সাংবাদিকদের এই অবস্থা অনুধাবনের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হয়। সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সাংবাদিকদের সংগ্রামে একাত্ম হওয়ার জন্যেও তাদের প্রতি আহ্বান জানান হয়। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করার জন্যে সভায় কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবী জানান হয়।

৩য় বর্ষ ৬৭শ সংখ্যায় প্রকাশ ১৮ চৈত্র সোমবার ১৩৮০ [১ এপ্রিল ১৯৭৪]।

পৃষ্ঠা ১ এবং দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'গণকণ্ঠের পুনঃপ্রকাশ'-এ বলা হয়:

> দীর্ঘ বিরতির পর অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত মেহনতী মানুষের মুখপত্র 'গণকণ্ঠ' পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে।...ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশের বহু চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ গণকণ্ঠ পুনঃপ্রকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।...
>
> ১৭ই মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ—একটা বিরোধীদলীয় জাতীয় দৈনিকের পক্ষে এই বিরতিকালকে মোটেই সামান্য সময় বলা যায় না।...

এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও তাঁর অনুপস্থিতকালে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ওয়াজিদ আল ফারুক। এর কিছুদিন পর দৈনিক বাংলায় [১ম বর্ষ ২৬২শ সংখ্যা: ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭৪] প্রকাশিত 'গণকণ্ঠের কয়েকটি সংখ্যা বাজেয়াফত' সংবাদ থেকে জানা যায়:

> 'শহরভিত্তিক গেরিলা অভিযানের কলাকৌশল' শিরোনামায় ক্ষতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় সরকার দৈনিক গণকণ্ঠের কয়েকটি সংখ্যা বাজেয়াফত করেছেন।
>
> ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা-আইন বলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে বুধবার এক হ্যাণ্ড আউটে জানানো হয়েছে।
>
> এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দফতরের এক ঘোষণায় বলা হয়—
>
> পূর্বে জনাব আল মাহমুদ ও বর্তমানে যুগ্ম সম্পাদক জনাব আফতাবউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত এবং মনিরুল ইসলাম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত দৈনিক গণকণ্ঠে ধারাবাহিকভাবে শহরভিত্তিক গেরিলা অভিযানের কলাকৌশল প্রকাশিত হওযায় সরকার গণকণ্ঠে [র] ১৯-৬-৭৪, ২১-৬-৭৪, ২৩-৬-৭৪, ২৬-৬-৭৪, ২৮-৬-৭৪, ৩০-৬-৭৪, ৬-৭-৭৪, ১১-৭-৭৪, ১২-৭-৭৪, ১৩-৭-৭৪ ও ১৬-৭-৭৪-কপি বাজেয়াফত করেছেন। কারণ

এগুলোকে ১৯৭৪ সালের (১৪ নং আইন) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ নম্বর ধারার (ছ) উপধারা মোতাবেক 'ক্ষতিকর রিপোর্ট' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন ১৯৭৪ সালের (১৯৭৪ সালের ১৪ নম্বর আইন) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৭ নম্বর ধারার (১) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার—

(১) গণকণ্ঠের ১৯-৬-৭৪, ২১-৬-৭৪, ২৩-৬-৭৪, ২৬-৬-৭৪, ২৮-৬-৭৪, ৩০-৬-৭৪, ৬-৭-৭৪, ১১-৭-৭৪, ১২-৭-৭৪, ১৩-৭-৭৪, ১৬-৭-৭৪ তারিখের সকল কপি এবং গণকণ্ঠের 'শহরভিত্তিক গেরিলা অভিযানের কলা-কৌশল' শিরোনামে প্রকাশিত ক্ষতিকর প্রবন্ধবিশিষ্ট এর আগের অথবা পরের সকল সংখ্যা ও এর অনুবাদ অথবা এর উদ্ধৃতি বাজেয়াফত করবেন।

(২) 'শহরভিত্তিক গেরিলা অভিযানের কলা-কৌশল' শিরোনামার প্রবন্ধ অথবা এর কোন অংশের উদ্ধৃতি অথবা গণকণ্ঠে এরপর এ [র] ক্ষতিকর প্রকাশসহ এর কোন অনুবাদ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

দৈনিক গণকণ্ঠ [৩য় বর্ষ পূর্তি সংখ্যা] ৩য় বর্ষ ৩৬৭শ সংখ্যায়[১] [২৫ পৌষ শুক্রবার ১৩৮১ : ১০ জানুয়ারী ১৯৭৫] মোস্তাফা জব্বার লিখিত 'গণকণ্ঠের তৃতীয় বছর' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয় :

> ...বাংলাদেশের জাতীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণকণ্ঠের মতো পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যে দলের কিংবা মতেরই হোক না কেন, একটি বলিষ্ঠ চেতনায় উদ্দীপ্ত স্বাধীন মতাবলম্বী জাতীয় দৈনিকের অস্তিত্ব রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুসংহত করে তোলে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব আবুল ফজলের ভাষায় 'মতামত প্রকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আর অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনও অর্থবহ ও সার্থক হতে পারে না। স্বাধীন মতামতের একমাত্র বাহন সংবাদপত্র। বর্তমানে আমাদের দেশে স্বাধীন সংবাদপত্রের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এ কারণে গণকণ্ঠের

---

[১]প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি হওয়া উচিত ছিল ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা। কারণ, পরের দিনের সংখ্যাটি নির্দেশিত হয়েছে ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা হিসেবে।

মতো পত্রিকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য—জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে এ ধরণের পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি মনে করি।'

একটি বছর আগে [৩-১-৭৪] জনাব আবুল ফজল সাহেব আরো উপলব্ধি করেছিলেন, 'স্বাধীন সংবাদপত্র জাতিকে শুধু যে দেশ বিদেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখে তা নয়, সেই সঙ্গে রাখে জাতীয় মানসকে সচেতন, জাগ্রত আর জিজ্ঞাসুও। ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদরা সব সময় স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রতি একটি বৈরীভাব পোষণ করে থাকে। এ কারণে স্বাধীন সংবাদপত্রকে অনেক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। 'গণকণ্ঠ'কেও তেমন ঝুঁকি পোয়াতে হয়েছে। এ ব্যাপারে গণকণ্ঠের পরিচালক আর কর্মীরা যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা অভিনন্দনযোগ্য।'

দৈনিক বাংলার বাণী ৩য় বর্ষ ৩২৯শ সংখ্যায় [১৫ মাঘ বুধবার ১৩৮১ : ২৯ জানুয়ারী ১৯৭৫] প্রকাশিত 'অবৈধ পত্রিকা প্রকাশের দায়ে গণকণ্ঠ কার্যালয়ে তালাবন্ধ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

অবৈধভাবে সংবাদপত্র প্রকাশের দায়ে পুলিশ গত ২৭শে জানুয়ারী সোমবার প্রিন্টিং প্রেসেস এণ্ড পাবলিকেশনস ডিকলারেশান এণ্ড রেজিষ্ট্রেশান, ১৯৭৩ বিধি বলে ৫৪/সি, টিপু সুলতান রোডের দৈনিক গণকণ্ঠ কার্যালয় তালাবন্ধ করে দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর দেয়া হয়েছে।

পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে, উক্ত পত্রিকার মুদ্রক ও প্রকাশক ১৯৭৩ সালে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রদত্ত এক ঘোষণায় বলেছিলেন, পত্রিকাটি ঢাকায় ৩৬/এ, টয়েনবি সার্কুলার রোডস্থ 'সমকাল' মুদ্রায়ণ থেকে ছাপানো হবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় উপরোক্ত বিধি লংঘন করে পত্রিকাটি ৪৫৩ নং বড় মগবাজারস্থ শতাব্দী প্রিন্টিং, পাবলিকেশন্স এণ্ড প্যাকেজেস থেকে ছাপানো হচ্ছিল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, গণকণ্ঠ পত্রিকার মুদ্রক ও প্রকাশক জনাব মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সুত্রাপুর থানায় ৫টি ও ফরিদপুর থানায়

একটি মামলা থাকার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে এখনো গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে। জনাব ইসলাম গ্রেফতার এড়ানোর উদ্দেশ্যে পলাতক রয়েছেন।

অবৈধ সংবাদপত্র প্রকাশের দায়ে পুলিশ শতাব্দী প্রিন্টিং, পাবলিকেশনস এণ্ড প্যাকেজেসও 'সিল্ড' করেছেন।

৪র্থ বর্ষ ১৭শ সংখ্যাটির প্রকাশ ১৩ মাঘ সোমবার ১৩৮১ [২৭ জানুয়ারী ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ৩০ পয়সা। সম্পাদক: আল মাহমুদ। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: কাজী আরেফ আহমদ। মনিরুল ইসলাম কর্তৃক ২৪/গ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত ও সমকাল মুদ্রায়ণ, ৩৭/এ টয়েনবী সার্কুলার রোড, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। দৈনিক ইত্তেফাক ২৫শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা [২৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার ১৯৭৫]-য় প্রকাশিত 'ছাপাখানা বন্ধ' শীর্ষক সংবাদ-নিবন্ধে বলা হয়:

পুলিশ গতকাল (সোমবার) রাত্রে দৈনিক গণকণ্ঠের প্রেস সিল করিয়া দেয় বলিয়া জানা গিয়াছে। দৈনিক গণকণ্ঠের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী আরেফ আহমদ দাবী করেন যে, পুলিশ প্রেস সিল করার সময় কোন উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে নাই।

দৈনিক বাংলা ১১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা [১০ মার্চ সোমবার ১৯৭৫] থেকে জানা যায়:

কবি আল মাহমুদ মুক্তি পেয়েছেন। এক বছর কারাভোগের পর রোববার বেলা একটায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

উল্লেখ্য, শনিবার এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে জানান হয় যে, সরকার অনুকম্পা পরবশ হয়ে জনাব আল মাহমুদকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২২ মাঘ সোমবার ১৩৮৫ [৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯]। সম্পাদক: মনিরুল ইসলাম। সম্পাদকীয় 'গণকণ্ঠের পুনঃপ্রকাশ'-এ বলা হয়:

…চার বছর মেহনতী মানুষের সংগ্রামী মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ-এর কণ্ঠ স্তব্ধ করে রাখা হয়েছিলো, …পুনঃপ্রকাশের মুহূর্তে আমরা বহু প্রতিকূ-

লতার সম্মুখীন হয়েছি। বিভিন্ন মহল থেকে নানা ধরনের বাধা এসেছে, এখনো যাতে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক না হতে পারে, তার প্রয়াসও চলছে। কিন্তু ···গণকণ্ঠের ইতিহাস সত্য উন্মোচনের ইতিহাস, সব রকমের শোষণ, নিপীড়ন ও অরাজকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ইতিহাস।

চার বছরে গণকণ্ঠ অফিস তছনছ হয়ে গেছে। প্রায় অবলম্বনহীন অবস্থায় গণকণ্ঠকে দাঁড় করতে গিয়ে আমরা আরো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। এ অবস্থায় গণকণ্ঠকে আমরা কতদুর এগিযে নিয়ে যেতে পারবো জানি না। ···পুনঃপ্রকাশের মুহূর্তে সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

এ-সংখ্যার পৃঃ ১ এবং দাম ০.৫০। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ২৪/গ টিপু-সুলতান রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও গণকণ্ঠ মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত।

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা [২৫শে মাঘ ১৩৮৫ : ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯]-য় প্রকাশিত বিশেষ সম্পাদকীয় 'জনগণের কাছে আমাদের নিবেদন' থেকে জানা যায় :

চার বছরেরও অধিক সময়ের একটানা নীরবতা ভঙ্গ করে মেহনতী মানুষের কণ্ঠস্বর দৈনিক গণকণ্ঠ আবার তার প্রকাশনা শুরু করেছে। এ দেশের প্রতিটি মানুষই জানে গণকণ্ঠের এই সুদীর্ঘ নীরবতা তার ইচ্ছাকৃত নয়। ১৯৭৫ সালের ২৭শে জানুয়ারীর রাতে তৎকালীন সরকারের নির্দেশে বিপুল জনপ্রিয়তা ধন্য এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। একই সাথে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিলো শতাব্দী প্রিন্টিং প্রেসে। যেখান থেকে ছাপানো হতো গণকণ্ঠ। ২৭শে জানুয়ারী এই চরম আঘাতের পূর্বেও গণকণ্ঠের ওপর দফায় দফায় হামলা চালানো হতো। পুলিশ এসে ম্যাটার ভেঙ্গে দিতো। মেশিন থেকে প্লেট খুলে নিয়ে যেতো। সাংবাদিকদের পেছনে পুলিশ ঘুরে বেড়াতো। হুমকি দেয়া হতো। গ্রেফতার করা হতো। কারণ গণকণ্ঠ তার নির্ভীক কলামগুলোতে এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়াগুলো তুলে ধরতো। গণকণ্ঠের পাতায় পাতায় প্রতিফলিত হতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দো-

লনের প্রতি লৌহকঠিন একাত্মতা। গণবিরোধী এবং বিদেশী শক্তির অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত কোন সরকারের পক্ষেই তাই গণকণ্ঠকে সহজভাবে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। বাকশালের মতো একদলীয় শাসন প্রবর্তনকে নির্বিঘ্ন করতে হলে তাই প্রয়োজন পড়েছিলো গণকণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার।

গণকণ্ঠ যখন বন্ধ করে দেয়া হয় তখন ছাপাখানা, অফিস সামগ্রী এবং টাইপ ইত্যাদিসহ এই পত্রিকার মোট মালামাল এবং বৈষয়িক সম্পত্তির পরিমাণ ছিলো কয়েক লক্ষ টাকা। তালা ঝুলিয়ে দেবার সময় পুলিশ গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষকে আটককৃত মালামালের কোনো তালিকা প্রদান করেনি। আজো সরকারী মহল থেকে স্বীকার করা হয়নি কি কি জিনিস সেদিন পুলিশ কর্তৃক আটক করা হয়েছিলো।

রাজনীতির পট পরিবর্তনের স্রোত বেয়ে গণকণ্ঠ আবার এ দেশের গণমানুষের দ্বারে নিজেকে উপস্থিত করতে পেরেছে। কিন্তু যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি গণকণ্ঠকে স্বীকার করতে হয়েছে, তার কোনো সুরাহা এ পর্যন্ত হয়নি।

বহু অনুনয়-বিনয় এবং ঘোরাঘুরির পর গণকণ্ঠকে কেবল প্রকাশনার অনুমতিই দেয়া হয়েছে। কিন্তু একটি ফ্লাট, দুটো ট্রেডল, একটি প্রুফ মেশিন, অফসেট ক্যামেরা, অফিস আসবাবপত্র, কম্পোজ সেকশনের সমূহ সামগ্রী ইত্যাদির কোনো কিছুই আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়নি।

এমন কি যে শতাব্দী প্রিন্টিং প্রেস, পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গণকণ্ঠ ছাপিয়ে দিতো শোনা যায় মাত্র কিছুদিন আগে সেই প্রেসটিকেও নিলামে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক দিনের আবেদন সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত গণকণ্ঠ অফিসে টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়নি। ২৪/গ টিপু সুলতান রোডের অফিস ঘরটি পর্যন্ত এখনো পুরোপুরি আমাদের দখলে দেয়া হয়নি। যারা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারতো তারা কেউ তা করেনি।

৮ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৮৫ [২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯]।

১১শ বর্ষ ২৬৯ সংখ্যার প্রকাশ ৮ কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৮৯ [২৬ অক্টোবর ১৯৮২]। সম্পাদক: মীর্জা সুলতান রাজা। আপাততঃ পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে।

বাংলার ডাক। 'প্রগতিশীল সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৭ পৌষ বুধবার ১৩৭৮ [১২ জানুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক: আবদুল হামিদ।

পত্রিকাটিতে দেশের, বিশেষতঃ কুড়িগ্রাম মহকুমার নানা খবরাখবর ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি ইওর প্রেস, কুড়িগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং অধ্যাপক হায়দার আলী কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম সংখ্যার পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা। সাইজ: ১৫"×১০"।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৭ ফাল্গুন বুধবার ১৩৭৮ [১ মার্চ ১৯৭২]।

যুবশক্তি। সাপ্তাহিক। 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত মেহনতী জনতার মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৯ জানুয়ারী বুধবার ১৯৭২। সম্পাদক: মিহির কুমার কর্মকার। সহ-সম্পাদক: আতাহার হোসেন খান।

যুবশক্তি গোষ্ঠীর পক্ষে মিহির কুমার কর্মকার কর্তৃক ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সাইজ: ১৮"×১১"।

১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যার প্রকাশ ৬ বৈশাখ বুধবার [১৯ এপ্রিল ১৯৭২]। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৬, ঘ। দাম ৩০ পয়সা।

২য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৬ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭৩ [৩১ ভাদ্র ১৩৮৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ এবং দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যাটি 'ফরিদপুরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপর বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। এতে প্রকাশিত হয় মিহির কর্মকারের 'সঙ্গীতে ফরিদপুর'; আ. ম. ইউসুফ রেজা মন্টুর 'ফরিদপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা', আ. ন. ম. আবদুস সোবহানের 'এক নজরে ফরিদপুর শহর', মহম্মদ আজিজুল হক খানের 'ফরিদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কথা', এনায়েত

হোসেনের 'ফরিদপুরের লোক সাহিত্য', চিত্তরঞ্জন পালের 'ফরিদপুর শহরের বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান', পলাশ চৌধুরীর 'আমি উনিশ শ' ৬৯ থেকে উনিশ শ' ৭৩ বলছি।'

পত্রিকাটি যুবশক্তি প্রকাশনীর পক্ষে মিহির কুমার কর্মকার কর্তৃক মোসলেম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : মিহির কর্মকার। ব্যবস্থাপক সম্পাদক : এস. এম. সামসুল হক। কার্যরত সম্পাদক: চিত্তরঞ্জন পাল। পরিচালনায় : আ. ন. ম. আবদুস সোবহান। ২য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৪ঠা নভেম্বর রোববার ১৯৭৩ [১৮ কার্তিক ১৩৮০]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪। আরও আছে ৪ পৃষ্ঠা (ক-ঘ)। এ-চার পৃষ্ঠা 'সমবায় দিবসে যুব-শক্তির বিশেষ সংখ্যা' রূপে চিহ্নিত।

আমার বাংলাদেশ। সাপ্তাহিক। ৩য় বর্ষের একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৪ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৮০ [৮ মার্চ ১৯৭৪]। পৃঃ ৬। দাম ২০ পয়সা। সাইজ : ১৭″ × ১১¾″।

৩য় বর্ষের অপর একটি [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ও ৬ আষাঢ় ১৩৮১ [৭ ও ১৪ জুন ১৯৭৪]। সম্পাদক : এ. এম. শামসুল আলম। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : : শহীদ মাহমুদ। পত্রিকাটি সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক দি ইকনমি প্রিন্টার্স, ১৬৮ নবাবপুর (দোতলা), ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২০ পয়সা।

পত্রিকার পরবর্তী সংখাটির প্রকাশ ৬ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৮১ [২১ জুন ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা।

গ্রাম বাংলা। 'মাসিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার ১৯৭২ [৮ ফাল্গুন ১৩৭৮]। সম্পাদক : ইয়াকুব আলী সিকদার (সাহিত্য বিনোদ) ও সদস্যবৃন্দ, সাহিত্য পরিষদ। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> দেশের মা ও মাটিকে ভালবাসতে গিয়ে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে নিবেদিত এ

স্মরণিকা 'গ্রাম বাংলার' প্রথম আত্মপ্রকাশ। সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখার উদ্দেশ্যে পটুয়াখালি সাংস্কৃতিক সংস্থার এ শুভ পদক্ষেপ বাঙালীর অন্তরে নব চেতনার সন্ধান দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।...

মুমূর্ষ বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে যারা দিয়েছিল তাজা রক্ত, দৃপ্ত পদক্ষেপে হাসিমুখে সব বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে মৃতপ্রায় বাংলা ভাষাকে যারা চিরঞ্জীব করে তুলেছিল, সেই শহীদানদের স্মৃতি-সৌধে দাঁড়িয়ে তাদের পবিত্র আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এই 'গ্রাম বাংলা' উৎসর্গিত হলো।...

পত্রিকাটি পটুয়াখালী সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এবং সুধীর রঞ্জন দত্ত কর্তৃক পপুলার প্রেস, পটুয়াখালী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৬ এবং দাম ১.০০ টাকা।

২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১২ চৈত্র রোববার ১৩৭৮ [২৬ মার্চ ১৯৭২]। এটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬ এবং দাম ৫০ পয়সা। ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৫ বৈশাখ রোববার ১৩৭৯ [৮ মে ১৯৭২]। এটি 'রবীন্দ্র সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ৫০ পয়সা।

সোনার দেশ। 'সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ জানুয়ারী শুক্রবার ১৯৭২। সম্পাদক: ইকবাল হোসায়েন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: এস. কে. আসাদুল হক। পত্রিকাটি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কর্তৃক ঝিকরগাছা, যশোর থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মণ্ড প্রেস, কাজী-পাড়া সড়ক, যশোর থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ১২ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৭৮ [২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ৩ চৈত্র শুক্রবার ১৩৭৮ [১৭ মার্চ ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ১৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ১০ম ও ১১শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১৭ চৈত্র শুক্রবার ১৩৭৮ [৩১ মার্চ ১৯৭২]। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ১৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যাটির প্রকাশকাল ১৮ বৈশাখ

সোমবার ১৩৭৯ [১ মে ১৯৭২]। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত এক 'কৈফিয়ৎ'-এ বলা হয়:

> বিশেষ কারণে সোনার দেশ-এর ১২, ১৩, ১৪, ১৫-এর সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

শেষোক্ত সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ১৫ পয়সা।

সোনার বাংলা। সাপ্তাহিক। 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রামী মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ জানুয়ারী শুক্রবার ১৯৭২ [মাঘ ১৩৭৮][1]। সম্পাদক: মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।

সম্পাদক কর্তৃক জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ২৩½"×১৬¾"। ১ম বর্ষ ৪১শ সংখ্যার প্রকাশ ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭২ [২১ কার্তিক ১৩৭৯]। সংখ্যাটি ঈদ উপলক্ষে প্রকাশিত। সংখ্যাটিতে 'সর্বাধিক প্রচারিত নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক' কথা ক'টির উল্লেখ দেখা যায়।

১ম বর্ষ ৪৩শ সংখ্যার প্রকাশ ২৬ নভেম্বর রোববার ১৯৭২ [১০ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ৪৭শ সংখ্যার প্রকাশ ৭ জানুয়ারী রোববার ১৯৭৩ [২৩ পৌষ ১৩৮০]। এবং ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৮ জানুয়ারী রোববার ১৯৭৩ [১৪ মাঘ ১৩৮০]।

১১শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১৩মে রোববার ১৯৭৩ [৩০ বৈশাখ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

১১শ বর্ষ ২৬ সংখ্যার প্রকাশকাল ১২ আগষ্ট রোববার ১৯৭৩ [২৮ শ্রাবণ ১৩৮০]। ১১শ বর্ষ ৪৪শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ২৪ রোববার ১৯৭৪ [১২ ফাল্গুন ১৩৮০]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, ঘ। দাম ৩০ পয়সা। ১২শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ অক্টোবর বুধবার ১৯৭৪ [২৯ আশ্বিন ১৩৮১]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

---

[1] পত্রিকাটি ১৯৬৩ সালে স্থাপিত বলে প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ দেখা যায়।

পৃষ্ঠা ৪, ঘ। দাম ৩০ পয়সা। সম্পাদক ছাড়াও কার্যনির্বাহী সম্পাদক রূপে দেখা যায় আবদুল মান্নানকে। ১২শ বর্ষ ৩০শ-৩১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩ নভেম্বর রোববার ১৯৭৪ [৯ কার্তিক ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪, ঘ। দাম ৪০ পয়সা।

২০শ বর্ষ ৩৪ সংখ্যার প্রকাশ ১০ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৮১ [২৬ নভেম্বর ১৯৮২]। প্রধান সম্পাদক: মহীউদ্দীন আহমদ। সম্পাদক: মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। যোগাযোগের ঠিকানা: ৪২৩ এলিফেন্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১৭।

২১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৪ চৈত্র শুক্রবার ১৩৮৯ [৮ এপ্রিল ১৯৮৩] পৃষ্ঠা ৮। দাম ২·০০। এ-সংখ্যায় 'মুলতবী শাসনতন্ত্র বাতিলের পাঁয়তারা' শীর্ষক আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে সরকার ১২ এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। [দ্রষ্টব্য—দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ এপ্রিল বুধবার ১৯৮৩]।

জয়ধ্বনি। সাপ্তাহিক। 'বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৪ জানুয়ারী সোমবার ১৯৭২। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান: আবদুল কাইয়ুম মুকুল। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় থেকে যা জানা যায়, তা হল:

> বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের আকাংক্ষিত স্বাধীন বাংলা আজ লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক যোদ্ধার বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। যে প্রেরণা আর আকাংক্ষা নিয়ে লক্ষ লক্ষ যুবক স্বাধীনতার জন্য আত্মদান করেছেন শহীদের সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ করা, স্বাধীনতাকে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলা আজ দেশবাসী ও ছাত্র সমাজের এক বিরাট দায়িত্ব।...
>
> যে প্রতিক্রিয়াশীল জল্লাদ শক্তিকে আমরা রক্তের বিনিময়ে উৎখাত করেছি সেই ধরণের শক্তি যেন ভবিষ্যতে আবার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ থাকতে হবে, সচেতনভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।

> এ জন্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিটি সদস্য-সদস্যাকে আজ এক বিপ্লবী লক্ষ নিয়ে দেশপ্রেমিক কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। সকল স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এই পটভূমিকায় আমাদের সংগঠনের মুখপত্র 'জয়ধ্বনি' এক বিরাট দায়িত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে প্রচার সম্পাদক আ. ক. ম. জাহাঙ্গীর কর্তৃক ১০ পুরানা পল্টন হতে প্রকাশিত ও প্রচারিত। মুদ্রণে : এসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স লিঃ, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ১০ পয়সা। সাইজ : ১৬৩/৪″ × ১১১/২″।

১ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যার প্রকাশ ২১ আগষ্ট সোমবার ১৯৭২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ দাম ১০ পয়সা। ২য় বর্ষ ২২শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৭ অক্টোবর শনিবার ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা। ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ২০ পয়সা। সংখ্যাটির শেষ পৃষ্ঠায় আবদুল কাইউম মুকুল রচিত 'জয়ধ্বনি প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা'য় বলা হয় :

> জয়ধ্বনির আর্থিক টানাপোড়েনের জন্য গত দুই বৎসরে দুইবার জয়ধ্বনি কয়েক সপ্তাহের জন্য সাময়িকভাবে প্রকাশনা বন্ধ ছিল।...

৩য় বর্ষ ২৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৫ জুলাই সোমবার ১৯৭৪ এবং ৩য় বর্ষ ২৭শ সংখ্যার প্রকাশকাল ১২ই আগষ্ট সোমবার ১৯৭৪।

৩য় বর্ষ ৪৩শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭৪। পৃঃ ৪। দাম ৮০ পয়সা। এ-সংখ্যায় ফরিদুর রহমান বাবুল একটি ছড়া লেখেন। ছড়াটি নিম্নরূপ :

শেষটাতে হায় দেশটা থেকে
সাধের গণতন্ত্র
উঠিয়ে দিতে চতুর্দিকে
চলছে ষড়যন্ত্র
বড় হুজুর ঘরে বসে
মারেন সুখে মাক্ষি
আমরা আছি, চেঁচিয়ে বেড়াই
নিত্যগোপাল সাক্ষী।

গণবাংলা। 'নিরীক্ষণশীল পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ [২৬ জানুয়ারী ১৯৭২]। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১৩ ফাল্গুন শনিবার ১৩৭৮ [২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক : আবদুর রাজ্জাক। প্রধান উপদেষ্টা : মুহম্মদ এবাদত আলী। প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক : মুহম্মদ আবদুল মতিন [মোহন ভাই]। প্রধান পৃষ্ঠপোষক : জনাব আবদুর রহমান এম. সি. এ.

সম্পাদক কর্তৃক গণবাংলা কার্যালয়, মনিরামপুর বাজার, শাহজাদপুর, পাবনা থেকে প্রকাশিত এবং আজাদ প্রেস হতে মোঃ নেয়ামোল মণ্ডলা খান [শাহু] কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ দাম ২০ পয়সা।

পথ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ জানুয়ারী ১৯৭২ [১১ মাঘ মঙ্গলবার ১৩৭৮]। সম্পাদক : সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে মোহাম্মদ হানিফ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় 'পথ' নিচে উদ্ধার করা গেল :

> আমরা 'পথ' নাম দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। অতীতে এই দেশের মানুষকে রাজনীতির সঠিক পথ বলতে গিয়ে অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ইতিহাস প্রমাণ করেছে আমাদের পথও ছিল সঠিক। মানুষের মুক্তির একটি মাত্র পথ দেশ যত ছোট হউক, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে শত্রু যত আধুনিক হাতিয়াবের অধিকারীই হোক না কেন তার পরাজয় অনিবার্য ; তার প্রমাণ ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ। তাই শক্তির মূল উৎস দেশের জনতা। সেদিন আমার দেশের মানুষ দলমত ভুলে গিয়ে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল দেশকে মুক্ত করার জন্য। ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্মের নাম দিয়ে ভুলাতে চেয়েছিল এ দেশের মানুষকে। তাই গড়ে তুলেছিল রেজাকার, আলবদর, আল শামসের মত কুখ্যাত বাহিনী, তবুও জনতার মুক্তি আন্দোলন প্রতিরোধ-করা সম্ভব হয়নি। তাই জনতাকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করব। তাই পথ নাম দিয়ে আমরা পথে নামলাম।

পত্রিকাটি সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে মোহাম্মদ হানিফ কর্তৃক ট্রাঙ্ক রোড থেকে প্রকাশিত এবং আধুনিক ছাপাঘর, ফেনী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২ এবং দাম ১৫ পয়সা।

৪র্থ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা ২৩শে বৈশাখ বুধবার ১৩৮২ [৭ মে ১৯৭৫]। এ-সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে দেখা যায় এ. অদুদকে। এ-সময় পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং দাওয়াখানা প্রেস, ফেনী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৩০ পয়সা।

পত্রিকাটি নব পর্যায়ে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয় ১১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭৭ [২৬ শ্রাবণ ১৩৮৪]। সম্পাদক: এ. অদুদ।

পত্রিকাটি পরে 'অর্ধ সাপ্তাহিক' রূপে প্রকাশিত হয় এবং এই পর্যায়ে ৪র্থ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬ নভেম্বর শুক্রবার ১৩৮২ [১০ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ০.৫০। সাইজ: ১৬"×১১½"।

পত্রিকাটি পথ প্রিন্টিং কম্‌প্লেক্স, ট্রাঙ্ক রোড, ফেনী থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

কালস্রোত। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৭৮ [জানুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক: মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম। সহকারী সম্পাদক আবদুল আওয়াল।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৭৯ [জুলাই ১৯৭২]। এ-সংখ্যাটি 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৭৯ [আগষ্ট ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬ এবং দাম ১.০০ টাকা।

> মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সম্পাদিত এই মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কিত লেখা থাকে। এর আশ্বিন সংখ্যাটি সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে এসেছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন মুহম্মদ নূরুল হুদা, ফজলুর রহমান, সেলিম আল দীন, সুব্রত বড়ুয়া, আবদুল

মান্নান সৈয়দ, আখতার বানু ও আরো অনেকে। প্রচ্ছদ : আবদুল হালিম। দাম এক টাকা।[১]

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৯ [নভেম্বর ১৯৭২]। পত্রিকাটি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় থেকে যা জানা যায়, তা হল :

> '৭২-এর নভেম্বর। জানুয়ারী থেকে কালস্রোতের যাত্রা।' এর মধ্যে সংখ্যা বেরিয়েছে নয়টি। একাদশ মাসে নবম সংখ্যা। বহু অমসৃণ সিঁড়ি ভেঙে আমাদের এদ্দুর আসতে হয়েছে—তাই এই ব্যতিক্রম বা ছন্দপতন।

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৯ [ডিসেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ এবং দাম ১'০০ টাকা। সাইজ : ৯$\frac{৩}{৪}$'' × ৭$\frac{৩}{৪}$''।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৯ [মার্চ ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ১০৪ এবং দাম ১'৫০। দৈনিক বাংলায় [২০ মে রোববার ১৯৭৩] শেষোক্ত সংখ্যাটি সম্বন্ধে স্বাতী বলেন :

> কণ্ঠস্বর ঘেঁষা হলেও কালস্রোতে কণ্ঠস্বরের আমেজ অনুপস্থিত।...তবুও কালস্রোত, লক্ষ্য করছি, প্রায়শঃ বেরুচ্ছে। এবং আলো সংগ্রহের দুরন্ত ইচ্ছে নিয়ে। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ কবির সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখক নিজেও একজন কবি। তবে যে বিষয়টি তিনি যুক্তির সাথে উপস্থাপিত করেছেন তা মূলত বিতর্কমূলক। এসব বিষয়ে এক মত প্রায়শঃ দেখা যায় না।
>
> তদুপরি রাজনৈতিক দর্শন কোন সিদ্ধান্তে আসার পথকে কণ্টকিত করে। কালস্রোতের লেখক সূচী একেবারে অনুল্লেখ্য নয়। তবে লোভনীয়ও নয়।

২য় বর্ষ ৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮০ [জুন-জুলাই ১৯৭৩]। সংখ্যাটির 'আমাদের কথা'য় বলা হয় :

> আজ তিন মাস পর কালস্রোত আবার বেরুলো।...কালস্রোতের অনি-

---

[১]দৈনিক গণকণ্ঠ : ১ম বর্ষ ২৬০শ সংখ্যা : ১৯ কার্তিক রোববার ১৩৭৯ [৫ নভেম্বর ১৯৭৩]। পৃঃ ৭।

য়ম প্রকাশ আমাদের ইচ্ছেও নয়, অক্ষমতাও নয়। কাগজের দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যতা, বিজ্ঞাপনের স্বল্পতা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রতিকূলতাই মূলতঃ এজন্য দায়ী।…প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও বর্তমান সংখ্যাটি আমরা প্রকাশ করেছি।…

শেষোক্ত সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮৮ এবং দাম ১.৫০ টাকা।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮০ [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৩] পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০ এবং দাম ১.৫০ টাকা। সংখ্যাটির শেষ পৃষ্ঠায় ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে **'সমকাল'** পত্রিকা সম্পর্কে বলা হয় :

> …বাঙলা-সাহিত্য পত্রিকাকাশে 'সমকাল' আবার আসছে। একদা সুনামের শীর্ষোস্থিত সমকাল-এর দীর্ঘ বিরতিতেও আর কারো পক্ষে সে অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়নি, যদিও গ্রহ-হূগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটেছে অনেক ; ঠিক এ মুহূর্তে 'সমকাল'-এর পুনরাবির্ভাবের ঘোষণা আমাদের আশান্বিত করেছে। পূর্ব-সুনামে 'সমকাল' আবার বাঙালীর সাহিত্যাকাশে ধ্রুব-তারা হয়ে জ্বলবে, এই আমাদের কামনা।

এত আশাবাদ সত্ত্বেও কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সমকাল বাজারজাত হতে পারেনি।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮০ [জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রকাশিত হয় : 'গল্প : বিশেষ সংখ্যা'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৮ এবং দাম ২.০০। সম্পাদক ছাড়াও এ-সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদক রূপে দেখা যায় আহমদ আবদুল আউয়ালকে।

৩য় বর্ষ ৩য়-৫ম [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ [মার্চ-জুন ১৯৭৪]। অনবধানতাশতঃ ১৪ পৃষ্ঠায় ছাপা হয় ২য় বর্ষ ৪র্থ-৭ম সংখ্যা পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮ এবং দাম ২.০০ টাকা। ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ-৮ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮১ [জুলাই-অক্টোবর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২ এবং দাম ২.০০ টাকা।

৩য় বর্ষ ৯ম-১০ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮১ [নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪]। এ-সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয় :

কালস্রোত বর্তমান সংখ্যাটি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে হলেও শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছে। এ-সংখ্যার ছাপা পীড়াদায়ক। দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক কারণে এ রকমটি ঘটেছে। আমাদের হাতে দুটো মহৎ পরিকল্পনা রয়েছে : কবি ফররুখ আহমদের উপর একটি বিশেষ সংখ্যা এবং তারপর প্রতিটি সংখ্যায় নিয়মিতভাবে প্রবীণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা মূল্যায়নমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ।...

এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ১০০ এবং দাম ২.০০। সাইজ : ৯″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″।

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮১ [জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ১২৮ এবং দাম ২.০০ টাকা।

দীপ্ত বাঙলা। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মাঘ ১৩৭৮ [জানুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক : সুফী আবদুল্লাহ আল মামুন।

পত্রিকাটির ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 'অমর ৮ই ফাল্গুন স্মরণে' ফাল্গুন ১৩৭৮-এ।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটির প্রকাশ মার্চ ১৯৭২ [চৈত্র ১৩৭৮]। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪২ এবং দাম ১.০০ টাকা। সাইজ : ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″।

পত্রিকাটি সুফী মোতাহার হোসেন প্রকাশনী, ২৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও বাংলা প্রেস, ইস্পাহানী ভবন, বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি 'নব বর্ষ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী' রূপে প্রকাশিত বৈশাখ [১৩৭৯] মাসে।

৫ম সংখ্যাটি 'সুফী মোতাহার হোসেন সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ এবং ৬ষ্ঠ সংখ্যাটির প্রকাশ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৯। সাইজ : ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৭$\frac{৩}{৪}$″।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৯। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও প্রধান সহকারী সম্পাদকরূপে দেখা যায় মাসুদ রানাকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং দাম ৫০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। এ-সংখ্যায়

প্রধান সহকারী সম্পাদক : খ. মু. রফিকুল ইসলাম ও সহ-সম্পাদক : মাসুদ রানা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪ এবং দাম ৫০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৮০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪ এবং দাম ৭৫ পয়সা।

সংখ্যাটি উপরোক্ত ঠিকানা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ, ঢাকা-১ থেকে হাসিমউদ্দিন হায়দার পাহাড়ী কর্তৃক মুদ্রিত।

৩য় (?) বর্ষের একটি (সম্ভবতঃ শেষ) সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৮০ [মার্চ ১৩৭৪]। এ-সংখ্যায় সহ-সম্পাদকরূপে দেখা যায় ইকবাল হাসান চৌধুরীকে। প্রধান পৃষ্ঠপোষক : কে. এম. ওবায়দুর রহমান (বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী) ও আবুল মনসুর চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৮০ এবং দাম ২.০০ টাকা। সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক স্বদেশ প্রেস, ৯ গোপী কিষণ লেন, উয়ারী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৭৫ [পৌষ-মাঘ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ : ১০১/২″×৮″। ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ [ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮১]। এ-সময় এটি 'একটি মননশীল সাহিত্য মাসিক'রূপে প্রকাশিত। প্রধান পৃষ্ঠপোষক : আবুল মনসুর চৌধুরী। প্রধান সহকারী : মাসুদ রানা। সহযোগী : নাজমা আক্তার ও লায়লা ফিরোজ। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ১.০০ টাকা। সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক রুবী মেশিন প্রেস, ৩৭ বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও পুরানা পল্টন লাইন থেকে প্রকাশিত।

৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ২.০০ টাকা। ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮২। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও সহ-সম্পাদক ও সহ-সম্পাদিকারূপে দেখা যায় যথাক্রমে আলতাফ হোসেন ও লায়লা ফিরোজকে। এ-সংখ্যাটি 'সনেটকার সুফী মোতাহার হোসেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' পৃষ্ঠা ৭৬। দাম ১.৫০। এ-সংখ্যাটি সপ্তডিঙ্গা প্রিন্টার্স, ৪৪/জে আজিমপুর

রোড, ঢাকা-৯ থেকে মুদ্রিত। সাইজ : ১১''×৮½''।

ইতিমধ্যে পত্রিকাটি **সাপ্তাহিকরূপেও** প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৪ জানুয়ারী শুক্রবার ১৯৭৪ [১৯ পৌষ ১৩৮০]। সম্পাদকীয় 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু'তে বলা হয় :

> ...অদীর্ঘ দু'বছর আমরা নানা প্রতিবন্ধকতার সাথে প্রীতি-যুদ্ধ করে মাসিক দীপ্ত বাঙলা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের উপহার দিয়ে আসছিলাম। দু'বছরের চলমান অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা সচেতনভাবে বুঝতে পেরেছি যে, শুধু সাহিত্য চর্চা করে সমাজের বর্তমান অচলাবস্থা দূর করা সম্ভব নয়।...

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবার ১৯৭৪। সম্পাদক ছাড়াও ব্যবস্থাপক সম্পাদকরূপে দেখা যায় ফ. ক. আ. হোসেনকে। পৃষ্ঠা ১৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৯৯ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক পলাশ আর্ট প্রেস, ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৭৪ [৯ ফাল্গুন ১৩৮০]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৭''×১১¾''।

পরে এ-পত্রিকা ডিমাই সাইজ বইয়ের আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮৮ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৮২]। বইটির নাম 'বাঙলার চিত্রশিল্পী ও এস. এম. সুলতান।' পরের বইটির নাম 'জীবন শিল্পী মহিউদ্দীন' [১৯৮৩]।

মুখপত্র। মাসিক। 'কালক্রম গোষ্ঠীর মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭২ [পৌষ-মাঘ ১৩৭৮]। সম্পাদক : ওবায়দুল ইসলাম ও মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্।

> 'মুখপত্র'-এ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ছাড়াও পাঠকের মতামত, বিতর্ক, প্রসঙ্গ-প্রসঙ্গান্তর, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি নিয়মিত বিভাগ থাকবে, প্রয়োজন বোধে নিয়মিত বিভাগের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

পত্রিকাটি লোকমান উদ্দীন আহমদ কর্তৃক ২৪ ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১৫ থেকে প্রকাশিত এবং আজাদ প্রেস, রমনা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ৯১/৪"×৭১/৪"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ [মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৮] এবং ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭২ [ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮]। শেষোক্ত সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। "আগামী সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি 'কালক্রম' নামে বের হবে" বলে উক্ত সংখ্যায় প্রচারিত হলেও নতুন নামে পত্রিকাটি বার হয়নি। অর্থাৎ তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর 'মুখপত্র' বন্ধ হয়ে যায়।

সূচনা। 'মাসিক সাহিত্য চলচ্চিত্র সাংস্কৃতিক পত্রিকা'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মাঘ ১৩৭৮ [জানুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক : সাখাওয়াত হোসেন। নির্বাহী সম্পাদক : মোঃ শামসুল হুদা।

বর্ণমিছিল সাহিত্য সংসদ, ৫১ উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রায়ণ, ২৫৬ বি. কে. রোড, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৭৯ [এপ্রিল ১৯৭১]। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৩২ এবং দাম ৫০ পয়সা। শেষোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত 'কৈফিয়ত'-এ বলা হয় :

> গত সংখ্যায় ছাত্র ইউনিয়নের একটা মনোগ্রাম ছাপা হয়েছিল। বহু টেলিফোন ও চিঠি এসেছে আমাদের কার্যালয়ে।
>
> জিজ্ঞাসা এটা কি ছাত্র ইউনিয়নের পত্রিকা? এটা কি ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বলব, না, সূচনা কোন রাজনৈতিক পত্রিকা নয়। আমাদের 'ম্যাকআপম্যান' ভুল করে এটা নির্দিষ্ট করেছে। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

দেশ বাংলা। 'একটি প্রগতিশীল দৈনিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ১৯৭২। সম্পাদক : আবু হেনা।

পত্রিকাটি দৈনিক দেশবাংলার পক্ষে ইসলামিয়া লিথো এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস

থেকে এম. এ. হক কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৬ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৪০শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১১ মার্চ শনিবার ১৯৭২ [২৭ ফাল্গুন ১৩৭৮]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা।

দৈনিক পূর্বদেশ [৪র্থ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা : ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭২] পত্রিকায় প্রকাশিত 'আজ থেকে দৈনিক দেশ বাংলা বেরুবে' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> আগামীকাল [২১ সেপ্টেম্বর] থেকে দৈনিক দেশ বাংলা পুনঃপ্রকাশিত হবে বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
>
> উল্লেখ থাকে যে, গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে দেশ বাংলার প্রকাশনা বন্ধ ছিলো। একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা পত্রিকা অফিসে আগুন লাগিয়েছিল বলেই প্রকাশনা স্থগিত ছিল।

দৈনিক জনপদে [১ম বর্ষ ১৯৬শ সংখ্যা : ১৩ আগষ্ট সোমবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'অবিলম্বে বন্দী সাংবাদিক ও প্রেস শ্রমিকদের মুক্তি দাবী' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> গত শনিবার রাত দশটায় আকস্মিকভাবে পুলিশ চট্টগ্রাম 'দেশ বাংলা' অফিসে তালা লাগিয়েছে। দু'জন সাংবাদিক ও আটজন প্রেস-শ্রমিকসহ মোট দশজনকে পুলিশ একই সময় গ্রেপ্তার করেছেন। গ্রেপ্তারের পর তাদেরকে থানা হাজতে রাখা হয়েছিল। গতকাল রবিবার বিকেলে তাদেরকে কোর্টে হাজির করা হয়। চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাদের জামিনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু জামিন পাওয়া যায়নি। তাদের গতকাল জেল হাজতে পাঠান হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, তাদেরকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন বারবার চেষ্টা করেও ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছেন।
>
> 'দেশ বাংলা'য় তালা লাগানো এবং সাংবাদিকসহ প্রেস শ্রমিকদের

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গতকাল রবিবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে চট্ট-গ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের এক অতিরিক্ত জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন **দৈনিক স্বাধীনতার** সহকারী সম্পাদক ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শফিক-উদ্দিন। বক্তৃতা করেন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জনাব নজির আহমদ, **দৈনিক আজাদীর** বার্তা সম্পাদক শ্রী সাধন ধর, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক আজাদীর সহকারী সম্পাদক জনাব শরীফ রেজা, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিক ভূঁইয়া প্রমুখ।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে 'দেশ বাংলা'র অফিসে আকস্মিকভাবে তালা লাগানো এবং পত্রিকার কর্মরত সাংবাদিক ও প্রেস শ্রমিকদের গ্রেপ্তারে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার তীব্র নিন্দা করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে গ্রেপ্তারকৃত সাংবাদিকসহ সকল কর্মচারীর অবি-লম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করা হয়। সাথে সাথে দেশের অন্যান্য স্থানে সাংবাদিকদের ওপর সকল হয়রানি বন্ধ করে সাংবাদিকতার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

আরেকটি প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে 'দেশ বাংলা'র তালা খুলে দিয়ে সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মচারীর জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের দাবী জানান হয়।

আরেকটি প্রস্তাবে 'প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস' অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালা কানুন আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের আগে বাতিলের দাবী জানান হয়।

গ্রেপ্তারকৃত সাংবাদিক ও প্রেস শ্রমিকগণ হলেন, দেশ বাংলার কর্মরত বার্তা সম্পাদক ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য শ্রী

মৃণাল চক্রবর্তী, সাংবাদিক শ্রী প্রদীপ খাস্তগীর, চট্টগ্রাম প্রেস শ্রমিক ইউনিয়নের দেশ বাংলা ইউনিটের সভাপতি শ্রী অমৃত নন্দী, সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাখাল চন্দ্র সেন এবং শ্রী সুবাস দাস, জনাব শাহাদত হোসেন, শ্রী দীপক মজুমদার, শ্রী রণজিত দাস ও শ্রী অনিল চৌধুরী।

উপরোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সরকারী প্রেস নোটে 'দেশ বাংলা' সম্পর্কে বলা হয়:

চট্টগ্রামে দৈনিক দেশ বাংলার ১১ই আগষ্ট ১৯৭৩ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় তীর্যক হেডিং দিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় যে, বিদেশী অস্ত্রে সুসজ্জিত বিদ্রোহীদের হাতে রাঙ্গামাটি শহর পতনের আশঙ্কা। প্রকৃতপক্ষে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ও হতাশার সৃষ্টি করা এধং দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করাই এই সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য। জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের মনোবল ধ্বংস করার এই ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টাকে কোন সরকার বরদাস্ত করতে পারে না। দেশের স্বার্থে সরকারের দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। উক্ত দৈনিকের প্রেস ও পত্রিকার কতিপয় কর্মচারীকে দেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। উক্ত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক যিনি প্রিণ্টার এবং প্রকাশকও বটে এখন পলাতক রয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই পত্রিকা ইতিপূর্বে দেশপ্রেমিক দায়িত্ববোধ এবং সাংবাদিক নীতিমালার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে ক্ষতিকর সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে আশা করে সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। কিন্তু সে

আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং সরকার বর্তমান ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়।

উপরোক্ত সংখ্যার অপর একটি সংবাদ 'গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও পত্রিকার তালা খুলে দেয়ার দাবী' থেকে জানা যায়ঃ

> বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী নির্মল সেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে চট্টগ্রামের 'দৈনিক দেশবাংলা' পত্রিকায় তালা দেয়া ও ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যকরী সংসদ সদস্য শ্রী মৃণাল চক্রবর্তীসহ দুইজন সাংবাদিক এবং আটজন প্রেস শ্রমিককে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন।
>
> বিবৃতিতে তাঁরা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের বিনা শর্তে মুক্তি ও পত্রিকাটির তালা খুলে দেয়ার দাবী জানান। তাঁরা বলেন, দেশ-ব্যাপী আয়ুবী কালাকানুন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবীর মুখে এ ঘটনা আমাদের স্তম্ভিত করেছে।

দৈনিক গণকণ্ঠ [২য় বর্ষ ১৯৫শ সংখ্যা : ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার ১৯৭৩]-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'দেশ বাংলা অফিসের তালা খুলে দাও'-এ বলা হয়:

> গত শনিবার রাতে চট্টগ্রামের দৈনিক 'দেশ বাংলা' পত্রিকা অফিসে হানা দিয়ে পুলিশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যকরী সদস্য 'দেশ বাংলা'র বার্তা সম্পাদক শ্রী মৃণাল চক্রবর্তীসহ ২ জন সাংবাদিক ও ৮ জন প্রেস কর্মচারীকে গ্রেফতার করেছে এবং পত্রিকা অফিসে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। দেশ বাংলা অফিসে পুলিশী হানার সময় সাংবাদিক ও প্রেস কর্মচারীদের আটকের ও অফিস বন্ধ করে দেওয়ার কারণ বর্ণনা করে সরকার গতকাল এক প্রেস নোট প্রকাশ করেছেন। প্রেসনোটে বলা হয়ঃ চট্টগ্রামের দৈনিক 'দেশ বাংলা' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আপত্তিকর শিরোনামায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, রাঙ্গামাটি শহর বিদেশী অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুভাবাপন্ন লোকদের দ্বারা দখলের হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে, বাস্তবে সর্বৈব মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক এই খবরটি জন সাধারণের মধ্যে সন্ত্রাস ও হতাশা

সৃষ্টি এবং দেশের নিরাপত্তার ক্ষতি করার মতলবে প্রচার করা হয়েছে। জনগণের মনোবল এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকারক এরূপ ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টাকে কোন সরকারই বরদাস্ত করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের স্বার্থে অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া সরকারের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা ছিল না! ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী উক্ত পত্রিকা ও মুদ্রণালয়ের কতিপয় কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও সুন্দরবনে বহু পলাতক আল বদর, রাজাকার, জামাতে ইসলামী ও কিছু সংখ্যক পলাতক পাকিস্তানী সৈন্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ ঘাঁটি করে আছে বলে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে একাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সরকার পরে তদন্তের পর ঘোষণা করেন যে, উক্ত এলাকায় এ ধরণের কোন বিদ্রোহীদের ঘাঁটির অস্তিত্ব নেই।
এ বছরের গোড়ার দিকে ঢাকার পত্রিকাগুলোতে এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, তাতে দেশের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করা এবং জনগণকে বিদেশী হানাদার চক্রের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান এবং উক্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে সরকার সরজমিনে তদন্তের পর উপরোক্ত ঘোষণা করেছিলেন। দৈনিক দেশ বাংলায় রাঙ্গামাটি সম্পর্কে যে রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, তারও পিছনে যে একই উদ্দেশ্য ছিল না তা নিশ্চিত করে বলা যায় কি? অবশ্য এ রিপোর্টকে সরকার বর্ণিত দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যেতে পারে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তার বিবরণ যদি সত্য প্রতিপন্ন না হয় তবুও সেই রিপোর্টের পিছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য বা সাংবাদিকতার সততার প্রশ্নকে বড় করে দেখা চ'ল কি? দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সাংবাদিকরা অনেক সময় সত্যকে ব্যক্ত করেন না। আবার অনেক সময় জাতির নৈতিক বল বৃদ্ধির জন্য বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেন। এ বছর গোড়ার দিকে কোন কোন সরকার দলীয় দৈনিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে

বিদ্রোহী ও বিদেশী অনুচরদের ঘাঁটি সম্পর্কে প্রকাশিত খবর তদন্তের পর সত্য নয় বলে সরকার জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব রিপোর্টের জন্যে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ঠিক সেই ভাবেই সরকার দেশ বাংলায় প্রকাশিত উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কেও একই মনোভাব গ্রহণ না করে এতো কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, পত্রিকাটি বিরোধী দলের সমর্থক বলেই একটা অজুহাত দেখিয়ে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হলো। অতীতেও একাধিক বিরোধী দলের পত্রিকা একটা না একটা অজুহাতে সরকার বন্ধ করে দিয়েছে।
দেশ বাংলা পত্রিকার সাংবাদিকদের গ্রেফতার ও অফিসে তালা লাগানোর ঘটনায় জাসদ নেতা মেজর জলিল ও আ. স. ম. রব এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, 'কোন পত্রিকা ভুল তথ্যসহ কোন খবর ছাপালে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিন্তু প্রেস কর্মচারী ও সাংবাদিকদের অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে পত্রিকা অফিসে বেআইনীভাবে তালা ঝুলানো যায় না।' জাসদ নেতাদের এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে দেশবাংলার সাংবাদিক ও প্রেস কর্মচারীদের গ্রেফতার এবং অফিসে তালা বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাংবাদিক সমাজের বক্তব্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আমরা দাবী জানাচ্ছি, দেশবাংলার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হোক, দেশবাংলা অফিসের তালা খুলে দেয়া হোক, আটক সাংবাদিক ও কর্মচারীদের মুক্তি দেয়া হোক।

উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত অপর এক সংবাদ-নিবন্ধে চাটগাঁয় জাসদের গণজমায়েত "'দেশ বাংলা'র তালা খুলে দাও-" এ বলা হয়:

দৈনিক দেশবাংলার বার্তা সম্পাদক ও একজন সাংবাদিকসহ ১০জন কর্মচারী গ্রেফতার ও উক্ত পত্রিকার অফিস তালা বন্ধ করে দেয়ার প্রতি-

বাদে আজ ১৩ আগষ্ট বিকেলে চট্টগ্রাম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্যোগে স্থানীয় শহীদ স্বপন পার্কে এক বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। গণজমায়েতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা জাসদ সহ-সভাপতি জনাব ইমাম শরীফ, বক্তৃতা করেন যুগ্ম সম্পাদক জনাব চৌধুরী আলী রেজা, শ্রমিক নেতা মাকসুদুর রহমান ও ছাত্রলীগ নেতা জাকারিয়া চৌধুরী প্রমুখ। বক্তাগণ পূর্বাহ্নে কারণ দর্শাবার নোটিশ ব্যতীত অগণতান্ত্রিকভাবে দৈনিক দেশবাংলা অফিস তালাবদ্ধ ও কার্যরত সাংবাদিক এবং কর্মচারীদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত সাংবাদিক শ্রী মৃণাল চক্রবর্তী ও শ্রী প্রদীপ খাস্তগীরসহ অন্যান্য কর্মচারীকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তিদানের দাবী জানান। তারা দেশবাংলা অফিসের তালা খুলে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্যও আহ্বান জানান। বক্তাগণ গতকাল অনুষ্ঠিত স্থানীয় আওয়ামী লীগ সম্মেলনে প্রদত্ত শ্রমমন্ত্রী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর ভাষণে দেশ বাংলা প্রসঙ্গেরও নিন্দা করেন। মন্ত্রী দেশবাংলা অফিসে চিরতরে তালা লাগানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সাংবাদিকদের জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান :

গ্রেফতারকৃত সাংবাদিক শ্রী মৃণাল চক্রবর্তী ও শ্রী প্রদীপ খাস্তগীর-সহ অন্যান্য কর্মচারীদের জামিনের জন্য চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন আজ [মঙ্গলবার] উত্তর মহকুমা হাকিমের কাছে যে আবেদন করেন, মহামান্য হাকিম তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রেসিডেন্ট-এর ৫০ নং আদেশ বলে গ্রেফতারকৃতদের জামিন দেয়ার ক্ষমতা মহামান্য হাকিমের নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

'চসাই' আগামীকাল আবার জামিনের আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দেশবাংলার আটক সাংবাদিক ও প্রেস শ্রমিকদের মুক্তি দাবী :

বাংলাদেশ প্রেস মজদুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর

রাজ্জাক গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে অবিলম্বে 'দেশবাংলা' পত্রিকার আটক শ্রমিক ও সাংবাদিকদের মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে জনাব রাজ্জাক পত্রিকা অফিসের তালা খুলে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যদি অবিলম্বে এ ধরনের নির্যাতনমূলক কাজ বন্ধ করা না হয়, তবে শ্রমিকরা নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। বুধবার বাংলাদেশ প্রেস মজদুর ফেডারেশনের নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির এক জরুরী সভা ফেডারেশনের কার্যালয়ে [৪, জিন্দাবাহার ১ম লেন] বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে এক সংবাদ-নিবন্ধ থেকে জানা যায়।[১]

জনপদ ১ম বর্ষ ১৯৮শ সংখ্যা [১৫ আগষ্ট বুধবার ১৯৭৩]-য় প্রকাশিত 'কালাকানুন রাখা শহীদদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী নির্মল সেন বলেছেন, কালাকানুন প্রেস অর্ডিন্যান্সের পরিবর্তে অন্য কোন নিবর্তনমূলক আইনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চেষ্টা করা হলে তাঁরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।

শ্রী সেন গতকাল মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাক ইউনিটে কালাকানুন বাতিল আন্দোলনের প্রস্তুতি সভায় বক্তৃতা করছিলেন। ইত্তেফাক ইউনিটের প্রধান জনাব আবেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আরো বক্তৃতা করেন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাফর, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব কামাল লোহানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি জনাব শুভ রহমান, সংবাদপত্র সাধারণ কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোজাম্মেল হক, শ্রী সন্তোষ গুপ্ত, প্রেস শ্রমিক ফেডারেশনের জনাব মোশাররফ হোসেন ও জনাব বজলুর রহমান।

শ্রী সেন রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশবলে সাংবাদিকদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে

---

[১] দৈনিক জনপদ ১ম বর্ষ ১৯৮শ সংখ্যা [১৫ আগষ্ট বুধবার ১৯৭৩]।

তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হাইজ্যাকার চোরাচালানী, কালোবাজারী, মজুতদার দমনের উদ্দেশ্যে এ আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু উক্ত দুষ্কৃতি-কারীদের বিরুদ্ধে এ আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। ব্যবহার হচ্ছে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। এ আইনে উক্ত দুষ্কৃতিকারীরা গ্রেফতার হলেও উচ্চ মহলের তদবিরে মুক্তি বা জামিন পাচ্ছে। প্রয়োজনবোধে ৫০ ধারার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

তিনি আরো বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে কালাকানুন বহাল রাখা শহীদদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। শহীদদের নাম উচ্চারণের কোন অধিকার তাদের নেই।

শ্রী সেন দেশের সাংবাদিক ও প্রেস শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানির তীব্র নিন্দা করেন। "দেশ বাংলা আর কোনদিন বের হবে না", জনৈক মন্ত্রীর এই উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ধিক্কারের সাথে জানতে চান, সত্য কে? মন্ত্রী না আদালত? আদালতে মামলা দায়ের করার পর এ ধরনের উক্তিকে তিনি হাস্যকর বলে আখ্যায়িত করেন।

জনাব কামাল লোহানী তাঁর ভাষণে কালাকানুন প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল আন্দোলনের মুখে দেশ বাংলার ঘটনাকে বেপরোয়া ও উস্কানিমূলক বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, দেশবাংলার ঘটনা আইয়ুব শাহীর ইত্তেফাকের ঘটনাকেও লজ্জা দেয়। কালাকানুন প্রেস অর্ডিন্যান্সকে পুরানো কায়দায় ব্যবহার করে সাতটি সাপ্তাহিক ও একটি দৈনিক বন্ধ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে, অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফ-তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সংগ্রাম, এ সংগ্রামকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

জনাব লোহানী বলেন, শুধু সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদেরই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না, সাধারণ মানুষকেও সত্য কথা জানার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অধিকার হারা কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও আইনজীবী-সহ সকল বুদ্ধিজীবী এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে শরীক হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবেই।

জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী দেশবাংলার গ্রেফতারকৃত সাংবাদিক ও প্রেস শ্রমিকদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দেবার দাবী জানান।

তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতদের উপর অত্যাচার ও নিগ্রহের জন্যে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ছাড়াও একজন মন্ত্রী দায়ী। কালাকানুন বজায় রাখা ও ইত্তেফাকের মত "দেশবাংলা" বন্ধ করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন বর্তমান সরকারের কাছ থেকে একনায়কত্ববাদী আইয়ুবী আচরণ কল্পনাতীত।

জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেন, এ কালাকানুন বহাল রেখে গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র স্বীকৃত মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এ আইন চালু রাখা হাস্যকর ও দুঃখজনক। কালাকানুন বিরোধী আন্দোলন বানচালের জন্যে স্বার্থান্বেষী মহলের তৎপরতার কথা উল্লেখ করে জনাব রিয়াজ কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ফেডারেল ইউনিয়ন আহূত কালাকানুন বাতিলের দাবীতে ১লা সেপ্টেম্বরের প্রতিবাদ দিবসের প্রতি একাত্মতা ও ভবিষ্যতের যে কোন কর্মপন্থার প্রতি সহযোগিতার শপথ ঘোষণা করা হয়। গণবিরোধী কালাকানুন ৩১শে আগষ্টের মধ্যে প্রত্যাহার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে। এই সাথে যাবতীয় কালাকানুন প্রত্যাহারেরও দাবী জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে দেশ বাংলার গ্রেফতারকৃত সাংবাদিক ও প্রেস কর্মচারীদের অবিলম্বে মুক্তি দান ও পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের দাবী জানান হয়।
এক প্রস্তাবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশ প্রয়োগের জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের জামালপুর প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ৫০ নং আদেশে দায়ের করা মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান হয়।

ঢাবিসাসের সমর্থন :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কালাকানুন বাতিল আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

ঢাবিসাসের সভাপতি জনাব জুবাইদুর রহমান মুর্তজা ও সাধারণ সম্পাদক জনাব তারেক শামসুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে এই একাত্মতার কথা জানান।

উপ-পরিষদের সভা :

১৯শে আগষ্ট রবিবার সকাল ১০ টায় 'কালাকানুন বাতিল দিবস' প্রস্তুতি উপ-পরিষদের এক সভা ইউনিয়ন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রেস কর্মচারী ফেডারেশন :

বাংলাদেশ প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি খন্দকার জামাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুস সাত্তার গতকাল মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রামের দৈনিক দেশবাংলার গ্রেফতারকৃত প্রেস কর্মচারীদের অনতিবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করেছেন।

জনপদ [১ম বর্ষ ২০০শ সংখ্যা : ১৭ আগষ্ট শুক্রবার ১৯৭৭]-এ প্রকাশিত 'বার্তা সম্পাদক বাদে দেশ বাংলা কর্মীদের মুক্তির নির্দেশ' শীর্ষক সংবাদে বলা হয় :

সরকার গতকাল চট্টগ্রাম প্রশাসনকে দৈনিক দেশবাংলার বার্তা সম্পাদক বাদে তার সকল কার্যরত সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মচারীকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিপিআই জানাচ্ছে যে, এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক বাইরে থাকায় আশা করা হচ্ছে, উক্ত দৈনিকটির একজন সাংবাদিক এবং ৮ জন কর্মচারী আজ মুক্তি পাবেন।

জনপদ [১ম বর্ষ ১১৭শ সংখ্যা সোমবার : ৩ সেপ্টেম্বর]-এ অপর এক সংবাদে বলা হয় :

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল রাতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন এবং চট্টগ্রামের দৈনিক 'দেশবাংলা' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শ্রী মৃণাল চক্রবর্তীকে মুক্তি দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।

প্রতিনিধিগণ তাঁকে বলেন যে, মৃণাল চক্রবর্তী নির্দোষ এবং পত্রিকার নীতিগত ব্যাপারে তাঁর কিছুই করার ছিল না।

বঙ্গবন্ধু প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তিনি বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

সাংবাদিক প্রতিনিধিদলে ছিলেন বি. এফ. ইউ. জের সভাপতি শ্রী নির্মল সেন, বি. এফ. ইউ. জের সাধারণ সম্পাদক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, ডি. ইউ. জের সভাপতি জনাব কামাল লোহানী ও ডি. ইউ. জের সাধারণ সম্পাদক জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমেদ।

দৈনিক বাংলা [৯ম বর্ষ ২৯৭শ সংখ্যা : ৮ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭৩] থেকে জানা যায় :

দেশবাংলার বার্তা সম্পাদক শ্রী মৃণাল চক্রবর্তীকে আজ চট্টগ্রাম জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

গত ১২ই আগষ্ট এক সংবাদ প্রকাশিত হবার পর অপর ন'জন কর্মচারীসহ শ্রী চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়। একজন সাংবাদিকসহ ন'জনকে আগেই মুক্তি দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে শ্রী চক্রবর্তীকে মুক্তি দেবার অনুরোধ জানান।

বঙ্গবন্ধু তাদের এ ব্যাপার বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

আজাদ ৩৮শ বর্ষ ৩৮ সংখ্যায় [৭ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭৩] প্রকাশিত সংবাদ 'দেশ বাংলা'র তালা খুলে দেয়া হলো"-তে বলা হয় :

১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি. এস. চাকমা আজ [৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার] বিকালে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা দেশবাংলার তালা পত্রিকার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের সম্মুখে খুলে দেন।

কয়েক মাস পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আপত্তিকর খবর প্রকাশ করায় সরকার অফিসটিতে তালা বন্ধ করেছিলেন।

জন্মভূমি। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৭৯ [১৪ জুলাই ১৯৭২]। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ২১ মাঘ শুক্রবার ১৩৭৮ [৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক : অধ্যাপক আলী আহমেদ। সহ-সম্পাদক : হুমায়ুন কবির বালু।

পত্রিকাটি মধুমতি মুদ্রায়ণ, খুলনা থেকে ইমানউদ্দিন সরদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ১০ পয়সা। সাইজ : ১৭½´´×১১´´।

পত্রিকাটিতে দেশীয় ও স্থানীয় সংবাদ ছাড়াও সাহিত্য বিভাগ 'কাগজ কলম কালি,' কিশোর বিভাগ 'গড়বে যারা বাংলাদেশ, 'সংবাদ পর্যালোচনা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

১ম বর্ষ ৩৭শ সংখ্যার প্রকাশ ২৮ আশ্বিন রোববার ১৩৭৯ [১৫ অক্টোবর ১৯৭২] । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা। সাইজ : ১৯¾´´×১৪¾´´।
২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ ফাল্গুন রবিবার ১৩৭৯ [৪ মার্চ ১৯৭৩]।
২য় বর্ষ ৩২শ সংখ্যাটির প্রকাশ ২৭ শ্রাবণ রবিবার ১৩৮০ [১২ আগষ্ট ১৯৭৩]। ৩য় বর্ষ ৪৪শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৮১ [২৪ নভেম্বর ১৯৭৪] । পৃষ্ঠা ৪। দাম ২০ পয়সা। সাইজ : ১৬½´´×১১½´´।
৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৯ জুন রবিবার ১৯৭৭ [৪ আষাঢ় ১৩৮৪]। সম্পাদক : হুমায়ুন কবির বালু। 'আমাদের যাত্রা হোক শুভ' নামক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে 'সাপ্তাহিক জন্মভূমি' পুনঃপ্রকাশিত হলো।...
>
> ...১৯৭২ সনে 'সাপ্তাহিক জন্মভূমি' প্রকাশিত হয়।..
>
> ১৯৭৫ সনের ১৬ই জুন সংবাদপত্র বাতিল আইনে সাপ্তাহিক 'জন্মভূমি'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।...
>
> জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ়করণ, জনগণের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার বিকাশ সাধনই 'জন্মভূমি'র একমাত্র ধ্যানধারণা ও কর্তব্য।

পত্রিকাটি ইমানউদ্দিন সরদার কর্তৃক ২০ খান জাহান আলী সড়ক, খুলনা, মধুমতি মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত ও ১৫ ইকবাল নগর মসজিদ লেন থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ৮। দাম ০'৪০।

১ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যা ৭ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৮০ [২১ ভাদ্র ১৩৮৭]। সম্পাদক ছাড়াও ব্যবস্থাপক সম্পাদকরূপে যোগ দেন আকতার জাহান।

টেলিগ্রাম। 'একটি নিরপেক্ষ বাংলা সান্ধ্য' পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ৬ ফেব্রুয়ারী রোববার ১৯৭২। সম্পাদক : কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ।

পত্রিকাটি জাগৃতি মুদ্রায়ণ থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১২ ফোল্ডার স্ট্রীট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ১ম বর্ষ ৩০শ সংখ্যার প্রকাশ ২৩ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৭৮ [৭ মার্চ ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ এবং দাম ১০ পয়সা। ১ম বর্ষ ৭৯শ সংখ্যাটির প্রকাশ ১৬ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৭৯ [২৯ এপ্রিল ১৯৭২]। এ-সময় পত্রিকাটি 'একটি বাংলা সান্ধ্য' হিসেবে 'বাংলার সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠস্বর'রূপে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ২। দাম ১০ পয়সা।

পত্রিকাটি টেলিগ্রাম মুদ্রায়ণ থেকে কাজী সিরাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। সাইজ : ২০¼''×১৫¼''।

এর কিছুদিন পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় বলে মনে হয়।

বংগবার্তা। 'নিরপেক্ষ সান্ধ্য দৈনিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ১১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৭২। সম্পাদক এ. কে. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন।

সম্পাদক কর্তৃক হোসাইন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ও বাংলাদেশ আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত। কার্যালয় : ১০১, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম। ১ম বর্ষ ৩০শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১২ মার্চ রোববার ১৯৭২ [২৮ ফাল্গুন ১৩৭৮]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ এবং দাম ১০ পয়সা। সাইজ : ১৯⅞''×১৫¾''। শেষোক্ত সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক 'বিশেষ ঘোষণা'য় বলা হয় :

সান্ধ্য বংগবার্তা আগামী ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস থেকে বর্দ্ধিত আকারে প্রতিদিন সকালে বের হবে।

পত্রিকাটি চট্টগ্রাম থেকে সত্যি সত্যি সকালে বেরিয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। পত্রিকাটি পরে অবশ্য 'জাতীয় প্রগতিশীল দৈনিক'রূপে প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। দৈনিক জনপদ ১ম বর্ষ ২১০শ সংখ্যা [২৭ আগষ্ট সোমবার ১৯৭৩]-য় প্রকাশিত 'বংগবার্তার উদ্বোধনীতে ভাসানীর বাণী : স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান' সংবাদে বলা হয় :

'বংগবার্তা' শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই সংগ্রাম করবে না, বরং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্যও এ পত্রিকা সংগ্রাম করবে। 'বংগবার্তা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অসুস্থতাবশত: উপস্থিত হতে না পেরে মওলানা ভাসানী সন্তোষ থেকে প্রেরিত এক বাণীতে এ আশা প্রকাশ করেন।

তিনি উক্ত বাণীতে আরো বলেন, বংগবার্তা যেন নির্যাতিত মানুষের মুক্তির পথ—সমাজতন্ত্রের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে পারে। আশা করি, চলার পথে কোন ভয়-ভীতি, কোন মহলের উস্কানি লোভ ও স্বার্থ কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না।

বাংলাদেশের প্রতি যারা দরদ রাখেন, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন, তাদের প্রতি আবেদন জানিয়ে ন্যাপ প্রধান বলেন, তারা যেন দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রাণের চেয়েও প্রিয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেন।

বংগবার্তার ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১ আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৮০ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। অবশ্য পত্রিকাটির এইটিই বাজারে প্রচারিত প্রথম সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক : ফয়েজ আহমদ। সম্পাদক : কে. এ. মো: সাখাওয়াত হোসেন। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'নব পর্যায় : নবীন যাত্রা' থেকে নিচে কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল :

নব পর্যায়ে 'বংগবার্তা' তার নবীন যাত্রা শুরু করেছে। এ যাত্রা-

পথে তার সাধনা অ-সাধারণের নয়। বরং সাধারণের কাছাকাছি থাকার। সাধারণের হওয়ার। এ জন্য 'বংগবার্তা' সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতাকে সর্বদা পরিহার করে চলবে। নিজের চারদিকে ধী-গত দেয়াল তৈরী করবে না।

যে সামাজিক প্রক্রিয়া চলছে, চলতে থাকবে, সে প্রক্রিয়ার প্রতি প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার মধ্যে 'বংগবার্তা' কোন নিরাপদ সুখাশ্রয় খুঁজবে না। এজন্য হয়তো সব কিছুর সাথে মানিয়ে চলার সনাতন রীতির সাথে 'বংগবার্তা'র বিরোধ দেখা দেবে। দিক, সে-বিরোধকে এড়িয়ে চলার ইচ্ছা বা দায় কোনটাই 'বংগবার্তা'র নেই। 'বংগ বার্তা'র নীতি হবে এড়িয়ে চলা নয়, এগিয়ে চলা।

দেশে রাজনীতি আছে। রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু সবার ওপর আছে দেশের মানুষ। খেটে খাওয়া মানুষ।...এই মানুষের প্রতিই 'বংগবার্তা'র আনুগত্য। যে রাজনীতি এই মানুষের আশা আকাক্সক্ষাকে তুলে ধরবে, তাদের শোষণ-বঞ্চনার প্রতিকারের দাবী জানাবে, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের ওপরে গোটা জাতির স্বার্থকে স্থান দেবে, 'বংগবার্তা' সেই মানুষের রাজনীতির পক্ষে কলম চালাবে। এ ক্ষেত্রে 'বংগবার্তা' কোন গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার দ্বারা পরিচালিত হবে না। 'বংগবার্তা' সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক চিন্তা ও চেতনার ব্যাপকতম ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রাখবে।

'বংগবার্তা' সত্য সংবাদ প্রকাশের উপর নিশ্চয় গুরুত্ব দেবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবে সংবাদের সত্যকে প্রকাশের ওপর। দেশের বুদ্ধিজীবী-বৃত্তিজীবী, বেকার যুব সমাজ—শিক্ষার্থী যুব সমাজ, অবহেলিতা নারী সমাজ, হলজীবী শ্রমজীবী, ক্ষুদে ব্যবসায়ী-দোকানদার-ফেরিওয়ালা এদের সকলেরই সমস্যা আছে, সংবাদ আছে। সে সব সংবাদকে কেবল তুলে ধরাই নয়, খুলে ধরার দায়িত্ব 'বংগবার্তা' পালন করবে।

'বংগবার্তা' যেহেতু সমাজের জন্য লিখবে, ...সেহেতু 'বংগবার্তা'

সমাজ-সচেতনাকে প্রতিফলিত করবে। এ জন্য 'বংগবার্তা' জীর্ণ, অপ্রয়োজনীয়, অনবরত এগিয়ে চলার বিরোধী কোন মূল্যবোধকে যেমন আঁকড়ে থাকবে না, তেমনি মূল্যবোধহীনতার কোন পাতাল-গামী নৈরাজ্যের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে জাতীয় হারিকিরিকে স্বাগত জানাবে না। নতুন মূল্যবোধের পাঠ 'বংগবার্তা' গ্রহণ করবে বাংলার সেই দুঃখী মানুষের কাছে যারা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ধলেশ্বরীর তীরে, ক্ষেতে-খামারে, কলেকারখানায় সমাজের সব সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে, 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে' যারা কাজ করে। এটা 'বংগবার্তা'র বিনয় নয়, বিশ্বাস। কাব্যকে টানা নয়, ইতিহাসকে মানা।

'বংগবার্তা' তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মতোই জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জাতীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না করে দেখার নীতিকে সমর্থন জানাবে। উপরন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে দেশের অযুত অসংখ্যের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখার দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরবে।

'বংগবার্তা' জানে, যে-সাধারণের সাথে তার ঐক্যের সাধনা তারা ছড়িয়ে আছে শুধু স্বদেশেই নয়, দেশ-দেশান্তরে সারা বিশ্ব জুড়ে। তারা সকলেই 'বংগবার্তা'র নিকটতম প্রতিবেশী, আত্মার আত্মীয়, অনেক আশা ও প্রেরণার উৎস, সংগ্রামের সাথী। তাই, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে 'বংগবার্তা' শোষিত মানবের সংগ্রামের সাথে নিবিড় সখ্যতার নীতির প্রতি অবিচলভাবে বিশ্বস্ত থাকবে। সারা বিশ্বের, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা—শোষিত লুণ্ঠিত এই ত্রি-মহাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার ও মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে নিজের কণ্ঠকে সর্বদা সোচ্চার রাখবে।···

আজ 'বংগবার্তা'র নবীন যাত্রা হলেও প্রথম যাত্রা নয়। তার প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার যুব বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত চট্টলায় এক বছর আগে। তখন

আয়োজন ছিল সামান্য। সাধ্য ছিল সীমিত। পরিপ্রেক্ষিত ছিল স্থানীয়। আজও তার আয়োজন হয়তো সামান্যই। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত অনেক বড় তাই দায়িত্বও অনেক বেশী। সেই কারণে আজ 'বংগবার্তা'র নব পর্যায়ের নবীন যাত্রা।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক জাগৃতি মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত এবং ৩৬ পাইওনিয়ার রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮, ১৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ২৩" × ১৭"।

১ম বর্ষ ১০৬শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ পৌষ শুক্রবার ১৩৮০ [৪ জানুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

শেষোক্ত সংখ্যার পর 'বংগবার্তা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১]

উল্লাস। সাপ্তাহিক। 'জনগণের নির্ভীক কণ্ঠ।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার ১৯৭২ [৮ ফাল্গুন ১৩৭৮]। সংখ্যাটি 'একুশে স্মারক সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত। সম্পাদক: দিলওয়ার। কার্যনির্বাহক সম্পাদক: আশরাফ উদ্দিন ভূইয়া। সহ-সম্পাদক: বদরুল হক।

পত্রিকাটি কার্যনির্বাহক সম্পাদক কর্তৃক বলাকা প্রিন্টার্স, জল্লারপাড়, সিলেট থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

---

[১]'জনাব এ. কে. এম. গোলাম কবির অধুনালুপ্ত 'বংগবার্তা'র প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থ যোগানদার ছিলেন। তিনি ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য।' [দৈনিক বাংলা: ১০ম বর্ষ ১৪৮শ সংখ্যা: ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৭৪]।

'বিরোধীদলীয় সংবাদপত্র বংগবার্তা প্রকাশনার সহিত যুক্ত থাকার কারণে তাঁহাকে [জনাব এ. কে. এম. গোলাম কবীর] সরকারী কোপানলে পড়িতে হয় এবং সরকারী অর্থনৈতিক অবরোধে উক্ত পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়।' [রিকুইজিশনপন্থী ভাসানী ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন প্রস্তুত কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা আরিফুর রহমান সুধারামীর বিবৃতি (দৈনিক ইত্তেফাক: ১৯শ বর্ষ ১৯৩শ সংখ্যা: ১২ জুলাই শুক্রবার ১৯৭৪)]।

পত্রিকাটিতে স্থানীয় এবং দেশী খবর প্রকাশিত হয়। এতে আরও থাকে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'র পাতা। 'চিরন্তরী' নামে অপর একটি বিভাগও পত্রিকাটিতে দেখা যায়। এটি মহিলাদের বিভাগ বলে মনে হয়। উল্লাস-এর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭২ [১৮ ফাল্গুন ১৩৭৮]। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

গণবার্তা। সাপ্তাহিক: ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৮ ফাল্গুন সোমবার ১৩৭৮ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠপোষক: মোঃ লুৎফর রহমান [গণ পরিষদ সদস্য]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: মুহম্মদ আতাউর রহমান। পরিচালক: মোহাম্মদ সাফায়েত আলী খন্দকার।

পত্রিকাটি সভাপতি ও পরিচালক কর্তৃক হেলাল প্রেস, গাইবান্ধা, থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা। সাইজ: ১৫½"×১০¾"।

'আমাদের কথা'য় পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়:

> ...রাষ্ট্রের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাহিত্য সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। এ সকলের বহুল প্রকাশ, প্রচার ও প্রতিফলন একমাত্র পত্রিকার মাধ্যমেই সম্ভব। এবং সে উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সাপ্তাহিক গণবার্তা প্রকাশের ব্যাপারে ঝুঁকি নিয়েছি।...

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ১৩ চৈত্র সোমবার ১৩৭৮ [২৭ মার্চ ১৯৭২]। এ-সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২০ পয়সা। এ-সংখ্যার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

অনিবার্য কারণবশতঃ আগামী সংখ্যা 'গণবার্তা' প্রকাশিত হবে না। অর্থাৎ, এ-ঘোষণা অনুযায়ী ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়নি।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ১১ বৈশাখ সোমবার ১৩৭৯ [২৪ এপ্রিল ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ১০ পয়সা। ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৫ বৈশাখ সোমবার ১৩৭৯ [৮ মে ১৯৭২] এবং ১৩শ

সংখ্যাটির প্রকাশকাল ১২ জুন সোমবার ১৯৭২ [২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯]। শেষোক্ত সংখ্যায় 'কৈফিয়ৎ'-এ বলা হয়:

> নিজস্ব প্রেস না থাকার জন্য মুদ্রণ কার্যে ব্যাঘাত ঘটায় এবং প্রেস ক্রয় করার ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত থাকায় পত্রিকা সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশিত হইল। ভবিষ্যতে পূর্ণ কলেবরে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা রাখি।

পত্রিকাটিতে স্থানীয় খবরাখবর ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যার প্রকাশ ৬ কার্তিক সোমবার ১৩৭৯ [২৩ অক্টোবর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা। এ-সময় পত্রিকাটি সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কর্তৃক গণবার্তা প্রকাশনী, সমবায় মুদ্রণালয়, গাইবান্ধা হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গণদূত। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ১৩ কার্তিক সোমবার ১৩৭৯ [৩০ অক্টোবর ১৯১২] হতে পত্রিকাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে 'গণদূত' হয়। এর কারণ হিসেবে এক ঘোষণায় বলা হয়:

> খুলনা হতে গণবার্তা নামে আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হওয়ায় আমরা আমাদের পত্রিকার নাম বর্তমান সংখ্যা হতে 'সাপ্তাহিক গণদূত' রাখলাম। এখন হতে আমাদের পত্রিকা 'গণদূত' নামেই প্রকাশিত হবে।

সাপ্তাহিক গণদূতের পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২০ পয়সা।

বঙ্গদর্পণ। সাপ্তাহিক। 'বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৮ ফাল্গুন সোমবার ১৩৭৮ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক: মো: নুরুল আনোয়ার। শেখ শহীদুল ইসলাম পত্রিকাটি সম্বন্ধে তার শুভেচ্ছাবাণীতে বলেন:

> বাংলাদেশের মেহনতী জনতার প্রাণপ্রিয় সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ তেজগাঁও আঞ্চলিক শাখা থেকে বঙ্গদর্পণ নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। মেহনতী শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া পেশ ও দুঃখী জনতার মঙ্গলার্থ তাদের

বক্তব্য প্রকাশে এতদিন যে দৈন্য ও সুযোগের অভাব ছিল, বঙ্গ-দর্পণের নিয়মিত প্রকাশনা তা অনেকাংশে পূরণ করবে। বাংলা-দেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে মেহনতী জনতাকে দেশ গঠনমূলক কার্যে উৎসাহ প্রদানে এই পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কোরবে বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি।

পত্রিকাটি ইম্পেরিয়াল প্রেস, ঢাকা থেকে আবদুল কাদের কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৩৪৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে এম. এ. খালেকের ব্যবস্থাপনায় আবুল হাশেম ভূঁইয়া কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ২৫½″×১৫½″।

১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৭৯ [২৮ নভেম্বর ১৯৭২]। এ-সময় পত্রিকাটি 'মেহনতী জনতা তথা বাংলার গণমানুষের সাপ্তাহিক'রূপে প্রকাশিত। ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১২ চৈত্র সোমবার ১৩৭৯ [২৬ মার্চ ১৯৭৩]। এটি ছিল 'স্বাধীনতা সংখ্যা'। ২য় বর্ষ ২১শ ও ২২শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ২ ভাদ্র রোববার ১৩৮০ [১৯ আগষ্ট ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

৩য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যাটির প্রকাশ পৌষ রোববার ১৩৮১ [৯ জুন ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা এবং দাম ৩০ পয়সা। সাইজ: ২৩½″×১৭″।

৩য় বর্ষ ২২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৯ ভাদ্র রোববার ১৩৮১ [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা। সম্পাদক: গোলাম মুস্তফা ভূঁইয়া। ৩৩, বঙ্গবন্ধু এভেন্যু থেকে আবুল হাশেম ভূঁইয়া কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সাইজ: ১৭″×১১½″।

সম্ভবতঃ এর কিছুদিন পরেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাঙলার মেয়ে। মহিলা মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৮ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদিকা: বেগম আশরাফুন-নেছা। সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় বলা হয়:

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমান। আর সেই সমানাধিকার দাবীর ভিত্তি নিয়েই

জন্ম নিল আজকের মহিলা মাসিক পত্রিকা বাঙলার মেয়ে।...
পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, খুলনা থেকে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৯ বাবু খান রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ এবং দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৭৮ [মার্চ ১৯৭২]। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৩৮ এবং দাম ৫০ পয়সা।

এ-পত্রিকার মোট কয়টি সংখ্যা বেরিয়েছিল তা জানা যায়নি।

রূপসী বাংলা। 'সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ [?] ফেব্রুয়ারী ১৯৭২। সম্পাদক : অধ্যাপক আবদুল ওহাব।

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২ জুলাই শুক্রবার ১৯৭৬ [১৮ আষাঢ় ১৩৮৩]। সবিনয় নিবেদন এ-বলা হয় :

> ...গত বছর ১৬ই জুন তৎকালীন সরকার আরো বহু পত্র-পত্রিকার সাথে 'রূপসী বাংলা'র ডিক্লারেশন বাতিল করেছেন।...বর্তমান সরকার গত মে মাসের শেষ দিকে রূপসী বাংলা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন ...।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক নতুন চৌধুরীপাড়া, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত এবং জেলা বোর্ড প্রেস, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৪০ পয়সা। সাইজ : ২৩″ × ১৬″।

সমাজ। দৈনিক। ১ম বর্ষ 'বিসমিল্লাহ [১ম] সংখ্যা'র প্রকাশ ৮ ফাল্গুন সোমবার ১৩৭৮ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক : আবুল বাসার মৃধা। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' থেকে যা জানা যায়, তা হল :

> আজ রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলায় শহীদ দিবসের স্বর্ণ-করোজ্জ্বল পুণ্য প্রভাতে 'সমাজ' এর যাত্রা হল শুরু।...
>
> দৈনিক সমাজ' নামকরণের মধ্যেই নিহিত 'সমাজ'-এর অনুসৃতব্য নীতি ও আদর্শের মৌলবাণী। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় বীরত্ব আর দেশবাসীর অপরিসীম ত্যাগ ও নিঃশেষে প্রাণ বলি-

দানের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে উপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। অতীতের শ্বাসরুদ্ধকর প্রাণান্তকর পরিবেশ আর শাসনের নামে শোষণ ও নির্যাতনের যে জগদ্দল পাথর বাংলার আকাশ-বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল, আজ আমরা তা থেকে মুক্ত। কিন্তু আজও সংগ্রামের শেষ হয়নি। সাফল্যের এক তোরণ থেকে আমাদের সংগ্রাম অন্য তোরণ অভিমুখে যাত্রা করেছে মাত্র। এই যাত্রার সীমান্তে রয়েছে সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।... সমাজ জীবন দিয়েই বিচার করা হয় একটি দেশ এবং তাঁর মানুষ ও সভ্যতা সংস্কৃতিকে। আর এই সব কিছুর দর্পণ হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদ পত্রেও প্রতিবিম্বিত হয় সমাজ জীবনের রূপচ্ছবি এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই মহৎ উদ্দেশ্য এবং আদর্শকে মোক্ষ ও পরমার্থ জ্ঞানে ধারণ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত আজকের বিধ্বস্ত বাংলাকে সত্যিকার সোনার বাংলা রূপে গড়ে তোলার এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অকুতোভয় অঙ্গীকার নিয়েই 'দৈনিক সমাজ' আজ হাজির হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের সম্মুখে। নীতি ও আদর্শগতভাবে 'দৈনিক সমাজ' হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, রচনাত্মক ও গণমুখী। এই নীতি ও আদর্শের পথে যত বাধা আসুক 'সমাজ' তা নির্ভয়ে মোকাবেলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোন ভয়-ভীতি, লোভ-প্রলোভন 'সমাজ'-এর বিঘোষিত আদর্শের স্থলে কম্পন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।...

স্বত্বাধিকারী আসাদুল হক কর্তৃক ৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ এবং সাঈদা প্রেস, ৮ রজনী বোস লেন, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, ১২। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ২২''×১৬''।

৩য় বর্ষ ১৪৯শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার ১৯৭৪

[২০ শ্রাবণ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা।
সম্ভবতঃ উপরোক্ত সংখ্যাটির পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ইংগিত। 'গণমানুষের সাপ্তাহিক মুখপত্র'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৭২। সম্পাদকঃ মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক। পত্রিকাটি এ. কে. এম. আবু তাহের কর্তৃক বাংলাদেশ প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ইংগিত কার্যালয়, ৫১ ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ১ বৈশাখ শুক্রবার ১৩৭৯ [১৪ এপ্রিল ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা। ১ম বর্ষ ১৩ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৫ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৭৯ [১৯মে ১৯৭২]। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও পরিচালনা সম্পাদকরূপে দেখা যায় মোহাম্মদ শামসুল হককে। এ সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ১৭½″ × ১১¼″।

নবীন। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৮ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক : মোস্তফা হোসেন। পরিচালনা সম্পাদক : শাহাদত হোসেন। যুগ্ম সম্পাদক : আসাদ বেল্লাল।

মোস্তফা হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং কনসেপ্ট প্রিন্টার্স, ২৫ এলিফেন্ট রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৮ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ এবং দাম ৬০ পয়সা। সাইজঃ ১১″ × ৮½″।

প্লাবন। 'মাসিক সাহিত্য সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৮ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক আকরাম হোসেন রাজা। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : আলমগীর আহসানউল্লাহ। সহ-সম্পাদক : মনির হক বাচ্চু ও মোঃ সিরাজুল আমিন।

পত্রিকাটি মালিক আবিদ হোসেন কর্তৃক উলকা প্রেস, শেখপাড়া বাজার, খুলনা থেকে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। দাম ১'০০। সাইজ : ৯½″ × ৭¼″।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮ [মার্চ ১৯৭২]। পৃষ্ঠা ৪১। দাম ৬৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৭৯ [এপ্রিল ১৯৭২]। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ৬৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ [মে ১৯৭২]। পৃষ্ঠা ৫১। দাম ৬৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৫ম—৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৭৯। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৬৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৯ম—১০ম সংখ্যার প্রকাশ ঈদ সংখ্যা হিসেবে ১৩৭৯ সালে। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ৬৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ১ম—২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৬২। দাম ১'০০। সাইজ: ৮½"×৫½"।

২য় বর্ষ ৩য়—৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৯৭৩ [?]। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ১'০০।

স্ফুটন। 'সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র শিক্ষাবিষয়ক নির্মল মাসিক'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৮ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক: তাপস মজুমদার। সহযোগী সম্পাদক: গিয়াসউদ্দীন আহমদ ও মো: নজরুল ইসলাম। সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তা হল:

> …স্বদেশ গড়ার পালা আমাদের। এই ক্রান্তিলগ্নে, লাল টকটকে রবি যে সময়ে দিব্যি উঁকি দিচ্ছে নিয়মিত আমাদের পুবের দিগন্তে, সে সময়ে, সেই লগ্নে আমরা একটি পত্রিকা, নিয়মিত নির্মল মাসিক পত্রিকার অংশ হিসেবে তার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত, নিজেদের ধন্য মনে করছি।
>
> ক্রমান্বয়ে মুদ্রণ-সামগ্রী, কাগজের মূল্য এবং লেখার চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা কতোটা সাফল্য অর্জন করবো, করতে পারবো, জানি না। তবে সাহিত্য-জগতে প্রদীপ্ত একটি নতুন নাম, নবতম গোষ্ঠী এবং স্ফুটন তার পত্রিকা। তবে, আমাদের স্বীকারোক্তি

প্রদীপ্ত ও স্ফুটন তারুণ্যের সমার্থবোধক ; দেশ-বিদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্রশিক্ষা ও মনীষার প্রকাশ ও বিকাশে তরুণ ও অপেক্ষাকৃত নতুনদের লেখা আমরা সাগ্রহে প্রকাশ করবো। স্ফুটনের প্রথম সংখ্যা সম্ভবতঃ এই বক্তব্য প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট।

পত্রিকাটি প্রদীপ্ত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পক্ষে তাপস মজুমদার কর্তৃক ২২ কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং সলিমাবাদ প্রেস, ২১/৩ কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা-১ থেকে আবদুল জব্বার কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩০ এবং দাম ১'০০ টাকা। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮ [মার্চ ১৯৭২]। এ-সংখ্যায় শুধু গিয়াসউদ্দিন আহমদকে সহযোগী সম্পাদকরূপে দেখা যায়। পৃষ্ঠা ৪৬। দাম ৮০ পয়সা। সাইজ : ১০১/২"×৮"। ৩য় সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি 'উত্তরপুরুষ' নামে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

সর্বহারা। 'খেটে খাওয়া সর্বহারা মানুষের প্রচারপত্র-১।' সম্পাদক : আজাদ সুলতান।

পত্রিকাটি মহিবুর রহমান (দুধ মিয়া), ৫৩ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাছিম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান : গণ-সাহিত্য ভবন, ২৫ লিয়াকত এভেনিউ, ঢাকা ১ এবং ধানসিড়ি প্রকাশনী, লিয়াকত এভেনিউ, ঢাকা-১। প্রচারপত্রটির পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ১০ পয়সা। সাইজ : ১৫১/২"×১০১/২"। 'এই সংখ্যা পাটুয়াটুলী ন্যাপ কর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রকাশিত হল' কথা কটি পত্রিকার শিরোপরি উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত সংখ্যার "বিশেষ কথা'য় আরও বলা হয় :

> ঢাকা শহর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সকল সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাংগঠনিক তৎপরতা, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণসহ ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে 'সর্বহারা' রীতিমত প্রকাশিত হবে।···

তবে উপরিউক্ত একটি সংখ্যা ছাড়া আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।

হক কথা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৭৮ [২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২]। সম্পাদক: সৈয়দ ইরফানুল বারী। প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক: মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় থেকে যা জানা যায়, তা হল:

> হক কথা বলবার নিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে হক কথা বের হল। এ তো আল্লাহর অসীম করুণা। বলিষ্ঠ কারণে সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা এবার মানুষের খেদমত করে যেতে পারবে, এ ভরসা আমাদের রইল।
>
> মফঃস্বলের কাগজ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনের চেয়ে সখটা মিটায় বেশী। অন্তত: পাঠকমহল তাই আশা করে থাকেন। হক কথার লক্ষ্য আন্তরিকতার সাথে দুটাই মিটিয়ে দেয়া। সমাজের সকল স্তরে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিশীল রূপরেখা তুলে ধরে সে প্রয়োজনের পরিচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। তদুপরি গ্রামীণ পরিবেশে পালিত সরল ভাগ্য-কার লেখকদের প্রাণবন্ত সখটাও জুড়ে দিতে চায়। সব মিলে মানুষের দরবারে হক কথা পরিবেশ ও যুগের হক আদায় করতে বদ্ধপরিকর।
>
> হক কথা কতদূর হক কথা বলতে পারবে এও প্রশ্ন। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা নিশ্চয়ই বাচালতা বৈ কিছু নয়। আমরাও সে বিষয়ে সজাগ। সাংবাদিকতার জগতে নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী বলতে যা বোঝায় আমরা তাই হতে যাচ্ছি কিনা পাঠকবর্গই এর জবাব দিবেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে আমরা যে হিম্মত পেয়েছি তার পরশ নিশ্চয়ই এতে লাগবে। আবার নবীন দেশে প্রাচীন সমস্যা যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তার ছোঁয়াও আমাদের লাগবে। সব মিলে, আমরা বাস্তবানুগ হক কথা বলবার প্রয়াসী, সৌখিন কলমবাজিতে নেই।
>
> তারপর স্বীকৃতি পাবার পালা। সমঝদারের সমাদর 'হক কথা'র

জন্যে সব কিছু না হলেও অনেক কিছু। তাই লেখক ও পাঠক-মহলে 'হক কথা' একটি স্থান করে নিবার আশা রাখে। অবশ্যি 'কার মুখপত্র হিসেবে'—আজকের দুনিয়ায় তা একটি বড় প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এর জবাব 'হক কথা'র নতুন লেখক পাঠকের জন্যে জন্যে [!] রয়েছে। আজ মুক্তির যুগ। বিপ্লবের হাওয়া বইছে। কে জানে মুখপত্রটির সকল সমঝদার কেবল ন্যায় ও সাধুতাকেই ভালবাসে কিনা, শুধু বিপ্লবের পথকেই মুক্তির নিশানা মনে করে কিনা।

পত্রিকাটি মুদ্রিত হয় কল্লোল প্রেস, সদর সড়ক, টাঙ্গাইল থেকে। আর প্রকাশিত হয় সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে। ১ম সংখ্যার পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ১৫ পয়সা। সাইজ: ১৭$\frac{৩}{৪}$″ × ১১$\frac{১}{২}$″। পত্রিকাটিতে দেশের বিভিন্ন খবরাখবর ছাড়াও প্রকাশিত হয়, গল্প প্রবন্ধ, ব্যঙ্গাত্মক রচনা ইত্যাদি। এ-ছাড়াও থাকে কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ: মুরিদের দরবার, ইহা কি সত্য, পাঠকের অভিমত, এম. সি. এ.-দের কাণ্ড প্রভৃতি।

পত্রিকাটি পরে শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত হয়। ১ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যার [৯ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৭৯: ২৩ জুন ১৯৭২] প্রধান সংবাদ-নিবন্ধে বলা হয়:

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের আশংকাকে সত্য প্রমাণিত করে স্বাধীন দেশে বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধের নির্লজ্জ প্রয়াসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকার তার পুলিশ বাহিনী দিয়ে সাপ্তাহিক 'হক কথা' সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গত ২০শে জুন মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারটার সময় বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজীর মধ্য দিয়া গ্রেফতার করেছে।

উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত অপর এক সংবাদে বলা হয়:

সাপ্তাহিক 'হক কথা'র সম্পাদক ইরফানুল বারীকে সরকার গ্রেফতার করায় মওলানা ভাসানী বর্তমান সংখ্যা থেকে 'হক কথা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কাজ চালাবেন। গত ২১শে জুন তিনি এই

সিদ্ধান্ত টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসককে জানিয়েছেন।

দৈনিক বাংলায় [৮ম বর্ষ ২৯৬শ সংখ্যা : ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭২] প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> কেন প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হবে না—তার কারণ দর্শানোর জন্যে সরকার **'হক কথা'**, **'মুখপত্র'**, **'স্পোকসম্যান'**, **'লাল পতাকা'**, ও **'বাংলার মুখ'**,—এই পাঁচটি সাপ্তাহিক পত্রিকার উপর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন।
>
> গতকাল মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নানের বরাত দিয়ে বিপিআই জানায়, এ সব পত্রিকার বিরুদ্ধে কাল্পনিক, বিদ্বেষমূলক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশনের নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।
>
> এ সব পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে শো-কজ নোটিশ জারির ১০ দিনের মধ্যে জবাব দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান।

দৈনিক বাংলা। [৮ম বর্ষ ৩১০শ সংখ্যা : ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭২] থেকে পুনরায় জানা যায় :

> আপত্তিকর বিষয় প্রকাশের অভিযোগে দুটি বাংলা সাপ্তাহিক **'হক কথা'** ও **'মুখপত্র'** এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক **'স্পোকসম্যান'** পত্রিকার ডিক্লারেশন [প্রকাশনার অনুমতি] সরকার বাতিল করে দিয়েছেন। গতকাল বুধবার সরকারীভাবে এ কথা জানা গেছে। বাসস'র খবরে বলা হয়েছে যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি যে সব প্রেস থেকে ছাপা হত, সরকার সেই প্রেসগুলিকেও পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বই বা সংবাদপত্র প্রকাশ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।
>
> সরকারী সূত্রে বলা হয় যে গত ২২শে সেপ্টেম্বর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের [পিপিও] ২৬ ধারা বলে 'হক কথা'র ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করেন এবং হক কথার ছাপাখানা শান্তি প্রেসকে পিপিও'র ২৩ (ক) ধারা বলে পুনরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত বই ও সংবাদপত্র না ছাপার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথম পর্যায়ে 'হক কথা'র শেষ সংখ্যাটি [১ম বর্ষ ৩০শ সংখ্যা] প্রকাশিত হয় ৫ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৭৯ [২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]।

'হক কথা' বন্ধ হওয়ার পর মওলানা ভাসানী পর পর কয়েকটি অনিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করেন। তাদের কয়েকটির নাম নিচে দেওয়া গেল।

বাংলা খুৎবা। 'হক কথা' বন্ধ হলে পর অক্টোবর মাসে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রকাশ করেন 'বাংলা খুৎবা—মুসলিম জাহানের মুক্তির পথ।' 'বাংলা খুৎবা'র যে-সংখ্যাটি দেখার সুযোগ হয়েছে, সেটির প্রকাশকাল ১৭ কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৭৯ [৩ নভেম্বর ১৯৭২] পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৫$\frac{১}{৪}$" × ১০$\frac{১}{৪}$"। সংখ্যাটিতে আছে প্রকাশক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক 'মুসলমান ভাই-ভগ্নীদের প্রতি আরজ,' 'প্রথম খুৎবা,' 'ছানি খুৎবা,' 'ভাসানীর বাণী,' 'রমজানের শিক্ষা,' ইত্যাদি।

পরের অপর একটি সংখ্যার প্রকাশ ২ পৌষ ১৩৭৯। এটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

সত্য কথা। 'সত্য কথা'র যে-সংখ্যাটি দেখেছি সেটি ২ নং বুলেটিন এবং 'ভারত শোষিত বাংলাদেশের মানুষের মুখপত্র' রূপে প্রকাশিত। বুলেটিনটি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক ৫ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৭৯ [২০ নভেম্বর ১৯৭২] তারিখে প্রকাশিত। এটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৭$\frac{৩}{৪}$" × ১১$\frac{১}{২}$"। সংখ্যাটির প্রধান সংবাদ-নিবন্ধ হল: 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উপেক্ষিত: এ সরকার ভারত-আশ্রিত তাবেদার সরকার।'

দৈনিক বাংলায় [৯ম বর্ষ ৪১শ সংখ্যা: ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭২] এক সংবাদে মওলানা ভাসানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়:

> 'হক কথা' বন্ধ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর অনিয়মিত বুলেটিন 'সত্য কথা' যাতে কোন প্রেস না ছাপায় সে জন্য টাঙ্গাইলের সবগুলো প্রেসকে সরকারীভাবে হুমকি দেয়া

হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, দেশে ৫৪টি পত্রিকা ডিক্লারেশন ছাড়াই প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু তাঁকে পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশন দেয়া হচ্ছে না।

ভাসানীর জেহাদ। ১ম সংখ্যাটির প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৭৩। প্রকাশক: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। 'গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি' বলা হয়:

> ···সাপ্তাহিক 'হক কথা' সরকার···বন্ধ করে দেয়ার পর পরই···'সত্য কথা' বুলেটিন বের করেছিলাম। সেই সঙ্গে···'বাংলা খুৎবা' বের করেছিলাম।···নিজস্ব প্রেস না হওয়া পর্যন্ত 'বাংলা খুৎবা' ও 'সত্য কথা' এক সঙ্গে বের করা সম্ভব না। কিন্তু তবু···'বাংলা খুৎবা' ও 'সত্য কথা' বুলেটিনের সমন্বয়ে 'ভাসানীর জেহাদ' আত্মপ্রকাশ করে।···

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৭½″ × ১১¾″।

ভাসানীর সত্য কথা। এ-নামে ১ নং বুলেটিনটি প্রকাশিত হয় ৪ এপ্রিল বুধবার ১৯৭৩ [২১ চৈত্র ১৩৭৯]। প্রকাশক ও সম্পাদক: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সংখ্যাটি শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৫½″ × ১০¼″। প্রধান সংবাদ-নিবন্ধ: 'গদী হালাল করার যজ্ঞে ২৫০০ মানুষ বলি'।

সত্যের জেহাদ। 'মুসলিম জাহানের মুক্তির পথ ১।' প্রকাশকাল ২৪ বৈশাখ সোমবার ১৩৮০ [৭ মে ১৯৭৩]। প্রকাশক, সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

সত্যের জয়। 'রুশ-ভারত যৌথ শোষিত বাংলার জনগণের বিশেষ মুখপত্র।' প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশ ১৩ মে রোববার ১৯৭৩। সম্পাদক ও প্রকাশক: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সংখ্যাটি শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৮″ × ১১½″।

২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৬ জ্যৈষ্ঠ রোববার ১৩৮০ [২০মে ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা।

দৈনিক বংগবার্তায় [১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা : ১৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'হক কথা সম্পাদকের মুক্তিলাভ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> সাপ্তাহিক 'হক কথা' সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারী গতকাল দুপুরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁকে গত বছরের বিশে জুন টাঙ্গাইল থেকে দালাল আইন বলে গ্রেফতার করা হয়।···

ভাসানীর কথা। 'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর জরুরী বার্তা।' ভাসানীর কথা প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৭৪। শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২। দাম ১০ পয়সা। সাইজ : ১৫"×১০"।

ভাসানীর প্রশ্ন-২। এটিও শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠা ১। দাম ১০ পয়সা। সাইজ : ১৫"×১০"।

সত্য কথা। 'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর আহ্বান।' প্রকাশ ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ১৫ পয়সা। সাইজ : ১৫১/৪"×১০১/৪"। এ-সংখ্যায় যে সব সংবাদ বেরিয়েছে, তা হল : 'জুলুম বন্ধ না করলে রক্ষীবাহিনীর রসদ বন্ধ কর', 'ইল্লাল্লাহ্‌র বীজ বপন করতে হবে', ২য় পৃষ্ঠায় আছে : 'সুন্দরবন—বাঙলার পলাশী হবে কি ?' 'হুকুমতে রব্বানী সমিতি গঠিত', ৩য় পৃষ্ঠায় 'অভূতপূর্বই নয়—অভাবিতপূর্বও' [টাংগাইলে ও সন্তোষ মহররম পালনের বিবরণ], ২য় পৃষ্ঠায় প্রথম সংবাদের অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় : 'ন্যাপ ও কৃষক সমিতির লক্ষ্য, হুকুমতে রব্বানী, 'সন্তোষে বাংলাদেশ মুসলিম সম্মেলন' ইত্যাদি।

সত্য কথা, শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক ইত্তেফাক [২১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা : ১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৭৫] থেকে জানা যায় যে, সরকার দুইটি দৈনিকসহ আরও ১৯টি পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পত্রিকাগুলির মধ্যে 'হক কথা'র নামও উল্লেখ দেখা যায়। তিন বছর তিন মাস পর [জানুয়ারী ১৯৭৬] সাপ্তাহিক **'হক কথা'** পুনরায় প্রকাশিত হয় ৪র্থ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা হিসেবে।'

৪র্থ বর্ষ ৩১শ সংখ্যার প্রকাশ ২৭ পৌষ সোমবার ১৩৮২ [১২ জানুয়ারী ১৯৭৬]। নিচে এ-সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' উদ্ধার করা গেল :

> আল্লাহ্‌র মরজী ছিল আবার 'হক কথা' প্রকাশ পাবে। ফেরাআউনের অহঙ্কার, শাদ্দাদের উচ্চাশা আল্লাহ্‌র বিধানের আবর্তে কিছুই নয়। 'হক কথার' ইতিকথা বার বার তা প্রমাণ করছে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী **'হক কথা প্রচার'** নামে বুলেটিন অতি প্রথম প্রকাশ করেন আসামে আজ থেকে ৩০ বছর আগে। বৃটিশ সরকার সে প্রচার বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ঢাকা থেকে তিনি প্রকাশ করেন **'হক কথা প্রচার'** বুলেটিন। মুসলিম লীগ সরকার তা বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে বগুড়া জেলার মহীপুরস্থ তাঁর হক্কুল এবাদ মিশন থেকে আবার তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন **'হক কথা প্রচার'**। এবার আইয়ুব সরকার তা বন্ধ করে দেয়। ১৯৭২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী [৯ মহররম, ১৩৮২ হিজরী] শুক্রবার থেকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে 'হক কথা' প্রকাশ পেতে শুরু করে। ১৯৭২ সালে ২২শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরপরই বাংলাদেশ সরকার সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। তিন বছর তিন মাস পর আল্লাহর অপার মেহেরবানীতে আবার 'হক-কথা' বের হল।
>
> মানবজাতির বিবর্তনে হক কথা ও হক কাজের জয় হবে যেমন সত্য তেমনি নিশ্চিত, এর ধারক বাহকদের উপর নেমে আসবে বিপর্যয়।

সংঘাতে সংঘাতে কৌশলময় আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির প্রকাশকে বিকশিত ও সার্থক করে তুলছেন। সে প্রবাহে আল্লাহ্ হক-কথাকেও কবুল করে নিয়েছেন, এতটুকুই যথেষ্ট।

...আমরা 'হক-কথা'র ৪র্থতম পুনঃপ্রকাশের এই দিনে স্মরণ করি ও করে দিতে চাই পবিত্র কোরানে আল্লাহ্‌র ঘোষণা, "তারা আল্লাহ্‌র আলো ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীরা তা অপছন্দ করে।"

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক শান্তি প্রেস, সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪। দাম ৪০ পয়সা। সাইজ: ১৪½×৯¾"। এ-সংখ্যায় রয়েছে: মওলানা ভাসানীর প্রতিবেদন—উত্তরবঙ্গে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম: সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত, ভাসানীর বাণী, তোমরা রব্বানী হইয়া যাও [মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী], সন্তোষ সমাবেশের ডাক [মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী], ইহা কি সত্য ইত্যাদি।

৪র্থ বর্ষ ৩২শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৮ মাঘ রবিবার ১৩৮২ [১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।

৪র্থ বর্ষ ৪৯শ সংখ্যা ১৭ জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৮৩ [৩১ মে ১৯৭৬]।

৫ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যার প্রকাশ ২১ আষাঢ়, সোমবার ১৩৮৩ [৫ জুলাই ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ০'৪০।

৫ম বর্ষ ৩৮ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৯ কার্তিক রোববার ১৩৮৩ [২৪ অক্টোবর ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ১'০০। 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি'তে বলা হয়:

ফারাক্কা ও সীমান্ত প্রশ্নে বাংলাদেশের অনুকূলে বিশ্বজন-মত গঠনের প্রয়াসে এ সপ্তাহের দ্বিভাষিক [ইংরেজী ও বাংলা] হক কথা বিশেষ আন্তর্জাতিক সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হল।

ব্যবসা বাণিজ্য। 'পাক্ষিক অর্থনৈতিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ মার্চ ১৯৭২ [২৩ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৭৮]। পত্রিকার সম্পা-দকীয় 'আত্মপ্রকাশ'-এ বলা হয়:

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে এ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুষ্ঠুকরণের ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা শিল্প আজকের পৃথিবীতে গতিহীন কোন ধারণা নয়—এগুলো গতিশীল এবং বাস্তব সত্য।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২ এপ্রিল বুধবার ১৯৭২ [২৯ চৈত্র ১৩৭৮]। সম্পাদক : কাজী শাহ আলম হাফিজ এবং আহমেদ ফারুক। উপদেষ্টা : অধ্যাপক মাওদুদ-উর রহমান এবং অধ্যাপক মো: আবদুর রায্যাক।

পত্রিকাটি টেকনো ট্রেডের পক্ষে আ. স. ম. খালেদ কর্তৃক ৫১ দিলখুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা—২ থেকে প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়া পল্টন, ঢাকা—২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ এবং দাম ৩০ পয়সা। সাইজ : ১৭´´ × ১১½´´।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা থেকে সহকারী সম্পাদকরূপে দেখা যায় খোন্দকার মাহমুদ উল করীমকে।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩০ জুন ১৯৭২।

দেশের কথা। অর্ধ-সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ৫ মার্চ রোববার ১৯৭২। সম্পাদক : মুহাম্মদ আবদুল হাই। ব্যবস্থাপনা : মহকুমা লেখক সমিতি, সুনামগঞ্জ। পত্রিকাটি মুর্শেদী প্রেস, বাস ষ্ট্যাণ্ড, সুনামগঞ্জ থেকে প্রচার সম্পাদক মনোয়ার বখ্ত নেক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ মার্চ রোববার ১৯৭২ [১২ চৈত্র ১৩৭৮]। সংখ্যাটি 'প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা দিবস স্মরণে' প্রকাশিত। এ-সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

বাংলাদেশ। 'নির্ভীক জনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ৫ মার্চ ১৯৭২। সম্পাদক: খোন্দকার আতাউল হক। সহ-সম্পাদক: কায়েস ফজলুর রহমান ও দুলালচন্দ্র দাস। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ফরিদপুর মোসলেম প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোববার ১৩৭৯ [১১ জুন ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা।

১ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১১ আষাঢ় রোববার ১৩৭৯ [২৫ জুন ১৯৭২]।

জবাব। 'সংবাদ সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১০ মার্চ ১৯৭২। প্রধান সম্পাদক: কাজী আবদুল খালেক। উপদেষ্টা-সম্পাদক: সিকান্দার চৌধুরী। সম্পাদক: বিপ্লব মিত্র ও প্রতিমা রায়। সম্পাদকের চিঠিতে বলা হয়:

> ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার উপরই দু'দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্বকে অক্ষুণ্ণ-অম্লান রাখাই হবে 'জবাব'-এর অন্যতম লক্ষ্য, জবাবের লক্ষ্য হবে দেশে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকা।

পত্রিকাটি ৪৭/৩ টয়েনবি সার্কুলার রোডের জবাব প্রকাশন থেকে সামসুদ্দিন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ০.৭৫। সাইজ: $১০\frac{৩}{৪}'' \times ৮\frac{১}{৪}''$। পত্রিকাটি থেকে জানা যায় 'জবাব পত্রে একই সঙ্গে কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হবে। তবে ১ম সংখ্যার পর আর কোন সংখ্যা বেরিয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

মনোলীন মণিহার। মাসিক। ৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৭৪। সম্পাদক মফিজুল ইসলাম খান। সংখ্যাটি স্বপন সাহা কর্তৃক ৪৩ পূর্ববাড়ি জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং মালিক প্রেস, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৮।

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যাও বেরিয়েছে; কিন্তু কোন্ তারিখে বেরিয়েছে, তা সংখ্যাটিতে উল্লেখ নেই।

কালপুরুষ। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ ১৯৭২। সম্পাদক: রফিক নওশাদ। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'প্রথম বিপ্লবের খুন বেরুবে ভাষা থেকে'র কিছু কিছু অংশ নিচে উদ্ধার করা গেল:

বিভিন্ন কলাশৈলীর চরিত্রের তথাকথিত পার্থক্য আমরা জানি না। আমরা কবিতা, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, চিত্রকলা, ভাষাতত্ত্ব—অর্থাৎ যা-ই হোক না কেন সব কিছুকে একটি সূত্রে গ্রথিত করতে চাই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি সব জ্ঞান-কলার অনুচ্চার্য কিন্তু 'পারভেসিভ প্যাটার্ন' আমাদের এমন এক সর্বময়তায় পৌঁছিয়ে দেবে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় চৈতন্য তার পলিময় ফাঁস-প্রকৃতি ফিরে পাবে। ফলে কালপুরুষ বেরুলো এর কিছু কিছু কবিতায় সৃষ্টিকে সরাসরি আক্রমন করার প্রাবণ্য নিয়ে। এতে ভাষার লজিক-রৈখিক প্যাটার্নে কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব ঘোষিত হলো ব'লে আমরা মনে করি।

ব্যাকরণের বুর্জোয়া ও রক্ষণশীল নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু হলো। প্রত্যয়, প্রতীক, শব্দ, বাক্য এবং বিভিন্ন জ্ঞানকলার শ্রেণীবিন্যস্ত-সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলতে থাকবে।

প্রিমিটিভ, ট্রাইবাল সমাজের শ্রেণীহীনতা আমাদের কাম্য।

ব্যাকরণের লৈখিক ও রৈখিক শ্রেণীবিন্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রাম চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার সমীকরণ করে শ্রেণীহীন অরগেনিকতায় আমরা ফিরে যেতে চাই।

সব প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। বিশেষত যারা বয়সে তরুণ কবিদের পরিণত কবিতাকে ভুল-সহানুভূতি দেখিয়ে করুণা মিশ্রিত ভাষায় প্রশংসা করে এবং বয়েসী কবির সতেজ কবিতাকে বয়স্ক কবিতা বলে ভুল প্রশংসা করে। কবির বয়েস কিংবা তারুণ্য কবির কবিতাতেই উন্নত থাকে—কবিতার বাইরে নয়।

আমাদের এই আন্দোলন ভবিষ্যতে শিল্পীর সঙ্গে তার মাধ্যমের, সঙ্গে তার ব্যক্তি চৈতন্যের, ব্যক্তি চৈতন্যের সঙ্গে তার সমাজের, মাধ্যমের সমাজের সাথে তার রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের পরিবর্তনের' পূর্ব-সংকেত দান' করছে।...

'সূচীপত্রে' ও 'বহুবচনে' আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তার প্রাথমিক সূচনা হলো কালপুরুষে। অচিরেই 'সূচীপত্রে' তার ব্যাপক প্রচার ঘটবে।

আমরা সূচনা করলুম কেবল—বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রত্যেকের।

আমরা সবাইকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবার আহ্বান জানাচ্ছি।

পত্রিকাটি শব্দরূপ প্রকাশনী, ১৮৫ কেন্দ্রীয় বাসাবো, ঢাকা—১৪ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ হোসেন কর্তৃক স্টার প্রেস, ২১/১ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ২৩$\frac{১}{৪}$"×১৮"।

২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আগষ্ট ১৯৭২। এ-সংখ্যাটি মুদ্রিত হয় বজ্রকণ্ঠ মুদ্রণী, ২৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১ থেকে। ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৭২। এ-সংখ্যাটি মুদ্রিত হয় ফাতেমিয়া প্রেস, ঢাকা থেকে। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩। মুদ্রণে : বুক প্রমোশন, ঢাকা-২।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৬ মার্চ ১৯৭৩। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও সহযোগী সম্পাদকরূপে দেখা যায় মোতাহার হোসেন ও কামাল-উদ্দিনকে। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

গত সংখ্যায় আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যা থেকে কালপুরুষ মাসিক কবিতাপত্র হিসেবে নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করবে।

আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সর্বদাই শ্রদ্ধাবান। এবং বর্তমান সংখ্যা তারই ফলশ্রুতি।

বর্তমান বাংলাদেশে নানারূপী সমস্যার পাহাড় সাহিত্য পত্রিকা

প্রকাশে যে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তার অপসারণ কেবল অসম্ভব ব্যয়বহুলই নয়, আয়াসসাধ্যও বটে। কাগজ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের আউট অব মার্কেট কিংবা সীমাহীন দুর্মূল্য, প্রেস-সমস্যা, বিজ্ঞাপন স্বল্পতা—ইত্যাকার বহুবিধ সমস্যাক্রান্ত সময়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সাহিত্য পত্রিকা বের করা যে কতটা ক্লান্তিকর মহলমাত্রই তা অবহিত আছেন।

তবুও আমরা এগিয়ে যাবার অঙ্গীকারে অবিচল এবং প্রাগুক্ত সমস্যাবলীর রাহুগ্রাস থেকে কালপুরুষকে বাঁচিয়ে রাখতে সতত সচেষ্ট।

২য় বর্ষ ২য়-৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশকাল ৮ মে ১৯৭৩।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ২১ জুন ১৯৭৩। সংখ্যাটি 'হুমায়ুন কবির সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: রফিক নওশাদ। সহযোগী সম্পাদক: মোতাহারহোসেন, মুহম্মদ কামালউদ্দিন।

স্বাধীনতার পর, বাংলাদেশের তরুণ কবিতার পাশাপাশি যে অনিবার্য সেই কালপুরুষ-এর এবারের সংখ্যা আততায়ীর গুলীতে নিহত কবি ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের স্মরণে বাজারে বেরিয়েছে। এটা কালপুরুষের ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা। কবিতা পত্রিকার প্রকাশ যখন চতুর্দিক থেকে নানাবিধ সমস্যা ও বৈরী পরিস্থিতিতে কণ্টকিত সেই মহাসংকটে পল্লবিত সাহসের সাথে পার হয়ে এসে কালপুরুষের সুনির্দ্ধারিত আত্মপ্রকাশ বাংলাদেশের কবিদের তারুণ্যেরই একটা অন্যতম দিক বই নয়। ঘোর অসহযোগী হওয়ার ভিতরেও 'কালপুরুষ'-এর প্রকাশ আজ পর্যন্ত কখনো থেমে যায়নি বা বন্ধ হয়ে যায়নি। যদিও মাঝে দুই একবার বেশ কঠিন অবস্থার প্রেক্ষিতে 'কালপুরুষ'কে কিছুটা সময় বেশী নিতে হয়েছে তবুও শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে পৌঁছেছে।

সম্পাদক ও তরুণ কবি রফিক নওশাদের জন্যে এটা কতটুকু কৃতিত্বের ব্যাপার, তা বলাই বাহুল্য। সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত নানা রকমের ঝুঁকি সামনে রেখে নিয়মিতভাবে কাল-

পুরুষকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। পাঠক কবিদের ধন্য-বাদ তার অবশ্যই প্রাপ্য।

কালপুরুষ প্রকাশের প্রথম তরুণ কবিতার বাহকরূপে চিহ্নিত। সাম্প্রতিক সময়ের কবিতাকে প্রকাশের সুযোগ দিয়ে, কবিতাকে ঘিরে একটি স্বনির্ভর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় 'কাল-পুরুষ' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তরুণদের কবিতা ছাপা, নিতান্ত সমসাময়িক কবিতা সম্পর্কিত বিচিত্র খবরাখবর 'কালপুরুষ-এর প্রধান দিক। কালপুরুষ-এর বর্তমান সংখ্যাটির গুরুত্ব আর একটি বিশেষ কারণে উল্লেখনীয়। বাংলাদেশের কবিদের কাছে কবি হুমায়ুন কবিরের নাম আজ স্মরণীয়তার দাবী করতে পারে। অন্যতম তরুণ চিন্তা-শীল অধ্যাপক কবি হুমায়ুন কবির স্বাধীনতার পর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন গত বছরের ৬ জুন (১৯৭২) রাত্রে। হুমায়ুন কবির ছিলেন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কালপুরুষের সাথেও প্রথম দিক থেকে জড়িত ছিলেন। কালপুরুষ-এর বর্তমান সংখ্যাটি হুমায়ুন কবিরের নামে উৎসর্গীত।

এ-সংখ্যায় হুমায়ুন কবিরের অপ্রকাশিত চারটি কবিতা যা এর আগে কোথাও বেরোয় নি; আরেকটি হুমায়ুন কবিরের স্বহস্ত লেখাসহ কবিতার ব্লক। এ ছাড়া এ-সংখ্যায় লিখেছেন রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, মুহম্মদ নূরুল হুদা, শাহযাদ ফিরদাউস, আসাদ চৌধুরী, মখদুম মাশরাফী, মাহবুব সাদিক, মুস্তফা আনোয়ার, রণজিত নিয়োগী, শামসুল ইসলাম, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শিহাব সরকার, জাহাঙ্গীরুল ইসলাম, মাশুকুর রহমান চৌধুরী, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মাহবুব হাসান, অসীম সাহা, শহিদুল হক, সুব্রত বড়ুয়া, হীরেন্দ্র নাথ দে প্রমুখ।

আলী ইমাম লিখেছেন হুমায়ুন কবিরের স্মৃতি স্মরণ করে নাতিদীর্ঘ একটি গদ্য। কালপুরুষ-এর এবারের প্রচ্ছদ হুমায়ুন কবিরের ছবি।

পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কার্যালয়: ৫১ উত্তর বাসাবো, ঢাকা-১৪ থেকে প্রকাশিত। মুদ্রণে: বুক প্রমোশন প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ৫০ পয়সা।

> 'কালপুরুষ' নামে এই কবিতাপত্রের সাথে যাদেরই পরিচয় আছে তারা জানেন কি রচনা কি পরিবেশনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দৈনিক পত্রিকার আকারে চার পৃষ্ঠায় এটি মাসে মাসে বের হয়।...
>
> হুমায়ুন কবির সম্পর্কে বিশেষ লেখা নেই। দুয়েকটি কবিতা পরলোকগত কবির প্রতি উৎসর্গীত। একটি গদ্য, 'কুসুমিত ইস্পাতের কবি' মানস সম্পর্কে লিখেছেন আলী ইমাম।[১]

২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। সম্পাদক ছাড়াও এ- সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদকরূপে আছেন মুহম্মদ কামালউদ্দিন, শিখা দাশ, ফজলে সোবহান চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২৩½″ × ১৮¼″।

> এর অন্যতম আকর্ষণ অসীম সাহার কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ 'অবলোকন'। এ ছাড়া এ-সংখ্যায় কয়েকজন নতুন কবির কবিতা আমরা পেয়েছি। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতায় অপ্রত্যাশিত দুর্বলতা চোখে পড়েছে। সম্পাদনার দায়িত্বে রফিক নওশাদ অভিজ্ঞ এবং যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও এ-সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির চেয়ে ভালো হয়নি। প্রচ্ছদচিত্র বিপ্লব দাশ অঙ্কিত।[২]

জননী বাংলা। সাপ্তাহিক। 'সংগ্রামী জনতার মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ২৩ মার্চ ১৯৭২। সম্পাদক: হাবিবুর রহমান আজাদ। পৃষ্ঠপোষক: আমির হোসেন, সরদার শাহজাহান, সরোয়ার হোসেন মোল্লা।

---

[১] দৈনিক বাংলা, ৫ আগষ্ট রোববার, ১৯৭৩: পৃষ্ঠা ৮।

[২] দৈনিক পূর্বদেশ: ৫ম বর্ষ ১৮৯শ সংখ্যা [৩ মার্চ সোমবার ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৬।

১ম বর্ষ ২৬শ সংখ্যার প্রকাশ ২৮ ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৭৯ [১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। 'জয়তু মুজিব' নামে আট পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যাও আলোচ্য সংখ্যাটির সংগে যুক্ত।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মাদারীপুর কো-অপারেটিভ প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৬, ৮ এবং দাম ৪০ পয়সা। সাইজ : ১৭$\frac{৩}{৪}$"×১১$\frac{১}{২}$"।

চরমপত্র। সাপ্তাহিক। ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র ১৩৭৮ [২৬ মার্চ রোববার ১৯৭২]। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯ চৈত্র রোববার ১৩৭৮ [২ এপ্রিল ১৯৭২]। প্রধান সম্পাদক : আজিজুল হক ভুঁইয়া। সম্পাদক : বোরহান আহমদ। যুগ্ম সম্পাদক : সালেহ আহমদ।

প্রধান সম্পাদক কর্তৃক ১২১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও সিরাজুল হক কর্তৃক এ্যাবকো প্রেস, ৬/৭ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১ হতে মুদ্রিত। সাইজ ২০"×১৫"।

১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ নভেম্বর রোববার ১৯৭২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৪ ফেব্রুয়ারী রোববার ১৯৭৩ [২১ মাঘ ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২ ভাদ্র রোববার ১৩৮০ [১৯ আগষ্ট ১৯৭৩]। এ-সংখ্যায় 'পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি' যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার কিছু কিছু উদ্ধার করছি :

> দীর্ঘ ৫ মাস পর আবার আমরা আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আমাদের বাধাবিপত্তি এসেছিল। ...সবচেয়ে বেশী যে অসুবিধা আমাদের মুকাবেলা করতে হয়েছে তা হলো মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যাপার। নিজস্ব ছাপাখানা না থাকায় আমাদের এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সে সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। ফলে এক নতুন পদ্ধতিতে চরমপত্র প্রকাশ করে আপনাদের সামনে হাজির করেছি।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২ ভাদ্র রোববার ১৩৮০ [১৯ আগষ্ট ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ৬৪/৪´´×১১৪/৪´´।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩ নভেম্বর রোববার ১৯৭৪ [১৬ কার্তিক ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'চরমপত্রের পুনঃপ্রকাশ' থেকে জানা যায় :

> দীর্ঘ এক বৎসরের অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপস্থিতি শেষে মজলুম মানুষের নির্ভীক সাপ্তাহিক 'চরমপত্র' আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। জানি, পাঠকদের কাছে অন্ততঃ একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে : জনতার বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর হিসাবে বিরামহীন অভি-যাত্রার অঙ্গীকার সত্ত্বেও কেন 'চরমপত্র' হারিয়ে গিয়েছিলো হঠাৎ করে। প্রশ্নের উওরে আমাদের সবিনয় নিবেদন : বিচ্যুতি অথবা আপোষের চোরাগলিতে চরিত্র হরণের দায় থেকে আত্মরক্ষা বিশেষ করে একটি মহল থেকে ক্রমাগত চাপ, হুমকি এবং অফিস ঘেরাও ইত্যাকার প্রতিকূলতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে এতদিন আমাদের লোকচক্ষুর অগোচরে ধুকতে হয়েছে দারুণ যন্ত্রণায়। তাই একদিকে চরম অর্থনৈতিক সংকট অন্যদিকে জন্মলগ্নে ঘোষিত সৎ ও নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মর্যাদা রক্ষা এই উভয়বিধ কারণেই সাময়িকভাবে চরমপত্রের প্রকাশ স্থগিত ছিল।···

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১০ নভেম্বর রোববার ১৯৭৪ [২৩ কার্তিক ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ৫ জানুয়ারী রোববার ১৯৭৫ [২০ পৌষ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

দিগন্ত। সংকলন। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮ [মার্চ ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংকলন' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : কলিমদাদ খান। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৯ কামিনীভূষণ রুদ্র রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং হরফ মুদ্রায়ণ, ৮৭ শহীদ হারুন সড়ক [বি. সি. সি. রোড], ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯ এবং দাম ১'০০ টাকা।

পত্রিকাটি পরে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়। এর ২য় বর্ষ [প্রকৃতপক্ষে ১ম বর্ষ হবে, ভুলবশতঃ ২য় বর্ষ ছাপা হয়েছে] ২য় সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩ এবং দাম ৭৫ পয়সা।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০ এবং দাম ১.৫০ টাকা। 'দিগন্তের নিয়মাবলী'তে আছে :

> জীবনবাদে দীক্ষিত তরুণ ও প্রবীণ লেখকগণই দিগন্তের সৈনিক ও নায়ক,... জীবনবাদ বিরোধী কোন লেখা দিগন্তে ছাপা হয় না।

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১-১৬০ এবং দাম ১.৫০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ১৬৫—২১৪। দাম ১.৫০।

> আলোচ্য সংখ্যার লেখকসূচীতে রয়েছেন আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, আবুল কাশেম ফজলুল হক, আহমদ ছফা, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ প্রভৃতি।
>
> দিগন্তের এই সংখ্যাটির প্রধান আকর্ষণ ডঃ মযহারুল হকের অন্তিম ভাষণ। ভাষণের ভূমিকায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে, তাও অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বলে আমরা মনে করি। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে আমাদের এই দেশের দুর্ভাগ্য এই দেশে যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা বিজ্ঞজন বলে কথিত—তাদের সত্যের প্রতি মমতা নেই, সত্যকে তারা ভালোবাসেন না। অথবা এমন লোভী এবং ভীতু যে প্রলোভন এবং চাপের মুখে আপন ব্যক্তিত্ব খুইয়ে কর্তাদের হাতের যন্ত্রে পরিণত হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না।
>
> দিগন্ত পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা নামেও একটি বিভাগ রয়েছে। আলোচ্য সংখ্যায় গ্রন্থ সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেছেন আহমদ ছফা।
>
> আলোচ্য সংখ্যায় দুটি মনোমুগ্ধকর কবিতা লিখেছেন আবুল হাসান ও নির্মলেন্দু গুণ।...[১]

---

[১]সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা [২৬ জুলাই ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪৫।

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪ এবং দাম ১'৫০ টাকা।

নীলাঞ্চল। 'প্রগতিশীল সংবাদ-সাহিত্য পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র রোববার ১৩৭৮ [২৬ মার্চ ১৯৭২]। সম্পাদক : মো: আবদুস সাত্তার।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও আলিমা প্রেস, নীলফামারী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ১৬½"×১০¾"।

নবযুগ। সংকলন। ২৬ মার্চ ১৯৭২ [১২ চৈত্র ১৩৭৯]। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংকলন'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : রুহুল আমিন মানিক। পরিচালক সম্পাদক : শাহজাহান কবির ও মোস্তফা হোসেন। যুগ্ম সম্পাদক : আলী আছগর ভূঞা।

নবযুগ **মাসিকরূপে** [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৭২-এ। ১ম বর্ষ ২য় সংখার প্রকাশ ১০ মে ১৯৭২। সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ফেনী আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ৯¾"×৭½"।

পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার 'সম্পাদকের কথা' থেকে জানা যায় :

> স্বাধীনতা সংকলন হিসেবে আমি প্রথম 'নবযুগ' বের করেছিলাম, সেখানে সাধারণ মানুষের কথা বলার চেষ্টা করেছি। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙলার সাহিত্য জগতকে গণমুখী সাহিত্য আন্দোলনের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত করার ইচ্ছা নিয়ে 'নবযুগ'কে একটি সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে বের করার চেষ্টা করছি।...আমাদের দেশে যাঁরা নাম করা লেখক ও সাহিত্যিক রয়েছেন অনেকেই শুধু তাদেরকে নিয়ে মেতে রয়েছেন। কোন নূতন লেখক বা সাহিত্যিকের স্থান সহজে কোথাও মেলে না। অনেক সময় নূতন লেখকের লেখা কোথাও ছাপানো হয় না কারণ তারা নূতন কিন্তু আমরা নবযুগের মাধ্যমে নূতন অথবা প্রতিভাবান লেখকদের লেখা ছাপানোর মাধ্যমে নূতন সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে যাবো।...

বোধি। 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ ১৯৭২। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে প্রকাশিত। সম্পাদক সম্ভবতঃ সংঘের সাধারণ সম্পাদক ডি. পি. বড়ুয়া।

পত্রিকাটি সংঘের কেন্দ্রীয় কারক সভার পক্ষ থেকে প্রকাশ করেছেন প্রচার সম্পাদক বিমলেন্দু বড়ুয়া। ঠিকানা ১৯৫/১ ধানমণ্ডি, ১৮ নংরোড, ঢাকা-৯। মুদ্রণে সন্ধানী প্রেস, ৪১ নয়া পল্টন, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৮। সাইজ: ১৬$\frac{1}{8}$''×১১$\frac{1}{8}$''।

রজনীগন্ধা। 'সংস্কৃতি অংগনের একটি সাপ্তাহিকী। সমাজ বিপ্লবের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যার প্রকাশ ৩ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৭৯ [১৯ নভেম্বর ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ সম্ভবতঃ ২৬ মার্চ ১৯৭২। সম্পাদিকা: ডাঃ নুরুন নাহার জহুর।

সংখ্যাটির শেষ পৃষ্ঠায় রজনীগন্ধা পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তা হল:

> সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার রূপ ফুটে তুলার জন্য আমি রজনী গন্ধা পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা করেছিলাম। আমাদের সমাজটা একেবারে জরাজীর্ণে ভরা, আমার সংগ্রাম শুধু সমাজ নিয়ে নয়। দারিদ্রের বিরুদ্ধে আমার বিরাট অভিযোগ। মানুষ কেন দরিদ্র হয়, মানুষ কেন দুনিয়াতে এত কষ্ট পায়, তাই পথের মধ্যে সব কিছু ভাল করে দেখি। তা কাগজে কলমে রূপ দিতে চেষ্টা করি। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর দরিদ্র বাঙ্গালী সমাজটার রূপ দেখে আমি বড় আহত হয়েছি। আমাদের রাজনীতি, অর্থ-নীতি, সমাজনীতিগুলির স্তরে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। আমাদের দেশের রাজনীতি হলো ধোকাবাজী। যারা রাজনীতি করে তারা এদেশের গরীব জনসাধারণকে শুধু ফাঁকি দিয়ে এসেছে। নির্বাচনের পূর্বে তারা গরীব লোকের বন্ধু হয় বটে। নির্বাচনে জয়লাভ করলে পর তারা অসহায় গরীব লোকদের কথা ভুলে যায়।...

আমাদের দেশের রাজনীতি হলো দালালভিত্তিক রাজনীতি।

এ সংখ্যার পূর্বতন সংখ্যাগুলি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রকাশক থেকে জানা যায়।

পত্রিকাটি পপুলার প্রেস, ২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং তওফিক চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। সাইজ : ১৮″ × ১১½″।

নারী-কণ্ঠ। 'মহিলা পাক্ষিক পত্রিকা। অবহেলিত মহিলা সমাজের মুখপত্র।' যে সংখ্যাটি দেখেছি সেটির প্রকাশকাল ১৮ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৭৯। এটি শুধু ২য় বর্ষরূপে উল্লিখিত। সংখ্যার উল্লেখ নেই। সম্পাদিকা : সাহানা বেগম। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা : আয়েশা বেগম।

পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক হারুনুর রশিদ শান্তি। পত্রিকাটি ৪৭/৩ টয়েনবি সার্কুলার রোড, বিক্রমপুর হাউস [তেতলা] ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত ও স্বদেশ প্রেস, ৯ গোপী কিষণ লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ১৮ এবং দাম ৩০ পয়সা।

পরে পত্রিকাটি 'সংকলন'রূপে প্রকাশিত হয়। এ-পর্যায়ে ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬। সম্পাদিকা : মিসেস নার্গিস আলম। প্রধান সম্পাদক : হারুনুর রশিদ শান্তি। সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় বলা হয় :

> দেশের বর্তমান নিশ্চল সাহিত্যধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাহসিক প্রচেষ্টার আবেদন সাপেক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে সংকলনরূপে প্রকাশিত হল মহিলা সাহিত্য পত্রিকা নারী-কণ্ঠ।···

পত্রিকাটি ৩৪ বঙ্গবন্ধু এভেনু (৫ম তলা), ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩০। দাম ২·০০ টাকা। সাইজ : ৯¾″ × ৭¼″।

পরিক্রমা। সাপ্তাহিক। 'কৃষক-শ্রমিক ছাত্র জনতার মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখার প্রকাশ ১২ চৈত্র রোববার ১৩৭৮ [২৬ মার্চ ১৯৭২]। সম্পাদক : আবদুল গাফ্‌ফার খান।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৯ চৈত্র রোববার ১৩৭৮ [২ এপ্রিল ১৯৭২]।

এ-সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ বলেন :

> পরিক্রমা যুব সমাজেরই কণ্ঠস্বর। একান্ত ছাত্র সমাজ কর্তৃক পরিচালিত এ পত্রিকা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ নির্দেশ দেবে। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় পরিক্রমা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

পত্রিকাটির প্রকাশক খন্দকার মেহবুব কর্তৃক আজাদ প্রেস থেকে মুদ্রিত। কার্যালয় : ২৪ মসজিদ রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১৪। পত্রিকাটির পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা। সাইজ : ১৭$\frac{৩}{৪}$"× ১১$\frac{১}{২}$"।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ৪ আশ্বিন রোববার ১৩৭৯ [১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। এ-সংখ্যাটি একটি 'বিশেষ সংখ্যা' এবং পত্রিকাটি 'যুব সমাজের কণ্ঠস্বর' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ পরিচালিত'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮, ৪ এবং দাম ২০ পয়সা।

অন্যান্য সংখ্যার মত এ-সংখ্যায়ও আছে সংবাদ, সংবাদ-পর্যালোচনা, গল্প-কবিতা ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিশেষ সংখ্যা হিসেবে এতে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংবাদ, নাট্য আন্দোলন এবং দেশী-বিদেশী সিনেমার সংবাদাদি।

১ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৭৯ [১৭ নভেম্বর ১৯৭২]। এ-সংখ্যার সম্পাদক : আবদুল গাফ্ফার খান এবং বার্তা সম্পাদক : কামাল আহমদ চৌধুরী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ ডিসেম্বর রোববার ১৯৭২ [৩ পৌষ ১৩৭৯]।

পরে পত্রিকাটি 'মুক্তিকামী মানুষের সাপ্তাহিক মুখপত্র'রূপে প্রকাশিত হয় এবং ৯ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৮১ [৩ আশ্বিন ১৩৮৮]। সম্পাদক : এডভোকেট খন্দকার মেহবুব আলম। কার্যকরী সম্পাদক : এইচ. এম. জামান।

এ-সময় পত্রিকাটি তিতাস প্রিন্টার্স, শান্তি নগর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ : ৩৩৫ টঙ্গী ডাইভারশন রোড, মগবাজার, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪ দাম ১·০০।

প্রগতি। মাসিক। 'প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮ [মার্চ ১৯৭২]। সম্পাদক : স. ম. আতিকুর রহমান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং সুলেখা ছাপাঘর, ৪৩ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬ এবং দাম ৫০ পয়সা।

পত্রিকাটি পরে 'কালক্রম' নামে প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়।

কালক্রম। মাসিক। ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৭৯। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫০। দাম ৫০ পয়সা।

বাংলা সাহিত্যিকী। [?] 'সৃষ্টিশীল সাহিত্য পত্রিকা। বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৫ বৈশাখ সোমবার ১৩৭৯ [৮ মে ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'রবীন্দ্র সংকলন' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : সাইফুল ইসলাম। পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যিকী প্রকাশনী হতে প্রকাশিত এবং ইউনিক প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ১৫ পয়সা।

বিপ্লবী বাংলা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ রোববার ১৯৭২ [১২ চৈত্র ১৩৭৮]। সম্পাদক : গাজী গোলাম ছরওয়ার।

পত্রিকাটি আধুনিক প্রেস, কোর্ট রোড, মৌলবীবাজার, সিলেট থেকে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৩ এপ্রিল রোববার ১৯৭২ [১০ বৈশাখ ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ২৫ পয়সা। এ সংখ্যার প্রধান সংবাদে বলা হয় :

> সিলেটিরা শুধু অস্ত্রই ধরেননি, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা মসীও ধরেছিলেন। অসির চাইতে মসী কোন অংশেই কম নয় এ কথার

প্রমাণ মিলে—সিলেটিরা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে 'জয় বাংলা' সাপ্তাহিক 'বাংলা', পাক্ষিক 'বাংলাদেশ' সাপ্তাহিক 'বাংলার ডাক' 'মুক্ত বাংলা', 'সোনার বাংলা' এবং মুজীবনগর থেকে প্রকাশিত 'জন্মভূমি' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা বের করে স্বাধীনতা সংগ্রামে··· সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন···

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ এপ্রিল রোববার ১৯৭২ [১৭ বৈশাখ ১৩৭৯]। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ১০ এবং দাম ২৫ পয়সা। উক্ত সংখ্যার এক ঘোষণা থেকে জানা যায়:

আসছে ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে—কবিগুরুর জীবনের উপর নবীন ও প্রবীণ লেখক-লেখিকাদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে বিপ্লবী বাংলা।

মিছিল। দৈনিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ ১৯৭২ [১২ চৈত্র ১৩৭৮]। সম্পাদক: শা. খান। পরিচালক সম্পাদক: এম. এ. কুদ্দুছ। যুগ্ম সম্পাদক: নাসিরউদ্দীন চৌধুরী ও মোস্তফা ইকবাল। পত্রিকাটি এম. এ. কুদ্দুছ কর্তৃক ছুরতিয়া প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং ২০ হরিশ দত্ত লেন, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত।
১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ চৈত্র শুক্রবার ১৩৭৮ [৩১ মার্চ ১৯৭২]। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ২ এবং দাম ২০ পয়সা। উক্ত সংখ্যায় এক নোটিশ'-এ বলা হয়:

অনিবার্য কারণবশতঃ 'দৈনিক মিছিল' এর চার পৃষ্ঠার স্থলে দুই পৃষ্ঠা প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

১ম বর্ষ ১৯৭শ এবং ২০৪শ সংখ্যাদ্বয়ের প্রকাশ যথাক্রমে ৯ কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৭৯ [২৬ অক্টোবর ১৯৭২] এবং ১৫ কার্তিক বৃহস্পতি-বার ১৩৭৯ [২ নভেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা। সম্পাদক: এম. এ. কুদ্দুছ। সহ-সম্পাদক: নাসিরউদ্দীন চৌধুরী। এ-সময় পত্রিকাটি মিছিল প্রকাশনীর পক্ষে ইস্টার্ন প্রেস, তমিজ মার্কেট, চট্টগ্রাম হতে মুদ্রিত এবং ২০ হরিশ দত্ত লেন থেকে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ২২৩শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৭৯ [২৫ নভেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২৪১শ সংখ্যা এবং ২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ যথাক্রমে ২৬ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৭৯ [১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২] এবং ২৪ চৈত্র শনিবার ১৩৭৯ [৭ এপ্রিল ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ২। দাম যথারীতি ২০ পয়সা। ২য় বর্ষ ১৪৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২৯ ভাদ্র শনিবার ১৩৮০ [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ২০ পয়সা। সম্পাদক : এম. এ. কুদ্দুছ।

দৈনিক মিছিলের ষ্টাফ রিপোর্টার স্বপন কুমার মহাজন পূর্ব পৃষ্ঠায় 'নোটিশ'-এর ব্যাখ্যা দিয়ে ১২-৩-৭৬ তারিখে এক চিঠিতে বলেন :

> আপনার আলোচনায় একটি সবিনয় 'নোটিশ' উল্লেখিত হয়েছে দেখতে পেয়ে ঐ সময়ে এই পত্রিকার একজন কর্মরত সাংবাদিক হিসেবে এই ব্যাপারে আপনাকে কিছু না জানিয়ে পারলাম না। আমার জানা মতে তৎকালীন সরকারের 'নিউজ প্রিন্ট'-এর কোটা বিতরণের বিমাতাসুলভ আচরণই এর মূল কারণ। তৎকালীন সরকার, সরকারী কিংবা সরকারের তোষামোদি পত্র-পত্রিকাকে এক হিসেবে এবং দেশের গঠনমূলক সমালোচনায় বিশ্বাসী পত্রিকা-গুলোর জন্য আলাদা হিসেবে নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দ করতো। এতে করে যা হবার তাই 'অনিবার্য্য কারণে' ঘটে যেতো—দৈনিক পত্রিকার পাতা সংকুচিত করতে বাধ্য হতেন পত্রিকা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ।

তাঁর উক্ত চিঠি থেকে জানা যায় পত্রিকাটি বর্তমানে অবলুপ্ত।

সবুজ বাঙলা। সাপ্তাহিক। 'স্বাধীন বাঙলার প্রথম জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র রোববার ১৩৭৮ [২৬ মার্চ ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। পত্রিকাটি ৪৭ তাঁতীবাজার, ঢাকার সবুজ বাঙলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সাইজ : ২০″ × ১৫″।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৯ চৈত্র রোববার ১৩৭৮ [২ এপ্রিল ১৯৭২]। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ১৬ এবং দাম ৩০ পয়সা। ১ম বর্ষ ১১শ ও ৩৪শ সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ২১ জ্যৈষ্ঠ রোববার ১৩৭৯ [৪ জুন ১৯৭২] এবং ৫ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৭৯ [১৯ নভেম্বর ১৯৭২]। উভয় সংখ্যারই পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ৮ম ও ১৯শ সংখ্যাদ্বয় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ৩০ বৈশাখ রোববার ১৩৮০ [১৩ মে ১৯৭৩] এবং ১৩ শ্রাবণ রোববার ১৩৮০ [২৮ জুলাই ১৯৭৩]। সংখ্যা দুটির পৃষ্ঠা যথক্রমে ১২ ও ৮। দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৬ ভাদ্র রোববার ১৩৮০ [২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ৩৭শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ পৌষ শুক্রবার ১৩৮০ [৪ জানুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। সংখ্যাটি 'ঈদুল আজহা' উপলক্ষে প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৮০ [২৬ মার্চ ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৩০ পয়সা।

> ···১৯৭২ সালের এই দিনে জাতি ও দেশ সেবার ব্রত নিয়ে সবুজ বাঙলা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে।··· ···অসত্য, অসাম্য, বৈষম্য ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন কার্যে সহায়তার উদ্দেশ্য নিয়েই সবুজ বাঙলার আত্মপ্রকাশ।···

৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ জ্যৈষ্ঠ রোববার ১৩৮১ [৯ জুন ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

সেতু। 'মাসিক সাহিত্য-সাময়িকী'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ ১৯৭২ [১২ চৈত্র ১৩৭৮]। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি-সম্পাদক : শওকত ওসমান বাবু। সম্পাদকমণ্ডলী : সাহানা মণ্ডল শাস্তি, আসরাফউদ্দিন চৌধুরী, সালাহ-

উদ্দিন আবদুল্লাহ, কৃষ্ণ গোবিন্দ সাহা, মাহবুবুল আহসান মাহমুদ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় থেকে নিচে কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল :

> 'সেতু'—আত্মার আত্মীয়তার 'সেতু'—একে অপরকে আপন করে নেবার 'সেতু'—বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির অগ্রদূত যুব সমাজের সম্প্রীতির স্বপ্ন মুল্যায়ন 'সেতু'—বাংলাদেশ ও ভারতের যুব সমাজের সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ঐক্যতান 'সেতু'।...
>
> বাংলাদেশের স্বাধীনতার এ উষালগ্নে বাংলাদেশ ও ভারতের যুব সমাজের লেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো আমাদের এই 'সেতু'। আমাদের এ 'সেতু'তে শুধুমাত্র নতুন যুব সমাজের লেখাই আছে। বাংলাদেশ কিম্বা ভারতের যে কোন যুব বন্ধু কিম্বা বান্ধবীর নতুন চিন্তিত চিন্তাধারাকে আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাবো।...

শ্রীচারু চৌধুরী [গান্ধী আশ্রম, নোয়াখালী] 'সেতু' প্রকাশ উপলক্ষে এক আশীর্বাণীতে বলেন :

> বিজাতীয়দের হিংসাবিদ্বেষের অগ্নিতে বাংলাদেশ জর্জরিত হয়েছে পুড়ে দগ্ধ হয়েছে। সেই আগুনের কষ্টি পাথরে সোনার বাংলার সোনা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠুক। হিংসা বিদ্বেষের তপ্তভূমিতে 'বাংলাদেশ ভারত যুব সম্প্রীতি সংঘ' অহিংসা মৈত্রী এবং প্রেমের নির্মল বারি সিঞ্চন করুক।...

পত্রিকাটির ঠিকানা : ১২/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩। মহীউদ্দিন বাবর কর্তৃক লিপিকা মুদ্রণ, ৪৯/সি রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ : ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৭$\frac{১}{৪}$″।

সোনার দেশ। মাসিক। আমি যে সংখ্যাটি দেখেছি সেটির প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৯ [১৯৭২]। সম্পাদক মোঃ আবদুস সাত্তার। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩০ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং হরফ মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ১১″ × ৯″। সংখ্যাটির 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে জনৈক হারাধন শীল বলেন :

> আপনাদের পত্রিকা কয়েক সংখ্যা পেয়েছি, আজ ছ'মাস হলো আর পাচ্ছি না।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, শ্রাবণ সংখ্যাটি পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা নয়। পত্রিকাটি সম্ভবতঃ ফাল্গুন অথবা চৈত্র [১৩৭৮] মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্রিকাটির 'বিজয় দিবস সংখ্যা'র প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮ এবং দাম ৫০ পয়সা।

প্রতিভাস। 'অনন্য মাসিক সাহিত্য সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮ [এপ্রিল ১৯৭২]। সম্পাদক : মোঃ নাছিরউদ্দীন চৌধুরী। সম্পাদকীয় 'পূর্ব কথা' থেকে যা জানা যায়, তা হল :

> বাংলার বিপর্যস্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নবীন সূর্য প্রাণের প্রত্যাশায় যাত্রা হল শুরু।…
>
> কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপর সে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। সাহিত্য মানুষকে যুগে যুগে প্রেরণা যুগিয়েছে তাদের কাজে, তাদের যাত্রা পথে। সাহিত্য তাদের এক-ঘেয়ে গতানুগতিক জীবন যাত্রাকে সজীব করে তুলে আনন্দ ও রসের মাধ্যমে।
>
> স্বাধীনতা সূর্য আজ আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারকে দুরী-ভূত করার পথ সুগম করে দিয়েছে। অবশ্য এর জন্য আমাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাহিত্য চর্চা করে যেতে হবে। আর সাহিত্য সাময়িকী এরূপ সাহিত্য চর্চার একটি মাধ্যম। কিন্তু বাংলাদেশে আজ সাহিত্য সাময়িকী খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। ইহা আমাদের জন্য বাস্তবিক দুঃখজনক ও লজ্জাজনক।
>
> উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে আমরা চট্টগ্রাম থেকে এরূপ একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে-ছিলাম। এতে আমরা চট্টগ্রামের সাহিত্যিক মহলের যথেষ্ট সাড়া ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি।…

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ছুরতিয়া প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২ এবং দাম ৬০ পয়সা। সাইজ : ১১″ × ৮¾″।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা এবং ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ [জুন ১৯৭২] এবং এপ্রিল ১৯৭৩। শেষোক্ত সংখ্যাটি 'বর্ষ পূর্তি সংখ্যা'-রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ১০৭ এবং দাম ১.৫০। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও সহ-সম্পাদকরূপে দেখা যায় মোহাম্মদ রবিউল কবিরের নাম।

রণরঙ্গিনী। 'সংগ্রামী মহিলা পাক্ষিক পত্রিকা। নির্যাতিতা মহিলাদের একমাত্র কণ্ঠ।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ শুক্রবার ১৩৭৯ [১৪ এপ্রিল ১৯৭২]। সম্পাদিকা : মিস জাহানারা খানম। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : আলমগীর [মতি]। পরিচালক : এ. কে. এম. হারুন আর রশিদ শান্তি। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশকাল ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ [১৫ মে ১৯৭২]। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> গত সংখ্যাগুলোতে আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শগুলো সম্বন্ধে কোন কথা না বলে এড়িয়ে গিয়েছি। আমাদের এ পত্রিকা এক মহান উদ্দেশ্য ও ব্রত নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আগামী সংখ্যাগুলোতে নির্যাতিতা মহিলাদের একটি করে আত্ম-কাহিনী, সাক্ষাৎকার, ঘরে ঘরে দু'হপ্তার খবর, ধাঁধা, ঝালমিষ্টি টক, ঘরে বসে হোমিওপ্যাথ, ঘরে বসে ট্রানজিস্টর রেডিও মেরামত তথ্য, রান্নাবান্না, মহিলাদের ব্যায়াম, নূতনরূপে সাজার অপূর্ব কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের পত্রিকাটি বাংলার প্রতি ঘরে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব হাতে নিয়েছি।...
>
> পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, গ্রাহিকা, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাদের বিপুল সাড়া পাচ্ছি, তাই শীঘ্রই আমাদের পত্রিকা সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা করছি।

হারুনুর রশীদ শান্তি কর্তৃক লতিফ আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৩৪২ ফ্রি

স্কুল ষ্ট্রীট [হাতিরপুল] ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৩য় সংখ্যার পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৪$\frac{1}{2}$"×১০"।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ১৮ আশ্বিন ১৩৭৯ [৫ অক্টোবর ১৯৭২]। এ-সংখ্যায় কার্যকরী সম্পাদিকা হিসেবে দেখা যায় সৈয়দা আয়েশা বেগমের নাম। এ-সময় পত্রিকাটি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কর্তৃক স্বদেশ প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৩৪ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ [পাঁচ তলা], ঢাকা থেকে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ১৬ এবং দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ 'ঈদ সংখ্যা'র প্রকাশ ৭ নভেম্বর ১৯৭২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। দাম ৫০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশকাল ১ বৈশাখ ১৩৮০ [১৪ এপ্রিল ১৯৭৩]। সংখ্যাটি 'নব বর্ষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ৫০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি 'রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী সংখ্যা'রূপে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ [১৫ মে ১৯৭৩] তারিখে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ৩০ জুলাই ১৯৭৩ [১৬ শ্রাবণ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ৫০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ [৩ আশ্বিন ১৩৮০]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ এবং দাম ৫০ পয়সা।

২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ ১ অক্টোবর ১৯৭৩ [১৫ আশ্বিন সোমবার ১৩৮০]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮ এবং দাম ৫০ পয়সা। এ-সময় পত্রিকাটি রণরঙ্গিনী প্রেস, ৩৬-৩৮ বঙ্গবন্ধু এভেন্যু থেকে মুদ্রিত এবং ৩৪ বঙ্গবন্ধু এভেন্যু থেকে প্রকাশিত। সাইজ: ১১"×৮$\frac{1}{8}$"।

পরে যে সংখ্যাটি দেখেছি সেটি 'পবিত্র মাহে রমজানের উপর বিশেষ কেলেণ্ডার সংখ্যা'। সংখ্যাটি সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর [১৯৭৫] মাসে বেরিয়েছিল। পৃষ্ঠা ২০। দাম ১'০০ টাকা।

লাঙ্গল। 'মাসিক কৃষি পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৯। সম্পাদক: মোঃ আবুবকর সিদ্দিক।

পত্রিকাটি ইষ্টার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১০২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক ১১৩ আজিমপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৭৯। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪৪ এবং দাম ১.০০ টাকা।

সুচরিতা। মহিলা মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৭৯। সম্পাদিকা: সৈয়দা শাহিদা বেগম রানু। সহ-সম্পাদিকা: মাজেদা আক্তার। 'সুচরিতার বক্তব্য'-এ যা বলা হয়েছে তার কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা গেল:

> বাংলাদেশের স্বাজাত্যাভিমানই 'সুচরিতা'র আদর্শ ও পাথেয় হবে। বাংলার মাটি, বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং বাংলার মানুষের কথাই প্রতিবিম্বিত হবে সুচরিতার পাতায় পাতায়।
>
> বাংলার মহিলা সমাজের কণ্ঠ ধ্বনিত হবে 'সুচরিতা'র মাধ্যমে।

এক 'শুভেচ্ছাবাণী'তে দৈনিক গণকণ্ঠ সম্পাদক জনাব আল মাহমুদ বলেন:

> আপনারা সুচরিতা নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্র প্রকাশ করবেন জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। যদিও আমি মেয়েদের জন্য আলাদা কোন সাহিত্য ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই, তবুও এ কথা মানতেই হবে আমাদের দেশে ছেলেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাহিত্য প্রয়াসে মেয়েদের পাত্তা দেয়া হয় না। আমার ধারণা, মেয়ে বলেই এ অবিচার তাদের ভাগ্যে জোটে। এ অবস্থায় কেউ বিদ্রোহী হয়ে যদি মেয়েদের আলাদা সাহিত্য আন্দোলনের কথা ভাবে, তাহলে দোষ দেয়া যায় না। বুঝতে পারলাম সুচরিতা তেমনি বিদ্রোহিনীদের কাগজ।...

পত্রিকাটি সৈয়দা মোমেনা আক্তার রিনা কর্তৃক ২৭ শান্তিবাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পুরাতত্ত্ব প্রেস, ২৯ নব রায় লেন, ইসলামপুর, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮ এবং দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ: ১০$\frac{১}{২}$"×৮"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জৈষ্ঠ ১৩৭৯। এ-সংখ্যায় সম্পাদিকা ছাড়াও সহ-সম্পাদিকারূপে দেখা যায় মাজেদা আক্তারকে। এই সংখ্যার 'কৈফিয়ত'-এ বলা হয়:

> অনিবার্য কারণবশতঃ আমাদের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ সংখ্যাকে সংকলনরূপে ছাড়া হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যা হতে এটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করবে, প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে।

পৃষ্ঠা ২৪। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৯। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৫৪ এবং দাম ১.০০ টাকা।

প্রতিধ্বনি। 'বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রথম মহিলা মাসিক।' ১ম বর্ষ 'নব বর্ষ সংখ্যা'র প্রকাশ ১৭ বৈশাখ ১৩৭৯। সম্পাদিকা: অধ্যাপিকা ফরিদা রহমান। সহকারী সম্পাদিকা: ফরিদা মেরী ও সাহারা খাতুন। পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং মধুমতি মুদ্রণালয়, ১১৭/এ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১১"×৮½"। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ ভাদ্র ১৩৭৯ [১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ৯½"×৭¼"।

...ল পতাকা। সাপ্তাহিক। 'মেহনতী জনগণের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৮ এপ্রিল ১৯৭২। সম্পাদক: বদিউল আলম চৌধুরী। সম্পাদক কর্তৃক বাংলাদেশ প্রেস, ৫২ ঘাটফরহাদ বেগ, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং ৪৪ বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ মে শুক্রবার ১৯৭২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ও ২০শ সংখ্যার প্রকাশ যথাক্রমে ৩০ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৭৯ [১৩ জুলাই ১৯৭২] এবং ২৩ ভাদ্র শুক্রবার ১৩৭৯ [৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। শেষোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত "বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক 'মুখপত্র' সম্পাদকের গ্রেফতারের প্রতিবাদ" শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর চার সদস্য কমরেড দেবেন সিকদার, কমরেড আবুল বাসার, কমরেড ওসমান গণি ও কমরেড বি. এম. কলিমুল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকার সাপ্তাহিক 'মুখপত্র'-এর সম্পাদক জনাব ফয়েজুর রহমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশ সরকারের চার নীতির প্রথম নীতি গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রে জনগণের বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংঘ ও সমিতি করার স্বাধীনতা স্বীকৃত।

তাঁরা বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই সাপ্তাহিক গণশক্তি'র কণ্ঠরোধ করেছেন, সাপ্তাহিক 'হক কথা'র সম্পাদককে গ্রেফতার করেছেন এবং সর্বশেষ সাপ্তাহিক 'মুখপত্র'-এর সম্পাদক জনাব ফয়েজুর রহমানকে গ্রেফতার করে প্রমাণ করে দিলেন গণতন্ত্রের সাইনবোর্ড হল সরকারের 'মুখোশ' মাত্র।

তাঁরা অভিযোগ করেন, বাংলার সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে পদদলিত করা হচ্ছে। যতই সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ততই ফ্যাসিষ্ট হিটলারের পদাংক অনুসরণ করছে। বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি অবিলম্বে 'মুখপত্র' ও 'হক কথা'র সম্পাদকের মুক্তি দাবী করেছে। পার্টি সরকারের এই পদক্ষেপকে ঘৃণ্য ও ফ্যাসীবাদী কায়দায় হামলার কঠোর সমালোচনা করে।

তাঁরা দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি এই ফ্যাসিষ্ট হামলা এক যোগে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সাপ্তাহিক 'মুখপত্র'-এর সম্পাদক জনাব ফয়েজুর রহমানকে প্রেসিডেন্টের ৫০ নম্বর আদেশ বলে গ্রেফতার করা হয়।

১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যার প্রকাশ ২৯ ভাদ্র শুক্রবার ১৩৭৯ [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। ১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ও ২৪শ সংখ্যার প্রকাশ যথাক্রমে ১২ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৭৯ [২৯ অক্টোবর ১৯৭২] এবং ১৯ আশ্বিন শুক্রবার

১৩৭৯ [৬ অক্টোবর ১৯৭২]। ১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৯ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৭৯ [১৩ অক্টোবর ১৯৭২]। ১ম বর্ষ ২৬শ সংখ্যার প্রকাশ ২৫ অক্টোবর বুধবার ১৯৭২। লাল পতাকার এই সংখ্যাটিই সম্ভবতঃ শেষ সংখ্যা। লাল পতাকা বন্ধের পর 'লাল ঝান্‌ডা' নামে বুলেটিন প্রকাশিত হয়।

লাল ঝাণ্ডা। 'বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের বুলেটিন—১।' বুলেটিনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৭৯ [৬ ডিসেম্বর ১৯৭২]। উক্ত বুলেটিনে প্রকাশিত '**লাল পতাকা** বন্ধ করে দিয়েছে' নিবন্ধে যে বক্তব্য রাখা হয়, তা হল :

> আওয়ামী লীগ সরকার আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে তৈরী কুখ্যাত প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনের খসড়া দিয়ে মেহনতী জনগণের মুখপত্র সাপ্তাহিক লাল পতাকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ফ্যাসীবাদী শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই বিরুদ্ধ মত ও চিন্তাধারা প্রকাশ ও প্রায় বন্ধের এক হিংস্র অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে ওরা মুজিববাহিনী, লাল বাহিনী ও পুলিশবাহিনী পাঠিয়ে সংবাদপত্রের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সংবাদপত্রের অফিসে হামলা করে মুজিববাদী গণতন্ত্রের নমুনা প্রদর্শন করেছে। হাইজ্যাক, হুমকীর দ্বারা সত্য প্রকাশে বাধা দিয়েছে। সাংবাদিকদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে। এমন কি গণশক্তির সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহার মেয়ে ও আত্মীয় স্বজনকে থানায় ডেকে হয়রানি করতেও ফ্যাসীবাদী সরকার সামান্যতম লজ্জাবোধ করে নি।
>
> সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ও সাংবাদিক নির্যাতনের এই দুর্বিষহ দিনগুলিতে দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহযোগী সাংবাদিকেরা, বুদ্ধিজীবীরা বেছে নেয় কদমবুচির পথ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা হয়ে দাঁড়ায় বিকাশমান ফ্যাসীবাদের নির্লজ্জ সমর্থক। দিল্লী, মস্কো আঁতাতের তাবেদার সরকারের গণতান্ত্রিক অধিকার ও

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় বামপন্থী শক্তিগুলো এবং প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো।

এই পরিস্থিতিতে ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে **লাল পতাকা, হক কথা** প্রভৃতি সাপ্তাহিকগুলো ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। সরকার ও তাদের বিদেশী প্রভুদের নাভিশ্বাস উঠলো। কিন্তু জনগণের সমালোচনার ভয়ে আওয়ামী লীগ সরকার এবার ঘার বাহিনী পাঠিয়ে সংবাদপত্রের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল না হাতে তুলে নিল খুনী আয়ুবের প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অডিন্যান্সের খড়্গ। এইবার আক্রমণের শিকার হল **লাল পতাকা, হক কথা, মুখপত্র, স্পোকস্‌ম্যান,** ও **বাংলার মুখ**। মুজিবী শাসন বাস্তবে পরিণত হল আইয়ুবী শাসনে। দেশে ও বিদেশে সংবাদপত্র হত্যার প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। এমন কি আওয়ামী লীগ সরকারের কদমবুচি সাংবাদিকেরা লোক নিন্দার ভয়ে তাদের প্রভুদের কাছে আদালতের রায় ছাড়া কোন সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ না করার আরজি রাখল না। একে একে চারখানা সাপ্তাহিক আমলাতান্ত্রিক আদেশে বন্ধ করল। এখানে শেষ নয়। ভারত, রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকার পরামর্শে রচিত আওয়ামী লীগের শাসনতন্ত্রে আজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জনগণের মানবিক অধিকারের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

বুলেটিনটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

কাকলি। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৯। সম্পাদক: আবদুল গনি। সহ-সম্পাদক: আবদুল জলিল। পত্রিকাটি কাকলি সংঘ কর্তৃক টুটপাড়া, করপাড়া রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত ও হ্যাপী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬ এবং দাম ৫০ পয়সা।

মুখপত্র। 'মত প্রধান সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৭ বৈশাখ রোববার ১৩৭৯ [৩০ এপ্রিল ১৯৭২]। সম্পাদক: ফয়জুর রহমান। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'মুখপত্র—আপনার মুখপত্র' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায়:

'মুখপত্র' আপনার—অর্থাৎ দেশের সকল মানুষের মুখপত্র, একটিমাত্র পরিচয়েই সে আপনাদের কাছে পরিচিত হতে চায়··· আমরা দেশের মানুষের সকল অংশের মুখপত্র হিসাবে পরিচিত হতে চাই। এই প্রশ্নের জবাবে বলা চলে, আমরা নিজেরা যে মতের পোষকতাই করি না কেন, এই পত্রিকায় সকল মতের লোক নিজেদের বক্তব্য, আশা-আকাঙ্খা ও সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরতে পারবেন, আমরা দল-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। কিন্তু মত নিরপেক্ষতায় নয়। আমরা সকলের মতামতের পাশাপাশি আমাদের মতামতও তুলে ধরবো এবং পাঠকেরাই বিচার করবেন কোন মতটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়।

আমাদের ধারণা, এটাই একটা গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক সাংবাদিকতা। বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা-রহিত সমাজে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করতে পারে না।···

পাকিস্তানের অস্তিত্ব ব্যর্থ হয়েছে গণতন্ত্রের অভাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাও এই গণতন্ত্রের অভাবে ব্যর্থ হোক, তা আমরা চাই না। এইজন্যেই 'মুখপত্র' প্রকাশের এই আয়োজন।··· বাংলাদেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থা, সুশিক্ষা ও সুচিকিৎসা লাভের সুযোগ, সেই সঙ্গে চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দৃঢ় ভিত্তির উপরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রকৃত সৌধ তৈরী হতে পারে। 'মুখপত্র' এই গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খাকে ভাষাদানের মুখপত্র।···

পত্রিকাটি স্পোক্‌সম্যান গ্রুপ অব পাবলিকেশন-এর পক্ষে ফয়জুর রহমান কর্তৃক ৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মুদ্রণে প্যারামাউন্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২০ পয়সা। সাইজ: ১৭"×১১"।

১ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২১ শ্রাবণ রোববার ১৩৭৯ [৬ আগষ্ট ১৯৭২]। সম্পাদক : ফয়জুর রহমান। সংখ্যাটিতে 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ বলা হয় :

> আমাদের সীমিত সম্পদ আর সরকার বৈরীতার জন্য বিজ্ঞাপন না পাওয়ার ফলে আমাদের চাহিদানুসারে যথেষ্ট সংখ্যায় মুখপত্র দেয়া যাচ্ছে না। এই কারণসমূহ '**হক কথা**'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতএব আশা করি আপনার কপি পড়ার শেষে অন্যকে পড়তে দিবেন। এইভাবে আমরা চক্রান্তের জাল অবশ্যই ছিন্ন করতে সক্ষম হব। ইতিমধ্যে সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হলে পত্রিকার চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করার আশা রাখি।

পত্রিকাটি মুখপত্র মুদ্রণব্যবস্থা, ৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে ফয়জুর রহমান কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত। শেষোক্ত সংখ্যার পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা। শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সেদিন বেশী দূরে নয়' শীর্ষক সংবাদে বলা হয় :

> **হক কথা** এবং **মুখপত্র** এ দেশের অগণিত মানুষের মনে যে স্থান করে নিয়েছে, লোম ওঠা কুকুরের চিৎকারে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। তবে এই কুকুরগুলোকে এদেশের জনগণই একদিন মুগুর দেবে। সেদিন বেশী দূরে নয়।

১ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৭ ভাদ্র রোববার ১৩৭৯ [৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। এই সংখ্যাটিই সম্ভবতঃ মুখপত্রের শেষ সংখ্যা। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক মুখপত্রের সম্পাদক গ্রেফতার' শীর্ষক সংবাদে বলা হয় :

> সাপ্তাহিক **মুখপত্র** ও **স্পোকসম্যান** পত্রিকার সম্পাদক জনাব ফয়জুর রহমানকে গত মঙ্গলবার [৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২] বিকেলে রমনা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। প্রেসিডেন্টের বাহাত্তর সালের ১৫ নম্বর আদেশ বলে বাংলাদেশ নিরাপত্তা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে স্পোকসম্যান পত্রিকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়।

দৈনিক পূর্বদেশের [৮ অক্টোবর রোববার ১৯৭২] এক সংবাদে প্রকাশ :

বাংলাদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল শনিবার মতিঝিলে অধুনা নিষিদ্ধ মুখপত্র ও স্পোক্‌সম্যান পত্রিকার অফিসে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মওলানা ভাসানী বলেন যে, এখান থেকে মুলতঃ কোরানের খোৎবা প্রকাশ করা হবে এবং অস্থায়ীভাবে ন্যাপের কেন্দ্রীয় দফতরের কাজও চলবে।

দৈনিক পূর্বদেশ [৪র্থ বর্ষ ১৩২শ সংখ্যা : ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭২ : পৃষ্ঠা ৮] থেকে জানা যায় :

২৮শে ডিসেম্বর বিশেষ আদালতে জনাব ফয়জুর রহমানের মামলার শুনানী শুরু হবে বলে 'স্পোকস' গ্রুপ প্রকাশনার প্রেস বিজ্ঞপ্তির খবরে প্রকাশ। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে জনাব ফয়জুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি সাপ্তাহিক মুখপত্র ও স্পোক্‌সম্যানের সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশ সরকার চার মাস আগে এ পত্রিকা দু'টিকে নিষিদ্ধ করে।

দৈনিক বাংলায় [১০ম বর্ষ ৭৬শ সংখ্যা : ২৩ জানুয়ারী বুধবার ১৯৭৪] প্রকাশিত 'মুখপত্র সম্পাদককে জামিন দেওয়ার নির্দেশ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জনাব কামালউদ্দিন হোসেন ও বিচারপতি জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ঢাকার ডিসির ওপর এক রুল জারি করেন এবং সাপ্তাহিক মুখপত্র ও স্পোক্‌সম্যানের সম্পাদক জনাব ফয়জুর রহমানকে বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত কেন জামিনে খালাস দেয়া হবে না তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। অন্তর্বর্তীকালের জন্য সুপ্রীম কোর্ট জনাব ফয়জুর রহমানকে জামিনে মুক্তি দেওয়ারও আদেশ দেন।

পানি পরিক্রমা। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৯। সম্পাদক : মুহম্মদ ইকবাল হোসেন খান। সহযোগী সম্পাদক : মুহম্মদ আবু হেনা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ আবদুল মতিন। সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায় :

> ···একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জাতি হিসাবে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী আজ বাস্তব সত্য। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীগোষ্ঠী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে আজ ব্রতী। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চায় ব্রতী হতে হবে আজকের বিজ্ঞানী সমাজকেও।··· বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ সম্ভারের দৈন্য স্বীকার করলেও বিজ্ঞান চর্চার এটা একটা অন্তরায় একথা আমরা বিশ্বাস করি না, বরং গ্রহণ-যোগ্য বিদেশী শব্দের যথাযথ ব্যবহার বা প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব।··· 'পানি পরিক্রমা'র জন্ম এমনই এক জাতীয় তাগিদ বোধের শুভলগ্নে। 'পানি পরিক্রমা' একটি বিশেষ বিজ্ঞান ভিত্তিক সাময়িকী।···

পত্রিকাটি বাংলাদেশ পানি সম্পদ সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেগুন বাগান প্রেস, ১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫ এবং দাম ৭.৫০ পয়সা। ২য় সংখ্যাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২ এবং দাম ৫'০০ টাকা। এটি শ্রাবণ (১৩৭৯) মাসে প্রকাশিত এবং প্রভাতী প্রেস ৫৪ বরদা গাঙ্গুলী লেন, কায়েতটুলী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। সাইজ : ৯½'' × ৬½''।

রূপসী বাঙলা। 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৮-১৩৭৯। সম্পাদক : ইয়াকুব চৌধুরী। 'নিয়মা-বলী'তে বলা হয় :

> রূপসী বাংলায় প্রকাশের জন্য যে কেউ সম্পূর্ণ উপন্যাস, পূর্ণাঙ্গ নাটক, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, অতীত স্মৃতি, কার্টুন ইত্যাদি পাঠাতে পারেন।

পত্রিকাটি সেলিম চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং অনুপম মুদ্রায়ণ, ১৮৮/১

নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ৯১/২´´ × ৭১/৪´´।

এ-সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন আতিকুর রহমান [রক্তের সিঁড়ি বেয়ে] ও মুহাম্মদ জুবায়ছুর রহমান [বাংলাদেশের অর্থনীতি]। এপার বাংলা থেকে কবিতা লিখেছেন আবু কায়সার [পংক্তি মালা ইতস্ততঃ], মুহম্মদ নূরুল হুদা [শব্দ শোভা], ওয়ালী উল্লাহ ফাহ্‌মী [শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে], আনওয়ার আহমেদ [হে সুন্দর]। ওপার বাংলা থেকে লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় [অন্ধকারে নদী] ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় [এ সময় বাহিরে যাবার]। গল্প লিখেছেন শেখ আতাউর রহমান [কুমুর নগরে যাবো], জুবাইদা গুলশান আরা [গোলাপের মতো প্রাণ] ও রণেন মোদক [ওরা এবং আরো একজন]। নাটিকা লিখেছেন শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় [কোলকাতা : সমকালীন]। অনুবাদ করেছেন জুলফিকার আলী মতিন [রিচার্ড রিডের আফিম খোরের স্বপ্ন]। এ ছাড়াও আছে কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ : পৃথিবীর পথে পথে, মহিলা বিভাগ, অঙ্গনা, ছায়াছবি ইন্দ্রপুরী, বিদেশী সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সংবাদ ইত্যাদি।

নবযুগ। 'মেহনতী জনগণের সাপ্তাহিক মুখপত্র'। 'টঙ্গী শ্রমিকদের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ মে সোমবার ১৯৭২ [১৮ বৈশাখ ১৩৭৯]। সংখ্যাটি 'শিবপুর কৃষক সম্মেলন বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : শামসুল আলম। সম্পাদকীয় 'নবযুগের অঙ্গীকার'-এ অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে বলা হয় :

> গণতন্ত্রের নামে বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে ফ্যাসীবাদী পন্থায় পদদলিত করার চেষ্টা চলছে, ফ্যাসীবাদী পন্থায় টুটি টিপে ধরা হচ্ছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের। গণতন্ত্রের নাম করেই গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার চেষ্টা চলছে। শুধু তাই নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা জোর গলায় প্রচার করা হলেও সমাজতন্ত্রের পথে এখনও কোন সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।...বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের কথা শ্লোগানে প্রচার করলেও বাস্তবে তা

প্রয়োগের কোন ইচ্ছা তাদের আছে বলে মনে হয় না। সমাজ-তন্ত্র কোন পথে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও কর্ম-সূচী কি হবে, তারও কোন উল্লেখ কোথাও নেই। বরং বর্তমান সরকার কায়েমী স্বার্থকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করার ও সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী শক্তিগুলোর সাথে যেনতেন প্রকারের আপোষ রফা করে চলার নীতিই অনুসরণ করে চলছেন।...এরূপ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ী, আমলা ধনিক ও জোতদার মহা-জনেরা নতুন উদ্যমে তাদের তৎপরতা শুরু করেছে এবং দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেবার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। এর কারণে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজও বাস্তব রূপায়নের পথ পেল না ; নয় মাস ধরে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের পর আজও এদেশের জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে গেল।...

পত্রিকাটি কাজী জাফর আহমদ কর্তৃক জাগৃতি মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত এবং ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ২২$\frac{3}{8}$"×১৮"। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯ মে শুক্রবার ১৯৭২ [৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯]। ১ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ আগষ্ট শুক্রবার ১৯৭২ [১ ভাদ্র ১৩৭৯]।

নয়াযুগ। ১ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যাটি দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু ১ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যাটিতে [১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭২] দেখা যায় 'নয়াযুগ' নামটি। এখানে 'নয়াযুগ' যে 'নবযুগের পারবর্তিত নাম' তার উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ১৭শ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি 'নয়াযুগ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

'নয়াযুগ'-এর ১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭২ [২২ ভাদ্র ১৩৭৯]। ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২০ কার্তিক সোমবার ১৩৭৯ [৬ নভেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ১১ জুন সোমবার ১৯৭৩ [২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০]। এ-সংখ্যায় এক 'বিজ্ঞপ্তি'তে বলা হয় :

অনিবার্য কারণবশতঃ আগামী সংখ্যা 'নয়াযুগ' প্রকাশিত হবে না। দৈনিক জনপদ [১ম বর্ষ ১৪১শ সংখ্যা : ১৯ জুন মঙ্গলবার ১৯৭৩]-এর প্রথম পৃষ্ঠায় 'নয়াযুগ সম্পাদক গ্রেফতার' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> সাপ্তাহিক 'নয়াযুগ' সম্পাদক জনাব শামসুল আলমকে গতকাল সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছে। বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে। বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কাজী জাফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, সাপ্তাহিক 'নয়াযুগ' অফিসে একদল সশস্ত্র পুলিশ গতকাল হামলা চালিয়ে অফিসের কাগজপত্র তচনচ করে। এ ছাড়া কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা ব্যতিরেকেই 'নয়াযুগ' সম্পাদক জনাব শামসুল আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়।
>
> বিবৃতিতে তারা এটাকে সরকারের অগণতান্ত্রিক কাজ বলে অভিহিত করে এর নিন্দা করেন। শ্রমিক নেতৃদ্বয় বলেন, 'নয়াযুগের' প্রকাশনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এর সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা 'নয়াযুগ' সম্পাদকসহ গ্রেফতারকৃত **'হক কথা'** **'মুখপত্র'** ও **স্পোকসম্যান'**-এর সম্পাদকের মুক্তি দেয়ার দাবী জানান।...
>
> বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আতিকুর রহমান সালু ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান খান, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের টঙ্গী আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুদ্দীন এবং নয়াযুগের কর্মরত সাংবাদিকগণ নয়াযুগ সম্পাদক জনাব শামসুল আলমকে গ্রেফতারের নিন্দা করেন।

দৈনিক সংবাদ [২৩শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা : ১৯ জুন মঙ্গলবার ১৯৭৩]-

এর ৮ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'নয়াযুগ-এর সম্পাদক গ্রেফতার' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> সূত্রাপুর থানার পুলিশ গতকাল [সোমবার] সাপ্তাহিক 'নয়াযুগ' পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলমকে গ্রেফতার করেছে। থানা কর্তৃক একই সাথে ১৯৭৩ সালের ৫ই জানুয়ারী প্রকাশিত 'নয়াযুগ' পত্রিকার সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গেছে যে, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডারের ৬৫ (৬) ৭৩ নং ধারা, পেনাল কোড-এর ৫৫ (১), ১২৪ (ক) ধারা ও রাষ্ট্রপতির ৫০ (৭) ধারা অনু-সারে দায়েরকৃত এক মামলার ভিত্তিতে পুলিশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা'য় [৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা : ২৯ জুন শুক্রবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'নয়াযুগ সম্পাদকের গ্রেফতারে প্রতিবাদের ঢেউ' থেকে জানা যায় :

> গত ১৯শে জুন সোমবার সাপ্তাহিক 'নয়াযুগ' পত্রিকার সম্পাদক জনাব শামসুল আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে: 'নয়াযুগ' সম্পাদকের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে ভাসানী ন্যাপ, লেনিন-বাদী-কম্যুনিষ্ট পার্টি, জাসদ, জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ যুব ফেডারে-শন, বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলা শ্রমিক ফেডারে-শনের নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করা যায়।
>
> উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানী সম্পাদিত পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, **মুখপত্র** এবং **স্পোকসম্যান** সম্পাদক-কেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এ-ছাড়া সাপ্তাহিক '**নতুন দেশ**' ও '**ইত্তেহাদ**'-এর প্রতি 'শো-কজ' জারি করা হয়েছে।

দৈনিক সমাজে [২য় বর্ষ ১১৪শ সংখ্যা : ২৮ জুন বৃহস্পতিবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'নয়াযুগ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে প্রেস নোট'-এ বলা হয় :

কতিপয় সংবাদপত্রে সাপ্তাহিক নয়াযুগ-এর সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত যে খবর বেরিয়েছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ভুল ধারণা রদের জন্য সরকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন যে, নয়াযুগ পত্রিকাটি কোনরূপ বৈধ ডিক্লারেশন ছাড়াই প্রকাশিত হচ্ছিল। যেহেতু অননুমোদিত পত্রিকা প্রকাশ করা মারাত্মক অপরাধ, সেই হেতু সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।···

পত্রিকাটির ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ১০ই জুলাই শুক্রবার ১৯৭৩ [২৮ আষাঢ় ১৩৮০]। সম্পাদক শামসুল আলমের গ্রেফতারের পর ভারপ্রাপ্তরূপে কাজ চালাতে থাকেন কাজী গোফরান আহমদ। এ-সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

মাসিক নিবেদন পত্রিকার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলাদেশে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা আছে কি?' শীর্ষক নিবন্ধে দৈনিক জনপদ সম্পাদক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন :

দৈনিক দেশবাংলাসহ যে সাতটি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে সাপ্তাহিক হক কথা, মুখপত্র, স্পোক্সম্যান ও গণশক্তি বন্ধ করা আমি সঙ্গত বলে মনে করি। তবে যে পন্থায় এগুলো বন্ধ করা হয়েছে তা সঙ্গত নয়। দেশবাংলা, নবযুগ এই দুটো পত্রিকা সরাসরি বন্ধ করা অন্যায় হয়েছে। লালপতাকা বন্ধ করে দেয়ার কারণ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই।

১০ম বর্ষ ৩৯শ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ আশ্বিন রবিবার ১৩৮৯ [১৭ অক্টোবর ১৯৮২]। ১০ম বর্ষ ৪১শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ কার্তিক রবিবার ১৩৮৯ [৭ নভেম্বর ১৯৮২]। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও কার্যনির্বাহী সম্পাদক রূপে দেখা যায় আবদুর রহিম আজাদকে। ১০ম বর্ষ ৪৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৮৯ [২৮ নভেম্বর ১৯৮২]।

১১শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যার প্রকাশ ২৪ বৈশাখ রবিবার ১৩৯০ [৮মে ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১'০০। সম্পাদক : শামসুল আলম। কার্যনির্বাহী সম্পা-

দক : আবদুর রহিম আজাদ। পত্রিকাটি কাজী জাফর আহ্‌মদ কর্তৃক সংবাদ প্রেস, ২৬৩ বংশাল সড়ক, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত।

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। দ্বিমাসিক। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ গ্রীষ্ম ১৩৮০। সম্পাদক : মাহবুব-উর রহমান। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'লেখা সম্পর্কীয় তথ্য' থেকে জানা যায় :

> বাংলা বর্ষের—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতুতে অর্থাৎ প্রতি দু'মাসে 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র একটি করে বার্ষিক ছ'টি মৌসুমী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশাত্মবোধে লালিত নবীন ও প্রবীণদের শিল্প উত্তীর্ণ লেখা গ্রহণযোগ্য।

পত্রিকাটি সৈয়দ নেযামুদ্দিন হোসেন কর্তৃক ৮ নজির আহমদ চৌধুরী লেইন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ও কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস হতে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫ এবং দাম ১'৫০ পয়সা।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ গ্রীষ্ম ১৩৭৯।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২ এবং দাম ২'৫০।

> চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে বাংলা সাহিত্য পত্রিকা শীর্ষস্থানীয়, অনন্য। আগাগোড়া কার্টিজ পেপারে ছাপা পত্রিকাটি ভালোমন্দ লেখায় পরিপূর্ণ। ছোট-খাট এই পত্রিকাটিতে মোট পাঁচটি গল্প পত্রস্থ করা হয়েছে। হায়াৎ মামুদ ও আহমদ আনিসুর রহমানের প্রবন্ধগুলি মূল্যবান। গল্প লিখেছেন বিপ্রদাস বড়ুয়া, হেক ইসলাম, রোকেয়া খাতুন রুবী প্রমুখ।
>
> পত্রিকাটি পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় দেয়।...[১]

মানস। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ বৈশাখ সোমবার ১৩৭৯ [৮মে ১৯৭২]। সম্পাদক : আবুল এহ্‌সান। ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত এক 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি'তে বলা হয় :

> আমাদের 'মানস' পত্রিকাটি এবার হতে নিয়মিত মাসিকরূপে আত্ম-

[১] দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫ আগষ্ট, রোববার ১৯৭৪।

প্রকাশ করবে। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে এই পত্রিকার উদ্যোক্তা ও পরিচালক আমরা ছাত্ররাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার সাথে সাথে আমাদের সীমিত শ্রম ও সময় ব্যয় করে পত্রিকাটি আমাদের চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই পত্রিকাটি প্রতি মাসে একবার করে বের করা হবে। অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে পাক্ষিক করার আশা রাখি।

পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে যা জানতে পারি, তা হল:

বিধ্বস্ত বাংলার তরুণ সেনা ছাত্রসমাজ, আজ দেশ গড়ার কাজে ব্যস্ত, আর ব্যস্ত শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবির দল। সবাই চলেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, সবাই খাটছে দিনরাত। কর্মচঞ্চল আজ বাংলাদেশ, সোনাহারা সোনার বাংলা আবার সোনায় সোনায় ঝলমলিয়ে উঠবে। সবার বুকে এক আশা, সবার মুখে এক ভাষা, সবার প্রাণে এক আনন্দ, আর সবার মনে এক চিন্তা কি করে আবার সমৃদ্ধ-শালিনী হয়ে উঠবে আমাদের সর্বহারা রিক্ত বাংলা মা। মানস লোকের সে চিন্তাধারা, সে কর্মস্পৃহা আর আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী বয়ে এনেছে কতিপয় তরুণের প্রথম প্রয়াস 'মানস'। দেশ গড়ার অন্তর্জ্বালা, কর্মযোগীর কর্মানুভূতি আর জ্ঞানান্বেষীর জ্ঞানতৃষ্ণার মূর্ত প্রতীক 'মানস'। কোনরূপ রাজনীতি নয়, কোনরূপ গোষ্ঠী তৈরী নয়, আধুনিক শিল্পসম্মত নিছক সাহিত্য সৃষ্টিই আমাদের মূল লক্ষ্য।

মোঃ ফিরোজ হোসেন কর্তৃক বানু আর্ট প্রেস, ৩৩ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩ থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৭½″ × ১১½।

অলক্ত। দ্বি-মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। সম্পাদক: তিতাশ চৌধুরী। যুগ্ম-সম্পাদক: মনতোষ চক্রবর্তী।

পত্রিকাটি কুমিল্লা শংখচিল সাহিত্য গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত এবং পপুলার প্রেস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫ এবং দাম ১.০০ টাকা।

২য় বর্ষ ২য় ও ৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০। সংখ্যাটিতে 'আমাদের কথা'য় বলা হয় :

> গেল এক বছরেরও অধিককাল ধরে 'অলক্ত' পত্রিকাটি কুমিল্লার বুকে দীন কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে আসছিল। ক্রমে এর চেহারার ক্লিষ্টতা ও ধূসর পাণ্ডুরতা এখানকার সাহিত্যানুরাগী ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিগণের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এবং সে থেকেই এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে জন্ম নেয়—কুমিল্লা অলক্ত সাহিত্য পরিষদ। এই পরিষদই এখন দায়িত্ব নিয়েছে 'অলক্ত' সাময়িকীটির।···

সম্পাদক ছাড়াও সহ-সম্পাদকরূপে দেখা যায় শান্তিরঞ্জন ভৌমিকের নাম। সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং পুরাতত্ব প্রেস ও কর্ণফুলী প্রেস, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬ এবং দাম ১·০০।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ মাঘ-চৈত্র ১৩৮০ [ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২ দাম ১·০০।

গত সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি **ত্রৈমাসিকে** রূপান্তরিত হয়েছে। এ-সংখ্যা থেকে অলক্ত সাহিত্য পরিষদকে দেখা যায় প্রকাশকরূপে।

৫ম বর্ষ ২য় সংকলনের প্রকাশ ১৩৮৩। এটি 'কবি জসীমউদ্দীন, সিকান্দার আবু জাফর ও আবুল হাসান সংকলন' এবং উক্ত কবিত্রয়ের নামে উৎসর্গিত। পৃষ্ঠা ১১২। দাম ৩·০০।

গণমানুষ। সাপ্তাহিক। ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ৩০ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৮০। সম্পাদক : মির্জা আবদুল হাই।

পত্রিককটি সম্পাদক কর্তৃক ২৫ কলেজ রোড, ফেণী, নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত এবং বনানী ছাপাঘর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ১৫ পয়সা। সাইজ : ১৫½″ × ১০¼″।

যুব বাংলা। সাপ্তাহিক। 'কৃষক শ্রমিক ও যুব সমাজের মুখপত্র। প্রাক্তন গেরিলা বাহিনী দ্বারা পরিচালিত।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩৭৯ [২১শে মে ১৯৭২]। সম্পাদক : স. ম. মোস্তফা জামান। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : এস. এম. এ. সাত্তার। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় 'যুব বাংলার শুভ যাত্রা' থেকে জানা যায় এর উদ্দেশ্য :

'যুব বাংলা' অর্থে যেমন বিরাট ভাব বহন করছে তেমনই মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে এ পত্রিকাটি বাংলার যুব-সমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং এদেশেরই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুব-সমাজের জীবন যাত্রার পথ নির্দেশকরূপে থাকবে।

বাংলার এই নূতন পত্রিকা, নূতনেরা নূতনদের জন্যই বের করেছে। সর্বোপরি সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর কিছুমাত্র উপকারের আশা নিয়েই বের হলো 'যুব বাংলা'।

আমরা চাই সকল দল ও মতের উর্ধে থেকে দেশের প্রতিটি ধীশক্তি সম্পন্ন লোকের সহযোগিতা, যেন আমরা এদেশের যুবক-যুবতী বা যুব-দলকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে আত্মরক্ষামূলক সর্বপ্রকার যুদ্ধে এক সাথে নামতে পারি। আর তা হলেই বাংলার অশান্তি ও দুঃখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শান্তিকে অর্জন করা যাবে এভাবে বাংলা একটা আদর্শ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলায় আজ নানাভাবে যুব-সমাজের প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে। যেমন মুরব্বীরা যুবক-যুবতীর ব্যাপারে "বর্তমান যুগের" দোহাই দিয়ে অভিভাবকের কর্তব্য ছেড়ে দিয়েছেন। বৃদ্ধরা ষোড়শী সন্দর্শনে মেতে উঠেছেন। অপর দিকে এদেশে প্রায় প্রতি বছরই দু'একটা প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা চলছে—ফলে লক্ষ লক্ষ বাংলার সন্তান সমূলে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। সেই দুর্ভাগারা একটু আশ্রয় খুঁজে এলো শহরে—এখানে মানুষে দিল বুকে গুলি আর আগুনে পুড়লো জীবিতদেরকে। এরূপ দেশেরই বাকী দুঃখী সন্তান কয়টি বিভক্ত হয়ে গেল মুক্তি বাহিনী ও রাজাকাররূপে পরস্পর শত্রু পক্ষে। আর অলক্ষ্যে লাখ লাখ বাংলার নির্দোষ অসহায় যুবক শকুন, শেয়াল, কুকুরের পেটে গেল। তাদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য কোন মুরব্বী ছিল না বরং মৃত্যুর জন্য হুকুম দাতা ছিল।

…বাংলার সন্তানরা দেশ গড়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করে যাবে এ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা পা বাড়ালাম এবং বাংলার যুব-সমাজকে শৃংখলাবদ্ধ করার জন্য যুব-বাংলার মাধ্যমে হাত বাড়ালাম।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ আলী কর্তৃক খান আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত। কার্যালয়: ১২৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৫''×১১ ১/২''।

পত্রিকাটির ক'টি সংখ্যা বেরিয়েছিল, তা জানা সম্ভব হয়নি।

অভিমত। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৩৭৯ [২৮শে মে ১৯৭২]। সম্পাদক: আহমেদ ফরিদ।

সুধা ইসলাম কর্তৃক সাম্প্রতিক প্রকাশনী ১৪/১৫, ধানমণ্ডী হকার্স মার্কেট, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

পউস। 'গফরগাঁও পল্লী উন্নয়ন সংস্থার পাক্ষিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। সম্পাদক: অধ্যাপক মোহিনী মোহন চক্রবর্তী। কার্যনির্বাহক সম্পাদক: শামসুর রহমান সেলিম। সম্পাদনা পরিষদ: অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, অধ্যাপক শামসুর রহমান, অধ্যাপক নুরুজ্জামান খান, ওমর ফারুক, রেজাউল করিম, শামসুল হক। প্রতিষ্ঠাতা: আবুল হাশেম এম. সি. এ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে যা বলা হয়, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল:

রক্তস্নাত বাংলাদেশকে আজ গড়তে হবে—সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে বাংগালী জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শ্মশানে পর্যবসিত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে হলে গ্রামের দিকে তাকাতে হবে। গ্রামোন্নয়নের উপরই নির্ভর করছে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন।

বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে অনাবিল ভালোবাসা হাসি আনন্দের আলো পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে পউস [পল্লী উন্নয়ন সংস্থা]-এর আত্ম-প্রকাশ।

পত্রিকাটির প্রধান দফতর : কলেজ রোড, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। ঢাকা দফতর : ১০ সি সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২। প্রকাশক : আলাল আহমেদ। মুদ্রক : সন্ধানী প্রেস, ৪১, নয়া পল্টন, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪ এবং দাম ৫০ পয়সা।

'পউস' প্রতি বাংলা মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা [১ আষাঢ় ১৩৭৯] থেকে পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন অধ্যাপক মাহবুবুল আলম। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১ শ্রাবণ ১৩৭৯ এবং ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৬ ভাদ্র, ১৩৭৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

এর পরই পত্রিকাটি সম্ভবতঃ বন্ধ হয়ে যায়।

অশনি। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। সম্পাদক : এম. এ. রহমান। যুগ্ম সম্পাদক : মাছুদুল হক বাবলু। 'অশনি'তে লেখা পাঠানোর নিয়মাবলীতে বলা হয় :

> অশনি একটি মাসিক পত্রিকা।...অশনির মধ্যে ছোটদের আসর 'রং মহল' রয়েছে...

পত্রিকাটি এম. টি. আই. আকন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। কার্যালয় : ৩১৫, ধানমণ্ডি, ঢাকা-৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং দাম ৬০ পয়সা। এই একটি সংখ্যার পর আর কোন সংখ্যা দেখার সুযোগ হয়নি।

চিকিৎসা সাময়িকী। মাসিক। 'বাংলাদেশের প্রথম চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭২। সম্পাদক : ডাঃ এস. এম. বজলুল হক এম. বি. বি. এস. উপদেষ্টা : এ. কে. এম. মহিউদ্দীন। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫/১ কায়েৎটুলী, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং ফারুক মাহমুদ কর্তৃক পূর্বাচল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১৯ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭২ এবং ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট ১৯৭২। প্রতি সংখ্যার দাম ১.০০।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৭৩ [বৈশাখ ১৩৮০]।

সংখ্যাটি 'নব বর্ষ' সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যায় উপদেষ্টা হিসেবে দেখা যায় অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও এ. কে. এম. মহিউদ্দীনকে। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৪০ এবং দাম ১.০০। ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৩। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ এবং দাম ১.০০ টাকা।

উক্ত সংখ্যার পরও পত্রিকাটি বেরিয়েছে কিনা, তা জানা সম্ভব হয়নি।

মনন। সাহিত্য মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭২। সম্পাদক : সুনীল নাথ। এ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিক কথা'-য় বলা হয় :

> প্রকাশের এমন কোন মাধ্যম আজ আর অবশিষ্ট নেই যার ফলাফলে কালস্থায়ী অথবা সার্বিক গ্রন্থন—প্রকাশ সম্ভব, এবং যার উপর আস্থার জোর দেয়া দুঃসাহসের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থেকেও আমরা এমন কিছু নিঃসন্দেহ নই—যা অবক্ষয়কে জিইয়ে রাখবার পক্ষপাতী। আমরা অবক্ষয়কে সংকলন করে একটা উত্তরণে পৌঁছাতে চাই।
>
> সাহিত্য তাই জীবনের অর্থ খুঁজে ফিরবেই, এই স্বাভাবিক শর্ত স্বীকার করে নিয়ে খণ্ড খণ্ড বিভক্তিকে যুক্ত করার সংগত দায়িত্বে বর্তমান অনিশ্চিত অসুস্থ সময়ে মনন প্রকাশের কর্তব্য অনুধাবন করি।
>
> মনন মুলতঃ একাত্তর সাল উত্তীর্ণ পটভূমিতে এই বিশ্বাসের আন্তরিক বিম্ব। একাত্তরের রক্তময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তিতে নোতুনতর ঘটমান সংঘাতের ক্রান্তিতে আমরা নবতর প্রকাশ অনুভব করি।

পত্রিকাটি কুতুবউদ্দীন চৌধুরী কর্তৃক ৬ পি. কে. সেন সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং ওরিয়েন্ট প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১ম সংখ্যার পৃষ্ঠা ৬৮ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ৮ৠ"×৫২"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭২। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও সহযোগীরূপে দেখা যায় স্বপন দত্ত, ইকবাল এবং মহম্মদ ইদ্রিসকে।

১ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জুলাই-আগস্ট ১৯৭২। এ-সংখ্যার সম্পাদক কুতুবউদ্দীন চৌধুরী এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : স্বপন কুমার দও। উপদেষ্টা : মেজবাহ খান ও বুলবুল চৌধুরী।
১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

মনন বাংলা সাহিত্যের সেবা, প্রতিভার বিকাশসাধন এবং সাহিত্য প্রয়াসের মুখপত্র। মনন সুসাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শেষোক্ত সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিক কথা'-য় যে সব বক্তব্য রাখা হয়, পাঠকদের অবগতির জন্য তা এখানে তুলে ধরা হল :

মনন পঞ্চম সংখ্যা বের হোল। এর আত্মপ্রকাশের একমাত্র সদিচ্ছা হলো, বাংলার বর্তমান সাহিত্যের পরিসরে অরাজকতা এবং শূন্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যকে এক অবক্ষয়ের চোরাবালিতে নির্বাসন দেয়ার যে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে তাকে মননশীল পাঠক সমাজের সম্মুখে তুলে ধরে, সেই পুতুল নাচের কারিগরের মুখোশ খুলে দেয়া।

আজকাল এখানে অনেকেই সাহিত্যকে আত্মপ্রকাশের মুল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত কোরে আত্মপ্রচারের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার কোরছেন। আবার অনেকেই ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। ফলতঃ আমাদের সাহিত্যের মান ক্রম নিম্নাভিমুখী। এ ছাড়া সাবেক সরকারী একচোখা নীতির দরুন এবং আমলাতান্ত্রিকতার ফলশ্রুতি হিসেবে মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলো এক মারাত্মক অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখী। অবস্থা পর্যবেক্ষণ কোরে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সাহিত্য সংস্কৃতির সার্বিক উন্নয়নের জন্যে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এবং বিজ্ঞাপন বণ্টন ব্যবস্থায় সরকারের নীতির মধ্যে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা লক্ষ্য কোরে হতাশ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭২। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'-রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা যায়।

স্বপক্ষে। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭২। ১ম বর্ষ ২য় ও ৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১৪ শ্রাবণ ১৩৭৯ [৩০ জুলাই ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'হুমায়ুন কবির স্মরণে' প্রকাশিত। প্রধান সম্পাদক : দেওয়ান শামসুল আরেফীন। সম্পাদক : সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী। যুগ্ম-সম্পাদক : আবুল হাসান। কার্যকর সম্পাদক : নাসির উদ্দীন ইউসুফ। সহযোগী সম্পাদক : হাবীবুল্লাহ সিরাজী। সহকারী সম্পাদক : মীর ওয়ালিউজ্জামান, সুমন সরকার ও আকতার বানু।

> 'এ সংখ্যায় আমরা হুমায়ুন কবিরের লেখার উপর আলোচনা করছি না। আগামী কোন এক সংখ্যায় আমরা কবিরের সম্পূর্ণ রচনাবলীর উপর বিস্তৃত-ব্যাপক আলোচনা করব। মনে হয় সেই আলোচনা থেকেই হুমায়ুনের অসময় অন্তর্ধানে কি বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হল—তা অনুধাবন করা যাবে, হুমায়ুনের 'কুসমিত' কাব্য-জগতের 'ইস্পাতে'র তীক্ষ্ণতাও ধরা পড়বে এবং তার রচনাবলীর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

পত্রিকাটি মো: মনসুর আলী কর্তৃক ৬/২ অরফানেজ সড়ক, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মুহম্মদ হোসেন কর্তৃক স্টার প্রেস, ২১/১ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬ এবং দাম ১·০০ টাকা। সাইজ : ১৩´´ × ১০´´।

শিল্প-বাণিজ্য বার্তা। 'ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।' ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭২। ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৭২। সম্পাদক : বায়েজিদ আহমেদ ও মো: আলী মোতাহের। উক্ত সংখ্যার 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি'তে বলা হয় :

> বাংলাদেশ ও ভারতীয় আমদানী রপ্তানীকারক, ডিষ্ট্রিবিউটরস, ইনডেণ্টরস এবং অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাসংক্রান্ত খবরাখবর বিজ্ঞাপনের আকারে ব্যবসায়ী মহলে তুলে ধরার জন্য আমরা আগামী সংখ্যা থেকে একটা পৃথক বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শিল্প-বাণিজ্য প্রকাশনীর পক্ষে বায়েজিদ আহমেদ ও আলী মোতাহের কর্তৃক ৪৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২য় সংখ্যার পৃষ্ঠা ৩২ এবং দাম ১'০০ টাকা। সাইজ: ১১"×৮½"। সিনেমা মাসিক '**রূপম**'-এ প্রচারিত এক বিজ্ঞাপনে পত্রিকাটি সম্বন্ধে বলা হয়:

> ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বাণিজ্য ও অর্থনীতির ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য মূল্যবান এবং অতি প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও সংবাদাদি সম্বলিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট ১৯৭২ এবং ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৭৯ [নভেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ এবং দাম ১'০০ টাকা। শেষোক্ত সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল-মে ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৪০ এবং দাম ১'০০ টাকা। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও সহকারী সম্পাদকরূপে দেখা যায় মো: আবদুল হাকিমকে।

১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জুন-জুলাই ১৯৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮ এবং দাম ১.২৫ পয়সা।

গণবার্তা। 'নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৩ জুন মঙ্গলবার ১৯৭২। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৩ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৭৯ [২৭ জুন ১৯৭২]। সম্পাদক: মজিবর রহমান। শেষোক্ত সংখ্যায় প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

> পাঠক-পাঠিকাদের অবগত করান যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মতে বিশেষ কোন কারণে এই 'গণবার্তা' নাম পরিবর্তন করে আগামী সংখ্যা হতে 'জনবার্তা' নামে আত্মপ্রকাশ করবে।

'গণবার্তা' ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত 'একটি নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক'রূপে প্রকাশিত হয়। এরপর নাম হয় 'জনবার্তা'।

জনবার্তা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৭৯ [১৪ জুলাই ১৯৭২]। সম্পাদক: মজিবর রহমান।

পত্রিকাটিতে স্থানীয় সংবাদ ছাড়াও 'সাহিত্য দর্পণ', 'মহিলা মানস', খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়।

পত্রিকাটি মোঃ ইউনুছ আলী কর্তৃক মালদহপট্টি, দিনাজপুর থেকে লেখা প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত এবং সৈয়দপুর, রংপুর থেকে প্রকাশিত।

অনির্বাণ। 'বিজ্ঞানভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯। সম্পাদকমণ্ডলী: মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, আ. ব. সিদ্দিকুর রহমান, মনোতোষ রঞ্জন চক্রবর্তী, শেখর রঞ্জন সাহা। 'নিয়মাবলী'তে বলা হয়:

> সাধারণ মানুষের মাঝে বিজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করাই পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রবন্ধাদি পত্রিকার অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকবে। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাদি সমাধানের ওপর রাজনীতি বিবর্জিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাদিও সাগ্রহে গৃহীত হবে।

পত্রিকাটি মোহাম্মদ আবদুস সালাম, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান, ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সমবায় প্রেস, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬ এবং দাম ১.০০ টাকা।

উল্লেখ্য যে, পত্রিকাটি 'কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে' প্রকাশিত হয়েছে।

স্বকাল। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ৩০শে জুন ১৯৭২। ১ম বর্ষ ৭ম-৮ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশকাল ২রা ভাদ্র শুক্রবার ১৩৭৯ [১৮ আগষ্ট ১৯৭২]। সম্পাদক: সৈয়দ ইসা।

সম্পাদক কর্তৃক স্বকাল কার্যালয়, পঞ্চবীথি, খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং জনতা ছাপাখানা, ৮৭ খান জাহান আলী সড়ক, খুলনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা। ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

জাগ্রত জনতা। 'মেহনতী জনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ১৮ জুন ১৯৭২। ১ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যাটি প্রকাশিত

হয় ৫ কার্তিক রোববার ১৩৭৯ [২২ অক্টোবর ১৯৭২]। সম্পাদক : এম. এ. মজিদ। সহযোগিতায় : আবদুস সোবহান চৌধুরী। উক্ত সংখ্যায় এক 'বিশেষ ঘোষণা'য় বলা হয় :

> ঈদ সংখ্যা সাপ্তাহিক জাগ্রত জনতা ঈদুল ফেতরের পূর্বেই বাজারে প্রকাশ পাচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংখ্যা হিসেবে।
>
> এই বিশেষ সংখ্যাটিতে থাকছে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ খসড়া শাসনতন্ত্রসহ আরো বহু আকর্ষণীয় সংবাদ, সংবাদ পর্যালোচনা, বিভিন্ন গণমুখী নিবন্ধ ছাড়াও কবিতা, গল্প, রম্যরচনাসহ বহু আকর্ষণীয় লেখা।
>
> ঈদ সংখ্যা 'জাগ্রত জনতা'য় থাকছে একটি বিশেষ সচিত্র সিনেমা মহল।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫৫ ইসলামপুর রোড [৩ তলা] থেকে প্রকাশিত। মুদ্রণে আল মাসুদ প্রিন্টিং প্রেস, ২৫ আহসান মঞ্জিল [নবাববাড়ি], ঢাকা-১। ১ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ কার্তিক সোমবার ১৩৭৯ [৬ নভেম্বর ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা।

পত্রিকাটি পরে 'নির্ভীক ও নিরপেক্ষ জাতীয় সাপ্তাহিক'রূপে প্রকাশিত হয়। ৩য় বর্ষ ১১শ-১২শ [যুগ্ম] সংখ্যাটির প্রকাশকাল ২১ জুলাই রোববার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ৩০ পয়সা। পত্রিকাটি এ-সময় ভাসানীপন্থী আওয়ামী পার্টি [ন্যাপ]-এর সমর্থকে পরিণত হয়। দৈনিক বাংলা ১০ম বর্ষ ২৭৮শ সংখ্যা [শনিবার ১০ আগষ্ট ১৯৭৪]-য় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় :

> ভাসানী ন্যাপের ভাইস-চেয়ারম্যান ডঃ আলীম আল-রাজী শুক্রবার এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন পুলিশ 'জাগ্রত জনতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব শফিকুল গনিকে হয়রানী করেছে। সাপ্তাহিক 'প্রাচ্যবার্তা' কার্যালয়েও পুলিশ হামলা করেছে বলে তিনি বিবৃতিতে অভিযোগ করেন।

৩য় বর্ষ ২৫শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৯ কার্তিক রোববার ১৩৮১ [২৭ অক্টোবর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ১৫ পয়সা। সম্পাদক ছাড়াও নির্বাহী সম্পাদকরূপে দেখা যায় এস. গানিকে। এ-সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে পত্রিকা-সম্পাদক এম. এ মজিদ বলেন :

> সাপ্তাহিক 'জাগ্রত জনতা' পত্রিকার সমুদয় স্বত্ব এবং মালিকানা আমি জনাব এস. গানি ৮২ শান্তিনগর ঢাকা-২-এর কাছে হস্তান্তর করেছি। পত্রিকার পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় এখন আমার আর কোন কর্তৃত্ব নেই। পত্রিকাসংক্রান্ত সকল কর্তৃত্ব এখন জনাব এস. গানির।...

৩য় বর্ষ ২৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৮১ [১৭ নভেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ৩০ পয়সা।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ১২ কার্তিক রবিবার ১৩৮৪ [৩০ অক্টোবর ১৯৭৭]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ০.৫০। সম্পাদক ও প্রকাশক : এম. এ. মজিদ। নির্বাহী সম্পাদক : কামাল বিন মাহতাব।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক জনতা মুদ্রণ থেকে মুদ্রিত ও ৩/১২ জনসন রোড, (২য় তলা) ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৫ ও ১৬শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭৭ [২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪]।

উপকুল। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক ভূগোল পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৯ জুলাই ১৯৭২। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আগষ্ট ১৯৭২। সংখ্যাটি সাইক্লোস্টাইল করে প্রকাশিত। সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল-মামুন খান ও রাশেদা খানম। সহযোগী সম্পাদক : মহমুদুল হক, আকরামুল হক, আবু হোসেন, নাসিমা খান, তাহমিনা খাতুন, নাসরিন করিম। "উপকুল' প্রসঙ্গে'" যা বলা হয়, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করছি :

> ...বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পরিবর্তনশীল এই বিষয়টিকে এর নবীন শিক্ষার্থীদের সাথে এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা সাধারণ

শিক্ষিত সমাজের সাথে সাধ্যমত পরিচয় করানো "উপকূল"-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। "উপকূল" একটি সাময়িক সংবাদ পত্রিকার ভূমিকাও আংশিকভাবে পালন করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী প্রচারণা এবং বিভাগীয় বর্তমান ও পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক আন্তরিক রাখার প্রচেষ্টাও "উপকূল"-এর একটি উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় ভূগোল লিখবার ও চিন্তা করবার প্রয়োজন নিঃসন্দেহে অত্যাবশ্যক। এই পথে প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ "উপকূল"-এর বাংলা বিভাগ। দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের ছাত্রদের সাথে ভাব বিনিময় করার আকাঙ্খাও "উপকূল"-এর রয়েছে এবং বাংলাদেশকে ও এদেশের ছাত্র সমাজকে বাইরে পরিচয় করানোর বাসনা চরিতার্থে এর ইংরেজী বিভাগ।

পত্রিকাটির প্রকাশক: আরিফুল আলম, সাহিত্য সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল সমিতি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১১½"×৮⅝"।

পরে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকে পরিবর্তিত হয় এবং ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৭২। সম্পাদক: আবদুল্লাহ্ আল-মামুন খান। সহযোগী সম্পাদক: আ. ন. ম. আবদুল্লাহ হাফিজ, আ. স. ম. আমানতউল্লাহ খান, তাহ্‌মিনা খাতুন, আকরামুল হক। সহকারী সম্পাদক: নাসরিন করিম, ফারুক আহমেদ। শেষোক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

> পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'উপকূল' নূতন আঙ্গিকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হল···এখন থেকে 'উপকূল' পূর্ণাঙ্গ পত্রিকার আকারে ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হবে।
>
> ···ভূগোল বিভাগকে সকলের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করা এবং আমাদের দেশে ভূগোল সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় উন্নয়নে ভৌগলিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

গ্রহণের আবশ্যকীয়তা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে যে অনুকূল সাড়া এবং সহযোগিতা পাওয়া গেছে তা নিঃসন্দেহে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

৩য় সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ২৮ এবং দাম ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১.০০ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫.০০ টাকা।

ছাত্রবার্তা। পাক্ষিক। 'ডাকসুর মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ আষাঢ় শনিবার ১৩৭৯ [১৫ জুলাই ১৯৭২]। সম্পাদক: মুনতাসীর মামুন। এক 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি'তে সম্পাদক বলেন:

> ছাত্র-বার্তা ডাকসুর পাক্ষিক মুখপত্র হিসেবে প্রতি দ্বিতীয় শনিবার নিয়মিত বের হবে। ছাত্রবার্তায় প্রকাশের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের এবং বিভাগের সংবাদ ছাত্র-বার্তা কার্যালয়ে পাঠাবার জন্যে হল ও বিভাগীয় সংসদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।
>
> ছাত্র-বার্তা বিভাগীয় সমিতির কার্যালয় থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত সংগ্রহ করুন।

পত্রিকাটি ডাকসুর পক্ষ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪। সাইজ: ১৮″×১১½″।

সাপ্তাহিক **নবযুগ** ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় [১৯ মে ১৯৭২] 'বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের পাক্ষিক মুখপত্র ছাত্রবার্তা প্রকাশিত' শীর্ষক এক সংবাদে অপর এক '**ছাত্র-বার্তা**'র তথ্য পাওয়া যায়:

> গত ২৯মে এপ্রিল বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের পাক্ষিক মুখপত্র ছাত্রবার্তা প্রকাশিত হয়েছে। পনের দিন অন্তর প্রকাশিতব্য উক্ত পত্রিকায় সাধারণ ছাত্র সমস্যা, শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ও সংগঠন-গত সংবাদ প্রকাশিত হবে। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিটি শাখা কমিটি ও সদস্যদের উক্ত পত্রিকায় প্রকাশার্থে সংবাদাদি প্রেরণের জন্য ছাত্রবার্তা কার্যালয় ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন এই ঠিকানায় যোগা-যোগ করতে বলা হয়েছে। ...প্রতি সংখ্যার মূল্য দশ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

চাবুক। সাপ্তাহিক। 'জাগ্রত বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ৫ শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৭৯ [২১ জুলাই ১৯৭২]। সম্পাদক : এম. ইসহাক ভুইয়া। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় থেকে যে তথ্য জানা যায়, তা হল :

একটি প্রগতিশীল দেশে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কি ডানপন্থী কি বামপন্থী কি জনগণ কি সরকার প্রত্যেককেই সংবাদপত্রের আশ্রয় নিতে হয় নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরার জন্যে।…কণ্ঠস্বরের বহুবিশ্রুতি না ঘটলে কোনো বিপ্লবই সম্ভব নয়, আর যেহেতু এর মাধ্যমই হচ্ছে সংবাদ সেহেতু সংবাদপত্র ছাড়া কোনো দেশে প্রগতির যাত্রা শুভ হতে পারে না।…

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে আজ সংবাদপত্রের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।…

সতর্কতার মশালধারী ও বঙ্গবন্ধুর মতবাদের অতন্দ্র সৈনিকের বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে সাপ্তাহিক চাবুক। চাবুক পত্রিকা হবে তাদের যারা একেকটি চাবুকের মতো সমস্ত অন্যায় আর অবিচারকে কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করবে, চিরতরে তাড়িয়ে দেবে সোনার বাংলার মাটি থেকে।…

চাবুক প্রকাশনীর পক্ষে ৭৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, দোতালা, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স, ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ৩০ পয়সা। ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ৬ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭২ এবং ১ম বর্ষ 'ঈদ সংখ্যা'টি প্রকাশিত হয় ২১ কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৭৯ [৭ নভেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

মাঝখানে পত্রিকাটি কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকে এবং পুনরায় প্রকাশিত হয়।

৩য় বর্ষ ১৫শ-১৬শ [যুগ্ম] সংখ্যাটির প্রকাশ ২৫ আগষ্ট রোববার ১৯৭৪ [৮ ভাদ্র ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা। সম্পাদক : মোঃ শাহজাহান কবীর। পত্রিকাটি চাবুক মুদ্রণালয়, ৩২ হাটখোলা রোড,

ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক ৭৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা [দোতলা] ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২৭ অক্টোবর রোববার ১৯৭৪ [৯ কার্তিক ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও কার্যকরী সম্পাদকরূপে দেখা যায় আজিজুল বাশারকে।

৩য় বর্ষ ৩০শ-৩১শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭৪ [৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

পাওনা। 'প্রগতিশীল মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৬ শ্রাবণ [১ আগষ্ট ১৯৭২]। সম্পাদক : মীর জহিরুল হক। সহ-সম্পাদক : মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যা বলা হয়েছে, তা হল :

> মুক্ত বাংলার স্বচ্ছ আবহাওয়ার মানুষ আমরা। ষড় ঋতুর আবর্তে আমাদের জীবন।
>
> আমরা-বাঙ্গালীরা খুব সহজ সরল। খুব সাধারণ কথা সহজেই হৃদয়ংগম করতে পারি আমরা। জটিলতার ভুরূহে নিজেদেরকে আমরা জড়াতে চাই না। হয়তো বা এটাই আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সব ব্যাপারেই আমরা চাওয়াকেই যে পাবো এমন তো কথা নেই। এই পাওয়ার মাঝেও একটা দুর্লংঘ্য প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরকে ডিংগাতে হবে। এই প্রাচীরকে ডিংগিয়ে আকাংক্ষিত পাওয়াকে পেতে হলে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে।
>
> স্বাধীনতার এই উষালগ্নেই আমাদের সেই আকাংক্ষিত চাওয়াকে লক্ষ্য রেখে আমরা মুক্ত বুদ্ধির দাবীদারেরা পাওনা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।...
>
> কল্পনার যুগ আজ মৃত। কিন্তু ভাববাদ এখনো আমাদেরকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে রেখেছে। অক্টোপাসের এই বন্ধন ছিড়ে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকেই ভিত্তি করে পাওনা আত্মপ্রকাশের দাবী

রাখে। এবং এই মানসিকতা গঠন করার জন্যই পাওনার প্রচেষ্টা।···

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৩৬ রাজাবাজার, গ্রীন রোড, ঢাকা-১৫ থেকে প্রকাশিত এবং লোকমান প্রেস, ৫৯/৩ ইসলামপুর, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। দাম ৭০ পয়সা।

রূপম। 'নব পর্যায়ে সিনে-সাহিত্য মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭২ [আষাঢ় ১৩৭৯]। সংখ্যাটি 'বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: আনওয়ার আহমদ।

পত্রিকাটি বি-৯১/এফ-৭, মতিঝিল কলোনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, পলওয়েল বিল্ডিং, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫ এবং দাম ১.৫০ পয়সা।[১]

অভিমত। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৬ জুলাই রোববার ১৯৭২ [১ শ্রাবণ ১৩৭৯]। সম্পাদক: আলী আশরাফ। পত্রিকার সম্পাদকীয় অভিমত-এর যাত্রা শুরুতে বলা হয়:

> আমাদের ঘোষণা: যা দেখব, যা জানব, তা লিখব—তা-ই ছাপব। এ আমাদের বিনীত ঘোষণা, দুঃসাহসিক সংকল্প।··· সংবাদপত্রে তুলে ধরা চিত্রের সাথে বাস্তব জগতের ব্যবধান যদি দুস্তর হয়ে দেখা দেয় তখনই কামনা জাগে যে, সাংবাদিকরা যেন তাদের প্রতিভা

---

[১] এ-সংখ্যায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ-এর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। উক্ত বিজ্ঞাপনে বলা হয়:

> গ্রাম-বাংলাকে জানতে হলে/সংগ্রামী জনতার আওয়াজ শুনতে হলে/বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে চলতে গেলে পড়ুন দৈনিক বাংলাদেশ।
>
> দৈনিক বাংলাদেশ : এক দুঃসাহসিক প্রয়াস
> দৈনিক বাংলাদেশ : এক নির্ভীক আদর্শ
> দৈনিক বাংলাদেশ : এক নতুন সূর্যের প্রত্যাশা
> সম্পাদক : আমানতউল্লাহ খান।
> ঠিকানা : রংপুর রোড, বগুড়া।

ও মেহনত খাটিয়ে যা ঘটছে তার চিত্র যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলেন বিশ্বস্তভাবে।... সাংবাদিকতা জয়ঢাকের কাঠি নয়। সংবাদপত্র জনমানসের ধ্যান-ধারণার প্রতিধ্বনি। সংবাদপত্রে পরিবেশিত তথ্যের সাথে পোড় খাওয়া এই জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন বাস্তব অবস্থার বিস্তর ব্যবধান বিরাজিত রয়েছে। এই ব্যবধানকে দূর করার সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছেন এ দেশের সংগ্রামী সাংবাদিকরা। বস্তুতঃ, গত পঁচিশ বছর ধরেই সেই ব্যবধান টুটাবার লড়াইয়ের কাতারে শরীক রয়েছেন মেহনতী সাংবাদিকেরা। অপর দিকে স্বৈর-তন্ত্রী ও ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর জয়ঢাকের ঢাকী হয়ে সংবাদপত্র চালাতেন কায়েমী স্বার্থীরা। এখনও সে অবস্থার ইতর বিশেষ যেন ঘটছে না।... অথচ আদপেই এটা কল্যাণবোধ নয়। বরং ঘটনার তথ্যানুসন্ধান ও সত্যের উদ্ঘাটনই সাংবাদিকতার নৈতিক দায়িত্ব।

এই দায়িত্ববোধ নিয়েই আমাদের সংকল্প দেখা ও জানা তথ্য লেখা ও ছাপার। সে দায়িত্ব পালন দুরূহ জানি।... তবুও 'অভিমত'-এর যাত্রা হোক নিঃশঙ্ক। একদিনে বা এ মুহূর্তে সফল হওয়া যে যাবে না সে সম্পর্কে আমরা পূর্ণ সচেতন। আমাদের প্রতিজ্ঞা—অভি-মত সৃষ্টি হোক ধাপে ধাপে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং আজাদ প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৪৬শ সংখ্যার প্রকাশ ২৪ জুন রোববার ১৯৭৩ [৯ আষাঢ় ১৩৮০]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ৩০শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৭৪ [৯ ফাল্গুন ১৩৮০]। সংখ্যাটি 'শহীদ দিবস উপলক্ষে' প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, ঘ। দাম ৩০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১ ডিসেম্বর রোববার ১৯৭৪ [১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ৩০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ২৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৫ জানুয়ারী রোববার ১৯৭৫ [২০ পৌষ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ২ এবং দাম ২৫ পয়সা। ২৪-২৫ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ২৩ ফেব্রুয়ারী রোববার ১৯৭৫ [১০ ফাল্গুন ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যায় 'সম্পাদকের কৈফিয়ত'-এ বলা হয় :

> গত ৫ই জানুয়ারীর সংখ্যার পর অভিমত ৫টি সংখ্যা নিয়ে তার প্রিয় পাঠকদের কাছে উপস্থিত হতে পারেনি। গত ডিসেম্বরের শেষ পাদের এক শীতার্ত রাতে আকস্মিক অথচ অপ্রয়োজনীয় কুয়াশার আবরণে আমি ঢাকা পড়েছিলাম। সে কুয়াশা আপাততঃ কেটে গেছে।...
>
> আমাদের সেই সাময়িক অসুবিধাকালে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিশেষ করে গোটা সাংবাদিক মহল থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাতে তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।...

'কিছু কৈফিয়ত কিছু কথন'-এ যা বলা হয়, তার কিছু কিছু উদ্ধার করা গেল :

> 'অভিমত'-এর আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে গত ১৬ই জানুয়ারী।... আড়াই বছর অতিক্রম করতে গিয়ে আমাদের বহু বাধা ও প্রতিকূলতারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। ...এই পত্রিকাবহুল দেশে একটি সাপ্তাহিকের জীবনে আড়াই বছরের স্বল্প সময় হয়ত পত্রিকা জগতের তেমন কিছু ঘটনা নয়, বিশেষতঃ যখন প্রায় সব সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বরই অভিন্ন, সে অবস্থায় অভিমত যদি অভ্যস্ত রাস্তায় এতটুকু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে থাকতে পারে—স্বতন্ত্র এক কণ্ঠস্বর যোজনা করে থাকতে পারে, এতোটুকু চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে থাকে, তাহলেই কেবল বলা যাবে অসংখ্য সমস্যা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অভিমত-এর আড়াই বছর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। অন্ততঃ ব্যর্থ যায় নাই সব শ্রম ও সব প্রয়াস।...

৩য় বর্ষ ২৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ মার্চ রোববার ১৯৭৫ [২ চৈত্র '৮১]। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ৩০ পয়সা।

মনন। ত্রৈমাসিক। 'দর্শন সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭২। সম্পাদক: মফিজউদ্দীন আহমদ। সহ-সম্পাদক: রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, খানম মমতাজ আহমদ, মো: লুৎফর রহমান, সৈয়দ মুর্তজা হোসেন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য:

> দার্শনিক চিন্তা এবং দার্শনিক আলোচনার মান উন্নয়ন। দার্শনিক চিন্তন এবং পঠন-পাঠনকে সমাজমুখী করা। বংলা ভাষায় দর্শন চর্চার ঐতিহ্য গড়ে তোলা। দর্শনশাস্ত্রে গবেষণাকার্যে নিযুক্ত এবং অভিজ্ঞ দেশী বিদেশী শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা। সুচিন্তিত এবং সময়োপযোগী দার্শনিক মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে জনমনে দেশ, জাতি ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণ কর্মে নৈতিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা।

পত্রিকাটি সম্বন্ধে আরও বলা হয়:

> মননের ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলো বাংলায় বের হবে। প্রতি বছর জানু-য়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবরে। একটি বার্ষিক সংখ্যা ইংরেজীতে বের হবে ডিসেম্বরে। মননে দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয় ব্যাপক অর্থে লেখা ছাপা হয়। লেখা নিম্নরূপ হতে পারে, মৌলিক গবেষণামূলক ও আলোচনামূলক, প্রবন্ধ, অনুবাদ, দার্শনিক গ্রন্থ সমালোচনা, দার্শ-নিকদের জীবন ও কার্য সম্পর্কে প্রবন্ধ, দার্শনিক পরিভাষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

পত্রিকায় প্রকাশিত তৃতীয় প্রবন্ধ 'মনন ও মনন'-এ আবদুল মতীন যা বলেছেন তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়:

> 'মনন' প্রকাশিত হচ্ছে, এ সুসংবাদ কেবল আনন্দদায়ক নয়, আশা-ব্যঞ্জক। আমাদের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে একটি ছোট-খাট বিপ্লব বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ছোটখাটই বা বলব কেন? মানুষের জীবনে দর্শনের মূল্য ও তাৎপর্য যদি অকি-ঞ্চিতকর না হয়, তাহলে এ দেশে দর্শনের প্রচার ও উন্নতিকল্পে সর্ব-প্রথম যে সাময়িকীটি আত্মপ্রকাশ করছে তাকে কোন অর্থেই ছোট বা সামান্য মনে করা ঠিক হবে না।...

মননের আগে বাংলাদেশে ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। শুনেছি, বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় দু' একটি দার্শনিক সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে। তবে আমার আন্দাজ, খুব বেশী দিন আগে তাদের জন্ম হয়নি—এবং অন্যান্য সাময়িকীর সংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা [এবং তাদের পাঠকের সংখ্যাও] একেবারে নগণ্য।

পত্রিকাটি মনন সমিতির পক্ষে ডক্টর মফিজউদ্দীন আহমদ, দর্শন বিভাগ; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং মোঃ আবদুর রশিদ খান, আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮ এবং দাম ২.৭৫ পয়সা। সাইজ: ১০´´ × ৬$\frac{৩}{৪}$´´।
সংখ্যাটি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত বীর শহীদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে' নিবেদিত।

২য় বর্ষ ১ম-২য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-এপ্রিল ১৯৭৩ [অবশ্য সূচীপত্রে আছে ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬ এবং দাম ৩.০০।

সমীক্ষ।। মাসিক। 'মেহনতী মানুষের মুখপত্র। রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৯ [জুলাই ১৯৭২]।[১] সম্পাদক: মেসবাহ্‌উদ্দীন আহমেদ। সহযোগী: ফজলুর রহমান ভুলু, ফজলুর রহমান বাবুল। সম্পাদনা পরিষদ: মোহাম্মদ শাজাহান [সভাপতি], আবদুল মান্নান, আবদুস সাত্তার মিয়া, মুজিবুর রহমান ভুঁইয়া, এস. এম. সাইফুল হক [বাবুল]।

সংখ্যাটিতে যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তা হল: সমাজতন্ত্রের স্বার্থে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের কৃষিসম্পর্কিত কাঠামো, মুক্তির একই পথ বিপ্লব, চটকল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এবং শ্রমিক সংবাদ। লিখেছেন যথাক্রমে এম. আনি-

---

[১]সংখ্যাটির প্রচ্ছদে মুদ্রিত দেখা যায় শ্রাবণ ১৩৭৯।

মুজ্জামান, নির্মল সেন, আবু জাফর আকরাম। সংখ্যাটির শেষ পৃষ্ঠা থেকে পত্রিকা সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা হল:

> রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক শিল্প ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য সমীক্ষা নিয়ে সমীক্ষা প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে আপনাদের সামনে উপস্থিত হবে। পক্ষপাতিত্ব নয়, চমকপ্রদ ঘটনা বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষভাবে আপনাদের সামনে উপস্থিত করার দায়িত্ব নিয়েছে মাসিক সমীক্ষা।
>
> প্রত্যেক মাসের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ, দেশের এবং বিদেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলনকে তুলে ধরার ভার নিয়েছে মাসিক সমীক্ষা।
>
> আমরা মাসিক সমীক্ষা প্রকাশের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছি। এ-সংখ্যা সেহেতু সংকলন হিসাবেই প্রকাশিত হলো।

মেসবাহ্উদ্দীন আহমদ কর্তৃক ১ করিমুল্লার বাগ, ফরিদাবাদ, ঢাকা-৪ [জাতীয় শ্রমিক লীগ, পোস্তগোলা আঞ্চলিক কার্যালয়] থেকে প্রকাশিত এবং জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০ এবং দাম ১.০০ টাকা।

সমীক্ষণ। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৯ [নভেম্বর ১৯৭২]। এ-সংখ্যায় পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয় এবং নতুন নাম হয় 'সমীক্ষণ'। কারণ হিসেবে বলা হয়:

> সমীক্ষা নামে অন্য একটি পত্রিকার ডিক্লারেশন থাকায়, সমীক্ষার নূতন নাম সমীক্ষণ রাখা হলো।

২য় সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪২ এবং দাম ১.০০ টাকা। এ-সংখ্যায় লিখেছেন অরবিন্দ চক্রবর্তী [মার্কসবাদের স্বপক্ষে], ফজলুল আহাদ [ভিয়েতনামবাসী সাবধান], রমণীমোহন দেবনাথ [বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পূর্বশর্ত], মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক [ফিলিপাইন : সাম্প্রতিক রাজনীতি], আল মাহমুদ [সংবাদপত্রের স্বাধীনতা] এবং জিয়া মুস্তাফী [সমাজতন্ত্রে অনেক বাধা]।

পত্রিকাটি ছয়মাস পরে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক'রূপে প্রকাশিত হয় [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] ১৩৮১ জ্যৈষ্ঠ [জুন ১৯৭৪]। সম্পাদক : মেসবাহউদ্দীন আহমদ। ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সম্পাদক : রায়হান ফিরদাউস। সহযোগী : ফজলুর রহমান ভুলু। 'সম্পাদকীয়' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায় :

> ···রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলা সমগ্র দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শাসন ও শোষণের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকতে দেয়া যেতে পারে না। একে প্রতিহত করতেই হবে। আমরা আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত রাখবো উত্তরণের দিকে।···
>
> 'সমীক্ষণ' এই আঁধিগ্রস্ত সময়কে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে।···আমরা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ এবং সুষ্ঠু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো।···
>
> 'সমীক্ষণে' বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নীল নকশাও থাকবে। নতুন রাজনীতি, নতুন অর্থনীতি, নতুন সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরতে আমরা সচেষ্ট হবো।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯ হৃষিকেষ দাস সড়ক থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা : ১৫/ক পুরানা পল্টন, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ এবং দাম ২.০০। সাইজ ডিমাই।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৩ এবং দাম ৩.০০। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করছি :

> দুঃশাসন আর সার্বিক সংকটের বিরুদ্ধে মানুষ আবার রুখে দাঁড়াচ্ছে। জনতার প্রতিবাদ রূপ নিচ্ছে প্রতিরোধে। ক্ষেতের কিষাণ, কলের মজুর, অফিসের চাকুরে আরো জোটবদ্ধ হচ্ছে—তৈরী হচ্ছে। রাজপথের কালো কংক্রিটকে কাঁপিয়ে মিছিল নামছে একে একে। এ- মিছিলকে সু-দীর্ঘ গণমিছিলে রূপান্তরিত করতে

হবে; গণমিছিলকে পরিণত করতে হবে গণঅভ্যুত্থানে। স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, জনতার এই সংগঠনী শক্তিকে সাংগঠনিক দৃঢ়তা, শৃংখলা ও জাতীয় ঐক্যের উপর দাঁড় করতে হবে। এ দায়িত্ব সমাজ সচেতন প্রতিটি প্রগতিশীল নাগরিকের।

জীবনের চেতনায় নতুনের স্ফুরণ ঘটাতে হবে। ধ্বংসোন্মুখ বর্তমান সমাজকে উপড়ে ফেলে নয়া সংস্কৃতির বুনিয়াদ যদি গড়া না হয় তাহলে সমাজ-প্রগতির ধারা মিলিয়ে যাবে বন্ধ্যাত্বে। বিকাশের এ-ধারাকে স্থবিরতার আবর্তে হারিয়ে যেতে দেয়া যায় না।

চেতনার রক্তে যাদের নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন, নয়া সংস্কৃতির ভিত্তিরচনার জরুরী দায়িত্ব এ-মুহূর্তেই তাঁদেরকে নিতে হবে।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৫। ৬৮ পৃষ্ঠা। দাম ৩'০০।
২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৩'০০।
২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল-মে ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৪। দাম ৩'০০।

ললিতা। মহিলা পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৬ শ্রাবণ ১৩৭৯ [১ আগষ্ট ১৯৭২]। সম্পাদিকা: আইভি রহমান। সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায়:

বাংলাদেশের নারী সমাজকে বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে প্রস্তুতির আহ্বান জানানোই ললিতার উদ্দেশ্য। আলোচনা মানুষকে যেমনি ত্রুটিমুক্ত করে তেমনি পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর করে তোলে। ললিতা হবে সে আত্মবিকাশমুখী আলোচনার মাধ্যম।

ললিতার চলার পথে বাধা আছে একথা সত্যি। কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং সর্বজনমান্য মহীয়সী নারী বেগম মুজিবের আশীর্বাদ ও বাংলার সংগ্রামী চেতনা সমৃদ্ধ নারী সমাজের সাহায্য ও সহানুভূতিকে পাথেয় করে ললিতা সমস্ত প্রকার বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই ললিতার শুভ আত্মপ্রকাশ।

পত্রিকাটি মোহাম্মদ সুলতান কর্তৃক আনন্দ মুদ্রণ, ১১ শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং ফওজিয়া বেগম, ৬১০ ধানমণ্ডি আবা-

সিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২ এবং দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১ ভাদ্র ১৩৭৯ এবং এই সংখ্যাটিই ললিতার শেষ সংখ্যা।

অধুনা। 'দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৯। সম্পাদক : আবুল হাসনাত ও শফিক খান।

পত্রিকাটি ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা হতে শফিক খান কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সন্ধানী প্রেস, ৪১ নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ৮৳" × ৫½"।

ঐ একটি সংখ্যার পর আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। একই নামে কায়সুল হকের সম্পাদনায় ১৩৬২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংকলনটি একদা সাহিত্য-সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেছিল।

গণসাহিত্য। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ২২ শ্রাবণ ১৩৭৯ [৭ আগষ্ট ১৯৭২]। সম্পাদক : আবুল হাসনাত। সম্পাদকীয়তে অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে :

> মানব মুক্তির···মহৎ ব্রত নিয়ে গণসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করছে। রণক্ষেত্রে বৃহৎ সৈন্যদল চালনার জন্য চাই সেনাপতি। সাহিত্য আন্দোলনও সেভাবে গড়ে ওঠে পত্র-পত্রিকা কেন্দ্র করে। আর সুপরিকল্পিত ও নিরন্তর সচেতন প্রয়াস ছাড়া সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রাখার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে না। মানুষ সমাজের প্রয়োজনেই প্রকৃতিকে রূপান্তর করতে যেয়ে উন্মুক্ত করেছে শিল্প সংস্কৃতির যাদুর ভাণ্ডার, আগুনের ফুলকির পরশ।···
>
> স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষ উঠে এসেছে প্রমিথিউসের মতোই, অত্যাচারে নতজানু নয়।··· নতুন মানুষের কথা সাহিত্যের অঙ্গনে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে গণসাহিত্যের আবির্ভাব।
>
> ···মৃত অতীত, বাস্তব বর্তমান ও আশাময় ভবিষ্যৎ-কে সামনে রেখেই গণসাহিত্য প্রকাশিত হল। গণসাহিত্য নামটিতে জীবনমুখীন মহৎ

কল্যাণকর, সুন্দর ও মুক্তির যে অঙ্গীকার বহমান সে সম্পর্কে আমরা অতি সচেতন। এর যে কোন লক্ষণ বা ধর্ম থেকে আমরা বিচ্যুত না হতে সতর্ক থাকবো।

পত্রিকাটির প্রকাশিকা হোসনে আরা ইসলাম, ৬৮/২ পুরানা পল্টন [তেতলা], ঢাকা-২। মুদ্রণে এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিমিটেড, ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০ এবং দাম ১·২৫। সাইজ : ৯´´× ৫½´´।

দৈনিক বাংলার [৮ম বর্ষ ৩১৩শ সংখ্যা : ১ অক্টোবর ১৯৭২] ৮ম পৃষ্ঠায় 'গণসাহিত্য' সম্বন্ধে স্বাতী যা বলেন, তা হল :

গত ২২শে শ্রাবণ কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছে গণ-সাহিত্য। ঢাকার সাম্প্রতিকতম মাসিক পত্রিকা। একটি তরুণ কর্মিগোষ্ঠী এর পেছনে কাজ করছেন। গণসাহিত্য প্রথম সংখ্যাতেই আগামী দিনের একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভালো, রুচিসম্মত ও সুলিখিত পত্রিকার সংখ্যা আজকাল কমে গেছে। নাই বললেই চলে। গণসাহিত্য মাসিক পত্রিকা বাজারের বন্ধ্যাত্ব কিঞ্চিত প্রতিরোধ করতে পারবে। গণসাহিত্যের প্রকাশনা আমাদের সাময়িকী জগতের জন্যে একটা উজ্জ্বল খবর।···

এক সাথে খ্যাতিমান অনেকেরই লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষ্ণু দে প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছেন। দীর্ঘ কবিতা। গল্প বা প্রবন্ধের ভাগ যেমন উৎকৃষ্ট তেমনি একটি ব্যতিক্রমী রচনা নাট্য আন্দোলনের উপর সুন্দর আলোচনা করেছেন আলী জাকের। এই ধরণের আলোচনা আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় একটু কম দেখা যায়। কিন্তু শিল্পীগুরু যামিনী রায়কে নিয়ে মুনতাসির এভাবে দায়সারা গোছের উদ্ধৃতি সর্বস্ব লেখাটি না লিখলেও পারতেন। পুস্তক সমালোচনায় বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরকে এতটা নিরাসক্ত আগে কখনো মনে হয়নি। পরলোকগত কবি হুমায়ুন কবিরের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমিত ইস্পাত'-এর আলোচনায় তিনি আরো যত্নবান হলে হুমায়ুনের পাঠকেরা আনন্দিত হতো কবিরের যথার্থ মূল্যায়নের জন্যে। তিনি আমাদের নিরাশ করেছেন।···

অনেকদিন পর আলাউদ্দীন আল আজাদের নতুন গল্প পড়লাম। এবং তা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে। এই গল্পটি এই সংখ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা বলতে হয়। গল্পের নাম রূপান্তর। পাশাপাশি আজমিরী ওয়ারেসের গল্প একা একা সুখপাঠ্য।

গণসাহিত্যের সাথে ডঃ আনিসুজ্জামান, শামসুর রাহমান ও কাইয়ুম চৌধুরী উপদেশক হিসেবে জড়িত এটা অত্যন্ত আশার খবর। তাঁদের বাঞ্ছিত সহযোগিতায় এই পত্রিকা অচিরেই বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা হয়ে উঠবে,...।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যাটির প্রকাশ মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৯ [জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৯৯ এবং দাম ১.২৫। ৮ম-৯ম [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৯-৮০ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ১১৪ এবং দাম ১.৫০ পয়সা। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকরূপে দেখা যায় মফিদুল হকের নাম। দৈনিক বাংলায় [২০ মে রোববার ১৯৭৩] স্বাতী শেষোক্ত সংখ্যাটি সম্বন্ধে বলেন :

কিছুটা অনিয়মিত হলেও এখনো পর্যন্ত গণসাহিত্য ঢাকায় অনন্য সাহিত্য পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যা গণসাহিত্য একটি বিশেষ কারণে উল্লেখ্য। অবশ্য প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় একটা বিশেষ রচনা পত্রস্থ হচ্ছে।...

গণসাহিত্য হাতে নিলে বোঝা যায় এদেশে লেখকের অর্থাৎ ভালো লেখকের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। প্রায় প্রতি সংখ্যাতে ঘুরে ফিরে একই লেখকের নাম দেখে পাঠক বিরক্ত হলে অন্যায় হবে না।...

গণসাহিত্যের লেখক সূচির এই পৌনঃপুনিকতা প্রমাণ করে এখানকার পত্রিকা সম্পাদকেরা বা কর্মীগোষ্ঠী ঢাকার বাইরে লেখা খুঁজতে উদ্যোগী নন। এটা কিছুতেই মানবো না যে যাবতীয় ভালো লেখক ঢাকায় বসবাস করছেন।...

বর্তমান সংখ্যা গণসাহিত্য যে কারণে উল্লেখ্য বলে আমি মনে করি তা হলো সোমেন চন্দ সম্পর্কে আলোচনা। সোমেন চন্দকে যখন

অনেকেই ভুলতে বসেছেন ঠিক তখনই গণসাহিত্যে মুদ্রিত হলো তাঁর বিখ্যাত 'ইঁদুর' গল্প। লেখক সম্পর্কে আলোচনা।

কমিউনিষ্ট কর্মী সাহিত্যিক কমরেড সোমেন চন্দের কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন শ্রীজ্ঞান চক্রবর্তী।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন এই তরুণ রাজনৈতিক কর্মী। এরি মধ্যে তিনি লিখেছেন তাঁর সেই অসাধারণ গল্পগুলো। তাই শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন 'বাংলা ছোটগল্পের সুকান্ত সোমেন চন্দ'।

বর্তমান সংখ্যা গণসাহিত্যে মফিদুল হক পল রবসনের উপর লিখেছেন। তাঁর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এখানে বিদেশের সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা দূরে থাক দেশের সঙ্গীত চর্চা সম্পর্কে খবরই চোখে পড়ে না।

পাঠক খুশি হয়েছেন চিলির কবি পাবলো নেরুদার সম্পর্কে আলোচনা পড়ে। পাবলো নেরুদার কবিতা এককালে 'জনতা' পত্রিকায় খুব ছাপা হতো…বিজ্ঞাপন দেখে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি গণসাহিত্য 'পাবলো পিকাসো সংখ্যা' পড়বার জন্যে।

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ [মে-জুন ১৯৭৩] সংখ্যাটি 'পাবলো পিকাসো সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫ এবং দাম ১.৫০ পয়সা। ১ম বর্ষ ১১শ-১২শ [যুগ্ম] সংখ্যাটির প্রকাশ আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৮০ [জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩ এবং দাম ১.৫০।

২য় বর্ষ ১ম-২য় [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮০-৮১ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২ এবং দাম ২.০০। এ-পত্রিকার সম্পাদকীয়টি পাঠকদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি:

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য দেশের সাহিত্য পত্র-পত্রিকা বিপন্ন। ন্যায্যমূল্যে শত চেষ্টা করেও পত্রিকার জন্য কাগজ সংগ্রহ করা যায় না। 'গণসাহিত্যের' এ-সংখ্যা এত দেরীতে প্রকাশ হওয়ার এটা অন্যতম কারণ। সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের

বিজ্ঞাপন নানা বিধি ও বেড়াজালে আবদ্ধ। চেষ্টা ও তদবির সত্ত্বেও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা দুষ্কর।

এ-সব নানাবিধ কারণে 'গণসাহিত্য' সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। এ-সব সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রতি সাহিত্য পত্র সংবাদ নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। চোরা-বাজারের কাগজের মায়াবী হরিণের পেছনে না ছুটে সমস্যা সমাধানের জন্য পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা একত্রিতভাবে কাগজ ও বিজ্ঞাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ল্যাতিন আমেরিকার মহৎ সন্তান সমকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম পাবলো নেরুদার অস্বাভাবিক মহাপ্রয়াণে আমরা ব্যথাহত ও ক্ষুব্ধ। এই মহৎ কবির জীবন ও কাব্যকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ সংখ্যায় 'নেরুদা বিশেষ ক্রোড়পত্র' সংযোজিত হলো।

২য় বর্ষ ৩য়-৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮১ [মে-জুন ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫। দাম ২·০০ টাকা।

গণসাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয়-চতুর্থ সম্মিলিত সংখ্যাটি দুটি প্রবন্ধ/১টি অনুবাদ/, দুটি গল্প/১টি অনুবাদ/, সাতটি কবিতা এবং নিয়মমাফিক পুস্তক সমালোচনা ও প্রাসঙ্গিকী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গণসাহিত্যের এ-সংখ্যায় দিলীপ বসু লিখিত 'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু' প্রবন্ধটি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বোসের সামগ্রিক জীবনের, সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও, এক চমৎকার আলেখ্য নিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।...

শাকের চৌধুরীর গল্প 'সংশয়ের ঘর' গল্পটিতে জীবনের উত্তাপ নেই। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শিল্পিত আকারে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ ছত্রে ছত্রে জড়িয়ে আছে কেপ টাউনের গল্পকার আলেক্স লা গুত্রার গল্প 'কফি'তে।...

'গণসাহিত্য' সাহিত্য মাসিকটি প্রকাশিত হওয়ার পরে আশা করা গিয়েছিল, এ পত্রিকাটি এখানকার সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের নির্মূলী-

করণে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারবে। 'গণসাহিত্য' পত্রিকারও যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে সন্দেহ নেই, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির বিশ্লেষণ মূল্যায়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে। এবং রীতিমত একটা বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরী করবে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। গণসাহিত্য এ পরিপ্রেক্ষিতেই এখানকার শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রয়াস নিচ্ছে সন্দেহ নেই।···

'গণসাহিত্য' কথাটির মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে, রচনাসম্ভারে বা অবয়বে তার প্রতিফলন দেখা যায়।···[১]

৩য় বর্ষ ২য় ও ৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ-পোষ ১৩৮১ [নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮৬ এবং দাম ২˙০০। ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮১ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ১০৭ এবং দাম ২˙০০ সংখ্যাটি 'একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৭৫' রূপে প্রকাশিত।
৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৮১ [মার্চ ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৮৪। দাম ২˙০০।

সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও পত্রিকাটির বিভাগীয় বিন্যাস বহুমুখী। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের সঙ্গে 'শিল্পকলা' প্রাসঙ্গিকী ও আলোচনা নামে কয়টি প্রয়োজনীয় বিভাগ আছে। বিন্যস্ত প্রবন্ধগুলির প্রতিটিই রাজনৈতিক চেতনা ও প্রজ্ঞানির্ভর, সুতরাং বিষয়বস্তুগুলি মনে হয় কোন একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।···[২]

দৈনিক বাংলা [১৮মে রোববার ১৯৭৫]-য় উক্ত সংখ্যাটি সম্পর্কে বলা হয়:

···চৈত্র সংখ্যায় সনজিদা খাতুন 'নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি' সম্পর্কে মোহাম্মদ ফরহাদের বক্তব্যের সমালোচনা করে বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন।··· আলোচ্য সংখ্যায় বিষ্ণু দে প্রবন্ধ লিখেছেন—ভারত ভূ-খণ্ডের পরিণতি ও বাংলা।···

[১] দৈনিক সংবাদ: ২৪শ বর্ষ ৬৬শে সংখ্যা ২১শ জুলাই রোববার ১৯৭৪।
[২] দৈনিক পূর্বদেশ: ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৭৭শ সংখ্যা [১ জুন রোববার ১৯৭৫]।

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটির প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৮২ [মে ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৭। দাম ২·০০।

গণসাহিত্য তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় শিল্পী কামরুল হাসান বাংলাদেশের চিত্রকলা আন্দোলনের ধারা বর্ণনা করেছেন। এতে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী [র] প্রাধান্য সত্ত্বেও এ লেখাটিকে এদেশের চিত্রকলা আন্দোলনের একটি দলিল বলা চলে। 'গণসাহিত্যে'র এ-সংখ্যায় লেখাটির উপস্থাপন [া র] ফলে 'গণসাহিত্য' সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া বিশিষ্ট ছোট গল্পকার শওকত আলীর সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে 'গণসাহিত্যে' প্রকাশিত দুটি নিবন্ধ সম্পর্কে ভিন্নতর চিন্তা বিষয়টিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফ্যাসী বিরোধী ক্রোড়পত্রে আনা মেসার্সে'র ছোটগল্প এ-সংখ্যাটিকে আরও বিশিষ্ট করে তুলেছে। শামসুর রাহমানের পল এলুয়ারের কবিতার অনুবাদ ও কাইয়ুম চৌধুরী সম্পর্কিত গদ্য লেখাটি সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য দিক।[১]

৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৮২ [জুলাই ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৩। দাম ২·৫০ টাকা।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮২ [সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭। দাম ২.০০ টাকা।

৪র্থ বর্ষ ৩য়-৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যাটির প্রকাশ পৌষ ১৩৮২ [জানুয়ারী ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৯০। দাম ২.৫০ টাকা।

৭ম বর্ষ ১০ম-১২শ সংখ্যার প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৬ [জুলাই ১৯৭৯]। পৃষ্ঠা ১১৯। দাম ৩.০০।

রূপসী। সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৭৯ [১০ আগষ্ট ১৯৭২]। সম্পাদক: শহীদুল হক খান। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৯ কার্তিক রোববার ১৩৭৯ [৫ নভেম্বর ১৯৭২] 'ঈদের বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে যা জানা যায়, তা হল:

---

[১] দৈনিক সংবাদ: ২৫শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা [১৫ জুন রোববার ১৯৭৫]।

আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইলে আমি ক্ষমা পাবো জানি তবু আমি ক্ষমা চাইবো না। কারণ তেমন ধৃষ্টতা কিংবা দুর্বলতা কোনটাই আমার নেই। আমি শুধু আজ বলবো রূপসী আমি বের করেছিলাম আপনাদের জন্যে। আপনাদের হাতে তা পৌঁছেও-ছিলাম। আপনারা রূপসী পড়েছিলেন। রূপসীকে গ্রহণ করে-ছিলেন। রূপসী ভাল লেগেছে লিখে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন। বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন রূপসী যেন বন্ধ হয়ে না যায়।

তবুও আমি, রূপসী বার করতে পারি নি। রূপসী সত্যি সত্যিই একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আপনারা প্রতীক্ষা করেছিলেন। আমি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। কিন্তু সব কিছুর যোগফল আজকের এই প্রায় তিন মাসের বিরতিতে এসে দাঁড়িয়েছে।...

রূপসীর এবারকার সংখ্যা ঈদ সংখ্যা। যে ঈদ বাংলার বুকে এসেছে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে।...

পত্রিকাটি এম, সাব্বির পরিচালিত ও এ. কে. এম. বদিয়ার রহমান কর্তৃক কনসেপ্ট প্রিন্টার্স, ২০ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২য় সংখ্যার পৃষ্ঠা ১৬ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২২½×১৭½"।

ইত্তেহাদ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ ভাদ্র শুক্রবার ১৩৭৯ [১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। সম্পাদক: ওলি আহাদ।

সম্পাদকীয় 'যাত্রা হলো শুরু' থেকে পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ্য জানা যায় তা হল:

পেলব পলিমাটির দেশ বাংলাদেশে আজ চলছে এক মহা উদ্যোগের মহৎ পর্ব। বিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রতিটি কুটিরে আজ অতীতের বঞ্চনা লাঞ্ছনা, শোষণ এবং অনাহারের চূড়ান্ত অবসান ঘটানোর সচেতন আয়োজন। প্রত্যয় আজ নতুন এক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের কোটরগত চোখে আগামী দিনের সোনালী স্বপ্ন।

দৈনিক বাংলায় [৪ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭২] 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' সম্পর্কে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়:

> বাংলা জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওলি আহাদের সম্পাদনায় 'ইত্তেহাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক আত্মপ্রকাশ করেছে। বাসসর এক খবরে বলা হয় যে জনাব ওলি আহাদ জাতীয় লীগ অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ জগতের সামনে ইত্তেহাদের পরিচয় করিয়ে দেন। জনাব ওলি আহাদ, সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' সম্পাদক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী, দৈনিক **আজাদের** প্রধান সম্পাদক আনিসুজ্জামান ও দৈনিক **পিপলের** বার্তা সম্পাদক জনাব আনোয়ার জাহিদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। জনাব ওলি আহাদ বলেন যে সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ রাষ্ট্রের চার মূল নীতি ও সাংবাদিকতার সকল নিয়ম কানুন মেনে চলবে। তিনি বলেন, এমন কি তাঁর পার্টি বিরোধী হলেও ইত্তেহাদে জনগণের অভিমত প্রতিফলিত হবে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৬৩ বিজয় নগর, ঢাকা—২ থেকে প্রকাশিত এবং প্যারামাউণ্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২০ পয়সা। সাইজ ১৮×১১"।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় [২৯ ভাদ্র শুক্রবার ১৩৭৯: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২] প্রকাশিত 'মুখপত্র সমাচার' শীর্ষক প্রধান সংবাদে বর্ণিত আছে:

> বাংলাদেশ সরকার সাপ্তাহিক **মুখপত্র** সম্পাদক জনাব ফয়েজুর রহমানকে সম্প্রতি গ্রেফতার করেছেন। তারপর থেকে সাপ্তাহিক **মুখপত্র** ও সাপ্তাহিক **স্পোকসম্যান** প্রকাশ বন্ধ আছে।
>
> স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে প্রকাশিত অগণন সাপ্তাহিকের মধ্যে **'হক কথা'** ও **'মুখপত্র'**-এর সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ছাড়াও সম্প্রতি **'হক কথা'**, **'স্পোকসম্যান**, **'বাংলার মুখ**, **'লাল পতাকা'**, এই পাঁচটি পত্রিকার উপর কারণ দর্শাবার নোটিশ জারী করা হয়েছে।

'হক কথা' সম্পাদককে গ্রেফতার করার পর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 'হক কথা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে যে 'মুখপত্র' সম্পাদক গ্রেফতার হবার পর সাপ্তাহিকের কর্মচারীগণ পত্রিকাটি নিজেরা প্রকাশের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। সরকারের অনুমোদন তাঁরা পেয়েছেন কিনা তা এখনো জানা যায় নি।

ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট একটি দল গত মঙ্গলবার থেকে এই পত্রিকা দুইটির কার্যালয় দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পত্রিকা দুটির মালিক সম্পাদকের অনুপস্থিতির সুযোগই এই মহলটি গ্রহণ করেছে।...

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ১৩ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭২ এবং ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যাটির প্রকাশ ২০ কার্তিক সোমবার ১৩৭৯ [৬ নভেম্বর ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। শেষোক্ত সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৩৩ এবং দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭২ [৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা। অবশ্য এ-সংখ্যার প্রায় পৃষ্ঠাই ভুলবশতঃ গত সংখ্যার প্রকাশ কালই মুদ্রিত দেখা যায়। ১ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৫ বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৮০ [৭ মে ১৯৭৩]। দৈনিক জনপদ [১ম বর্ষ ৯৯শ সংখ্যা : ৮ মে মঙ্গলবার ১৯৭৩] পত্রিকায় প্রচারিত 'ইত্তেহাদের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ' থেকে জানা যায় :

সরকার সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের ওপর ১০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর একটি নোটিশ জারী করেছেন।

ইত্তেহাদের ৩৩শ সংখ্যায় [৪ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৮০ : ১৮ মে ১৯৭৩] প্রকাশিত সংবাদ 'স্বদেশের ঠাকুর ধরি বিদেশের কুকুর ফেলিয়া' থেকে উপরিউক্ত তথ্যের সমর্থন মেলে।

১ম বর্ষ ৪১শ সংখ্যা এবং ৪৫শ সংখ্যার প্রকাশকাল যথাক্রমে ২৯ আষাঢ়

শুক্রবার ১৩৮০ [১৩ জুলাই ১৯৭৩] এবং ৩২ শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৮০ [১৭ আগষ্ট ১৯৭৩] । পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ১২ ও ৮ । দাম ২৫ পয়সা ।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ ভাদ্র শনিবার ১৩৮০ [১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। 'সত্য হউক ইত্তেহাদের পথ নির্দেশক' সম্পাদকীয় থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যায় :

> ইত্তেহাদের জন্মের এক বছর পূর্ণ হল। এই বর্ষপুর্তিতে উল্লাস প্রকাশ করবো না। কারণ একটি বছর একটি পত্রিকার জন্যে, কিছুই নয়। যদিও এ পর্যন্ত অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হবার কয়েক মাস পরেই নানা কারণে অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। এদিক থেকে ইত্তেহাদ পত্রিকা ব্যতিক্রম।
>
> এদেশে কোন বিরোধী পত্রিকাই প্রতিকুল অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতার পিচ্ছিল পথে না চলে পারেনি। ইত্তেহাদকেও দুর্গম পথের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। প্রকাশ্য ও অদৃশ্য হুমকী, আক্রমণ এবং সরকারের দমননীতি এ পত্রিকার চলার পথে নিত্য সাথী। তবুও কোন রক্ত চক্ষুকেই ইত্তেহাদ ভ্রূক্ষেপ করেনি। কারণ লাখো জনতা এ পত্রিকা বেঁচে থাকার উৎস। আশীর্বাদ।
>
> ইত্তেহাদ সত্য সংবাদ প্রকাশের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। শোষিত মানুষের আর্তনাদ, মধ্যবিত্ত পরিবারের বুক ফাটা কান্না, কৃষকের ঘরে ঘরে হাহাকার ও বেদনার কথা দৃপ্ত ভাষায় লিখে শোষকের বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়ে এক নতুন শোষণহীন সমাজের জন্য ইত্তেহাদ আগ্রহী। উন্মুখ।
>
> দেশ আজ মহাসংকটে পিষ্ট। সোনার বাংলা শশ্মান কেন মায়াকান্না কেঁদে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বাংলাদেশকে মহাশশ্মানে পরিণত করেছে। উৎপাদন নেই, বিনিয়োগ নেই, ঔষধ নেই, খাদ্য নেই, শৃঙ্খলা নেই, কাপড় নেই, নিরাপত্তা নেই, শুধু কাগজের টাকা ছাপিয়ে দেশ চালাবার কসরৎ করতে একটি ফুলানো বেলুন ফুটো

হয়ে গেলে যে পরিণতিতে গিয়ে শেষ হয়, আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশ-টির পরিণতি সেদিকে ধীরে ধীরে যেতে শুরু করেছে।

বর্তমান সরকার নিজের সরিষায় ভূত রেখে বাহিরের ভূত তাড়ানোর জন্য কৃত্রিম ওঝার মন্ত্র উচ্চারণ করছে কেবল একটি উদ্দেশ্যে যেন তার দলের কোন নেতার উপ-নেতার অথবা স্বাধীনতার পর রাতা-রাতি ধনী হয়ে যাবার গোপন কাহিনী প্রকাশ হয়ে না যায়। ব্যাঙ্ক ডাকাতি, খুন, গুপ্তহত্যা ও রাহাজানির নায়কদের অদৃশ্য মুরব্বি কারা? কোন্ রহস্যঘন নীলাভ ঘর হতে এক ঝলক মৃদু হাসি দিয়ে তাজা-রক্তে লাল খুনী (দল ভুক্ত) হাতকেও ক্ষমার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়ে থাকে।

অভাবের সুযোগে যে শকুনীরা পিশাচের মত লক্‌লকে জিহ্বা নিয়ে অতি মুনাফা করার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে—ইত্তেহাদ সমাজের এই শকুনীদের নির্বংশ না করা পর্যন্ত কলম চালিয়ে যাবে। দেশপ্রেমিক দলের নামে যে 'ত্রিরত্ন' দল বাংলাদেশের সর্বনাশ করছে তাদের রাক্ষসী চেহারার প্রকাশ ঘটাবেই। গণ-ভবন থেকে শিক্ষকদের আন্দোলনে ফাটল আনার কু-অভিপ্রায়কে পরাজিত করার জন্য আন্দোলনরত শিক্ষকদের সংগ্রামী ছালাম নিবেদন করবেই। শিক্ষক হয়ে শিক্ষকদের বাঁচার দাবীর বুকে ছুরি মারার অপচেষ্টার জন্য মীরজাফর কামরুজ্জামানকে ঘৃণার সাথে শেষ করে দেবেই।

পাকিস্তানী আমলে বিনা বিচারে অথবা নিবর্তনমূলক আইনে দেশ-প্রেমিক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বছরের পর বছর আটক রাখার বিরুদ্ধতা যারা করেছিল, তাদের শাসনামলে কত হাজার নিরপরাধ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাগারের অন্ধকারে বিনা বিচারে পচে মরছে'—এ প্রশ্ন উত্থাপন করবেই। আজ এদেশের কোটি কোটি জনতা কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে পড়ছে কার পাপে? এই দুর্বল সরকারের জন্য গ্রামের বোনেরা ডাকাতদের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে, শয়তানের দলেরা সর্বস্ব লুট করছে।

দেশের এই চরম মুহূর্তে ইত্তেহাদ স্তাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে সরকারের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব নয়। স্তাবকতা করে দেশের সর্বনাশ করার হীন মানসিকতা ইত্তেহাদ কখনও কল্পনাতেও স্থান দেয় না। সত্য সংবাদ পরিবেশনে যদি ইত্তেহাদের উপর সরকারের খড়গহস্ত নেমে আসে, তবুও ইত্তেহাদ মাথা উঁচু করে তা মেনে নেবে। আজকের প্রথম বর্ষপূর্তিতে ইত্তেহাদের এটাই শপথ।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৮ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৮০ [৫ অক্টোবর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। এ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হয়:

প্রেস সম্পর্কিত কারণে দ্বিতীয় বর্ষের তিন সংখ্যা ইত্তেহাদ প্রকাশিত না হওয়ায় আমাদের অগণিত পাঠক পাঠিকাদের যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে আমরা এর জন্য দুঃখিত।

২য় বর্ষ ১৮শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৮০ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ এবং দাম ৩০ পয়সা।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৬৩ বিজয় নগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং প্যারামাউন্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের সাংবাদিক শ্রী প্রেমরঞ্জন দেবকে নর্থ সাউথ রোড থেকে কে বা কারা জীপে করে তুলে নিয়েছে বলে জনাব ওলি আহাদ গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, শ্রীদেবকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে দৈহিক নির্যাতন করা হয় এবং অকারণে তাকে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়েছে।

২য় বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৮১ [৫ জুলাই ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ৩০ পয়সা। এ সংখ্যা থেকে জানা যায়:

...জালিম মুজিবের পুলিশ বাহিনী জনগণের সংগ্রামী নেতৃত্বকে দুর্বল করার দুরাশায় গ্রেফতার করেছে ঐক্যফ্রণ্টের অন্যতম নেতা, বাংলা জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের সম্পাদক জনাব ওলি আহাদকে।

এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দেখা যায় আনসার হোসেন ভানুকে। এর পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।
নবপর্যায়ে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭৬ [২৮ আশ্বিন ১৩৮৩]।

দৈনিক সংবাদ ৩২শ বর্ষ ১০৬শ সংখ্যা [৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ১৯৮২]-এ প্রকাশিত 'ইত্তেহাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

> সরকার সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক তথ্যবিবরণীতে একথা বলা হয়।
>
> গত ২৭শে আগষ্ট এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ক্ষতিকর খবর প্রকাশের প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৭ ধারার উপধারা (১)-এর অনুচ্ছেদ (গ) অনুসারে সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাপ্তাহিকটি প্যারামাউন্ট প্রেস, হাটখোলা, ঢাকা থেকে জনাব আলী আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং প্রকাশক নিজেই সম্পাদক।

উক্ত তারিখে পত্রিকাটি ছিল নবপর্যায়ে ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪২শ সংখ্যা।

দেশবার্তা। 'নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র বুধবার ১৩৭৯ [১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। সম্পাদক: হিমাংশু শেখর ধর।
পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক সিলেট প্রিন্টার্স, কাষ্ঠঘর, সিলেট থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ ভাদ্র বুধবার ১৩৮০ [১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৮$\frac{1}{2}$"×১১$\frac{3}{8}$"। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় বলা হয়:

> দীর্ঘ একটি বছর অতিক্রম করিয়া দেশবার্তা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।
>
> এ দেশে সাংবাদিকতার—বিশেষ করিয়া একটি ছোট মফস্বল শহর হইতে নিয়মিতভাবে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা যে

কি দুরূহ ব্যাপার তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই অনুমান করিতে পারেন। দেশে সংবাদপত্র একটি শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই এবং প্রধানতঃ এই কারণেই সাংবাদিকতার পথ সুগম নহে। ইহা ছাড়াও মফস্বলের পত্রিকাগুলিকে বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার সাহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া যাইতে হয়। বিজ্ঞাপন ছাড়া সংবাদপত্র চলিতে পারে না। অথচ সরকারী বেসরকারী বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন দিক হইতেই বিজ্ঞাপনের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও এবং সময় সময় আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও সংবাদপত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। যেখানে শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকাটাই সমস্যা, অস্তিত্বের প্রশ্নে যেখানে সর্বদা তটস্থ থাকিতে হয় সেখানে সংবাদপত্র বিকাশের পথ যে কত বন্ধুর ও দুর্গম তাহা না বলিলেও চলে।

কিন্তু যাত্রা পথের দুর্গমতা দেশবার্তার গতি রুদ্ধ করিতে পারে নাই। সাংবাদিকতার মূলনীতিকে পাথেয় করিয়া বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশবার্তা নিজস্ব পথে চলিবার চেষ্টা বরাবরই করিয়াছে। সাময়িক খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভের মোহ দেশবার্তার কখনও ছিল না এবং এখনও নাই। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যথার্থভাবে চতুর্থ রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করিয়া দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়া যাইবার জন্য দেশবার্তা স্বীয় আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। ব্যক্তিগত নিন্দাপ্রশংসার, অহেতুক আক্রমণের, স্তব-স্তুতির মাধ্যমে তথাকথিত সাংবাদিকতার পথ হইতে দেশবার্তা বরাবরই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে।...

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ৯ আশ্বিন বুধবার ১৩৮০ [২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

দীপক। 'বাংলাদেশ পুলিশ সমবায় সমিতির মাসিক পত্রিকা।' ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯। প্রধান সম্পাদিকা : সেলিনা খালেক।

সম্পাদিকা সাধারণ বিভাগ : খালেদা সালাউদ্দিন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সৈয়দ আমজাদ হোসেন। সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটির জন্ম বৃত্তান্ত জানা যায় :

> পুলিশ সমবায় সমিতির প্রথম **সাপ্তাহিক ডিটেকটিভ** [বাংলা] পত্রিকা বের হয় ১৯৬১ সালের ২রা আগষ্ট। কয়েক বছর চলার পর নানা অসুবিধার জন্য এ সাপ্তাহিককে **মাসিক** করা হয়। তারপর ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের কালরাত্রি।......
> এক নদী রক্ত পেরিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ...দেড় বছর বন্ধ থাকার পর পুলিশ সমবায় সমিতির মাসিক পত্রিকা **'ডিটেকটিভ'** দীপক নামে এ মাসে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা আশা করছি দেশের ও দশের কালিমা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে দীপক সুন্দর ও উজ্জ্বল বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করবে।

সৈয়দ আমজাদ হোসেন কর্তৃক পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, শহীদ মানিক নগর [নয়া পল্টন], ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, পলওয়েল ভবন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২ এবং দাম ১.০০ টাকা। 'মাসিক পত্রিকা সমালোচনা'য় দীপক সম্পর্কে আবদুল মতিন বলেন :

> "দীপক শুধু নিজেই জ্বলবে না অন্যকেও প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করবে। আমরা যেন সত্যকে সত্য মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে পারি।" দীপকের প্রধান সম্পাদিকার কথা এগুলো। সাবেক মাসিক পত্রিকা 'ডিটেকটিভ' নব পর্যায়ে নয়া আংগিকে দীপক নামে আত্মপ্রকাশ করেছে আবার।
>
> বাংলাদেশে মাসিক পত্রিকা নেই বললেই চলে। মাঝে মধ্যে দু'একটি আত্মপ্রকাশ করলেও শরতের মেঘের মতই তা আবার হঠাৎ মিলিয়ে যায়। এদিক থেকে দীপক অনন্যা এই জন্যেই যে পত্রিকাটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৬১ সালে অবিশিা সাপ্তাহিক হিসাবে ও 'ডিটেকটিভ' নামে।

বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশের ঝাপসা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দীপক আলো জ্বালুক, সত্যকে সত্য মিথ্যাকে মিথ্যা বলুক আমরা সবাই আন্তরিকভাবে এই আশা করি।

বেগম সেলিনা খালেক সম্পাদিত ও সৈয়দ আমজাদ হোসেন কর্তৃক শহীদ মানিক নগর, (নয়া পল্টন) থেকে প্রকাশিত ভাদ্র ও আশ্বিন (১৩৭৯) সংখ্যা দুটি বাংলাদেশের নবীন ও প্রবীণ লেখক লেখিকার সুচিন্তিত লেখায় সমৃদ্ধ। আমরা দীপকের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।[1]

১১ বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। সংখ্যাটি 'শহীদ দিবস সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪ এবং দাম ১.০০ টাকা। ১১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮০।

২০ বর্ষ ১০ম সংখ্যা চৈত্র ১৩৮৮। প্রধান সম্পদিকা: সুরাইয়া হাকিম। সম্পাদক: কাজী জহুরুল হক। সহ-সম্পাদিকা: আমিনা আহমদ। ২০শ বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৯।

২১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় আশ্বিন ১৩৮৯।

লোক ঐতিহ্য। 'লোকসাহিত্য গবেষণা কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক পত্রিকা।' ১ম 'বর্ষ শুরু বিশেষ সংখ্যা'র প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯ [আগষ্ট ১৯৭২]। সম্পাদক: আনোয়ারুল করিম। সম্পাদকের 'নিবেদন'-এ বলা হয়:

লোক ঐতিহ্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পেলো। বাংলা-দেশে লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র যেমন একটি প্রথম বেসর-কারী প্রতিষ্ঠান, তার মুখপত্র হিসাবে লোক ঐতিহ্যের আত্ম প্রকাশও এই প্রথম।

লোক ঐতিহ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্মূল্যায়ন। অবহেলিত প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টি

---

[1] দৈনিক পূর্বদেশ, ৪র্থ বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা, ১৪ আশ্বিন রোববার ১৩৭৯ [অক্টোবর ১৯৭২]।

যা বলতে গেলে, গোটা বাংগালী সমাজরই কৃষ্টি তার সকল ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।...লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।...

আনোয়ারুল করিম কর্তৃক লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী রোড, কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত। মুদ্রণে: ওয়েসিস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, সিরাজদ্দৌলা সড়ক, কুষ্টিয়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬ দাম ২.০০ টাকা। ১ম বর্ষ ২য়-৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৭৯ [নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮ এবং দাম ১.৫০ টাকা।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এবং ২য় বর্ষের ১ম ২য় ও ৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ মে, নভেম্বর ১৯৭৩—ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ [জ্যৈষ্ঠ-ফাল্গুন ১৩৮০]। এ সময় পত্রিকাটি 'সৃজনশীল সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক ত্রৈমাসিক' পত্রিকারূপে প্রকাশিত। সম্পাদক ছাড়াও সহযোগী হিসাবে দেখা যায় আমেনা করীম ও এম. এ. রেজাকে। এ-সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' থেকে নিচে কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল:

দীর্ঘদিন পরে 'লোক ঐতিহ্য' পুনরায় প্রকাশ পেলো। আর্থিক অসচ্ছলতা এই বিলম্বের কারণ। কাগজের দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যতা এবং ছাপা খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকা প্রকাশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আশংকা হয় ভবিষ্যতে সাহিত্য পত্রিকা এ-দেশে আদৌ প্রকাশ পাবে কিনা। সাহিত্য পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁরা কোন ব্যবসায়ী নন। সাহিত্য সেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁদের এই সদিচ্ছা চরিতার্থ করার পথে যে অন্তরায় তা দুরীভূত করা বর্তমানে অসম্ভব। সরকার থেকে যে সুযোগ সুবিধা মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় তা থেকে সাহিত্য-সেবীরা বঞ্চিত হন। সাহিত্য জাতির মেরুদণ্ড। এ-কথা কার্যতঃ সত্য হলেও বাস্তবে আজ সত্য নয়। সমাজের মূল্যেবোধ আজ ভিন্ন-

খাতে প্রবাহিত। অর্থ, প্রতিপত্তির ভিত্তিতে আজ সব কিছুর মূল্য মান নির্ধারিত হয়।…

পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ২.০০। সাইজ: ৮ৡ"×৫"।

রোববার। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯ [আগষ্ট ১৯৭২]। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৯ [সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। সম্পাদক: মোহাম্মদ আবদুস সাকী। পরিচালনা সম্পাদক: কাজী রফিক।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং সুলেখা ছাপাঘর, ৪৩ মোমিন সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে সালেহ্ আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ডিমাই।

স্বরূপঃ 'মাসিক সাহিত্য চলচ্চিত্র ও রম্যপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯। সম্পাদক: বিজয় কুমার দত্ত। সম্পাদকীয় 'যাত্রার অংগীকার' থেকে এ-পত্রিকার উদ্দেশ্য জানা যায়:

> বাংলাদেশের মাটির গন্ধ গায়ে মেখে জন্ম 'স্বরূপ'-এর। স্বাধীনতার রোদে জন্ম একটি শিশুর। নতুন প্রাণের স্পন্দনে যে রোমাঞ্চিত পথ-চলার অনভিজ্ঞতা থাকলেও ভীরুতার জড়তা থাকে না তার পায়ে। নিজের মাটিতে সে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। তারপর চলতে শুরু করে শক্ত হয়ে। এটা আত্মবিশ্বাস।…
>
> অহংকার নেই আমাদের। কিন্তু আত্ম আবিষ্কারের গর্ব আছে।… আত্মজিজ্ঞাসার এ বিশাল সড়কেই জন্ম স্বাধীন বাংগালী জাতির। তার এ-বৈপ্লবিক অভ্যুদয় তার হাজার বছরের ঐতিহ্য-চেতনার অবধারিত ফলশ্রুতি। তার অস্তিত্বের এক প্রদীপ্ত অভিজ্ঞান। জাতির এ-বিশ্বাস-বোধকে আপন মহিমায় তুলে ধরার জন্যেই আত্মপ্রকাশ 'স্বরূপ'-এর।
>
> আমরা বিশ্বাসী মানবীয় মূল্যবোধে। আস্থাশীল মৈত্রী এবং সদিচ্ছার শক্তিতে। যে সাহিত্য জীবনের দর্পণ, যে সংস্কৃতি আচ্ছন্নতার অন্ধকার থেকে আত্মাকে নিয়ে আসে আলোকে

আমরা তার সপক্ষে। মহৎ শিল্প এবং মহৎ জীবনবোধের মুখশ্রী হওয়ার অংগীকার নিয়েই যাত্রা 'স্বরূপ'-এর।...

পত্রিকাটি এম. এস. আলী কর্তৃক বিপ্লবী মুদ্রায়ণ, ২৫ গোপী মোহন বসাক লেন, ঢাকা—১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০ এবং দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ১১″×৮″। ১ম বর্ষ 'ঈদ সংখ্যা'র প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৯ [নভেম্বর ১৯৭২]। মূল্য ১.৭৫ টাকা। ১ম বর্ষ 'বিজয় সংখ্যা'র প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮ এবং দাম ৭৫ পয়সা।

গণমুক্তি। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৭ আগষ্ট ১৯৭২। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৯ ভাদ্র রোববার ১৩৭৯ [৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। সম্পাদক: মফিজুর রহমান রোকন। পত্রিকাটি ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত এবং গোলাম মহিউদ্দিন আহমদ কর্তৃক ১৫৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ১৫ পয়সা। সাইজ: ১৮″×১১″। গণমুক্তি পরে 'নিরপেক্ষ অর্ধ-সাপ্তাহিক'রূপে প্রকাশিত হয়। ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার [কোন কোনটিতে ৭ম সংখ্যারূপে মুদ্রিত] প্রকাশ ৫ কার্তিক রোববার ১৩৭৯। সম্পাদক: গোলাম মহিউদ্দিন আহমদ।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭৩ [২১ ভাদ্র ১৩৮০]। সম্পাদক: মফিজুর রহমান রোকন। পত্রিকাটি 'নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র'রূপে প্রকাশিত। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় 'আমি সম্পাদক বলছি' থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করছি:

> গণমুক্তি ইতিপূর্বে আরও একবার প্রকাশিত হয়েছিলো। অনিবার্য কারণে কিছু দিনের জন্যে এ পত্রিকা বন্ধ রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। আজ নতুনরূপে নতুন উদ্যোগে এ পত্রিকা প্রকাশিত হলো।

পত্রিকাটি মসিউদ্দৌলা কর্তৃক ইসলামিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৩ আকমল খান রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক ১৫৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৮ জানুয়ারী শুক্রবার ১৯৭৪ [৪ মাঘ ১৩৮০]। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত এক 'বিজ্ঞপ্তি' থেকে জানা যায় যে, পত্রিকাটির কার্যালয় ১৫৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে পরিবর্তন করে ২১ মীরপুর রোড, ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এ-পর্যায়ে পত্রিকাটি কে. এম. বদরুদ্দোজ্জা কর্তৃক আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২১ মীরপুর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৭৪ [৯ ফাল্গুন ১৩৮০]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ বৈশাখ শুক্রবার ১৩৮১ [১০ মে ১৯৭৪]।

অংকুর। 'কিশোর সম্পাদিত কিশোর মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯। সম্পাদনা পরিষদ: এম. এ. রহমান, আনু চৌধুরী, আকতার আনোয়ার, মকবুল হোসেন ফারুকী, খুকু ইয়াসমীন। পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে যা জানা যায়, তা হল:

> অংকুর বের হল। মাসিক পত্রিকা। বিভিন্ন প্রতিকূল কারণে এটি হয়তো বা প্রথম কিছুদিন অনিয়মিতভাবে বেরুবে, পরে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা তাকে নিয়মিত করতে সাহায্য করবে। কিশোর সম্পাদিত, কিশোর লিখায় সমৃদ্ধ এ পত্রিকা বিশেষতঃ যারা পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব পালন করেছে তারা সকলেই প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। তাই অনেক ভুল-ত্রুটি থাকবে, চিন্তাধারা প্রকাশে অনেক দুর্বলতা থাকবে। আমরা আশা করি সকলে তাদের মনোভাব-চিন্তাধারা, উপদেশ, সমালোচনা আমাদের কাছে ব্যক্ত করে আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করবেন। আর অনুর্দ্ধ সতেরো বছরের ভাইবোনেরা লেখা পাঠাও। কিশোর সাহিত্য ও চারুকলার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে অংকুর পরিষদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে এটি একটি।

পত্রিকাটি কালচারাল প্রেস, ৬৮ বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত

এবং প্রধান কার্যালয় মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে অংকুর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫ এবং দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ : ৯″×৭″।

উপরিউক্ত সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয় :

> কিশোর মানস, কিশোর প্রতিষ্ঠান, কিশোর কৃতিত্ব, কিশোর সমস্যা প্রভৃতি সংবাদ ছাপা হবে এ পত্রিকায়।...
>
> গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ইত্যাদি ছাড়াও এ পত্রিকায় থাকবে : বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা, বাস্তব ঘটনা।

কারিগর। 'ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স' বাংলাদেশ-এর মাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ আশ্বিন সোমবার ১৩৭৯ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : মোবারক আলী খান। সম্পাদকীয় থেকে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে জানা যায় পত্রিকাটির উদ্দেশ্য :

> আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৌশলীদের ভূমিকা সর্বাগ্রে। ...এদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং ইঞ্জিনিযারিং পদ্ধতিসমুহে এক বিরাট শুভঙ্করের ফাঁকি বিরাজমান। ... এই শুভঙ্করের ফাঁকি প্রকাশ করে দিতে হবে প্রতিটি বাঙালীর কাছে ..। যাতে বাঙালীরা সত্য মিথ্যা বুঝে নিতে পারে, সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের হাতে দেশ গড়ার কাজ দিতে পারে। এমনি এক সুকঠিন দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আবির্ভাব ঘটলো কারিগরের।

পত্রিকাটি মো: সফিকুল ইসলাম খান কর্তৃক জনসংখ্যা ও প্রচার দপ্তর : ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, নিউ ভিলা, ১১ হলিক্রস রোড, ঢাকা-৮ থেকে প্রকাশিত ও ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং এণ্ড প্যাকেজেস কোং থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১ বৈশাখ শনিবার ১৩৮০ [১৪ এপ্রিল ১৯৭৩]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : মোবারক আলী খান। এ-

সংখ্যায় প্রকাশিত এক 'কৈফিয়ত'-এ বলা হয়:

'কারিগর' প্রকাশিত হয়নি পর পর তিন মাস। নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারী কাজে মুদ্রায়ণগুলি ভীষণ ব্যস্ত থাকায় তারা আমাদের কারিগর প্রকাশ করতে রাজী হয়নি। আমরা শত চেষ্টা করেও কোন মুদ্রণালয়কে রাজী করাতে পারিনি।

অবশেষে রেখা আর্ট প্রেসের সহৃদয় সহযোগিতায় তৃতীয় সংখ্যা কারিগর ছাপিয়ে আপনাদের নিকট পৌঁছাতে পেরে আমরা ধন্য মনে করছি।

৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১১ হলিক্রস কলেজ রোড, ঢাকা ৮ থেকে এবং মুদ্রিত হয় রেখা আর্ট প্রেসে। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৮½″ × ১১½″।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ চৈত্র শুক্রবার ১৩৮০ [১৫ মার্চ ১৯৭৪]। এ-সংখ্যার সম্পাদক: মো: তাজাম্মুল হোসেন। সংখ্যাটি উপরোক্ত ঠিকানা থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণ মুদ্রণ, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ আশ্বিন বুধবার ১৩৮১ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৯০ পয়সা। ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ কার্তিক শুক্রবার ১৩৮২ [১৭ অক্টোবর ১৯৭৫]। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'কৈফিয়ত'-এ বলা হয়:

মূলত: আর্থিক অসংগতির জন্য আমরা গত চার মাস কারিগর প্রকাশ করতে পারিনি।···

তবুও কারিগর প্রকাশ বন্ধ রাখা যায় না বলে আমরা অনুভব করেছি। তাই এই সংখ্যাকে অর্ধেক আকারে বের করতে হচ্ছে।···

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৭″ × ১২″।

৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৮৭। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৪.০০ টাকা।

কৃষিবাণী। মাসিক। 'এস. এম. আহমদের প্রতিষ্ঠিত সোনার বাংলা কৃষি খামারের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৯। সম্পাদক : শেখ নাসির উদ্দিন আহমদ।

দেশ ও সমাজ গঠনমূলক, পল্লী উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সবুজ বিপ্লবের সফলতা অর্জনের অনুকূলে এবং দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে লিখিত তথ্যবহুল মূল্যবান উপদেশপূর্ণ ও শিক্ষামূলক যে কোন রচনা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা সংকলন, অনুবাদ ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং তসিরউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক তরুণ প্রেস, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬ এবং দাম ১.০০ টাকা।

সোভিয়েত সমীক্ষা। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২। সম্পাদক : এ. টি. এম. শামসুদ্দিন। যুগ্ম সম্পাদক : এ. এস. এম. নুরুল হুদা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে অবস্থিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সংঘের দূতাবাসের তথ্য বিভাগের পক্ষে ভি. টি. কোলবেৎস্কি কর্তৃক ৫৪১-এ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নম্বর ১২, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫ এবং দাম ০৫ পয়সা। সাইজ : ৮½″×৫¾″।

২য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ জুলাই ১৯৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪ এবং দাম ১০ পয়সা।

১১শ বর্ষ ৪১-৪২ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৩২।

আভাস। 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ৩ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭২ [১৯ ভাদ্র ১৩৭৯]। সম্পাদক : সিরাজ উদ্দীন আহমেদ। শব্দমালা মুদ্রায়ণ থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল ২৪ ভাদ্র রোববার ১৩৭৯ [১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ১৭″×১১″।

এ সংখ্যার প্রধান সংবাদ 'মামু ভাগনের সরকারকে কবর দাও'-এ বলা হয় :

> সারা বাংলাদেশ এখন দুর্নীতি স্বজনপ্রীতির আখড়া হয়েছে। অফিসে-আদালতে, মিলে কারখানায় সর্বত্র স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি।··· উপরে যাদের মামুর জোর আছে তাদের জন্যই সব। যেনো মামুওয়ালা ভাগ্নেদের জন্যই দেশ স্বাধীন হয়েছে।···১৬ই ডিসেম্বরের পর ভুয়া মুক্তিবাহিনী মামুর জোরে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট জোগাড় করে ভালো ভালো চাকরি-বাকরি ও লাইসেন্স পারমিট গুটিয়ে নিয়েছে। আহত অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিন গুনছে, অথচ মামুর জোরে অনেক রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা সেজে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যাচ্ছে। যারা ঘরবাড়ী হারিয়েছে রিলিফ রিহেবিলিটেশনের টাকা তারা পাচ্ছে না, পাচ্ছে উপরে মামু-ওয়ালা বিত্তবান ছিন্নমূলেরা।··

সাপ্তাহিক 'আভাস'-এর উপরোক্ত সংখ্যাটিই সম্ভবতঃ শেষ সংখ্যা। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'বাংলাদেশের বেশ কিছু সাংবাদিকের মগজ কি অকশানে বিক্রি হয়নি'? থেকে নিচে কিছু অংশ উদ্ধার করা যায় :

> ···মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সম্পর্কে বলেছেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মগজ অকসানে সেল হয়ে গেছে।···মওলানা সাহেবের মন্তব্য অর্থবহ এবং যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তব ঘটনা দিয়ে বিচার করলেই এর প্রমাণ মিলবে। বাংলাদেশের নতুন পত্রিকার শুভ জন্ম হলেও অনেক পত্রিকাই পুরানো এবং এসব পত্রিকাগুলোর সাংবাদিকরাও বেশ পুরাতন। সাংবাদিকতার নীতিমালা নিশ্চয়ই তাদের জানা আছে. সাংবা-দিকতা করতে গিয়ে যদি কেউ কারো রক্ত চক্ষুর ভয়ে সাংবা-

দিকতার সে নীতিমালা বিসর্জন দেন তবে তিনি আর সাংবাদিক থাকেন না। তিনি হয়ে যান কারো ফরমায়সী কেনা গোলাম। আবার যদি অর্থের লোভে দেশ ভ্রমণের মোহে অথবা অন্য কিছুর আকর্ষণে কোন বিশেষ লোক, গোষ্ঠী, দল বা সরকারের পদলেহন শুরু করেন, তখন তাকে সাংবাদিকতা না বলে বলা যায় 'সাংবাদিকতার পক্ষে বেশ্যাবৃত্তি।'

...আমাদের দেশের অধিকাংশ সাংবাদিক আজ সাংবাদিকতার নীতিমালাকে বিসর্জন দিয়েছেন। একমাত্র 'গণকণ্ঠ' ছাড়া অন্য সব ক'টি দৈনিক পত্রিকা পড়লেই এ সত্য ধরা পড়ে। সব পত্রিকারই একই স্বর, একই সুর।...এ সবগুলো পত্রিকাই সরকার, সরকারী দল এবং তাদের পা চাটা কুকুরদের নিয়ে ব্যস্ত। সরকারী মন্ত্রী, সেক্রেটারী, নেতা উপনেতা এবং তাদের বিটিমের খবর ছাড়া বাংলাদেশে যেনো আর কোন খবর নেই। আর এ দুর্ভিক্ষের দিনেও উপবাসী জনতা মন্ত্রী-মেম্বারদের হাততালি দিয়ে বরণ করা ছাড়া আর কোন ঘটনা যেনো বাংলাদেশে ঘটছে না। পত্রিকাগুলো পড়লে মনে হয় বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ যেনো সরকারের পক্ষে। কিন্তু আসলে তো তা নয়। অথচ বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এ মিথ্যা প্রচারের ঠিকাদারী নিয়েছে। নিজেদের হীন স্বার্থের লোভে তারা সত্যিই তাদের মগজ বিক্রি করে দিয়েছেন।

পত্রিকাটি ভাসানী ন্যাপ সমর্থক বলে মনে হয়।

মুক্তিবাণী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭২। সম্পাদক: আজিজুল বাসার। দৈনিক ইত্তেফাকের [১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭২] ৭ম পৃষ্ঠায় 'মুক্তিবাণী' সম্পর্কে এক সংবাদে বলা হয়:

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে জনাব আজিজুল বাসারের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী প্রকাশিত হইবে। সংবাদ, সংবাদ

পর্যালোচনা, নিয়মিত ফিচার ছাড়াও এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় গল্প, প্রবন্ধ ছাপা হইবে।

পত্রিকাটির ঠিকানা : ৭১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা-৩। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৭ অক্টোবর ১৯৭২ [১০ কার্তিক ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। এ-সময় পত্রিকাটি নিজাম উদ্দিন আহমদ কর্তৃক ৭০ আর. কে. মিশন রোড, মুক্তিবাণী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সাইজ : ১৭½″ × ১১½″।

পত্রিকাটিতে দেশের বিভিন্ন খবরাখবর ছাড়াও 'শিক্ষা সাহিত্য' ও 'কচিপাতা' প্রকাশিত হয়। শিক্ষা সাহিত্যে থাকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি এবং কচিপাতায় প্রকাশিত হয় ছোটদের জন্য ছড়া, গল্প, কবিতা ও অন্যান্য সংবাদ।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৪ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭২ [৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্যার প্রকাশকাল ১২ আগষ্ট রোববার ১৯৭৩ [২৭ শ্রাবণ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ২৭শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭৪ [৩০ ভাদ্র ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা। সম্পাদক : নিজাম-উদ্দিন আহমদ। এ-সময় পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ৭০ আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। সাইজ : ২৩½″ × ১৬¼″। এ-সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক 'ঘোষণা' থেকে জানা যায় :

> 'মুক্তিবাণী'র নিউজপ্রিন্টের কোটা বাতিল করা হয়েছে। সরকারী বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ বন্ধ। মুক্তিবাণী ও দেশবাংলাসহ কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকাকে সামান্য কিছু কাগজের কোটা বণ্টন করা হয়েছে। মুক্তিবাণী ও দেশবাংলাকে আদৌ কাগজের কোটা বণ্টন বা সরকারী বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয় কিনা তা অনিশ্চিত।

মুক্তিবাণী নির্দলীয় একটি পত্রিকা। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে এর কোন সংশ্রব নেই। মুক্তিবাণী দেশ ও জাতীয় স্বার্থে যা ভাল মনে করে, তা প্রকাশ করে। বর্তমানে মুক্তিবাণী দারুণ বিপর্যয়ে পতিত।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটির প্রকাশ ১৭ অক্টোবর রোববার ১৯৭৪ [কার্তিক ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ৭ নভেম্বর রোববার ১৯৭৪ [কার্তিক ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা। ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৭ নভেম্বর রোববার ১৯৭৪ [২ অগ্রহায়ণ ১৩৮১]। ৩য় বষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ৮ ডিসেম্বর রোববার ১৯৭৪ [২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা। ৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২ মার্চ রোববার ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা।

১০ম বর্ষ ৩৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ অক্টোবর রোববার ১৯৮২ [৩০ আশ্বিন ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। ১০ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৫ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৮২ [১৮ কার্তিক ১৩৮৯]।

নিপীড়িত কণ্ঠ। সাপ্তাহিক। 'সংগ্রামী জনতার মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭২। সম্পাদক: মোহাম্মদ সেলিম।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং, পাবলিশিং এ্যাণ্ড প্যাকেজেস লিঃ, ৩৪২ সেগুন বাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ আগস্ট ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। পত্রিকাটি এ-সময় সম্পাদক কর্তৃক ৫৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা [৪ তলা] থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত। সাইজ: ১৬"×১১"।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যাটির প্রকাশ ২০ জানুয়ারী সোমবার ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও কার্যকরী

সম্পাদকরূপে দেখা যায় রেজাউল করিমকে। ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ৮ মার্চ শনিবার ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ৩০ পয়সা। সম্পাদক ছাড়াও এ-সংখ্যার কার্যকরী সম্পাদক রেজাউল করীম। ৪র্থ ১৯শ সংখ্যাটির প্রকাশ ১ জুন রোববার ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ৩০ পয়সা। পত্রিকাটি এ-সময় 'সামাজিক অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক'রূপে প্রকাশিত।

সংকেত। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১১ অক্টোবর বুধবার ১৯৭২ [২৪ আশ্বিন ১৩৭৯]। সম্পাদক : সায্যাদ কাদির।
পত্রিকাটি শামসুর রহমান খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত এবং কল্লোল মুদ্রায়ণ, সদর সড়ক, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

বিপ্লবী কণ্ঠ। পাক্ষিক। 'নেত্রকোণা জেলা ছাত্রলীগের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭২। প্রধান সম্পাদক : হাফিজুর রহমান খান ওয়ারেছ। সহযোগী সম্পাদক : মীর্জা তাজুল ইসলাম। দৈনিক পূর্বদেশ ৪র্থ বর্ষ ৬৭শ সংখ্যায় [২০ অক্টোবর ১৯৭২] 'বিপ্লবী কণ্ঠ' সম্পর্কে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> গত ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে নেত্রকোণায় প্রথম পাক্ষিক কাগজ 'বিপ্লবী কণ্ঠ' প্রকাশিত হচ্ছে।
>
> কাগজটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি নেত্রকোণা শাখার সাধারণ সম্পাদক পূর্বদেশ সংবাদ দাতা জনাব হাফিজুর রহমান খান ওয়ারেছ। এর সহযোগী সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন সাংবাদিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ পূর্বদেশের মোহনগঞ্জ সংবাদ দাতা জনাব মীর্জা তাজুল ইসলাম। এ ছাড়া মফঃস্বল বিভাগে আছেন গণকণ্ঠের সংবাদদাতা রুহুল আমীন ও গোলাম কিবরিয়া মিলকী। পত্রিকাটির পরিচালনার ভার নিয়েছেন গোলাম এরশাদুর রহমান।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১ কার্তিক ১৩৭৯। পরিচালক গোলাম এরশাদুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও নেত্রকোণা সিদ্দিক প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

উত্তরণ। 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগ শাখার মাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ অক্টোবর রোববার ১৯৭২ [১৪ আশ্বিন ১৩৭৯]। সম্পাদক : মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া। সম্পাদকীয় 'বলিষ্ঠ আত্মশক্তিতে উত্তরণের জয়যাত্রা' থেকে জানা যায় :

> শত শত বাধা আর বিপত্তির প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে সামনে এগিয়ে চলতে হয় প্রতিটি মানুষকে। তার পরিবেশ, তার প্রকৃতি, তার আশা-আকাঙ্খার অনুকূলতাকে বিপথে পরিচালিত করতে চায় বার বার, কিন্তু দৃঢ় উদ্যম আর বলিষ্ঠ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানুষ সেই প্রতিকূলতাকে ডিংগিয়ে যেতে চেষ্টা করে হয়ত সব সময় সফল হয় না, তবু চেষ্টা থাকে তার অদম্য, হয়ত বা এমন কোন একদিন আসতে পারে সেদিন সফলতার সূর্য তার ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল হয়ে দেখা যায়।
>
> এমনি এক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে উত্তরণ-এর প্রথম সংখ্যাকে বাধা বিপত্তির বৈতরণী পাড়ি দিতে হয়েছে।··· সংবাদপত্রের কথাই ধরা যাক। দেশে পর্যাপ্ত ছাপাখানা নেই, নেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম আর নেই সুষ্ঠু পরিচালকমণ্ডলী। তাই নানা প্রকার ব্যবহারিক সমস্যাকে অতিক্রম করতে হয়েছে এই ক্ষুদ্র কলেবর পত্রিকাটিকে।

পত্রিকাটি আবদুল হাই ও কনককান্তি বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং বজ্রকণ্ঠ মুদ্রণী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা। ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১ [২ কার্তিক ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ১০ পয়সা। এটি 'নবাগতদের জন্য বিশেষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ মার্চ সোমবার ১৯৭৩ [১২ চৈত্র ১৩৭৯]।

স্বদেশ। 'সংবাদ ও সাহিত্য মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ অক্টোবর ১৯৭২। সম্পাদক : গোলাম সাবদার সিদ্দিকি। বিভাগীয় সম্পাদক : অসীম সাহা।

> যুগ বিবর্তনের ক্রমিক ধারায় আজকের যুব মানস ভিন্নতর জীবন ভাবনায় আন্দোলিত। স্বদেশ-স্বকাল বিম্বিত প্রতিক্রিয়াকে ধারণ করেও একটি অতিক্রমী সম্ভাবনার সুরে ও স্বাতন্ত্রে প্রতিশ্রুত মাসিক স্বদেশ। দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের স্বীকৃত পথে আমাদের অগ্রযাত্রা তাই অনিবার্য।

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা : ৬৬ লেবরেটরী রোড, দক্ষিণ ধানমণ্ডি, ঢাকা-২। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ৫০ পয়সা।

গণমুখ। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৮ অক্টোবর ১৯৭২। সম্পাদক : আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। দৈনিক গণকণ্ঠের [১ম বর্ষ ২৪৯শ সংখ্যা বুধবার ৮ কার্তিক ১৩৭৯ : ২৫ অক্টোবর ১৯৭২] ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "বরিশালে 'গণমুখ'-এর আত্মপ্রকাশ" শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায় :

> সম্প্রতি এখানে 'গণমুখ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির সম্পাদনায় রয়েছেন জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।

৮ই অক্টোবর ১৯৭২ থেকে অপর একটি সাপ্তাহিক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সম্পাদনায় নিয়মিত বের হচ্ছে। কবি ও গাল্পিক অরুপ তালুকদার পত্রিকাটির উপদেষ্টা। জন্মলগ্নের নাম 'গণমুখ' ১৯শে নভেম্বর ১৯৭২-এ পরিবর্তিত হয় '**গণডাক**'-এ। পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আবু আল সাঈদ। এক সময় তিনি 'বিপ্লবী **বাংলাদেশ**'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেলিম বিন আজম, গাজী সুলতান আহমেদ, মুশফিকুর রহমান প্রমুখ তরুণ সাংবাদিকরূপে 'গণডাক'-এ কাজ করে যাচ্ছেন।[১]

---

[১]সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ, ৩য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা, রবীন্দ্র সমাদ্দর : সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও বরিশাল।

গণমত। 'নির্যাতিত জনগণের মুখপত্র।' বুলেটিন নং ১-এর প্রকাশ ১৫ অক্টোবর রোববার ১৯৭২ [২৯ আশ্বিন ১৩৭৯]। প্রধান সম্পাদক : গোলাম রব্বানী। সম্পাদক : আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন। পত্রিকার সম্পাদকীয় 'গণমত প্রকাশনা প্রসঙ্গে' যা বলা হয়, তা হল :

> ··· গণমত মূলতঃ গণমতই। একে লালন করতে যেয়ে আমরা জণগণেরই মতামতের প্রতিধ্বনি করবো। এ মত ও পথের ধারক ও বাহক এদেশের জনতা। জনসাধারণের নিম্নতম মত পার্থক্য আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। সর্বশ্রেণীর সকল মতামতেরই প্রতিফলন ঘটবে এ গণমতে। ···
>
> বিন্দু বিন্দু রক্তে পত্রিকাটির সাথে আমরা জড়িত থেকে এ অঞ্চলের সুখ দুঃখের খবর প্রকাশ করার দায়িত্ব বহন করে আসছিলাম। হঠাৎ করে সরকারী রোষানলে পত্রিকাটি পতিত হলে বর্তমানে গণমতের মাধ্যমেই আমরা গণমতামত প্রকাশের চেষ্টার আশা রাখি। ···

পত্রিকাটি গোলাম রব্বানী কর্তৃক প্রকাশিত ও আদর্শ প্রেস, সুনামগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা।

আত্‌তাওহীদ। 'ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ অক্টোবর ১৯৭২ [ভাদ্র ১৩৭৯]। সম্পাদক : মুহম্মদ হারুন। ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ [পৌষ ১৩৮০]।

পত্রিকাটি কোহিনূর ইলেকট্রিক ও ইডেন প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং মোহাম্মদ হারুন কর্তৃক দফতর আত্‌তাওহীদ [১৭০ শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম] থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮ এবং দাম ১.২৫ পয়সা। সাইজ : ৯½″ × ৭″।

শেষোক্ত সংখ্যাটিতে আছে : মোহাম্মদ হারুন (দরসে কোরআন, আমীরে মুআবিয়া ও খোলাফায়ে রাশেদীন) মওলানা আবদুর রহমান (দরসে হাদীস), সৈয়দ মুহাম্মদ কুতুব [ইসলাম : খোদা প্রদত্ত জীবন

বিধান], আবু জাফর সাদিক [ইয়াওমে আশুরা : সঠিক উপলব্ধি, শাসক নয়, সেবক], রুহুল আমীন চৌধুরী (শাহাদাতে হোসাইন), সৈয়দ আব্দুবল আহাদ মদনী (হিজরী নববর্ষের শুভাগমন), শাকীল আহাদ (প্রতীক্ষা : কবিতা) এবং সম্পাদকীয় (এ ঐক্য হোক দীর্ঘস্থায়ী)।

৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭৫ [শ্রাবণ ১৩৮২]। সংখ্যাটির জ্ঞাতব্য থেকে জানা যায় :

> মাসিক আত্‌তাওহীদ এর ডিক্লারেশন বহাল রয়েছে।…ইহা একটি নির্দলীয় গবেষণামূলক ইসলামী পত্রিকা। ইসলামী আদর্শের প্রচার-প্রসারই তার মূল উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটি মওলানা মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব কর্তৃক আদর্শ ছাপাখানা, ৪ গ্রীন রোড থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৫২। এবং দাম ১.৫০ পয়সা।

আলপনা। 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ অক্টোবর সোমবার ১৯৭২। সম্পাদক : রণজিৎ-কুমার সেন। সহকারী সম্পাদক : শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। উপদেষ্টা : আনসার আলী। 'সম্পাদকীয়' থেকে পত্রিকাটি সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা হল :

> বিধ্বস্ত বাংলার বুকে আমরা এক দুঃসাহসিক কাজ হাতে নিয়েছি। দ্রুতগতিতে যেমনি দেশ গড়ার কাজ এগিয়ে চলছে তেমনি এগিয়ে চলা দরকার আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গতি। রাস্তায় ঘাটে অনেক পত্রিকাই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু কোন পত্রিকাই দু'তিন সংখ্যা বের হবার পর আর বের হতে পারে না। বিশেষ করে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক পত্রিকাগুলোর কণ্ঠনালী কারা যেন নেপথ্য থেকে টিপে ধরে হত্যা করে।
>
> প্রথমত: রুচিশীল পত্রিকা বের করতে হলে চাই রুচিশীল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা প্রভৃতি। কিন্তু দরজায় বার বার ধর্ণা দিয়ে দু'একজন প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করলেও রুচিশীল পাঠক-পাঠিকাদের অভাব

বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়। তাই অনেক প্রকাশকই সাহিত্য সংস্কৃতিকে সরিয়ে রেখে যৌন অশ্লীল পত্রিকা বের করে সমানে পয়সা লুটে নেয়।

পত্রিকাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও আছে কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ : ভোম্বল রামের জর্ণাল, ক্রন্দসী অতীত, মহিলা অংগন, রাজধানী থেকে লিখছি, ছুটির ঘণ্টা [ছোটদের আসর], কলকাতার চিঠি, পর্দা ও মঞ্চ, খেলার মাঠ এবং পাক্ষিক সংবাদ।

পত্রিকাটি এ. কে. এম. মাসুদ আলী কর্তৃক প্রকাশিত। ঠিকানা : ৭৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ ৯½″ × ৭½″ ।

আলপনার আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে ১৮ই অক্টোবর বুধবার [১৯৭২] বিকাল চারটায় ইসলামী একাডেমী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তথ্য মন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন দৈনিক পূর্বদেশ সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী।[১]

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭২। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, আলপনা প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। ১ম সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৫৬ এবং দাম ৫০। এ-সংখ্যাটি নূরপুর আর্ট প্রেস, ১৪ আকমল খান রোড, ঢাকা-১ থেকে আবুল হোসেন কর্তৃক মুদ্রিত ও এ. কে. এম. মাসুদ আলী কর্তৃক ৭৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত।

আলপনা পুনরায় পাক্ষিকরূপে বেরোয় [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫। সম্পাদক : রণজিৎকুমার সেন। সহকারী : আবুল হাশেম ও অমিতাভ চক্রবর্তী। উপদেষ্টা : এ. এস. এম. আখতার। সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটি সম্বন্ধে জানা যায় :

[১] দৈনিক পূর্বদেশ : ১৯ অক্টোবর ১৯৭২ : পৃষ্ঠা ৭

একরাশ বাধা বিপত্তির পর 'আলপনা' আবার প্রকাশ পেলো। অনেক উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে দু'বছর আগে আমরা আলপনা প্রকাশিত করেছিলাম।…কিন্তু কতগুলো গ্রহণযোগ্য কারণবশতঃ এই দীর্ঘদিন এর প্রকাশ বন্ধ ছিল।

পত্রিকাটি এ. কে. এম. মাসুদ আলী কর্তৃক ২৫ কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং আবুল হাশেম কর্তৃক নূরপুর আর্ট প্রেস, ১৪ আকমল খান রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৮; দাম ১,০০। ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ জুলাই, ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ১.২৫।

রবিবারের চিঠি। সংকলন। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ কার্তিক রোববার ১৩৭৯। সংখ্যাটি 'শহীদ শশাঙ্ক'[১] স্মৃতি সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: স্বরাজ পাল। সহ-সম্পাদক: মোহম্মদ আলী খান ও নলিনী রঞ্জন মজুমদার।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইলেকট্রিক আর্ট প্রেস, ঝালকাঠি থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।[২]

ঝালকাটি থেকে খুব অনিয়মিতভাবে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয়।[৩]

প্রকৃত পক্ষে 'রবিবারের চিঠি' হবে।

---

[১] শশাঙ্ক পাল, ১৯৪৬—১৯৭১।

[২] উক্ত পত্রিকার ৩য় পৃষ্ঠায় 'রাকসুর মুখপত্র ছাত্র সংবাদ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

সম্প্রতি রাকসুর কার্যালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'ছাত্র সংবাদ' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন সংসদের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য জনাব খান সরওয়ার মুরশেদ।…

…ছাত্র সংসদের এ ধরণের পত্রিকা এই প্রথম। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন যৌথভাবে মোঃ ইব্রাহিম ও পঙ্কজ কান্তি মণ্ডল।

[৩] রবীন সমদ্দার: সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও বরিশাল: সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ [৩য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা: ৪ আগষ্ট শনিবার ১৯৭২] পৃষ্ঠা ৭: কলম ৩

জনান্তিক। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৯। সম্পাদক: রইসউদ্দিন ভূঞা। সংযুক্ত সম্পাদক: কাশেমুর রহমান খান। উপদেশকমণ্ডলী: মফিজুল ইসলাম, মাহবুব-উজ-জামান, দুলাল রহমান। সম্পাদক কর্তৃক টয়েনবি সারকুলার রোড, বিক্রমপুর হাউজ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও চৌধুরী প্রিন্টার্স, ৭১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ ৮৩/৪" × ৫৩/৪"। পত্রিকাটি পরে **ত্রৈমাসিকে** [১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা] রূপান্তরিত হয় ফাল্গুন ১৩৭৯-এ। সম্পাদক ছাড়াও সহকারী সম্পাদকরূপে দেখা যায় কাশেমুর রহমান খান ও রফিক আহমদের নাম। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত এক কৈফিয়তে বলা হয়:

> অস্বাভাবিক কারণে মাসিক জনান্তিক বর্তমান সংখ্যা হতে **ত্রৈমাসিক**রূপে প্রকাশিত হবে। মাসিকরূপে প্রকাশ করতে না পেরে আমরা দুঃখিত। আমাদের এ সংখ্যা বায়ান্নর শহীদদের স্মরণে।

সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৬৩ এবং দাম ১.০০।

পরবর্তী সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০। এটি ২য় বর্ষ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। সহকারী সম্পাদক কাশেমুর রহমান খান ছাড়াও সৈয়দ মাহবুব আলমের নাম দেখা যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। এর পরের সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র-কার্তিক ১৩৮০। এ-সংখ্যাটি সম্বন্ধে দৈনিক বাংলা: ১০ম বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা [২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩]-য় বলা হয়:

> খানিকটা অনিয়মিত প্রকাশ হলেও 'জনান্তিক' এখনো উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। মুদ্রণ পারিপাট্যে উজ্জ্বল ও সুচিন্তিত রচনাসূচীতে জনান্তিক সুধী পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছে। ত্রৈমাসিকও যদি নিয়মিত প্রকাশিত হতো এই পত্রিকা তাহলে অচিরেই **কণ্ঠস্বর** জাতীয় একটা আসন পাকাপাকিভাবে পেয়ে যেতো। অবশ্য সম্পাদক লেখা বাছাইয়ের ব্যাপারে বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেন না।

বর্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে সেই পুরনো প্রসঙ্গ। বহু আলোচিত প্রকাশনা শিল্পে যে সংকট শুরু হয়েছে তা নিয়ে জনান্তিক আশাহত, সবার মতোই। আর তাদের দুঃখ ব্যবসায়িকভাবে বাংলাদেশের বই ভারতে যাচ্ছে না কেন। তারা মনে করেন, এমতাবস্থায় বন্ধুত্ব ও স্বকীয়তা উভয়কূল রক্ষা করে একটি পন্থার উদ্ভাবন অপরিহার্য। তরুণদের লেখার ভাগই বেশী। সুব্রত বড়ুয়া, আসাদ চৌধুরীর প্রবন্ধ দুটিই বেশ উপভোগ্য। এ-ছাড়াও গল্প, কবিতা নিয়ে জনান্তিক পাঠক মন দখল করে রাখে অনেকক্ষণ। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ পত্রিকার আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

পরের সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৮০। সম্পাদক রইসউদ্দিন ভুঞা ছাড়াও এ-সংখ্যায় ব্যবস্থাপক সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক রূপে দেখা যায় যথাক্রমে মফিজুর ইসলাম ও ফারুক হায়দার চৌধুরীকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯ এবং দাম ১.০০। সংখ্যাটি মোঃ মহিউদ্দীন মোগল কর্তৃক ৬৭ শান্তিনগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বুক প্রমোশন প্রেস, ২৮ টয়েনবি সারকুলার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২য় বর্ষের পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০। এ-সংখ্যাটি মহান একুশে উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১ এবং দাম ১.০০ টাকা।

৩য় বর্ষের পরের সংখ্যাটির প্রকাশ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১। পৃষ্ঠা ৬১ এবং দাম ১.৫০।

৩য় বর্ষে অপর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮ এবং দাম ২.০০।

জনান্তিক ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র হলেও প্রকাশন সমস্যা মুক্ত নয়। একারণেই জনান্তিক শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা যথাসময়ে বের না হয়ে শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ যুগ্ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হলো। কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয়ের আধিক্যহেতু এই সংখ্যা থেকে জনান্তিক প্রতি সংখ্যার মূল্য দু'টাকা করা হলো।...

৪র্থ বর্ষের একটি সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮২। পৃষ্ঠা ৭৫। দাম ২.০০।

বীক্ষণ। 'চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী।' ১ম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭২ [কার্তিক ১৩৭৯]। সম্পাদক: রেজাউল হক দুলাল। সহ-সম্পাদক: নজরুল ইসলাম। সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি: মুনিমুল হক। পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে যা জানা যায়, তা হল:

> মাতৃভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা যৌবনে পা দিল এমন বলা যায় না। রাজশাহীর মত জায়গায় বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে থেকেও যে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক একটা পত্রিকা বের করতে পারলাম তা সৌভাগ্যের বিষয়।
>
> তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর উত্তরবঙ্গের এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অনেক সমস্যা আছে, বক্তব্য আছে। তবুও চলমান জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। পৃথিবীর দিকে দিকে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বার মানুষের কল্যাণে উন্মুক্ত। আমরা তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলেও অন্ততঃ পরিচিত হতে আপত্তি কি?

সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ। সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি মুনিমুল হক কর্তৃক ৩৫ শহীদ কাজী নূরন্নবী ছাত্রাবাস থেকে প্রকাশিত এবং আবদুর রশিদ খান কর্তৃক আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

শিলাকুঁড়ি। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭২। সম্পাদিকা: সৈয়দা হাফসা বেগম। সম্পাদকীয় "আমাদের কথা" থেকে জানা যায়:

> বাংলার মানুষ, মাটি, প্রকৃতি, শীলার কঠোরতায়, কুঁড়ির কোমলতায় লালিত। তাই আমাদের এ সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক একটি পত্রিকার প্রচেষ্টার নামকরণ "শিলাকুঁড়ি"।

প্রাচীন আর নবীনদের লেখা শিলাকুঁড়িতে থাকবে। প্রবীণরা আমাদের দিশারী, নবীনরা আমাদের উপাদান।

নিছক সাহিত্য ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন অধ্যায়ে জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন শিলাকুঁড়িতে ব্যক্ত হবে। সাহিত্যের লালিত্য, ভাষার অলঙ্কার না থাকলেও আমরা মনে করি সাহিত্যিকরা প্রকাশের কৌশলে সে সব উপাদানকে পাঠকের কাছে যাদুময় করে তোলবার প্রয়াস পাবেন।

আমাদের সম্পর্কে বলে রাখতে চাই উদারতাই আমাদের নীতি।···

পত্রিকাটি ২৩ আজিমপুর রোড থেকে প্রকাশিত এবং লতিফ আর্ট প্রেস, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮ এবং দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ৮৩/৪″ × ৫৩/৪″।

পত্রিকাটি পরে 'সৃজনশীল সাহিত্যপত্র' হিসেবে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৮২।

পূর্ণিমা। 'একটি প্রগতিশীল সিনেমা সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৬ নভেম্বর সোমবার ১৯৭২! সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: আবদুর রাজ্জাক। দৈনিক সংবাদ [২২শ বর্ষ ১৬২শ সংখ্যা: ২৭ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭২: পৃষ্ঠা ১]-এ একাশিত এক বিজ্ঞাপনে পূর্ণিমা সম্বন্ধে বলা হয়:

> তাহজীব আর তমদ্দুনের হিংস্র ছোবল থেকে সদ্য মুক্ত আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার হৃদগৌরব পুনরুদ্ধারের মহান শপথ নিয়ে আসছে ৬ই নভেম্বর শত রবি-শশী তারকা খচিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

পত্রিকাটি মো: রফিকুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদক কর্তৃক ৩২ হাটখোলা রোড, ঢাকা—৩ থেকে প্রকাশিত এবং লিথো আর্ট প্রেস, ১৫ কোর্ট হাউজ ষ্ট্রীট, ঢাকা—১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ এবং দাম ৫০ পয়সা।

ডাইজেষ্ট। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭২। সম্পাদক: মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান। সহকারী সম্পাদক: আয়শা চৌধুরী, আবুল কাশেম মুহাম্মদ হানিফ। প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আবুল বাসার মৃধা। পত্রিকাটির 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই একটি ডাইজেষ্ট পত্রিকার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। অভাব অনুভূত হওয়ার কারণও রয়েছে—বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব যুগে বেশ কয়েকটি ডাইজেষ্ট পত্রিকা ছিল—তার অগণিত পাঠকও ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর যুগে এ-সমস্ত ডাইজেষ্ট পত্রিকাগুলোর প্রকাশনা অজানিত কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ডাইজেষ্ট-এর পাঠকরা যেন হাপিয়ে উঠেছিলেন।...
>
> প্রথম সংখ্যা ডাইজেষ্ট বের করতে আমাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশের প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখকের লেখাই আমরা আমাদের পাঠকদের দিতে পারি নি।...
>
> সর্বশেষে যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে আমাদের পত্রিকা ঈদ সংখ্যা হয়েও ঈদের অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকাটি জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত। প্রধান কার্যালয়: রাস্তা নং ১৪: বাসা নং ৭২৩ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮ এবং দাম ১.০০ টাকা।

ঢাকা ডাইজেষ্ট। ডাইজেষ্ট পরে 'ঢাকা ডাইজেষ্ট' রূপে প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৭৩ [চৈত্র ১৩৭৯] থেকে। 'বিশেষ ঘোষণা'য় বলা হয়:

> বিশেষ কারণে ডাইজেষ্ট-এর নাম পরিবর্তন করতে হলো। তাই এপ্রিল ৭৩ থেকে 'ডাইজেষ্ট' 'ঢাকা ডাইজেষ্ট' নামে প্রকাশিত হবে।

এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৩৯১—৫২৮। দাম ১.৫০ টাকা।

থিয়েটার। নাট্য ত্রৈমাসিক। 'বাংলাদেশের প্রথম নাটকের পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংকলনের প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭২। সংকলনটি "মুনীর চৌধুরী

স্মারক সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার। সহ-যোগী : আসাদুজ্জামান নূর। পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কে 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ বলা হয় :

> এ ধরনের একটি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেক দিন ধরেই অনুভব করেছিলাম। এখন আমরা আশা করি আমাদের নাট্য কর্মীদের সাম্প্রতিক ভাবনা চিন্তা থিয়েটার পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ্যে উপস্থাপিত করা সম্ভব হবে।
>
> মুনীর চৌধুরী আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটি অবিস্মরণীয় প্রতিভা। আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের তিনিই জনক। সঙ্গত কারণেই থিয়েটার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 'মুনীর চৌধুরী স্মারক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল।

দৈনিক বাংলার [৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা : ১২ নভেম্বর রোববার ১৯৭২] ৩য় পৃষ্ঠায় থিয়েটার পত্রিকা সম্পর্কে বলা হয় :

> বাংলাদেশের প্রথম নাটকের পত্রিকা থিয়েটার গত সোমবার [৬ নভেম্বর ১৯৭২] ঢাকায় প্রকাশিত হয়েছে।
>
> মুনীর চৌধুরীর সর্বশেষ রচনা শেক্স্পীয়রের 'ওথেলোর' অসম্পূর্ণ অনুবাদ ও মুনীর চৌধুরীর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে পনেরো জন বিশিষ্ট লেখকের রচনা এ সংখ্যার আকর্ষণ। লেখক সূচীতে রয়েছেন : কবীর চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহীম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, শামসুর রাহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবদুল্লাহ আল মামুন, লায়লা সামাদ প্রমুখ।

পত্রিকার 'নিয়মাবলী'তে বলা হয় :

> থিয়েটার পত্রিকা বছরে কমপক্ষে চার বার বেরোবে। এতে থাকবে নাটক ও নাটকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত নিবন্ধ এবং নতুন লেখা নাটকের সমালোচনা, অভিনয় সমালোচনা ও নাট্যগোষ্ঠী পরিচিতির মতো নিয়মিত বিভাগ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৫ তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং এ্যাসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স লিমিটেড, ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৫ এবং দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ৯''×৫¾''।

পত্রিকার ২য় সংকলনটির প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩। সংকলনটি 'বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সংখ্যাটি উপরিউক্ত প্রেস থেকে আবদুল্লাহ আল মামুন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮ এবং দাম ২.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৮ এবং দাম ২.০০ টাকা। সংখ্যাটি সম্পর্কে স্বাতী বলেন:

> বর্তমান সংখ্যায় (মে '৭৩) তিনটি নাটক রয়েছে। অনুবাদ নাটক হ্যামলেট, সেলিম আল দীনের এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা ও রণেশ দাশগুপ্তের একটি ক্ষুদ্র নাটক 'ফেরী আসছে'। নাটক এখন—হাসান ফেরদৌস এই প্রবন্ধে নাটকের বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে উদাহরণ সমেত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর ভাষায় 'অসম্ভব নাটক' আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত নয় বলেছেন। তাঁর মতে নাটক যে যান্ত্রিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক ক্লিষ্টতার মুখে পাশ্চাত্যে গড়ে উঠেছে আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামোতে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে অনুরূপ পরিস্থিতি যন্ত্রণাক্ষুব্ধ ক্লিষ্টতা এখনো অনুপ্রবেশ করেনি। এ রকম আরো বহু বক্তব্য আছে যাতে নাট্য আন্দোলনের কর্মীরা দ্বিমত বা একমত পোষণ করতে পারেন। এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত থিয়েটারে পত্রস্থ হলে পাঠকেরাও তাদের মত গড়ে তুলতে পারবেন।
>
> ঢাকায় যখন একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কথা সরকার বিবেচনা করছেন তখন তাদের কথা ভেবেই বোধ করি আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেছেন রঙ্গমঞ্চের আকৃতি।
>
> অভিনয়ের শিক্ষক বলে উভয় বাংলায় সম্মানিত শম্ভু মিত্রের একটা

লেখা বর্তমান সংখ্যা থিয়েটারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অভিনয় শিল্পী সম্পর্কে শম্ভু মিত্র এমন কিছু কথা বলেছেন যার সাথে অভিনয় সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার বেশ গরমিল। শম্ভু-মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বিশ্বের আরো খ্যাতনামা নাট্যকার অভিনেতাদের অভিনয় সম্পর্কে কোন লেখা প্রতিটি সংখ্যায় পনর্মুদ্রিত করলে পাঠকেরা আনন্দিত হবে।[১]

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২ এবং দাম ২.০০ টাকা। এ-সংখ্যায় সম্পাদক রামেন্দু মজুমদার এবং সহ-কারী আসাদুজ্জামান নূর ছাড়াও সেলিম আল দীনকে অন্যতম সহকারী হিসেবে দেখা যায়।

যে কোন পত্রিকার বেশীর ভাগ পাঠক ঢাকা শহরে। ঢাকার বাইরে তার চাহিদা খুবই সীমিত। থিয়েটারও এর ব্যতিক্রম নয়। কাজেই এ পর্যন্ত প্রকাশনার এক বছরে চারটি সংখ্যার স্বচ্ছন্দ বিক্রিও বিভিন্ন মহলের আগ্রহ উৎসাহ অনেকের আশং-কাকে মিথ্যে প্রমাণিত করেছে।

বর্তমান সংখ্যা থিয়েটার-এর সম্পাদকীয়তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্প কি রকম ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে থিয়েটার সম্পাদক তার একটা স্পষ্ট ছবি এতে তুলে ধরেছেন।

কাগজ, ছাপা খরচ, বাঁধাই, প্রুফ দেখা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এতে দেখানো হয়েছে প্রতি সংখ্যা ১২২৫ কপি ছাপাতে তাদের ব্যয় পড়ে ৪৬০২.০০ টাকা। পত্রিকা বিক্রী বাবদ ফেরত আসে দেড় হাজার টাকা। বাকী তিন হাজার টাকার ঘাটতি পূরণ করতে হয় বিজ্ঞাপন থেকে। এই চেহারা শুধু থিয়েটারের বেলায় নয়। কণ্ঠস্বর থেকে শুরু করে সব সাময়িকীরই প্রায় একই সমস্যা।

---

[১] দৈনিক বাংলা ১৫ জুলাই রোববার ১৯৭৩

থিয়েটার বর্তমান সংখ্যায় সম্পূর্ণ নাটক লিখেছেন বুলবন ওসমান। এ ছাড়া অন্যান্য সূচীও বেশ আকর্ষণীয়। আশা করবো দ্বিতীয় বর্ষ থেকে থিয়েটারে আরো বৈচিত্র্যময় বিষয়ের সমাবেশ ঘটবে।[১]

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৭ এবং দাম ২.৫০ পয়সা। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে দেখা যায় মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে এবং সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেন সেলিম আল দীন ও নরেশ ভূঞা।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। এ-সংখ্যাটি 'একাংক সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ২০৪ এবং দাম ৩.০০ টাকা।

স্বাধীনতা উত্তরকালে গড়ে ওঠা সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনের নেপথ্যে থিয়েটার পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। পারিপার্শ্বিক নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

দুটি নিবন্ধ ও দশটি একাংকিকায় সমৃদ্ধ হয়ে থিয়েটার আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বশীর আল হেলালের নিবন্ধ 'নাটকের শতফল ফুটবে কি'? বেশ দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে লেখক নাটকের সমস্যা, সম্ভাবনা, সমাধান ইত্যাদির উপর সুচিন্তিতভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। নাটক সংশ্লিষ্ট নাট্যকর্মী বিশেষ করে লেখকদের তিনি আরও সচেতন, সজাগ হবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নাটকের পরিমাণের ক্রমবৃদ্ধি এবং মঞ্চায়নের প্রসারতা আমাদের ঐতিহ্যের অভাব ত্রুটি এবং আমাদের জাড্যজনিত শূন্যস্থান পূর্ণ করতে, সংলাপের উপযুক্ত ভাষা নির্মাণ করতে, মঞ্চের প্রায়োগিক কলাকৌশল আয়ত্তে আনতে সহায়ক হবে। শাহরিয়ার কবিরের প্রবন্ধ, '৭৩-এর নাটক : মূল্যবোধের সংঘাত।'

---

[১] দৈনিক বাংলা : ১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা [১১ নভেম্বর রোববার ১৯৭৩] পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭

বাংলাদেশের ইতিহাসে '৭৩ সাল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ করে নিবেদিত নাট্যকর্মীরা তাদের অভীপ্স লক্ষ্যের দিকে সাহসিকতার সংগে এগিয়ে গেছেন। '৭৩-এ নাটকের মঞ্চায়ন ও রচনা উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক মূল্যবোধ ও দ্বন্দ্বের সংঘাত পরিলক্ষিত হয়েছে। তরুণ নাট্যকারদের রচনায় তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অপরিহার্যভাবে উপেক্ষিত হয়েছে রাজনৈতিকবোধ। প্রবন্ধকার আশা প্রকাশ করেছেন যে, '৭৩-এ সৃষ্ট দ্বন্দ্ব '৭৪-এ আরও বিকশিত হবে। বর্তমানে আমরা মূল্যবোধের চরম বিপর্যয়ে দোলায়মান। এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের জন্যে যেমন প্রকৃত দ্বন্দ্ব নির্ধারণের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সৃষ্টিরও। একাংকিকা লিখেছেন যথাক্রমে মুনীর চৌধুরী [মর্মান্তিক], আল মনসুর [হে জনতা, আর একবার], আনিস চৌধুরী [যেখানে সূর্য], মমতাজউদ্দিন আহমদ [স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা], নূরুল করিম নাসিম [বিজন বাড়ী নেই], ডব্লিউ. বি. ইয়েটস [ক্যাথলিন : কবীর চৌধুরী অনূদিত], সেলিম আল দীন [সংবাদ কার্টুন], আবদুল্লাহ আল মামুন (বুদ্ধিজীবী), আলাউদ্দিন আল আজাদ [জোয়ার থেকে বলছি], নীলিমা ইব্রাহীম [যে অরণ্যে আলো নেই]। মুনীর চৌধুরীর 'মর্মান্তিক' একটি গীতি রণ-রঙ্গ নাট্য। সেলিম আল দীনের 'সংবাদ কার্টুন' এরই মধ্যে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। কবীর চৌধুরী অনূদিত ইয়েটস-এর নাটকটিও উল্লেখযোগ্য।[১]

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ১৩৩। দাম ৩.০০ টাকা। পাঁচ মাস পর আবার ত্রৈমাসিক থিয়েটারের নতুন সংখ্যা আগষ্ট '৭৫। নিতুন কুণ্ডুর আঁকা মুখোশ প্রতীকাশ্রয়ী সুন্দর প্রচ্ছদে

[১]দৈনিক পূর্বদেশ, ১০ মার্চ রোববার ১৯৭৪ [৫ম বর্ষ ১৯৬ শ সংখ্যা] পৃষ্ঠা ৮।

আবৃত এই পত্রিকা ইতিমধ্যে বেশ পাঠক দখল করেছে। বর্ত-মান সংখ্যায় দুটি নাটক রয়েছে। আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে' ও হাবীব আহসানের 'পলাতক পালিয়ে গেছে।' প্রবন্ধ আছে সাতটি আর নিয়মিত বিভাগ। বর্ত-মান সংখ্যা 'থিয়েটারে বুদ্ধদেব বসুর সামগ্রিক নাট্যকর্মের একটি মূল্যায়ন করা হলে পাঠকরা খুশী হতেন। আবুল মোমেন শুধু 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' সম্পর্কেই আলোকপাত করেছেন। ঢাকায় মঞ্চস্থ নাটকগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা গেলে ভালো হতো।[১]

বাংলার বাণী [৩য় বর্ষ ২৪০শ সংখ্যা : রবিবার : ২৭শে অক্টোবর ১৯৭৪] উপরোক্ত সংখ্যাটি সম্বন্ধে বলেন :

> বর্তমানে কাগজ ও মুদ্রণ সংকট তীব্রতর হওয়ায় সাধারণ সংখ্যা থিয়েটারের প্রকাশনা ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রতি কপি সাড়ে সাত টাকা। ন্যায্য মূল্যে কাগজ পেলে এ ব্যয় কমে ছয় টাকায় নামবে। অথবা প্রতি কপি বিক্রি হবে তিন টাকা। কথাগুলো সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয়। সম্পাদক রামেন্দু মজুমদার ভবিষ্যতে কি করে থিয়েটারের প্রকাশনা অব্যাহত রাখবেন সে ভাবনায় অত্যন্ত বিচলিত।
>
> এ সংখ্যায় দু'টি নাটক—একটি আবদুল্লাহ আল মামুনের অন্যটি লিখেছেন হাবিব আহসান। নিবন্ধে আছেন আলী যাকের, আবুল মোমেন, জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল, দিলীপ ঘোষ, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মমতাজউদ্দীন আহমদ, ওয়াসিউদ্দীন আহমদ। আরো আছে নিয়মিত বিভাগ।
>
> 'নাটকে আলো' নিবন্ধটি লিখেছেন দিলীপ ঘোষ। আলো দিয়ে বাজিমাৎ করার মতো নাটক আমাদের দেশে নাই। এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বৈকি। তবু পশ্চিম বাংলার তুলনায় অন্তত এদিক থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। কিছুদিন আগে বাংলা

---

[১] দৈনিক বাংলা : ১০ম বর্ষ ৩২৫শ সংখ্যা রোববার ২২সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

—১২

একাডেমিতে দু'টি নাটক অভিনীত হয়ে গেলো. দেখে রীতি-মত চমকে যাবার ব্যাপার। আলোর জন্যই নাটক দু'টি বেশী মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। আর তাড়াতাড়ি আমাদেরকে নাটকের গভীরে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ২৯৭। দাম ৫.০০ টাকা।

চলতি বিশেষ সংখ্যাটি দীর্ঘ কলেবরে প্রকাশিত। এতে মোট সাতটি নাটক গ্রথিত হয়েছে। দেশীয় নাটক ছাড়াও এ সংখ্যায় দু'টি বিদেশী নাটক ইলেকট্রা ও ফেরেঙ্ক মলনারের 'ভেঁপুতে বেহাগ' [আতাউর রহমান ও আসাদুজ্জামান রূপান্তরিত] পত্রস্থ হয়েছে। রামেন্দু মজুমদারের নিবন্ধ 'সোভিয়েত দেশে নাটক' যথেষ্ট দরকারী। এই পর্যায়ের নিয়মিত নিবন্ধ বিভিন্ন দেশের নাট্যচর্চার সঙ্গে আমাদের সম্যক সুযোগ ঘটাতে সক্ষম হবে।[১]

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আগষ্ট ১৯৭৫। দৈনিক সংবাদ [২৫শ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা : ৭ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭৫] থেকে জানা যায় :

থিয়েটার ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় মুনীর চৌধুরীর নাটক 'মহারাজ' এর পূর্ণমুদ্রণ এ সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। মুনীর চৌধুরীর এ নাটকটিতে আশ্চর্য এক সরস পদ্যের এবং ইঙ্গিতময়তার আভাস মেলে।

শাহরিয়ার কবীর 'নাট্য আন্দোলনের সমস্যা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে নাট্য আন্দোলনের সমীক্ষা, প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গী সংক্রান্ত মৌল বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

বিশিষ্ট নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধে সমস্যা দূরীকরণ সম্পর্কে কোন তীক্ষ্ণ সুপারিশ নেই। উৎপল দত্তের

---

[১]দৈনিক পূর্বদেশ : ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৭৭শ সংখ্যা [জুন রোববার ১৯৭৫]

নাট্য প্রযোজনা পরিচালনা ও অভিনয় সম্পর্কে আলোকপাত আছে। নাট্যকর্মীদের জন্য এ প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান বলা চলে। আক্তার কমল তাঁর 'রংহীন সিগন্যাল' নাটকে যুব মানস আশ্চর্য প্রতীক-ময়তায় উপস্থাপিত করেছেন।

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল মার্চ ১৯৭৬। পৃষ্ঠা ১৬৩। দাম ৩.০০ টাকা।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

৮ম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা জুলাই ১৯৮০। সম্পাদক ছাড়াও নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। সম্পাদকের 'নিবেদন'-এ বলা হয়:

> বর্তমান সংখ্যা প্রকাশে আমাদের তিন মাস দেরী হয়ে গেল।··· তারপর কাগজ আর ছাপার খরচ যে হারে বাড়ছে, তার সাথে আমরা আর পাল্লা দিয়ে পারছি না।···বর্তমান সংখ্যা থিয়েটারের ক্রোড়পত্র ৩২ পৃষ্ঠা বাদে প্রতি কপির জন্যে খরচ দাঁড়াবে ১৬ টাকার উপর। এজেন্সি কমিশন ও ডাক খরচ বাদ দিয়ে আমাদের হাতে আসবে ৫ টাকা। সুতরাং বাকী বিরাট অংকের ঘাটতি আমরা মেটাব কি করে? ···
>
> কিছুদিন আগে ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের জনৈক প্রতিবেদক থিয়েটারের চলতি নাটক সেনাপতির বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ আনেন। তিনি উৎপল দত্তর এবার রাজার পালার সাথে সেনাপতির নানা সাদৃশ্য আবিস্কার করেন। আমাদের প্রতিবাদ তাঁকে আরো সেচ্চার করে তোলে।···তাই বর্তমান সংখ্যায় সেনাপতির সাথে উৎপল দত্তর নাটকটিও ছাপা হোল। আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলাম।···

মৈত্রী। 'বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির মাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ [নভেম্বর ১৯৭২]। সম্পাদিকা: বেগম সুফিয়া কামাল। সম্পাদকীয় থেকে এ-পত্রিকার উদ্দেশ্য জানা যায়। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বাংলাদেশের জনগণকে পরিচিত করে সমিতির মাসিক মুখপত্র 'মৈত্রী' দু'দেশের সম্পর্কে সুদৃঢ় করবে।

নিজেদের দেশে সমাজতন্ত্রকে সংহত করার সাথে সাথে সোভিয়েত জনগণ উপনিবেশবাদ বিরোধী সকল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। সোভিয়েতের সমর্থনে আজ সর্বত্র শান্তি, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। মাসিক 'মৈত্রী' বাংলাদেশের এ আন্দালনের সৈনিক।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির পক্ষে মোহাম্মদ নবী কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েটেড প্রিণ্টার্স লিঃ, ৩/১ জনসন সড়ক, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪ এবং দাম ১.০০ টাকা। 'নিয়মাবলী'তে বলা হয়:

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোন ভাষা থেকে গল্প-কবিতা, সোভিয়েত সাহিত্যিক বা সাহিত্যকর্মের উপর আলোচনা, বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যা, চলচ্চিত্র খেলাধূলা তথা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতির উপর লেখা পাঠাতে পারেন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম এবং শান্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে রচিত প্রবন্ধাদি গ্রহণযোগ্য।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৭৯ [ডিসেম্বর ১৯৭২]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩।

১ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম সংখ্যা [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৩]।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮০ [এপ্রিল ১৯৭৩]।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৮০ [জুলাই ১৯৭৩]।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২ এবং দাম ১.০০ টাকা।

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মার্চ-মে ১৯৭৬। সংখ্যাটি 'লেনিন জন্মজয়ন্তী সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৮। দাম ১.৫০। সাইজ: ৯½″×৭″।

গণডাক। সাপ্তাহিক। 'রবিবাসরীয় সংবাদপত্র।' ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ কার্তিক রোববার ১৩৮০। [১১ নভেম্বর ১৯৭৩]।

প্রধান সম্পাদক: আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্। পত্রিকার সঙ্গে অরূপ তালুকদারও জড়িত আছেন বলে জানা যায়।

পত্রিকাটি প্রধান সম্পাদক কর্তৃক গণডাক কার্যালয়, সদর রোড থেকে প্রকাশিত এবং হাবিব প্রেস, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২০ পয়সা।

পত্রিকাটিতে বরিশাল জেলার খবরাখবর ছাড়াও থাকে 'সাহিত্যের পাতা।' সাহিত্যের পাতায় ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

চিত্ররথ। 'চলচ্চিত্র-সাহিত্য মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৯। ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৩ [বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০]।

সম্পাদক: এ. এল. জহিরুল হক খান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের সহায়তা করাই এর মূল লক্ষ্য।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫৩ দীননাথ সেন সড়ক, ঢাকা-৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি টাইটেল প্রেস, ২৩ হরিচরণ রায় সড়ক, ঢাকা ৪ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪ এবং দাম ১.০০।

যুববার্তা। সাপ্তাহিক। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মৈত্রীর মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

[১৯ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৭৯]। সম্পাদক : এ. টি. এম শামসুদ্দিন। যুগ্ম সম্পাদক : শহীদুল হক। প্রযুক্তি সম্পাদক : আলী আকবর। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে পত্রিকা সম্পর্কে 'কয়েকটি কথা'য় পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলা হয় :

> ...যুববার্তার এইটি প্রথম সংখ্যা। নিয়মিত এ পত্রিকাটি পড়লে আপনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের যুব সম্প্রদায়ের জীবনে প্রধান কি কি ঘটনা ঘটেছে, তা সবই জানতে পারবেন। এই পত্রিকা আপনাকে সোভিয়েত তরুণ-তরুণীদের দৈনন্দিন জীবন ও তাদের বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাস, সোভিয়েত ক্ষমতার সংগ্রামে তাদের অংশ গ্রহণ, প্রথম যুব কমিউনিষ্ট লীগারবৃন্দ মহান দেশপ্রেমমূলক যুদ্ধের বছরগুলোতে (১৯৪১-১৯৪৫) তরুণ বীরদের অসমসাহসিক কার্য ইত্যাদি সম্পর্কে সব কিছুই জানাবে। এতে আপনি সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরগুলোর এবং প্রথম সোভি-য়েত পাঁচশালা পরিকল্পনার ঐতিহাসিক চিত্রাবলী দেখতে পাবেন। পত্রিকাটিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলোর নবীন লেখক ও শিল্পীদের সম্পর্কে, কৃষি ও শিল্পের প্রখ্যাত শ্রমিকদের সম্পর্কে এবং পার্লামেন্টের তরুণ সদস্যদের সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় কাহিনী থাকবে।
>
> সোভিয়েত-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিকাশ সম্বন্ধে পত্রিকাটি সর্বদা আপনাকে অবহিত রাখবে।
>
> এ পত্রিকায় আপনি সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, ক্রীড়া, ইত্যাদি বিষয়ে চিত্তাকর্ষক বহু কিছুই পাবেন।

পত্রিকাটি বাংলাদেশে অবস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগের পক্ষে ভি. টি. কোলবেৎস্কি কর্তৃক ৫৪১/এ, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নম্বর ১২, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক পাইওনিয়ার প্রেস, ২ রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ১০ পয়সা।

পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

সৈকত বার্তা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২। সম্পাদক : শহীদ সেরনিয়াবাত।

> একটি সংখ্যা হলেও সাংবাদিক দৃষ্টিতে এটি অনেক পরিণত ছিল। বরিশালের শহীদ ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের একটা তালিকা ছিল।[১]

কুহেলিকা। ত্রৈমাসিক। 'আন্তর্জাতিক পত্র মিতালী ও সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৭৯। সম্পাদক : মাহবুবুর রহমান। কুহেলিকার 'নিয়মাবলী'তে বলা হয় :

> কুহেলিকা একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও আন্তর্জাতিক পত্র মিতালী পত্রিকা। ইহাতে প্রকাশের জন্য গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ নাটক, জীবনী, হাস্যরস, ধাঁধা ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' থেকে এর উদ্দেশ্য জানা যায় :

> ···যুব সমাজের আশা আকাঙ্খা কুহেলিকা-সংকটিত। কুহেলিকায় ছেয়ে গেছে যেনো সব কিছু। এই কুহেলিকা থেকে কুহেলিকা অবস্থা যেন কুহেলিকাতংক সৃষ্টি করেছে। তাই কুহেলিকা সাময়িকীটার আত্মপ্রকাশকে একটা কুহেলিকা প্রলাপও বলতে পারেন। যদি মনে করেন।···

পত্রিকাটি কুহেলিকা সংসদ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। কার্যালয় : ২৯/২ জিগাতলা, ঢাকা-৯। মুদ্রণে : আই. বি. প্রেস। পৃষ্ঠা ৩৩। দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ ১০″ × ৭½″।

চতুর্মাত্রা। [?]। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৭৯। সম্পাদক: শাহনুর খান। সহযোগী সম্পাদক : শাহনেওয়াজ খান। পত্রিকাটি মিসেস সালেমা খাতুন ১৫১ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কাঁঠালবাগান, ঢাকা-৫ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম কর্তৃক শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫ এবং দাম ১.০০ টাকা।

---

[১]রবীন সমাদ্দার প্রাগুক্ত।

এ সংখ্যায় লিখেছেন : আলী মনোয়ার [আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ], মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ [শিল্প : স্বতন্ত্র ও সর্বজনীন], শামসুর রাহমান [তুমিই গন্তব্য], হাসান হাফিজুর রহমান [একটি সাক্ষাৎকারের প্রত্যাশায়], রফিক আজাদ [স্মৃতি, তাদের মতো ঘড়ি], সিকদার আমিনুল হক [যুগল বন্দী], শাহনুর খান [এরোড্রামে প্লেন], মুহম্মদ নূরুল হুদা [রমণী], আবিদ আজাদ [অভিজ্ঞান], মহাদেব সাহা [কলংক], হাবীবুল্লাহ সিরাজী [দেয়ালে দেয়াল ভাঙছে], এজরা পাউণ্ডের চারিটি কবিতা অনুবাদ সিহাব সরকার, আবদুল মান্নান সৈয়দ [একা], হাইনরিখ ব্যোল [বার্তা], নূরুল করিম নাসিম [ইভ]।

তিলোত্তমা। মহিলা পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ [৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯]। সম্পাদিকা : বেগম রোকেয়া রহমান সম্পাদকীয় 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু'র কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

> …অযুত শহীদের পবিত্রতম স্মৃতি বুকে করে 'তিলোত্তমা' আজকে তার আত্মপ্রকাশের দিন হিসাবে বেছে নিয়েছে। যে স্বপ্ন বাংলা মায়ের আদরের দুলালদের চরম আত্মোৎসর্গের পথে টেনে এনেছিল, যে আদর্শ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দুর্জয় সংকল্পে উজ্জীবিত করেছিল, 'তিলোত্তমা' সেই পতাকাই হাতে তুলে নিয়েছে।
>
> … … …
>
> স্বাধীন বাংলাদেশের আজকের এই পুণ্য দিনের 'তিলোত্তমা' তাই ঘোষণা করতে চায় নারীর আপন ভাগ্য জয় করার সংগ্রামে আমরা উচ্চকণ্ঠ হবার শপথ নিয়েই আত্মপ্রকাশ করছি। নারী হিসাবে কৃপার বা করুণার বিশেষ মর্যাদা নয়, মানুষ হিসেবে সকল মৌলিক মানবিক মর্যাদায় এ দেশের নারী সমাজকে অভিষিক্ত করার প্রয়াসই 'তিলোত্তমা'র আত্মপ্রকাশের উৎস।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২ মীরপুর রোড,

ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ১৬০ এলিফ্যান্ট রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২ এবং দাম ৭৫ পয়সা।

পত্রিকাটি ঠিক এক বছর পর [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ : ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৮০] পুনরায় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। তবে সম্পাদকীয় ছাড়া অন্যান্য রচনা ভিন্ন ভিন্ন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪। দাম ৫০ পয়সা। পুনরায় পত্রিকাটি 'পাক্ষিক মহিলা মুখপত্র' হিসাবে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭। সম্পাদিকা মাহমুদা পারভীন। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ১.০০ টাকা।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১১ নভেম্বর ১৯৭৮।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক আলম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও তিলোত্তমা প্রকাশনী ও ছাপাখানা, পি/২১ নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫.০০।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৫ নভেম্বর ১৯৭৮।

নবারুণ [১]। 'সচিত্র কিশোর মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৯ [ডিসেম্বর ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ। সহযোগী : এস. কে. এম. শামসুল হক।

পত্রিকাটি প্রকাশন বিভাগ [৭৪ বিজয়নগর, ঢাকা-২] তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর পক্ষে মহিউদ্দিন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ্যাসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিমিটেড-এর পক্ষে শামসুল ইসলাম কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬ এবং দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮০। পৃষ্ঠা সংখ্যার ৬৪ এবং দাম ৫০ পয়সা।

---

[১] দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এই নামে আবদুস সাত্তার-এর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৭৭। শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৭৮ [অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭১]।

৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৮৬ [অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৯]। সম্পাদক : মসউদুর রহমান। সম্পাদকীয় শাখা : খালিদা এদিব চৌধুরী, এনায়েত মওলা, আবদুল হান্নান কোরাইশী, সিরাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আবু সাঈদ। পৃষ্ঠা ৭২। দাম ১'৫০।

নব-পর্যায়ে পত্রিকাটি [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৮৯ [জুলাই ১৯৮২] সম্পাদক : আবদুস সাত্তার। সহকারী সম্পাদক : খালেদা এদিব চৌধুরী। সহ-সম্পাদক : মনওয়ার হোসেন ও মুস্তফা জামাল। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয় :

> দীর্ঘদীন পর আবার নবারুণ আত্মপ্রকাশ করেছে। মাঝ খানে এই বিরতিতে আমরা লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অনেক চিঠিপত্র পেয়েছি। সবাই পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশের জন্য দাবী জানিয়েছেন। আমরা তাদের আগ্রহ সম্বল করেই সবার আনন্দের নিদর্শন সংযোগ করছি পবিত্র রমজান শেষে ঈদের আনন্দের সঙ্গে।

পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ১.৫০ টাকা। সাইজ : ৯½''×৭''।

৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ জৈষ্ঠ্যে ১৩৯০ [মে ১৯৮৩]

সবুজ কণ্ঠ। 'কেন্দ্রীয় সবুজ সাহিত্য আসরের বার্ষিকী।' প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭২। সম্পাদক : নাসরীন সুলতানা রুকু, সুখময় চক্রবর্তী, শেখ মুহম্মদ কামারুজ্জামান। বার্ষিকীটি শহীদ ডাঃ এম. শফীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

বার্ষিকীটি কেন্দ্রীয় সবুজ সাহিত্য আসর, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রকাশিত এবং মডার্ণ প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ১০½''×১০¾''। সবুজ কণ্ঠ পরে 'সবুজ সাহিত্যে আসরের মুখপত্র' হিসেবে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয় [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] বৈশাখ ১৩৮০। সম্পাদক : সুখময় চক্রবর্তী। যুগ্ম সম্পাদক : আবদুল অদুদ।

পত্রিকাটি কেন্দ্রীয় সবুজ সাহিত্য আসরের পক্ষ থেকে এ. বি. এম. ওসমান গণি কর্তৃক প্রকাশিত এবং কমরেড প্রেস, ১২৬ স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম

থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায়:

> কেন্দ্রীয় 'সবুজ সাহিত্য আসরের' মুখপত্র মাসিক সবুজ কণ্ঠ পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো। জনজীবনের সর্বত্র বিশেষ করে নবীন ও তরুণদের মাঝে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতে এবং গণমুখী সাহিত্য সৃষ্টির এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে 'সবুজ সাহিত্য আসর' বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে 'সবুজ কণ্ঠে'র মাধ্যমে এক বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছে। 'সবুজ সাহিত্য আসর' বিশ্বাস করে নবীন ও ক্ষুদে উৎসাহী লেখক-লেখিকা এবং শিল্পীরা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা পেলে ভুল-শুদ্ধের মাধ্যমেই একদিন ভাল সাহিত্যিক ও শিল্পী হবে।··· তাই এই আদর্শের ফলশ্রুতি হিসেবেই মাসিক 'সবুজ কণ্ঠের' আত্মপ্রকাশ।···

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ এবং দাম ২৫ পয়সা। এ সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে এ-পত্রিকা সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত তথ্য জানা যায়:

> সবুজদের ভুল-শুদ্ধ লেখা নিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা মাসিক 'সবুজ কণ্ঠ' আত্মপ্রকাশ করলো। আসরের সদস্য-সদস্যাদের টিফিনের বাঁচানো পয়সা, সামান্য কিছু বিজ্ঞাপনের যৎসামান্য অর্থ ও সবুজদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে সম্বল করে আমরা সবুজ কণ্ঠ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। জানি না আমরা সবুজ কণ্ঠের প্রকাশকে কতটুকু নিয়মবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করতে পারি।
>
> আমাদের পত্রিকায় ইচ্ছে করেই আমরা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণদের লেখা থেকে ক্ষুদে ও নবীনদের লেখাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কেননা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণ লেখক-লেখিকাদের লেখা প্রকাশের জন্যে বহু পত্র-পত্রিকা থাকলেও ক্ষুদে ও নবীন লেখক-লেখিকাদের নিজস্ব কোন পত্রিকা বা সংকলন খুব কমই চোখে পড়ে। আগামীদিনের

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করতে হলে ক্ষুদে ও নবীনদের অবহেলা করা যায় না। অথচ ক্ষুদে ও নবীনরা আজ পর্যন্ত অবহেলিত ও উপেক্ষিত।--ভুল-শুদ্ধ লিখে হাত পাকানোই আমাদের উদ্দেশ্য। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'সবুজ কণ্ঠ' আত্মপ্রকাশ করছে।...

১ম বর্ষ ১০ম-১২শ [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মাঘ-চৈত্র ১৩৮০। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৪ এবং দাম ২৫ পয়সা। সম্পাদক: এ. বি. এম. ওসমান গনি। পরিচালনা সম্পাদক: শ্যামল অভুদ। বিভাগীয় সম্পাদক: মোস্তফা সবুজ ও শামসুদ্দিন হারুন। সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক: মনসুর জোয়ারদার। বর্তমানে পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৩৮ আলকরণ রোড, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং মেসার্স দি নিউ স্টার প্রেস, ১৯০ হাজারী লেইন থেকে মুদ্রিত।

আরোগ্য। 'মাতৃভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র নিরীক্ষামূলক সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ২৪ মার্চ শনিবার ১৯৭৩। সম্পাদক: শাহনেওয়াজ খান ও জিয়াউদ্দীন সাদেক। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

মুক্তির মৃত্যুহীন শহীদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নবাগত ভাইবোনদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ কামনা করে আরোগ্য প্রকাশিত হলো।

দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে এবারের সংখ্যা প্রচুর বিলম্বিত হয়ে গেল।...

আরোগ্য একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। মাতৃভাষাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের মাধ্যম করা এবং চিকিৎসক, ও চিকিৎসা চিকিৎসালয়ের প্রাপ্য মান মর্যাদা দেওয়া ও জনগণের সংগে ডাক্তারদের সত্যিকার সহজ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার সংগ্রামের শুরু থেকে এর জন্ম।

সেবার সত্যিকার নিষ্পাপ রূপ দেখার তাগিদ অনুভব করছে বাংলাদেশ। এর প্রত্যেক স্তরের বিশৃঙ্খলা, অসত্য অসাধুতা ও কালিমা মুছে ফেলার আহ্বান জানায় আরোগ্য। নূতন সৃষ্টির মুখপত্র হউক আরোগ্যের ব্যন্জনা।...

পত্রিকাটি আরোগ্য এর সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে শাহাদাৎ হোসেন কর্তৃক ১৭ ডঃ ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং লতিফ আর্ট প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২০ পয়সা।

পূর্বাচল[১]। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ [ডিসেম্বর ১৯৭২।

সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : মহিউদ্দিন আহমদ। পত্রিকাটি প্রকাশনা বিভাগ [৭৪ বিজয়নগর, ঢাকা-২] তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মহিউদ্দিন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং প্যারামাউন্ট প্রেস, ঢাকা থেকে মোঃ মোবারক আলী কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২ এবং দাম ১·০০ টাকা। সাইজ ৯$\frac{3}{4}$″ × ৭$\frac{3}{4}$″।

মাসিক বই-এ [৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা : মার্চ ১৯৭৩] পত্রিকাটির ১ম ও ২য় সংখ্যা সম্বন্ধে বলা হয় :

> 'পূর্বাচল' প্রথম সংখ্যা বিজয় দিবস হিসেবে বেরিয়েছে। এ-সংখ্যায় কবি নজরুল ইসলামের 'বাঙালীর বাংলা' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। অন্য তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ আলী আহসান ও শাহাবুদ্দিন আহমদ। আলোচনা বিভাগে লিখেছেন আবদুল হক. আবদুল মতিন, সিদ্দিকুর রহমান এবং সৈয়দ জিয়াউর রহমান। নবীন এবং প্রবীণ কবিদের কবিতা ছাড়াও রয়েছে তিনটি গল্প এবং পুস্তক পরিচিতি বিভাগ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাসেম খান,···দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন নুরুল ইসলাম,···। কয়েকটি ভালো প্রবন্ধ রয়েছে এতে, লিখেছেন ডক্টর

---

[১] স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ২৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে **'মাহে নও'** নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত, স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় 'পূর্বাচল'। পূর্বাচল নাম গ্রহণের পূর্বে এটি **'পূবালী'** নামে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল বলে জানা যায়।

ওয়াকিল আহমদ, মুহম্মদ আবু তালিব, বুলবুল ওসমান, অধ্যাপক আবদুল কাদের খান এবং গাজী শামসুর রহমান। কবিতা লিখেছেন আশরাফ সিদ্দিকী, জামালউদ্দিন মোল্লা, কায়সুল হক, হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং সিকদার আমিনুল হক। গল্প লিখেছেন অরূপ তালুকদার, মাফরুহা চৌধুরী এবং দানীউল হক। নাটক লিখেছেন আ. ন. ম. বজলুর রশীদ। --পুস্তক পরিচিতি বিভাগটি ভালো। বিশেষতঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনা মনোরম।

১ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৯ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩] এবং ষষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮০ [মে ১৯৭৩] পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২ এবং দাম ৫০ পয়সা। ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৮৩ [জুলাই ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬। দাম ১.৫০। এর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সংবাদ[১]। সাপ্তাহিক। প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৯ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৭৯ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২]। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: কাজী মুজাম্মিল হক।[২]

পত্রিকাটি প্রকাশনা বিভাগ [৭৪ বিজয় নগর, ঢাকা-২] তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর পক্ষে মহিউদ্দিন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত ও এম. আলম কর্তৃক ইডেন প্রেস, ৪২/এ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৮ বৈশাখ শুক্রবার ১৩৮০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২ এবং দাম ১৫ পয়সা।

---

[১]স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকা থেকে তিনটি সরকারী পত্রিকা [সাপ্তাহিক] প্রকাশিত হত: 'পাকিস্তানী খবর' 'পাক জমহুরিয়াত' এবং 'পাক-সমাচার'। স্বাধীনতার পর উক্ত তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিবর্তে 'বাংলাদেশ সংবাদ' নামে একটি মাত্র সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়।

[২]স্বাধীনতার পূর্বে পাক-জমহুরিয়াতের সম্পাদক ছিলেন।

শ্রমিক বার্তা। 'গণমানুষের নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক মুখপত্র'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ পৌষ শুক্রবার ১৩৭৯ [২২ ডিসেম্বর ১৯৭২]। সম্পাদক : মঈনুল হাছান। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় 'কেন শ্রমিক বার্তা' থেকে পত্রিকাটির যে-উদ্দেশ্য জানা যায়, তা হল :

> …১৯৬৫ ইং এর আগ পর্যন্ত আমাদের দেশের শ্রমিকদের শ্রমিক হিসাবে কখনও গণ্য করা হয় নি। ১৯৬৮-৬৯ এর দিনে শ্রমিক-গণ নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। এর ফলে সব সময় পত্র-পত্রিকায় নেহায়েত অনিচ্ছা সত্ত্বে দু-একটি শ্রমিক নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হত। এ ছাড়া শ্রমিকদের সঠিক বক্তব্য কোনদিনই অতীতে প্রকাশ হয় নি। এর পেছনে একটা কারণও ছিল। সে হচ্ছে আমলা ও পুঁজিপতি কর্তৃক এই সব পত্র-পত্রিকা নিয়ন্ত্রিত হত। বর্তমানে কোথাও কোথাও সে সব শক্তির বিলুপ্তি ঘটেছে বলে কিছুটা মনে হচ্ছে। তথাপি যেখানে সকল মানুষের সঠিক সরকার ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কথা ভাবা হচ্ছে সেখানে জনগণের তথা গণমানুষের কণ্ঠ ও সঠিক বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য একটি নিরপেক্ষ মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর সেই প্রয়োজনেই আত্মউৎসর্গ করার শপথ নিয়ে বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছে 'শ্রমিক বার্তা'।
>
> 'শ্রমিক বার্তা'র জন্মগত শপথ হচ্ছে সকল সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং সকল অসত্য ও অন্যায়ের বিপক্ষে অচল অটল থাকা। এ-ছাড়া বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের সকল সত্যকে জনগণের জ্ঞান রাজ্যে তুলে ধরার শপথও গ্রহণ করেছে শ্রমিক বার্তা।

পত্রিকাটি আবদুল কুদ্দুস কর্তৃক ৩৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ১৭$\frac{১}{৪}$'' × ১১$\frac{১}{২}$''। ২য় বর্ষ ২৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১৫ কার্তিক সোমবার ১৩৮০ [২৯ অক্টোবর ১৯৭৩]। এ-সংখ্যায় 'আমাদের বক্তব্য'-এ বলা হয় :

> পরিবর্তিত পদক্ষেপে আমরা চলতে শুরু করেছি।…
>
> …আমরা নিরপেক্ষ উদার চরিত্র নিয়ে চলতে চাই। সাংবাদিক

> সততাই আমাদের প্রধান মূলধন। শ্রমিকবার্তা কোন দলের নয়। আর শ্রমিক বার্তার কোন দল নেই। মেহনতী মানুষ তথা এ-দেশের নিরানব্বই ভাগ খেটে খাওয়া মানুষ যদি কোন শ্রেণী পর্যায়ে পড়ে তাহলে শ্রমিকবার্তা সেই শ্রেণীর কণ্ঠস্বর।

উপরোক্ত উর্দ্ধতির প্রথম বাক্যটি থেকে মনে হয় এ-শ্রমিকবার্তা পূর্বোক্ত শ্রমিকবার্তারই উত্তরসূরী। তবে এ সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে দেখা যায় কাজী শামসুল হককে। সংখ্যাটি আবু সালেম কর্তৃক ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৫৫ ইসলামপুর রোড, পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা। ৩য় বর্ষ ২৬শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৯ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৮১ [২৫ নভেম্বর ১৯৭৪]। এ-সময় পত্রিকাটি 'সোমবারের নিরপেক্ষ জাতীয় পত্রিকা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: কাজী শামসুল হক। পত্রিকাটি আবু সালেম কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পেরিয়াল প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। কার্যালয়: ৫৫ ইসলামপুর রোড (৩য় তলা) ঢাকা-১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ৩০ পয়সা।

... ...

ভারত বিচিত্রা। মাসিক। ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ৩০ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭৩। সংখ্যাটি 'বিশেষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: স্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ভারতীয় হাই কমিশন, ১৭ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক ১ থেকে প্রকাশিত এবং এ্যাবকো প্রেস, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২।

পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

উত্তরাধিকার। 'বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার [প্রথম বিশেষ বর্ষ শুরু সংখ্যা] প্রকাশ পৌষ ১৩৭৯ [জানুয়ারী ১৯৭৩]। সম্পাদক: মযহারুল ইসলাম। সংখ্যাটির শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়:

> 'উত্তরাধিকার' পত্রিকাটির একটি বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে অধিক সংখ্যক গ্রন্থ সমালোচনার ব্যবস্থা করা। ...আগামী সংখ্যায় সমসাময়িক নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হবে, যেখানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন আলোচনামূলক লেখা ছাপা হবে।...

পত্রিকাটি ফজলে রাবিব, উপ-পরিচালক, প্রকাশন বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুহম্মদ ওবায়দুল্লাহ, ২ জিন্দাবাহার ২য় গলি, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১১৬। দাম ২.00 টাকা। সাইজ: ৯¾''×৭''।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল মাঘ ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও সহ-সম্পাদক হিসেবে দেখা যায় রশীদ হায়দার ও রফিক আজাদের নাম। 'বিনীত নিবেদন'-এ বলা হয়:

> আমরা অত্যন্ত দুঃখিত—ফেব্রুয়ারী মাসের পত্রিকা যে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। ছাপাখানা সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম ধারণা আছে, তাঁরা জানেন, বাংলাদেশে বর্তমানে কী ভয়াবহ মুদ্রণ

সংকট চলছে। ছাপাখানাগুলোর অসম্ভব ব্যস্ততা, বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি, মনোস্পুল, ভালো কালি ইত্যাদির অভাব শুধু আমাদের পত্রিকা নয়, বলা যায়, সার্বিকভাবে বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্প একটা হুমকির সম্মুখীন।

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮১ [আগস্ট ১৯৭৪]। এ-সংখ্যা থেকে সম্পাদক হন নীলিমা ইব্রাহিম। পৃষ্ঠা ৮৮। দাম ১.৫০। উত্তরাধিকার ৩য় বর্ষ ৩য়-৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যা পর্যন্ত [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫] নীলিমা ইব্রাহিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ৩য় বর্ষ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা [মে-জুন ১৯৭৫] থেকে সম্পাদক হন মুস্তাফা নুর-উল ইসলাম। মে ১৯৭৬ পর্যন্ত [৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা] তাঁরই সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ সংখ্যা [জুন ১৯৭৬] থেকে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন আশরাফ সিদ্দিকী।

১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৮২ [শ্রাবণ ১৩৮৯]। সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম ভূঞা। সহ-সম্পাদক : রফিক আজাদ, রশীদ হায়দার। পৃষ্ঠা ৬৬। দাম ৬.০০। ১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আগষ্ট ১৯৮২ [ভাদ্র ১৩৮৯]।

১১শ বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৩। সম্পাদক : মনজুরে মওলা। সহ-সম্পাদক : সেলিনা হোসেন, রশীদ হায়দার। সংখ্যাটি 'হাসান হাফিজুর রহমানকে নিবেদিত সংখ্যা।' পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৯। দাম ১০.০০ টাকা।

খেলাধূলা। 'নিরপেক্ষ ক্রীড়া মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৮ পৌষ ১৩৭৯ [১২ জানুয়ারী ১৯৭৩]। সম্পাদক: আবুল কাসেম ও আবদুস সাঈদ। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য :

> বাংলাদেশের খেলাধূলার উন্নতির প্রচেষ্টা, গঠনমূলক লেখার মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রের বৈষম্য দূরীকরণ, দেশের বিভিন্ন অংশের খেলাধূলা প্রসারের প্রচেষ্টা।

সম্পাদকীয় 'আমাদের বক্তব্য'-এ অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে বলা হয় :

খেলাধূলার মান উন্নয়নে সব চেয়ে বেশী সহায়তা করে গঠনমূলক সমালোচনা ও আলোচনা। খেলাধূলা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজন পড়ে খেলাধূলা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা ও বইপত্রের। সেগুলোর দারুন অভাব রয়েছে আমাদের দেশে।

এই অভাব কিঞ্চিৎ পরিত্রাণ দেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এই খেলাধূলা পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।...

পৃষ্ঠা ২৬। দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ: ৯½''×৭½''।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটির প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ [২৪ মাঘ ১৩৭৯]। উক্ত সংখ্যায় 'খেলাধূলার শুভ উদ্বোধন' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

শনিবার ২০শে জানুয়ারী।...একটি পরিচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দেশের প্রবীণ ও নবীন ক্রীড়ামোদীদের শুভাশীষ নিয়ে খেলাধূলা পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে।...

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৩৬। দাম ৫০ পয়সা। পত্রিকাটি সাহেরা হামিদ কর্তৃক ২৬ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা ৪ থেকে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৪র্থ এবং ৭ম সংখ্যাদ্বয়ের প্রকাশ যথাক্রমে এপ্রিল ১৯৮৩ ও সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৩৭ এবং ২০। দাম ৫০ পয়সা।

দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন প্রেরণা নিয়ে আবদুল হামিদ ভাই বের করলেন মাসিক খেলাধূলা পত্রিকাটি। পত্রিকাটির দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধে তুচ্ছ করে খেলাধূলার স্বার্থে। বর্তমানে পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হচ্ছে না। হামিদ ভাই কয়েকদিন পূর্বে বলেছিলেন, কাগজের অভাবে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না।[১]...

---

[১]ইকরামউজ্জামান: নেই ক্রীড়া পত্রিকা, সাহিত্য [দৈনিক ইত্তেফাক: ১৯ জুন রোববার ১৯৭৪], পৃষ্ঠা ৪।

জনপদ । দৈনিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১০ মাঘ বুধবার ১৩৭৯ [২৪ জানুয়ারী ১৯৭৩]। সম্পাদক : আবদুল গাফফার চৌধুরী। সম্পাদকীয় 'জনমত ও জনপদ'-এ যে বক্তব্য রাখা হয় তা হল :

> জনতা জনগণকে নিয়েই 'জনপদ।' সুতরাং জনসাধারণের কাছে 'জনপদে'র নতুন করে বলার কিছুই নেই। তবু যাত্রা আরম্ভের দিনে নিজের সম্পর্কে কিছু বলা প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার। তাই 'জন-পদে'র এই আত্ম নিবেদন।
>
> আমরা বড় গলায় কিছু বলতে চাই না। 'দেশ ও জাতির সেবা', 'নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সাংবাদিকতা' কোনটারই প্রতিশ্রুতি পাঠক-দের বড় গলায় আমরা উচ্চারণ করতে চাই না। ফলেন পরি-চিয়তে। বাংলাদেশের পাঠক আমাদের প্রতিদিনের বক্তব্য ও ভূমিকা দ্বারাই আমাদের পরিচয় পাবেন। বাংলাদেশ বড় সচেতন পাঠ-কের দেশ। শুধু বহিরঙ্গ বা বিজ্ঞাপনের বক্তব্য দিয়ে তাঁরা কোন পত্রিকার পরিচয় চিহ্নিত করেন না। তাঁরা পত্রিকাটির প্রতি-দিনের বক্তব্য অনুধাবন করে বুঝতে চান তার আসল রূপ। 'জন-পদ'-ও তাই জনমতের কষ্টিপাথরে পরীক্ষাপ্রার্থী। এই পরীক্ষায় জয়ী হয়েই সে জনগণের মনে তার আসন করে নিতে চায়। যাঁরা দলমত-নিরপেক্ষতার কথা বলেন, তাঁরা আসলে ফাঁকা কথা বলেন। এ যুগে দল-নিরপেক্ষতা, সম্ভব নয়। অধিকাংশ মানু-ষের ভালোমন্দ রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে। আছে সমাজ ও দেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা। পত্রিকা বা খবরের কাগজের বেলাতেও এই কথা সত্য। কিন্তু প্রকৃত সংবাদপত্রের কাজ, নিজের মতটাকেই অভ্রান্ত বলে প্রচার করা নয়। কেবল অপরের ছিদ্রান্বেষণ এবং অপরের মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করা নয়। নিজের মতকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা এবং অপরের মত যুক্তিগ্রাহ্য হলে তা গ্রহণ করার মত মানসিক ঔদার্য সৎ-সংবাদপত্রের থাকা উচিত।...তার ভূমিকা সুস্থ জনমত গঠনের। প্রয়োজনে ভয় ও

বাধাকে তুচ্ছ করে শুধু জনমত তুলে ধরা। আবার প্রয়োজনে অসুস্থ জনমতকে সুস্থতার পথে ফিরিয়ে আনা, জনরুচি তৈরী করা।

...দারিদ্র্যপীড়িত, জন-জীবনে আজ যে অসহ দ্রব্যমূল্যের বোঝা, মুদ্রাস্ফীতি রাক্ষসের করাল মুখ ব্যাদান, হিংসা ও রক্তপাতের বিভীষিকা পদে পদে স্বাধীনতার স্বাদকে তেতো করে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হওয়া আজ সব দেশ-প্রেমিক নাগরিকের মত, সংবাদপত্রের পবিত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'জনপদ' এই দায়িত্ব সর্বাগ্রে পালন করতে চায়। 'জনপদ' জনতার প্রকৃত মুখপত্র হয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

পত্রিকাটি পুনর্ভবা মুদ্রণী ও প্রকাশনী সংস্থা লিমিটেডের পক্ষে সৈয়দ হায়দার আলী কর্তৃক এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স, ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং ৫১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮,২০। দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ৩৬শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৮ ফাল্গুন শনিবার ১৩৮০ [২ মার্চ ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ১৩৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১ আষাঢ় সোমবার ১৩৮২ [১৬ জুন ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৪০ পয়সা। এই সংখ্যাটির পর দৈনিক জনপদের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুনরায় প্রকাশিত হয়। [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায়] সম্ভবতঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯। ১ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭৯ [১৬ ফাল্গুন ১৩৮৫]। সম্পাদক: হাবিবউদ্দিন আহমদ। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৬১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও মধুমতি মুদ্রায়ণ, ৮১ মতিঝিল ৪র্থ বর্ষ ৯৯শ সংখ্যা ১ জুন মঙ্গলবার ১৯৮২ [১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭০।

বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৫০। পত্রিকাটির প্রকাশনা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

তাহজীব। 'ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৭৯। সম্পাদক : মহিউদ্দিন শামী। উপদেষ্টা : মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, ডক্টর মোহাম্মদ ইসহাক, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জালালউদ্দিন। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। পত্রিকাটি মো: মহিউদ্দীন শামী কর্তৃক ২৭ সুকলাল দাস লেন, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং অক্ষরিকা মুদ্রণ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৮০। পৃষ্ঠা ৪২। দাম ১'০০ টাকা।

ধলেশ্বরী। 'গল্প মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৩। সম্পাদিকা : নাছিমা খান। যুগ্ম সম্পাদক : শামসুল হক হায়দরী। সম্পাদনায় সহযোগী : নাহিদা সুলতানা ও লাভর্লা হোসেন। উপদেষ্টা : সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ [সম্পাদক চিত্রালী], জোবেদা খানম ও আলাদীন আলী নূর।

> বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই ধলেশ্বরীর মূল উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটি খান শাহজাহান কর্তৃক ২০ জি আজিমপুর কলোনী, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৬। দাম ১'০০ টাকা। সাইজ : ৯"×৬"। এ-সংখ্যায় লিখেছেন : শওকত ওসমান [বার্তাবহ,] নাছিমা হাফিজ [বিবর্ণ অস্তিত্ব], সুকুমার দাস [মিথুলী], মো: ইকবাল হোসেন [দরদী], দিদারো, [৪৬ নম্বর শব], গী-দ্য-মোপাসাঁ [বুড়ো ঘোড়ার গল্প], মোহাম্মদ ইউনুছ [লাল কালো রক্ত], দিলারা আলম [সমাধান], খোন্দকার ওলিউল ইসলাম [কানফুল], আলাদীন আলী নূর [ইউসুফ জোলেখা] প্রমুখ।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ [ফাল্গুন ১৩৭৯]। সংখ্যাটি খান শাহজাহান কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২১ মীরপুর রোড, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭৫। দাম ১'০০

টাকা। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৩ [চৈত্র ১৩৭৯]। দৈনিক বাংলায় [২০ মে ১৯৭৩] স্বাতী সংখ্যাটি সম্বন্ধে বলেন :

> ঢাকার আজিমপুর কলোনী থেকে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণভাবে প্রকাশিত ধলেশ্বরী। ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর একটি গল্প অনুবাদ করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। বাকী সব লেখা মহিলাদের। এমন কি প্রচ্ছদ শিল্পী পর্যন্ত। ওসমান গনি নামে আরেকজন লেখকের গল্প আছে। অনুবাদ ছাড়া বাকী প্রায় সব লেখাই কাঁচা হাতের। রোমান্টিকতার ছড়াছড়ি।...

১ম বর্ষের অপর একটি সংখ্যার প্রকাশ জুন-জুলাই ১৯৭৩। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ১'০০ টাকা। এ-সংখ্যাটি মুদ্রিত হয় ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫/৩ হাটখোলা, ঢাকা থেকে।

> ঢাকার আজিমপুর থেকে কয়েকজন সাহিত্য উৎসাহী মহিলা ধলেশ্বরীর উদ্যোক্তা। এর আগেও কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়েছে যেগুলো তুলনামূলকভাবে জুন-জুলাই সংখ্যা থেকে ভালো। এর আগের সংখ্যাটি মনে হয়েছে অনেক যত্ন নিয়ে বেরিয়েছে। এবারের প্রচ্ছদপটও কলেজ ম্যাগাজিনের কৈশোরত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। স্বাভাবিকভাবে প্রথম গল্প দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।... ধলেশ্বরীর বদৌলতে তাঁর একটা গল্প পড়ার সুযোগ পেলাম।
>
> ধলেশ্বরীর অন্যান্য প্রায় সব লেখাই সাধারণ। বিভাগীয় ফিচারগুলো মোটামুটি ভালো বলা চলে। সম্পাদিকার আগ্রহ যে-রকম তাতে অনায়াসে ধলেশ্বরী আরো উন্নতমানের হতে পারতো।[১]

৩য় বর্ষের একটি সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫। সংখ্যাটি সম্পাদিকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং বারকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৯৬। দাম ১'৫০। সম্পাদিকা ছাড়া সম্পাদনায় সহযোগী হিসেবে দেখা যায় নাহিদ সুলতানা ও

---

[১]দৈনিক বাংলা : ১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা [১১ নভেম্বর ১৯৭৬], পৃষ্ঠা ৭

লাভলী হোসেনকে। উপদেষ্টা: সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, মোঃ শহী-
দুল্লাহ ও হাফিজউদ্দিন খান।

উক্ত বর্ষের অপর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুন-জুলাই ১৯৭৫।
পৃষ্ঠা ৮০। দাম ১.৫০।

দর্শন। মাসিক। 'বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার
প্রকাশ মাঘ ১৩৭৯। সম্পাদক: দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। দৈনিক
পূর্বদেশ [৪র্থ বর্ষ ২৭৪শ সংখ্যা: ২৭ মে রোববার ১৯৭৩] পত্রিকায়
'দর্শন' সম্পর্কে বলা হয়:

> বাংলাদেশের সাহিত্য দর্শন আলোচনা বিরল দর্শন। ইতিপূর্বে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার প্রতি উপেক্ষাই হয়তো এর মুখ্য কারণ। পরিভাষাগত জটিলতাও ছিল প্রবল। শেষোক্ত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পর ১৯৬২ সালে (শহীদ) ডঃ জি. সি. দেব ছাড়া বাংলা ভাষায় কেউ মৌলিক দর্শন পুস্তক রচনা করেননি। বস্তুতঃ তাঁর লেখা 'আমার জীবন দর্শন' পুস্তকই বাংলাদেশের সাহিত্যে এখন পর্যন্ত একমাত্র মৌলিক দর্শন তত্ত্বসমৃদ্ধ পুস্তক। ইতিমধ্যে অবশ্য কিছু কিছু পাঠ্য ও রেফারেন্স পুস্তক বাংলায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক লেখা প্রকাশিত হয়নি একটিও। এই অবস্থায় বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মাসিক মুখপত্র দর্শন-এর প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ দিকদর্শন। দর্শন সম্পর্কে এদেশে এটাই প্রথম পত্রিকা এবং দেশের দর্শন তত্ত্ব আলোচনায় যৌথ প্রযাসের এটাই প্রথম সমৃদ্ধ ফসল। সাধারণতঃ ঐ ধরনের সমিতি তাদের বক্তব্য মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ না করার মধ্যেই এক ধরনের আত্মপ্রসাদ ও প্রশংসার ব্যতিক্রম।
>
> বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র-দেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে দর্শন তার যাত্রা শুরু করেছে। [১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতে পাক বাহিনীর হাতে তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন]। পত্রিকাটিতে সরদার

ফজলুল করিম জ্ঞানগর্ভ-আলোচনাও করেছেন। মুখবন্ধে পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : শিক্ষায়তনের বাইরেও দর্শনকে জনপ্রিয় করা। এ প্রয়াস সফল হলে আমরা খুশী হব।

দর্শন-এর প্রথম সংখ্যা যথার্থ মূল্যবান নিবন্ধে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে হাসন রেজার সর্বেশ্বরবাদ শীর্ষক রচনাটিতে মৌলিকতা বর্তমান [নিবন্ধকার : অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ]। এই নিবন্ধ হাসন রেজা ও তাঁর দর্শন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করবে। অধ্যাপক সাইদুর রহমানের 'কল্যাণ দর্শন' অত্যন্ত যুগোপযোগী প্রবন্ধ। দর্শনকে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির চিলেকোঠা থেকে নামিয়ে মানব কল্যাণের কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। দর্শনের এই প্রয়োগধর্মিতার দিকেই অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন ডঃ আবদুল মতিন তাঁর 'মানদণ্ড জীবন দর্শনের এক অধ্যায়' শীর্ষক নিবন্ধে। হাসনা বেগমের প্লেটোর সাম্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা অবশ্য সরলভাব দোষে দুষ্ট।

প্রথম সংখ্যা দর্শন এ সাম্প্রতিক দর্শনধারা সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ নেই।...

সংখ্যাটির দাম ৪.০০ টাকা।

পূর্বাভাস। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ. 'উদ্বোধনী সংখ্যা'র প্রকাশ ২৫ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৭৯ (৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩)। সম্পাদক : সেকান্দর হায়াত মজুমদার। 'পূর্বাভাসের যাত্রা শুরু' নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায় :

'পূর্বাভাস' কেন? এ প্রশ্নের অবতারণা অস্বাভাবিক নয়। অতীত ঘটনা ও বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সমাধানমূলক ইঙ্গিত দিতে পারলেই পূর্বাভাস নামের সার্থকতা ফুটে উঠবে।...

...যুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে সব কাগজ বের হয়েছে এর মধ্যে অধিকাংশই শিরোনামার লেখা নিরপেক্ষতা হতে দূরে

সরে গিয়ে বিশেষ শ্রেণীর মুখপত্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু দলীয় প্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করলে দেশের ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চাপা পড়ে যায় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই বড় হয়ে দেখা যায়। অবশ্য দলীয় প্রচারেরও দরকার আছে। কিন্তু জনগণকে পুতুল হিসেবে শ্লোগানের মুখে রেখে মায়া কান্না করলেই দলীয় পত্রিকার সুনাম বিনষ্ট হয়। ...পূর্বাভাস কোন দলীয় কাগজ নয়—হলফ করে বললেও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হয়ে যায়—কারণ সংবাদপত্রের ভূমিকা কোন চাপা বা গোপন ব্যাপার নয়। পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই পূর্বাভাস-এর ভূমিকা ফুটে উঠবে। আমাদের বক্তব্য হল সংবাদপত্র দেশ ও জাতির কল্যাণেই ব্যবহার করা উচিত। অশালীন নয় এমন সব বক্তব্য দল মত নির্বিশেষে পত্রিকার পৃষ্ঠায় তুলে ধরে এর গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমেও সংবাদপত্র চালিয়ে নেয়া যায়। বিশেষতঃ আমরা অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বরং এটুকু বক্তব্যই রাখলাম।

...গঠনমূলক সমালোচনাকে কেউই ভয় করা উচিত নয়। ক্ষমতাসীন অথবা ক্ষমতাবিহীন দল সবাই সঠিক পথের সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে কাজে লাগানো দরকার।...

পূর্বাভাস তার যাত্রা শুরুতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যের বিরাট ব্যবধানকে ঘুচাবার উদ্দেশ্যে আমরা ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করব বলে আশা করছি।...আমরা দলমত নির্বিশেষে, সবার বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করব বলে দৃঢ় আশা পোষণ করছি। আমাদের ভূমিকা হলো সরকারের ক্রটিবিচ্যুতির সংশোধন, বিরোধীদলের বক্তব্যকে তুলে ধরা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ উপযোগী উপাখ্যান তুলে ধরা।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক বাংলা প্রেস, ৩১/৩২ পি. কে. রায় রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ইস্পাহানী ভবন, বাংলা বাজার, ঢাকা-১

থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ ২২১/৪×১৮´।
১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৮ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৮০ [১৩ জুলাই ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৬ দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ২২৩/৪´´×১৫১/২´´। পরে উক্ত সাপ্তাহিকটি দৈনিকে পরিবর্তিত হয়। তবে দৈনিক হিসেবে বেশিদিন চলেছে বলে মনে হয় না।

অর্চনা। 'ত্রিমুখীর প্রগতিশীল মাসিক।' ১ম বর্ষ 'সূচনা সংখ্যা'র প্রকাশ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ [ফাল্গুন ১৩৭৯]। সংখ্যাটি 'শহীদ দিবস বিশেষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: এ. কে. এম. আনোয়ার হোসেন, মোকাদ্দেসুর রহমান, আলিমুজ্জামান হারু। নির্বাহী সম্পাদক: গোলাম মোরশেদ চৌধুরী, এস. আবদুল্লাহ্ সাইদ।

> আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। নবজাতক বাংলাদেশের সম্মুখে সমস্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের অবারিত পথ আজ খুলে গিয়েছে। সেই পথ ধরে সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদির চরম বিকাশ এবং নবরূপায়ণ কল্পে 'অর্চনা'র আত্মপ্রকাশ। আশা করছি 'অর্চনা' সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠকসমাজকে বিচিত্র রসের সন্ধান দেবে। একুশ আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলনের উৎস মুখ। তাই একুশেই 'অর্চনা'র আত্মপ্রকাশ ঘটলো।···

পত্রিকাটি ত্রিমুখীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণ মুদ্রায়ণ, ৫২ বিজয়নগর নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা ২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৫। দাম ১·০০ টাকা। সাইজ: ১০´´×৭১/২´´। ১ম বর্ষ ২য়-৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩ [চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৯-৮০]। এ-সংখ্যায় কর্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: এ. কে. এম. আনোয়ার হোসেন। সম্পাদক: মোকাদ্দেসুর রহমান পান্না, আলিমুজ্জামান হারু। নির্বাহী সম্পাদক: গোলাম মোরশেদ চৌধুরী, আবু জাফর ফারুক আহমেদ। পৃষ্ঠা ৬০। দাম ৫০ পয়সা।

অর্চনার 'বিশেষ কবিতা সংখ্যা' প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। এ-সংখ্যায় সম্পাদক মাহমুদ আনোয়ার হোসেন, মোকাদ্দেসুর রহমান ও

আলিমুজ্জামান। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২৩″×১৮″। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৪। এটি 'বিশেষ গল্প সংখ্যা' রূপে অভিহিত। এতে আছে মোট দশটি গল্প। বিকট ছায়া (বুলবুল চৌধুরী), সময় (রাহাত খান), অমীমাংসিত (সুব্রত বড়ুয়া), জ্বালা (মোকাদ্দেসুর রহমান), কি রকম ছায়া (মাহমুদ আনোয়ার হোসেন), শিকার (আলিমুজ্জামান), চলো লোকালয়ে যাই (সালেহ আহমদ), জ্যোৎস্নার মুখোমুখী (খালেদা এদিব চৌধুরী), আকাশ: হৃদয়: ভালবাসা (রাবেয়া বেগম রোজী), এবং তিনু (এনায়েত রসুল)। সংখ্যাটি ত্রিমুখীর প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে এইচ/১৭ বি. জি. প্রেস ষ্টাফ কোয়াটার, তেজগাঁও, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ, ৩৪২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২৩″×১৮¾″। সম্পাদক: মাহমুদ আনোয়ার হোসেন, মোকাদ্দেসুর রহমান, আলিমুজ্জামান।

আয়ুধ। 'মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। সংখ্যাটি 'ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' সম্পাদক: আখতার আযম। সহযোগী সম্পাদক: মঈনউদ্দীন মুনশী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ডা: এস. কে. লেন, কাটনার পাড়া, বগুড়া থেকে প্রকাশিত এবং মোজাহিদ প্রেস, তাঁতীপাড়া, সিলেট থেকে মুদ্রিত। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক—আয়ুধ: মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস, সিলেট। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪৫। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ৮¼″×৫¾″। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭৩। এ-সংখ্যায় 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ বলা হয়:

> দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আয়ুধ আবার বেরুলো। মাসিক হিসাবে নয়, সাহিত্যবিজ্ঞান ত্রৈমাসিক রূপে।

এ-সংখ্যায় মঈনউদ্দীন মুনশী ছাড়াও দিলীপকুমার ভট্টাচার্যকে সহযোগী

সম্পাদকরূপে দেখা যায়। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ: ১০´´×৭½´´।

কচিকণ্ঠ। 'সচিত্র কিশোর মাসিক। সূর্যসেনার মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৩]। সম্পাদক: এ. টি. এম. মমতাজউল ইসলাম ডাবলু। সহ-সম্পাদক: ফয়জুল কবীর। উপদেষ্টা: বন্দে আলী মিয়া, শামসুল হক কোরায়শী, আবদুর রহমান। এ-সংখ্যায় লিখেছেন: বন্দে আলী মিয়া (অসুর দলী: কবিতা), এ. এস. এম. রুহুল কুদ্দুস (ভাষা আন্দোলনের টুকরো কথা: প্রবন্ধ), শামসুর রহমান (খান না: কবিতা), এ. টি. এম. মমতাজউল ইসলাম ডাবলু (একটি মৃত্যুর আনন্দ: গল্প), মজহারুল হান্নান (শহীদ স্মরণে কবিতা), ফয়জুল কবীর (একটি ইস্তেহার এবং ··: গল্প) এবং আরও অনেকে। এ ছাড়াও আছে 'নতুন কিছু শেখো', 'ভাবী লিখিয়ের পাতা', ধাঁধা ইত্যাদি। পত্রিকাটি সাইফুল ইসলাম কর্তৃক বাংলা সাহিত্যিকী অস্থায়ী কার্যালয়, এ/৩৫ উপশহর, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত এবং টাউন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২০। দাম ৬০ পয়সা।

কাদামাটি। সংকলন। ১ম সংকলনটির প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৯ [২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। সম্পাদক: মো: বদরুদ্দিন দেওয়ান।

সংকলনটি কাদামাটি সাহিত্য সংস্কৃতি গোষ্ঠী, রিকাবী বাজার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৬। দাম লিখিত নেই। সাইজ: ৮⅞´´× ৫⅞´´। পত্রিকাটি পরে **ত্রৈমাসিক**রূপে প্রকাশিত হয়। ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮০। এ-সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪৬। দাম ৫০ পয়সা। ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটির প্রকাশ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮০ [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৩]। এটি 'কবি সুকান্ত সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৪। দাম ১·০০ টাকা। সম্পাদক ছাড়াও সহ-সম্পাদকরূপে দেখা যায় কেফায়েতউল্লাহকে। ২য় [?]বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০। [ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৪] সংখ্যাটি '২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে' প্রকাশিত। এটি 'দ্বি-বার্ষিক সংখ্যা'। পৃষ্ঠা-৪৮। দাম ১·০০। ৩য়

বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি সম্পর্কে 'সহ-সভাপতির কথা'য় বলা হয়:

> এবারের সংখ্যাটি কাদামাটি দ্বি-বার্ষিক সংখ্যা।...বিদ্রোহী কবি নজরুলের সুমহান জন্ম-জয়ন্তীতে গোষ্ঠীর সভ্যদের সুচিন্তিত মনের মাধ্যমে কাদামাটির জন্মের কথা ঘোষণা করেছিল...।
>
> আজ কাদামাটি তৃতীয় বর্ষে পা রাখলো...।

'সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর থেকে' জানা যায়:

> ...এ যাবৎ গোষ্ঠী প্রগতিশীল লেখক-লেখিকার লেখায় সমৃদ্ধ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর আটখানা সংকলন প্রকাশ করেছে...।

শেষোক্ত সংখ্যাটি সম্পর্কে দৈনিক পূর্বদেশ [২৩ জুন রোববার ১৯৭৪]-এ বলা হয়:

> 'কাদাকাটি' সাহিত্য-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর একটি নিয়মিত ঋতু পত্রিকা। ভালোমন্দ লেখার সংমিশ্রণ এই সংখ্যার কাদামাটি। নজরুল সম্পর্কিত দুটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন শাহাবুদ্দিন আহমদ ও না. মো: কামরুল হাসান। আবদুর রাজ্জাক হাওলাদারের 'ধর্ম ও জীবন' প্রবন্ধটিও বেশ তথ্য সমৃদ্ধ। গোলাম কাদের গোলাপ, শহীদুজ্জামান ফিরোজ, আশরাফ আলম প্রমুখ এতে কবিতা লিখেছেন। হাসান ফকরীর শিশুনাট্য 'রাক্ষস সাবধান রাক্ষস' পড়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান' এর কথা মনে পড়ে।

সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪৩। দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ৯১/৪"×৭১/৪"।

৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যাটির প্রকাশ মে-জুন ১৯৭৫ [জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৩৮। দাম ২.০০ টাকা। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে জানা যায়:

> ...কাদামাটির তিনটি বৎসরও চলে গেলো, অতীতের বহু স্মৃতিকে কালের গর্ভে রেখে কাদামাটি চতুর্থ বর্ষে পা রাখল।...

ধানশালিকের দেশ। 'বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ছোটদের মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। সম্পাদক: মযহারুল ইসলাম। পত্রিকাটি সম্পর্কে 'সম্পাদকের কথা'য় বলা হয়:

…সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন করার জন্য বাংলা একাডেমী এগিয়ে এসেছে। শিশুদের মানসিক বিকাশ চাই—আজকের শিশু-কিশোর আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক। তাদের কচি মনকে গড়ে তোলার জন্য মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বাংলা একাডেমীর ন্যায় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে 'ধানশালিকের দেশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা হল।…

পত্রিকাটি ফজলে রাব্বি কর্তৃক প্রকাশিত এবং পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার ২য় গলি, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ: ৯১/৪″×৭″।

১ম বর্ষ ৩য় ৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। [এপ্রিল-মে ১৯৭৩]। এ-সংখ্যা থেকে সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন হাসান জান।

১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৮৯ [সেপ্টেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: রফিকুল ইসলাম ভূঞা। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ২.০০। ১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা কার্তিক ১৩৮৯ [অক্টোবর ১৯৮২]।

১০ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ২.০০ টাকা।

পত্রিকাটি আপাততঃ বন্ধ রয়েছে।

প্রবাসী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩। সম্পাদক: এ. কে. এম. মুস্তাফিজুর রহমান। সহ-সম্পাদিকা: বেগম ফজিলা মুস্তাফিজ। সহযোগী সম্পাদক: আবুল কাশেম। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৪ কে. ডি. ঘোষ রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং নূর মুহম্মদ কর্তৃক জনতা ছাপখানা, ৮৭ খান জাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৪ আশ্বিন সোমবার ১৩৮০ [১ অক্টোবর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৪৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১ পৌষ সোমবার ১৩৮০ [১৭ ডিসেম্বর

১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। ২য় বর্ষ ১৭শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১০ আষাঢ় সোমবার ১৩৮১ [২৪ জুন ১৯৭৪]।

বিজয় বার্তা। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটির প্রকাশ মার্চ ১৯৭৩। শেষোক্ত সংখ্যাটি 'মহান স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: এস. এম. কবির। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: মতিলাল চৌধুরী। সহ-কার্যনির্বাহী সম্পাদক: কাজী মনিরুল হক।

পত্রিকাটি ২১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত। ২য় সংখ্যার পৃষ্ঠা ৪৪, ১৬। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ১১"×৮"।

পত্রিকাটি 'আন্তর্জাতিক সাময়িকী [গবেষণামূলক বিচিত্রা]' রূপে অভিহিত এবং 'দ্বিভাষিক' [বাংলা ও ইংরেজী] রূপে মুদ্রিত। ২য় সংখ্যার শেষ ১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজী রচনাবলী।

'বিজয় বার্তা'র অপর যে সংখ্যাটি [সেটি কোন্ সংখ্যা পত্রিকায় উল্লেখ নেই] দেখেছি, সেটির প্রকাশকাল মার্চ ১৯৭৪। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও নির্বাহী সম্পাদক রূপে দেখা যায় মাইনুল হক ভূঁইয়াকে। পৃষ্ঠা ৬৪।

রমনা ডাইজেষ্ট। প্রথম সংকলনের প্রকাশ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩। সম্পাদক: মোস্তফা হারুন। সংকলনটি নিজামউদ্দিন কর্তৃক ৭০ আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮ এবং দাম ১'২৫ পয়সা। 'প্রকাশকের কথা' থেকে পত্রিকাটি সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল:

> রমনা ডাইজেষ্টের প্রকাশ সম্পূর্ণ আকস্মিক। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সম্ভবত: এত স্বল্প সময়ের পরিকল্পনায় আর কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। কথায় কথায় সম্পাদককে বললাম চলুন আমরা একটা ডাইজেষ্ট মাসিক বের করি। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন এবং কয়েক ঘণ্টা পরই রমনা ডাইজেষ্টের

ম্যাটার প্রেসে দেয়া শুরু হয়। রমনা ডাইজেষ্টকে সুখপাঠ্য মনোরম মাসিক হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করার সামগ্রিক পরিকল্পনা রয়েছে। মুক্তিবাণী প্রকাশনা সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টা এবং দীনতম আয়োজনপুষ্ট এবং রমনা ডাইজেষ্ট তারই দ্বিতীয় প্রকাশনা মাত্র।...

শতদল। 'কিশোর-পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৯ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। সম্পাদক : এ. এল. জহিরুল হক খান। পত্রিকাটি প্রকাশের যে উদ্দেশ্য, তা হল :

> কিশোরমতি বালক-বালিকার মনের ও চিন্তার খোরাক যোগানো এবং সাহিত্য প্রেরণা সৃষ্টি।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫৩ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪ থেকে প্রকাশিত এবং ৪১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা থেকে পল্লী ছাপাখানা কর্তৃক মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৭৯ [মার্চ ১৯৭৩]। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৭। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৮০ [এপ্রিল ১৯৭৩]। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'শতদল প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা' থেকে জানা যায় :

> ভাষা-আন্দোলনের মহান শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়ে শতদল এর যাত্রা শুরু। প্রাক্তন **হিতবাদী** ও **চিত্ররথ**-এর সুযোগ্য সম্পাদক জনাব এ. এল জহিরুল হক খান সাহেবের সম্পাদনায় কিশোর-মাসিক পত্রিকা শতদল বেরুচ্ছে ...।

অর্থাৎ, পত্রিকাটি পাক্ষিকরূপে শুরু হয়ে **মাসিকে** রূপান্তরিত হয়। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮০। সম্পাদক ছাড়াও এ-সংখ্যায় নিলুফার খানমকে দেখা যায় সহ-সম্পাদিকা হিসেবে। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ ৯$\frac{3}{4}$"×৭$\frac{1}{2}$"।

সোমবার। 'সাহিত্য সাপ্তাহিকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৯ ফাল্গুন বুধবার ১৩৭৯ [২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩]। সম্পাদক : সৈয়দ আখতার জাহান। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় থেকে এর উদ্দেশ্য জানা যায় :

ফাল্গুনের শিশির-ভেজা রাজপথ বেয়ে প্রতি বছর একুশ আসে। একুশের অমর সন্তানদের ইচ্ছার ইঙ্গিতেই 'সোমবার'-এর আত্মপ্রকাশ।

বাঙলার ইতিহাস, বাঙালীর পরিচয়, কারা বাঙালীর পূর্ব-পুরুষ? প্রশ্নগুলির সমাধান করতেই সম্পূর্ণ গবেষণার উপর ভিত্তি করে বিশেষ বিভাগ, 'বাঙালী-বাংলাদেশ-ইতিহাস-ঐতিহ্য।'··· বিভিন্ন সমস্যার উপর ভিত্তি করে তথ্যমূলক প্রবন্ধ আমাদের একটি ক্ষেত্র। ছোটদের বিভাগ সূর্যমুখী আমাদের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

···সরকার বিরোধী ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারমূলক লেখা এই পত্রিকায় ছাপা হবে না।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৪২ বি মনেশ্বর সড়ক, ঢাকা—১ থেকে প্রকাশিত এবং কাজী সফিউদ্দিন কর্তৃক মুক্তি মুদ্রায়ণ, ১৩ কারকুনবাড়ী লেন, ঢাকা—১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৭´´ × ১১½´´। ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩ [১০ বৈশাখ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

'সোমবার' এর পর বন্ধ হয়ে যায়।

অন্বেষা। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র ১৩৭৯ [২৬ মার্চ ১৯৭৩]। সম্পাদক: আহম্মদ ফজলুর রহমান [ফরহাদ]। সহ-সম্পাদক: মোশাররফ হোসেন, শাহনেওয়াজ সিদ্দিকী [স্বপন], মঞ্জুর আলী ননতু, আখতার জাহান সেলিমা আজিজ। সভাপতি: অধ্যাপক নূরুল ইসলাম।

অরুণোদয়। মাসিক। 'ঢাকা আঞ্চলিক বয়স্কাউট সমিতির মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৩। সম্পাদক-সংসদের সভাপতি: এম. ও. আলী।

পত্রিকাটি ঢাকা আঞ্চলিক বয়স্কাউট সমিতির পক্ষে হাফিজউদ্দীন আহমেদ, ৬৭ ক পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. জে. প্রেস, ৩/৩ লিয়াকত এভেন্যু, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ২৫। দাম ৪০ পয়সা। সাইজ : ৯৩/৪ × ৭১/২″।

ক্রীড়াংগন। 'ক্রীড়ামোদীদের জন্য মাসিক পত্রিকা।' ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৩। সম্পাদক : নিজাম আহমেদ। সহ-সম্পাদক [ইংরেজী] : মহিউদ্দীন বাবর স্বপন, নাজমুল নুর রবিন। সহ-সম্পাদক [বাংলা] : মুকারিমুল হক সানি, নূরুজ্জামান পল্টু।

> 'ক্রীড়াংগন পত্রিকার উদ্দেশ্য একই, তা হল : বাংলাদেশের ক্রীড়াংগনের নতুন পথযাত্রা পথে সাহায্য করা।

দৈনিক বাংলায় [২৯ এপ্রিল রোববার ১৯৭৩] 'ক্রীড়াংগন' পত্রিকাটি সম্বন্ধে অনুষ্টুপ বলেন :

> কয়েকজন তরুণ—হ্যাঁ, মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণ যাদের সকলের বয়স বিশের কোঠার সামান্য এদিক-ওদিক, নেমেছেন বাংলাদেশের ধ্বংস-বিধ্বস্ত ও ঝিমিয়ে-পড়া খেলা-ধূলার উন্নয়ন ব্রতে, নেমেছেন খেলা-ধূলা পত্রিকা 'ক্রীড়াংগন' হাতে নিয়ে।
>
> বাংলা ও ইংরেজী দু'ভাষায় লেখা এ ক্রীড়া পত্রিকার যৌক্তিকতা কতখানি পাঠক সমাজই তা বলতে পারবেন। তবে একথা ঠিক যে সুপাঠ্য ও সুরুচিসম্মত এ পত্রিকা ক্রীড়ামোদীদের মন জয় করতে বেশী সময় নেবে না।

পত্রিকাটি এ. টি. এম. ইসমাইল কর্তৃক ৪৮/সি রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৪। দাম ১.৫০। সাইজ : ৯১/২″ × ৭১/৪″। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৪২। দাম ১.০০ টাকা। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ৩৬। দাম ১.০০ টাকা।

> সেই পাকিস্তান আমলে মরহুম এস. এ. মান্নান (লাডু ভাই) নিজের চেষ্টায় যথেষ্ট পরিশ্রম করে একটি ক্রীড়া বিষয়ক পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটির দু'তিনটি সংখ্যার বেশী আর তিনি চালিয়ে নিতে পারেন নি। প্রাক্তন খেলোয়াড় আনোয়ার

হোসেন (বর্তমানে পূর্ব-জার্মানীতে ফুটবল কোচের ট্রেনিং নিচ্ছেন) চেষ্টা করেছিলেন একটি ক্রীড়া পত্রিকার জন্য। কিন্তু দু'একটি সংখ্যার বেশী তা প্রকাশিত হয়নি।[১]

জনমত।[২] সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ রোববার ১৯৭৩ [১২ চৈত্র ১৩৭৯]। প্রধান সম্পাদক: এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: নাছের মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। কার্যকরী সম্পাদক: দেওয়ান শামসুল আরেফিন।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১লা এপ্রিল রোববার ১৯৭৩ [১৮ চৈত্র ১৩৭৯]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৩০ পয়সা।

পত্রিকাটি প্রধান সম্পাদক কর্তৃক বিপ্লবী মুদ্রায়ণ, ২৫ গোপীমোহন বসাক লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং ৩২ মায়া কানন, ঢাকা-১৪ থেকে মুদ্রিত। দৈনিক ইত্তেফাক [৩১ আগষ্ট শুক্রবার ১৯৭৩]-এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, "'জনমত' গত ২৬শে মার্চ থেকে প্রতি রবিবার নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা থেকেও।"

সুজনেষু। 'অন্যান্য মিনিমাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র, ১৩৭৯ [মার্চ ১৯৭৩]। সম্পাদক: আহমদ রফিক ও কাজী আবদুল হালিম। এতে 'মিনি' আকারের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক সংবাদ ইত্যাদি ছাপা হয়। পত্রিকাটি বোরহান উদ্দীন ভূঁইয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুনীর উদ্দীন আহমদ কর্তৃক এ. বি. প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫/১৬ গোয়ালনগর লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৪। দাম ৫০ পয়সা।

'সুজনেষু' একটি মিনি মাসিক। বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে সৃজনশীল মিনি পত্রিকার তেমন একটা খোঁজ আমরা এখনো পাইনি। কারণ, এদেশে এমনিতেই সৃষ্টিধর্মী লেখাসমৃদ্ধ নিয়মিত সাহিত্য

---

[১] ইকরামউজ্জামান: নেই ক্রীড়া পত্রিকা, সাহিত্য [দৈনিক ইত্তেফাক: ১৯ জুন রোববার ১৯৭৪], পৃষ্ঠা ৪।

[২] ১৯৬৯-এর শহীদ দিবসে পত্রিকাটি লণ্ডন থেকে ১ম প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্রের অভাব আমাদের পীড়ার কারণ। উপরন্তু, ভালো কাগজ ও ছাপার অভাবও নতুন করে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থায় সাহিত্যসেবী বা উদ্যোগীরা স্বাভাবিক অর্থেই কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন। তবে মিনি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে কিছুটা সুযোগ আছে বলেই দু'চারটে নাম উল্লেখ করার মতো মিনি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকাসহ মফস্বলের কিছু কিছু এলাকা থেকে বেরিয়েছিল। অথচ, সেগুলোও এখন আর বিশেষ চোখে পড়ে না।

…পত্রিকাখানি প্রকাশের কৈফিয়তস্বরূপ এঁরা এটিকে বিশাল সাহিত্য সাগরে একটা বিন্দুর মতো অভিহিত করে বলেছেন, অবশ্য বিন্দুতেই সিন্ধু। পরমাণুতেই সূর্য-শক্তি। কিন্তু, বিন্দু থেকে সিন্ধু হতে গেলে চাই—অজস্র কোটি বিন্দু, পরমাণু থেকে শক্তির প্রকাশ ঘটাতে প্রয়োজন রিএকটর।

…'সুজনেষু' মিনি পত্রিকা হলেও লেখকদের যেসব ক্ষুদ্রাকার গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ এতে ছাপা হয়েছে তার একটা নিজস্ব মান আছে, যা এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচক। 'সুজনেষু'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় এখানকার প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি কিছু নবীন বা তরুণ লিখিয়েদের লেখাও স্থান পেয়েছে। সেই সাথে 'সুজন/ কুজন' বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় যথাক্রমে ঢাকার নাট্যাঙ্গনের সুপরিচিত অভিনেতা অমল বোস ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট সমর্থক সাহিত্যিক, দার্শনিক মঁসিয়ে অঁাদ্রে মারলোর পরিচিতিও ছাপা হয়েছে।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। পৃষ্ঠা ৪৫। দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়:

জনপ্রিয় দাবীর মুখে 'সুজনেষু'র মূল্য এ সংখ্যা থেকে কমানো হলো। আকার বাড়ানো হলো। কাগজ থাকছে নিউজপ্রিন্ট।

উল্লেখ্য যে, প্রথম দুই সংখ্যার সাইজ ছিল ৪"×২¾" এবং ৩য় সংখ্যাটির সাইজ: ৪½"×৩½"।

১ম বর্ষ ১০ম—১১শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশকাল মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮০। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৩০ পয়সা।

'বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা'র প্রকাশ সম্ভবতঃ চৈত্র ১৩৮০। এ-সংখ্যায় প্রসংগতঃ বলা হয় :

> বাংলাদেশে মিনি মাসিক পত্রের রাজ্যে 'সুজনেষু'র পুরো একটি বছর অতিক্রমণ নিঃসন্দেহে আমাদের জন্যে (পাঠকদের জন্যও বটে) এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা এবং আমাদের জন্য বিশেষ করে তা খানিকটা গর্বেরও বটে। তবু জানাতে দ্বিধা নেই এর যাত্রা-পথ মোটেই মসৃণ ছিলো না এবং বর্তমান আবহাওয়ার রকমসকম দেখে ভবিষ্যৎ পথ যে অমসৃণই হবে তেমন আশংকাই বেড়ে চলছে। সমস্যা শুধু কাগজ ও মুদ্রণ সংক্রান্তই নয়, ভালো লেখা সংগ্রহের, ভালো লেখা নির্বাচনের সমস্যা বাস্তবিকই সংকটে রূপান্তরিত।
>
> ···বাংলাদেশ কি প্রধানতঃ কবিতার দেশ? তা না হলে গল্পের বাজারে এত মন্দা কেন? বিশেষ করে ভালো গল্পের, উৎকর্ষ-চিহ্নিত, তর্কাতীত আস্বাদ-জড়ানো গল্পের?
>
> সমস্যায় জর্জরিত হয়েও 'সুজনেষু'র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানতঃ পূর্ববর্তী এক বছরের সংখ্যা থেকে বাছাই করা শস্যের বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশের পেছনে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, মিনি রচনার উৎকর্ষ ও মানদণ্ডের একটা স্পষ্ট নিরিখ খুঁজে পাওয়া, যা পাঠক এবং লেখক উভয়কেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্পর্শ করবে, প্রভাবিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিশেষ সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৯৬। দাম ২.০০। সাইজ : ৮১/৪"×৬১/৪"।

> প্রকাশনার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচ্য সংখ্যা বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে গল্পের বাজারে মন্দা-ভাব নিয়ে আক্ষেপ করা হয়েছে। সম্পাদকদ্বয়ের তিক্ত-অভিজ্ঞতা হলো, ভালো গল্প, উৎকর্ষ-চিহ্নিত, তর্কাতীত আস্বাদ-

জড়ানো গল্পের ভীষণ অভাব। তবু, সুজনেষু বিশেষ সংখ্যার বিরাট ভোজে গল্পের উপস্থিতি তেমন অনুল্লেখ্য নয়। তবু, মান-তেই হবে প্রবন্ধের ভাগই জিতেছে, অন্ততঃ নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারে। আচ্ছা, সুজনেষু বার্ষিক সংখ্যাও কি মিনি সংকলন হতে পারতো না?[১]

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৮১। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ৪৩/৪″ × ৩৩/৪″।

২য় বর্ষ ৮ম-৯ম [যুগ্ম] সংখ্যাটির প্রকাশ পৌষ [?] ১৩৮১। এটি বিশেষ 'নবান্ন সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৬। দাম ১·০০ টাকা। সাইজ: ৪১/৪″ × ২১/২″।

হক-বাণী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ চৈত্র শুক্রবার ১৩৭৯ [৩০ মার্চ ১৯৭৩]। সম্পাদক: শামসুর রহমান। প্রধান পৃষ্ঠপোষক: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

দৈনিক জনপদ [২ এপ্রিল ১৯৭৩] পত্রিকার ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'নতুন সাপ্তাহিক হক-বাণী' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

> মওলানা ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় সাপ্তাহিক হক-বাণী নামে আরেকটি নতুন পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়েছে। গত ৩০শে মার্চ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক হচ্ছেন জনাব শামসুর রহমান।

উপরিউক্ত দৈনিকের ১ম বর্ষ ৭০শ সংখ্যার [২৩ চৈত্র শুক্রবার ১৩৭৯ : ৬ এপ্রিল ১৯৭৩] ১ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক হক-বাণীর বিরুদ্ধে মামলা' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

> সম্প্রতি প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হক-বাণীর' বিরুদ্ধে ১৯৭০ সালের প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের ৫৫ নং ধারা অনুযায়ী একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
>
> রমনা থানা সূত্র থেকে জানা গেছে, উক্ত পত্রিকা সরকারের অনু-

[১] দৈনিক বাংলা: ২২ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭৪।

মোদন ছাড়াই প্রকাশ করা হয়েছে বলেই এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক জনাব শামসুর রহমান ও প্রকাশিকা বেগম তাহেরা খাতুনের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক জাগৃতি মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত এবং ৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৮´´×১১½´´।

ইশারা। 'মাসিক সংবাদপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৯ [এপ্রিল ১৯৭৩]। সম্পাদক: মোঃ নিসার কাদের (বিটু)। সহকারী-সম্পাদক: সৈয়দ বাহারুল হাসান [মিন্নু]।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩০ বৈশাখ ১৩৮০ [৭ মে ১৯৭৩]। এ সংখ্যায় আছে: বাংলাদেশের বিভিন্ন খবরাখবর, রঙ্গমঞ্চ, সাহিত্য-সম্ভার এবং ছোটদের বিভাগ 'কিশলয়'।

পত্রিকাটি বদিউজ্জামান (ডবলু) কর্তৃক প্রকাশিত এবং আবদুল মান্নান কর্তৃক প্রচারিত। কার্যালয়: ৪৯ কায়েতটুলী, ঢাকা-২। ২য় সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৮´´×১১´´।

১ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ ফাল্গুন রোববার ১৩৮০ [২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৩০ পয়সা।

নীহারিকা। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৩। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: নাইম আহসান, বকুল ও জিল্লুর রহীম আখন্দ।

নীহারিকা একটি নতুন সাহিত্য পত্রিকা। নতুনত্বের ছাপ নিয়ে কম-বয়সী তরুণদের একান্ত প্রচেষ্টায় বেরুলো এই পত্রিকাটি। জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে আমাদের তরুণ ভাইদের উদ্বুদ্ধ করার মহান প্রচেষ্টা, এই সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা গ্রহণ করেছি। ছোট ছোট লেখক ও লেখিকাদের লেখা প্রকাশ করে অনুপ্রেরণা বাড়ানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ···বর্তমানে আমাদের এ

> পত্রিকা ৩ মাস পর পর বেরুবে। আমরা আশা করি আমাদের এ মহান প্রচেষ্টা বিপথগামী তরুণ ও কিশোর সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবে।...

পত্রিকাটি কাজী তারেক আহমদ কর্তৃক সূর্য তরুণ সাহিত্য সংসদ, ঈদগাহ, ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫-এর পক্ষে প্রকাশিত এবং গ্লোরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

মনীষা। ত্রৈমাসিক। 'গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জাতীয় দিবস [মার্চ ১৯৭৩] চৈত্র ১৩৭৯। সম্পাদক: অধ্যাপক মোঃ আবু তাহের। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় 'জাতীয় দিবসে মনীষার শপথ' থেকে নিচে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:

> গণস্বার্থে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্যে এদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে কেউ কেউ তেমন কোন প্রচেষ্টা শুরু করলেও তারা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের শিকার হতে বাধ্য হয়েছেন আর স্বাভাবিক কারণেই এসব পত্রিকাগুলোর পক্ষে জনস্বার্থে এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নকল্পে সুপরি-কল্পিতভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি। শোষকগোষ্ঠী তাদের নিজে-দের স্বার্থেই সাংস্কৃতিক পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে নিয়োজিত রাখত। তার ফলে পাক-শাসনা-মলে বাঙালীর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে, এমন কি, জাতীয় চরিত্র গঠনেও প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য ছিল। আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় দিবসে স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নেওয়ার সাথে সাথে সুপরিকল্পিত গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দো-লনের মাধ্যমে এ দেশের জণগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা ও সাংস্কৃ-তিক বিকাশ সাধন করাই ত্রৈমাসিক মনীষার বজ্র কঠিন শপথ।

পত্রিকাটি মনীষার পক্ষে জাহানারা তাহের কর্তৃক ২৫২ নিউ সার্কু-লার রোড, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত এবং টাইম প্রেস, ১৫/১ হাট-

খোলা রোড, ঢাকা থেকে আবদুল কুদ্দুস সাদী কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ২˙০০ টাকা। সাইজ: ৯৩/৪''×৭১/৪''।

বিনিময়। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম ও স্বাধীনতা সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৯ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩]। সম্পাদক: আলী আহমেদ। সহ-সম্পাদক: মো: আজিজুল হক। বিনিময়ের নিয়মাবলীতে লেখকদের প্রতি বলা হয়:

> বিনিময় একটি মাসিক গণমুখী সাহিত্য পত্রিকা। প্রাচীন ও নবীন লেখক-লেখিকাদের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক, রম্যরচনা, ধাঁধা ও সমালোচনা ইত্যাদি সমাদরে গৃহীত হয়।

পত্রিকাটি বিনিময় সংসদ ৭ রাজারবাগ সরকারী বাজার, মতিঝিল, ঢাকা-২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হরফ মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৪। দাম: ৫০ পয়সা। সাইজ: ৯৩/৪''×৭১/২।

ক্যামেরা। ত্রৈমাসিক। 'অনুশীলনমূলক আলোকচিত্রণ সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৯ [এপ্রিল ১৯৭৩]। সম্পাদক: শামসুল আলম পান্না। সহযোগী: আবু বাকার। 'সম্পাদকের দফতর' থেকে পত্রিকাটি সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল:

> ফটোগ্রাফী বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম; কিন্তু এই ব্যতিক্রমের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার প্রদানে প্রকাশক অকুণ্ঠচিত্ত। আসল কথা, ফটোগ্রাফী তথা আলোকচিত্রণ নামক এই সর্বজনীন দৃশ্য-ভাষাকে সব রকম প্রচ্ছন্ন ধারণা এবং সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়ে আধুনিক জীবনে সফল ব্যবহার এবং প্রয়োগের পথ প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ এটা; হাঁটি-হাঁটি পা-পাও বলা চলে।
>
> আলোকচিত্রণের মৌলিক ধারণা এবং এর ব্যাপক ভূমিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়োগিক এবং ব্যবহারিক কলাকৌশল সম্বন্ধে শিক্ষামূলক আলোচনা ও অনুশীলন চর্চা 'ক্যামেরা'র মুখ্য উদ্দেশ্য। এ-রকম একটা সাময়িকীর অভাববোধ বাংলাদেশের সৌখিন ও পেশাদার আলোকচিত্রণ শিল্পীদের কাছে অনেকদিন ধরেই।...

মূলতঃ 'ক্যামেরা' এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের [বেগার্ট ইনষ্টিটিউট অব ফটোগ্রাফী] মুখপত্রের ভূমিকাও নিয়মিতভাবে পালন করবে বলে আশা করি।...

নবীন প্রবীণ আলোকচিত্রামোদীদের পেশা এবং সখের খোরাক জোগাবার জন্যে এবং ফটোগ্রাফীর মৌলিক ধারণা ও সামগ্রিক বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে এই পত্রিকা-টিতে কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ [অনুশীলন প্রশ্নোত্তরে আলোকচিত্রণ জ্ঞান, আপনার জিজ্ঞাসা, আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতা, ফরমুলা আলোক-চিত্র পরিচিতি, ষ্টুডিও পরিচিতি] সংযোজিত হয়েছে। এতে প্রতি সংখ্যাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূল্যবান তথ্য পরি-বেশিত হবে।...'ক্যামেরা' প্রথমাবস্থায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হবে বলে সাব্যস্ত হয়েছে, প্রতি মাসে প্রকাশ করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে।...

পত্রিকাটি 'বেগার্ট ইনষ্টিটিউট অব ফটোগ্রাফী'র পক্ষে মনজুর আলম, ল্যাব-রেটরী রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা ৫ থেকে প্রকাশিত এবং এ. টি. কে. এম. ইসমাইল কর্তৃক লিপিকা মুদ্রণ, ৪৯/সি রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬ এবং দাম ২.০০ টাকা।

উল্‌কা। 'প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিক।' 'নব পর্যায়ে প্রথম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮০।[১] এটি 'শহীদ শশাঙ্ক পাল স্মৃতি সংখ্যা।' সম্পাদক: হারুন-উর রশীদ। পত্রিকাটি সম্বন্ধে স্বাতী বলেন:

শশাঙ্ক পাল এখানকার তরুণ লেখকদের আসরে খুবই পরিচিত নাম। গত মুক্তিযুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। এই তরুণ লেখক

---

[১]উল্‌কা প্রথম বেরিয়েছিল সংকলন হিসেবে সম্ভবতঃ ফাল্গুন ১৩৭২। দ্বিতীয়টি বৈশাখ সংকলনরূপে বৈশাখ ১৩৭৩ [মে ১৯৬৬]। তৃতীয় সংকলনটির প্রকাশ 'শরৎ সংকলন'রূপে [১৯৬৬] এবং ৪র্থ সংকলনটি প্রকাশিত হয় 'ছোটগল্প সমৃদ্ধ ঈদ সংখ্যা' রূপে ১৯৬৭-র [১৩৭৩] জানুয়ারী মাসে।

সম্পাদকের স্মৃতিতে প্রকাশিত পত্রিকা উল্কা।

উল্‌কা শশাংকের পত্রিকা। পাঁচ-ছয় সংখ্যা বের হয়েছিল। আর হয়নি। তারপর তিনি বের করেছিলেন শ্রাবন্তী।[১] শুধু গল্পের পত্রিকা। শশাংক নানাভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সমাজে। কখনো তিনি লেখক, কখনো সম্পাদক, প্রকাশক। আবার কখনো রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর অভাবাক্রান্ত জীবনেও কোন কিছু থেকে তিনি দূরে থাকেননি।

আজ শশাংক নেই। নেই তাঁর বহুব্যাপ্ত জীবন। কিন্তু রয়ে গেছে শশাংকের স্মৃতি। সেই স্মৃতিচারণেই মূলতঃ উল্‌কার প্রকাশ। এ ছাড়া আছে শশাংকের কয়েকটি লেখা।...

উলকার মত শশাংক এসেছিলেন এখানকার লিটল ম্যাগাজিনের জগতে। আবার হারিয়ে গেলেন।[২]

পত্রিকাটি সৈয়দ আলমগীর হোসেন কর্তৃক ৭৯/এ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও হরফ মুদ্রায়ণ, ৮৭ শহীদ হারুন সড়ক [বি. সি. সি. রোড] ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১ এবং দাম ১'৫০।

নকীব। মাসিক। 'সত্যসেনার মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৮০। সম্পাদিকা: এন. এম. নীলিমা ইসলাম।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। সংখ্যাটি 'নজরুল স্মরণে বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬।

কুমিল্লার সত্যসেনা...একটি অনন্য শিশু ও কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করা। অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করা। অন্যাযের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। মানবতার সেবা করা একমাত্র ব্রত। নকীব সত্যসেনার সাময়িক মুখপত্র।

---

[১]শ্রাবন্তীর প্রথম সংকলন 'বসন্ত সংখ্যা ফাল্‌গুন' ১৩৭৩ [মার্চ ১৯৬৭]। দ্বিতীয় সংকলনটির বর্ষা সংখ্যারূপে প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৪ [১৯৬৭]। তৃতীয় সংকলনটি 'বর্ষশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৪ [১৯৭৮]।
[২]দৈনিক বাংলা, ১৫ জুলাই রোববার ১৯৭৩।

পত্রিকাটি সত্যসেনার পক্ষে আলাউদ্দীন তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং সমবায় প্রেস, কুমিল্লা, থেকে মুদ্রিত।

সমাচার। বুলেটিন নং ১। 'মেহনতী শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ মে মঙ্গলবার ১৯৭৩ [১৮ বৈশাখ ১৩৮০]। সম্পাদক : ফকির আমির হোসেন।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৩৬ বংশাল রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক পলাশ আর্ট প্রেস, ৪২/৪৩ পুরানা পল্টনা ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০ এবং দাম ২৫ পয়সা।

গণকেন্দ্র। মাসিক। 'বাংলাদেশ পুনর্বাসন সহায়ক সমিতির মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৮০ [১৫ এপ্রিল ১৯৭৩]। সম্পাদক : ইমাউল হক।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩ নিউ সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোডে, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ বৈশাখ সোমবার ১৩৮১ [১৫ এপ্রিল ১৯৭৪]। এ-সংখ্যায় 'গণকেন্দ্রের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে' বলা হয় :

> আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল গেল বছর পয়লা বৈশাখে।···
>
> গেল বছরের মত এ-বছরেও আমাদের বজ্র-কঠিন শপথ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, জুলুম, দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরলস ও আপোষ-হীন সংগ্রাম পরিচালনা করা। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্ম-প্রচেষ্টায় আমরা নিজেদের উৎসর্গ করবো। আমরা মানুষের মনের দুয়ারে প্রেম, শুভবুদ্ধি ও মূল্যবোধের চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াসী হবো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের স্বপক্ষে আমরা বলিষ্ঠ আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আমরা রচনা করবো গ্রাম-বাংলার সুখ-দুঃখের মর্মস্পর্শী ইতিহাস।
>
> ···যে স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ বিসর্জন করলো,

লাঞ্ছিত হলো শত-সহস্র মা-বোনেরা—সেই স্বাধীনতাকে নিয়ে শুরু হয়েছে নির্লজ্জ ছিনিমিনি খেলা। উন্মত্ততা ও হিংস্রতায় বেসামাল হয়ে উঠেছে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ। লোভ, লালসা, ভোগলিপ্সা ও স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধের অনুভূতিকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দেয়া হয়েছে বিকৃত-রুচি ও পশু-সুলভ প্রবৃত্তির কাছে। দুঃখ, দৈন্য, হতাশা আর কান্নায় কান্নায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে মানুষের হৃদয়ের পাত্র।··· আমরা দেশের মানুষের অন্তরে গভীর দেশাত্মবোধের প্রেরণা জাগ্রত করবো। আমরা গড়ে তুলবো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধের দুর্জয় দুর্গ।···

এ-মাস থেকে গণকেন্দ্র পত্রিকার মূল্য দশ পয়সা থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ পয়সা করা হয়েছে। কাগজের দাম ও ছাপা খরচ এত বেশী বেড়ে গেছে যে, কোন মতেই এ সিদ্ধান্তকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেলো না।

১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ [নভেম্বর ১৯৮২]।

পত্রিকাটি বংলাদেশের রুরাল এ্যাডভান্সমেণ্ট কমিটির [ব্র্যাক] পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২ থেকে প্রকাশিত ও ব্র্যাক প্রিণ্টার্স, ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১·৫০। সাইজ : ১৬″ × ১১″। এ-সংখ্যায় 'উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠাগারভিত্তিক গণকেন্দ্র গড়ে তুলুন' কলামে বলা হয় :

'গণকেন্দ্র' আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয়ভিত্তিতে পাঠাগার-উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা। এই পাঠাগারগুলি জ্ঞান অর্জন ও চর্চাসহ দেশের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছাত্র ও জনগণের মধ্যে চেতনা জাগানোর কর্মসূচীও পরিচালনা করবে।

বলা হয়েছিলো, আগ্রহী স্কুল, ইউনিয়ন পরিষদ, ক্লাব বা সমিতি সমষ্টিগতভাবে 'মাসিক গণকেন্দ্র' পত্রিকার জন্য কমপক্ষে ১০০ জন

গ্রাহক সংগ্রহ করে 'গণকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পেতে পারেন। এই সব গণকেন্দ্র পাঠাগারের জন্য ৮·০০ টাকার বই এবং দৈনিক পত্রিকা কমিশন হিসেবে দেয়া হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'গণকেন্দ্র' পত্রিকার বাৎসরিক চাঁদা ১৮ টাকা মাত্র এবং বৎসরের যে কোন সময় থেকেই এর গ্রাহক হওয়া যায়।

তরঙ্গ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১লা বৈশাখ শনিবার ১৩৮০ [১৪ই এপ্রিল ১৯৭৩]। সম্পাদক: জাফর আহমেদ চৌধুরী। প্রধান পৃষ্ঠপোষক: শেখ শহীদুল ইসলাম [সভাপতি: বাংলাদেশ ছাত্রলীগ]। পত্রিকার সম্পাদকীয় 'আমাদের প্রতিশ্রুতি'তে বলা হয়:

> একটি একটি তরঙ্গ সম্মিলিতভাবে মহাসমুদ্রে সৃষ্টি করে উত্তাল-উদ্দাম জোয়ার। সাপ্তাহিক 'তরঙ্গ'ও অঙ্গীকার করছে সমগ্র জাতি বিশেষ করে যুব-সমাজের ভিতর এক নব-জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের মুখপত্র হিসেবে পহেলা বৈশাখ সাপ্তাহিক 'তরঙ্গ' আত্মপ্রকাশ করতে পেরে ধন্য, গর্বিত। 'তরঙ্গ' হবে একটি নিরপেক্ষ সাপ্তাহিকী। দলমতনির্বিশেষে সবাইর বক্তব্য তুলে ধরাই হবে তরঙ্গের পবিত্র দায়িত্ব। তবে আমরা বঙ্গবন্ধু বিঘোষিত চারটি রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি বাস্তবায়নের পথে সহায়ক হিসেবে কাজ করার নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রে পূর্ণ আস্থাশীল।

পত্রিকাটি আমজাদ হোসাইনের পরিচালনায় মোহাম্মদ ইদ্রিস আলীর ব্যবস্থাপনায় শাহজাহান জহীর কর্তৃক ৯৭ জগন্নাথ সাহা লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পলাশ আর্ট প্রেস, ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা—২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২০ পয়সা।

অন্বেষা। পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ই মে সোমবার ১৯৭৩ [২৪শে বৈশাখ ১৩৮০]। প্রধান সম্পাদক: মনজুর আহমেদ খান। পত্রিকাটি মহকুমা প্রশাসক জনাব আবদুল হাই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজবাড়ী তথ্য মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং লতিফ

এণ্ড কোং প্রেস, রাজবাড়ী থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২১শে মে সোমবার ১৯৭৩ [৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। এ-সংখ্যায় 'সম্পাদক সমীপে' মির্জা শামসুজ্জামানের লেখা 'অন্বেষাকে বাঁচিয়ে রাখুন' চিঠিতে বলা হয়:

> 'অন্বেষা' সংবাদপত্র আকারে বের হওয়াতে প্রথম সংখ্যার চেয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা আঙ্গিক দিক দিয়ে সুন্দর ও সাবলীল হয়েছে। এতে আমরা যেমন রাজবাড়ী মহকুমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর জানতে পেরেছি তেমনি পেরেছি রাজবাড়ীর লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে সাহিত্যের ভাণ্ডারে কিছু উপহার। এ প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে সুষ্ঠু পরিচালনা ও আন্তরিক সহযোগিতার অভাবেই রাজবাড়ী হতে যে পাক্ষিক 'চন্দনা' বের হতো বেশ কয়েক বছর হ'ল তার অপমৃত্যু ঘটেছে।

পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ২১ জুলাই শনিবার ১৯৭৩ [৫ শ্রাবণ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৫০ পয়সা।

পত্রিকাটিতে স্থানীয় সংবাদ ছাড়াও প্রকাশিত হয় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। 'শিশু-মহল'-এ প্রকাশ পায় ছোটদের জন্য রকমারি লেখা।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৮ আগষ্ট মঙ্গলবার ১৯৭৩ [১১ ভাদ্র ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ২২ অক্টোবর সোমবার ১৯৭৩ [৫ কার্তিক ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত।

আলোবাগ। ষান্মাসিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৩৮০ [দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৭৩]। সম্পাদক: মতিউর রহমান ও মোঃ হাসিবুর রশিদ [বাচ্চু]। 'আলোবাগের নিয়মাবলী' থেকে জানা যায়:

> আলোবাগ বাংলা সন অনুযায়ী বৎসরে দুইবার প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি জলী প্রেস, রেল গেট, ঈশ্বরদী, পাবনা থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫১। দাম ১.৫০।

কপোতী। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ মে ১৯৭৩। ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ আশ্বিন ১৩৮০ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। পত্রিকাটি 'অবহেলিত কবি সাহিত্যিকদের কণ্ঠস্বর' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: মোঃ হারুন-অর রশিদ বাবলু। ৫ম সংখ্যাটি 'সংকলন' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৭ম-৮ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১ পৌষ ১৩৮০ [১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২৫ পয়সা। এ-সংখ্যায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার আলোচনা দেখা যায়। এদের মধ্যে আছে: দৈনিক **বাংলাদেশ**, সাপ্তাহিক **গণঐক্য**, মাসিক **অগ্নিশিখা**, মাসিক **কপোতী**, মাসিক **নানান**, মাসিক **অভিযান**, মাসিক **ঝিলিমিলি**।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ মাঘ ১৩৮০ [১৫ জানুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১১। দাম ২৫ পয়সা।

বিস্ফোরণ। 'ঘাস-ফুল-নদী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ঋতু পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ গ্রীষ্ম ১৩৮০। সম্পাদক: গোলাম কাদের গোলাপ। সহ-সম্পাদক: মা. মোঃ কামরুল হাসান। সম্পাদকীয় 'আমাদের কণ্ঠে বাজে যে কথা' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায়:

> ঘাস-ফুল-নদী সাহিত্যিক গোষ্ঠী তাদের যাত্রা শুরুর দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে নব প্রত্যয়ে চলার সংকল্প গ্রহণ করে। তাই গোষ্ঠীর মুখপত্র মাসিক দেয়ালিকা 'জনতা' হতে বিস্ফোরণের সৃষ্টি। গোষ্ঠীর কিশোর সাহিত্যকর্মীদের তথা অবহেলিত তরুণ-কিশোর সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে বিস্ফোরণ জনতার সমক্ষে বিস্ফোরিত হলো। এ বিস্ফোরণ সত্যের মিথ্যার বিরুদ্ধে, ন্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষিতের শোষকের বিরুদ্ধে। এ বিস্ফোরণ মজুদদারের গুদামের তালা ভেঙ্গে দেবার, নিপীড়িত জনতার মুক্তির বিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণ শান্তির বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-গুলোকে একত্র করার।

…ঘাস ফুল-নদী সাহিত্যিক গোষ্ঠির দুরন্ত কিশোর কর্মীরা কোন বাধাকে বাধা জানে না বলেই তারা তাদের মুখপত্রকে ঋতু পর্যায়ে নামিয়ে আনার স্পর্ধা অর্জন করেছে।…

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং রূপসা প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজেস, ৭০ নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম উল্লেখ নেই। পত্রিকাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। 'হাতে খড়ি' ছোটদের পাতা।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ বর্ষা ১৩৮০। পৃষ্ঠা ৬। সাইজ : ১৮"×১১"। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় শরৎ ১৩৮০। পৃষ্ঠা ৬। ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ হেমন্ত ১৩৮০। সংখ্যাটি 'জাতীয় দিবস ও ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ৪। ৫ম সংখ্যার প্রকাশ শীত ১৩৮০। এটি একুশে উপলক্ষে প্রকাশিত। ৬ষ্ঠ সংখ্যাটির প্রকাশকাল বসন্ত ১৩৮০। এটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় নিচে উদ্ধার করা গেল :

কথা কথা ছড়িয়ে দিলেম কথা
জমে আছে হাজার রকম ব্যথা
ছড়া ছড়া ছড়িয়ে দিলেম ছড়া
শোষক নিধন রক্তি রক্তি ছড়া।

অর্থাৎ, এ সংখ্যাটি বেশ কিছু ছোট ছোট ছড়ার সমষ্টি। দাম ২৫ পয়সা। ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮১ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। সংখ্যাটি একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ৫½"×৪½"।

পদক্ষেপ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম [বিশেষ] সংখ্যার প্রকাশ ২৪ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৮০ [৭ জুন ১৯৭৩]। সম্পাদক : আবদুল কুদ্দুস সাদী। প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার বক্তব্যে যা বলা হয় তা হল :

স্বাধীন দেশের বুকে বর্তমানে সমস্যার পাহাড়। অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা ও বাসস্থান সমস্যা, বেকার সমস্যা মিলে

সারা দেশজোড়া নিরাশা। সংকট আর হতাশার আঘাতে আমাদের জনগণের বুক ছিন্নভিন্ন, বিদীর্ণ। কিন্তু, এ অবস্থাকে চলতে দেয়া যায় না। জনগণের বুক থেকে অন্ধকার মুছে ফেলতে হবে। কালোর বুকে আলো ফোটাতে হবে। আমরা চাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি। যে-অর্থনীতি গোটা সমাজের অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চাকুরীর নিশ্চয়তা দিতে পারবে। যেখানে থাকবে না শ্রেণীগত শোষণ। অঞ্চলে অঞ্চলে শোষণ। আমাদের কৃষিনীতি, আমাদের শিল্পনীতি, আমাদের বাণিজ্যনীতি, আমাদের শিক্ষানীতিকে গড়ে তুলতে হবে বাস্তব ও বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর। আমাদের সকল পরিকল্পনা হতে হবে গ্রাম্য-জীবনকে কেন্দ্র করে। আর শহর থেকে গ্রামের চিন্তা নয়।...

সমাজ-জীবনের সকল অশান্তি দূর করে সামগ্রিক শান্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। আর দলে দলে হানাহানি নয়। সুষ্ঠু সুন্দর ও সাবলীল সমাজ গঠনের স্বার্থে অকৃত্রিম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা হোক আমাদের মূলমন্ত্র। আমরা চাই সুখী সমাজ—আমরা চাই সুন্দর মানসিকতা, চাই নিবেদিত-প্রাণ কর্মী। সমাজ গড়ার আত্মশুদ্ধ কারিগর। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলাকেও জনগণের বুকের কথা প্রকাশ করতে হবে।

আমরা চাই সামগ্রিক অধিকার। আমরা চাই বাঁচার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা। আমরা চাই সমাজতন্ত্র। আমরা চাই গণতন্ত্র। সাম্প্রদায়িকতার চির-অবসান হোক। সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁতের বিরুদ্ধে আমরা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আমাদের লক্ষ্য বাঙালী জাতীয়তাবাদের পূর্ণ উন্মেষ বিকাশ।

পত্রিকাটি এস. এম. ইউসুফ কর্তৃক ৩১/ক র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত এবং হাশিমউদ্দিন হায়দার পাহাড়ী কর্তৃক জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেড, ৩১/ক র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ আষাঢ় শনিবার ১৩৮০ [১৪ জুলাই ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৭ মাঘ শনিবার ১৩৮০ [৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : শেখ শহীদুল ইসলাম। সম্পাদক : হরেকৃষ্ণ দেবনাথ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬। দাম ২৫ পয়সা।

২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ৭ ভাদ্র শনিবার ১৩৮১ [২৪ আগস্ট ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ৩০ পয়সা। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আমির হোসেন। ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশ আশ্বিন শনিবার ১৩৮১ [২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। ২য় বর্ষ ২১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৬ কার্তিক শনিবার ১৩৮১ [২ নভেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং দাম ৩০ পয়সা। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছাড়াও সম্পাদক-রূপে দেখা যায় হরেকৃষ্ণ দেবনাথ-কে।

কৃষক। সাপ্তাহিক। 'মেহনতী কৃষক সমাজের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১০ আষাঢ় সোমবার ১৩৮০ [২৫ জুন ১৯৭৩]। সম্পাদক : অধ্যাপক মুহাম্মদ হুমায়ুন খান। সম্পাদকীয় 'একটি নতুন কণ্ঠ' এ বলা হয় :

> বাংলাদেশের গণমানুষের কাছে এক নবতর আবেদন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো সাপ্তাহিক কৃষক। বাংলার কৃষক-সমাজের একটি-মাত্র সোচ্চার কণ্ঠ। কৃষি-নির্ভর এই বাংলার মাটিতে আবহমান-কাল থেকে যে দেশী-বিদেশী শোষণের যাঁতাকল প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তার নিষ্পেষণের শিকার হয়েছে প্রধানতঃ বাংলার কৃষককুল। বাংলার মাটিতে বিদেশীয় লুণ্ঠনের ইতিহাস বিত্তবান কৃষকের বিত্তহীনে পরিণত হওয়ারই ইতিহাস। একদিকে সাম্রাজ্য-বাদী বিদেশী শক্তির শোষণ-পীড়ন, অপরদিকে রাজশক্তির সমর্থন-পুষ্ট দেশী জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের দীর্ঘদিনের শোষণে বাংলার কৃষককুল নিঃস্ব কাঙালে পরিণত হয়েছে। এই শোষণ-

বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামী চেতনা ও বিক্ষুব্ধ আত্মার বিদ্রোহ কালে কালে ইতিহাস সৃষ্টি করলেও কোনদিন তারা সংঘবদ্ধ শক্তিরূপে সামগ্রিকভাবে এই শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। তার প্রধান কারণ, দীর্ঘদিনের শোষণ-পীড়নে তারা তাদের আত্মার শক্তিকে হারাতে বসেছিলো। তারই ফলে নিজেদেরকে অপরের কৃপার পাত্ররূপে ধরে নিয়ে তারা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক সমাজকে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, বাংলাদেশ কৃষকেরই দেশ। বাংলার সত্তুর হাজার গ্রামে ছয় কোটি মেহনতী মানুষ কারো কৃপার পাত্র হতে পারে না। তাদের নিজেদেরকেই গড়তে হবে তাদের ভাগ্য। তাকে বুঝতে হবে যে, যদি সে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে তাকে ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে তার দাবীকে তুলে ধরতে হবে। বাংলার কৃষক যেদিন সোচ্চার কণ্ঠে তার কথা তুলে ধরতে পারবে, সেদিন তার অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। বাংলার কৃষক সমাজের জন্যে কথা বলার দায়িত্ব নিয়েই আত্মপ্রকাশ করছে সাপ্তাহিক কৃষক। কিন্তু এই দায়িত্ব 'কৃষক'-এর কোন প্রতিশ্রুতি নয়, কেননা 'সাপ্তাহিক কৃষক' বাংলার কৃষক সমাজেরই মুখপত্র। কৃষক সমাজের কথা তুলে ধরার জন্যেই 'সাপ্তাহিক কৃষকের জন্ম।'

পত্রিকাটি বাদল রশিদ কর্তৃক জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেড, ৩./ব র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৬/৫৭ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা। কৃষকের ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৬ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৮০ [১০ জুলাই ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত ১৯ ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৮০ [৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]। ২য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ২৩ আষাঢ় সোমবার ১৩৮১ [৮ জুলাই ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ১৫ পয়সা। সম্পাদক: বাদল

রশিদ। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: আবু আল সাঈদ। পত্রিকাটি ৫৬/৫৭ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১ থেকে কৃষক মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞান সমাজ পত্রিকা। ষান্মাসিক। ১ম সংখ্যা ১ম খণ্ডের প্রকাশ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৩। সম্পাদক: মুহম্মদ কবির উল্যা।

পত্রিকাটি মুহম্মদ নূরুল হুদা, সদস্য উন্নয়ন, বিজ্ঞান সমাজ, ডাক বাক্স নং ৭১২, রমনা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিজাম আর্ট প্রেস, ৫ সৈয়দ হাসান আলী লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮। সাইজ: ৯$\frac{1}{2}$″×৭$\frac{1}{2}$″।

এ-সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ: চাঁদের মুখ, উন্নত জাতের ধান প্রজনন, পলিমার বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও অগ্রগতি, প্রাণীদেহে চর্বি সিনথেসন, কৃষিক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, লাক্ষার রাসায়নিক উপাদান, বহির্বিশ্বে জীবনের সম্ভাবনা, আলোকচিত্র, মানুষ কি করে গুণতে শিখল এবং বিজ্ঞানবিষয়ক অন্যান্য ফিচার।

৫ম খণ্ড ৫ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ডিসেম্বর ১৯৮১। সম্পাদক: ফজলুর রহমান। সহযোগিতায়: শামসুল আলম পান্না। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ২.০০ টাকা।

পত্রিকাটি এ-পর্যায়ে বিজ্ঞান সমাজের পক্ষে মো: নুরুল হুদা কর্তৃক ১২-১৩ জগন্নাথ সাহা রোড, লালবাগ, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত।

আয়না। 'মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও চিন্তাধারার ভিত্তিতে তাত্ত্বিক ত্রৈমাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭৩। সম্পাদক: আসহাব-উদ্দীন আহমদ ও নিয়ামত হোসেন। সম্পাদকীয় থেকে এ-পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য জানা যায়:

> আমাদের দেশে আজ কিছু দল মার্কস লেনিনের নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে বিশ্বস্তভাবে রাশিয়ান সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সেবা করছে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ভূমিকার পক্ষে নির্লজ্জভাবে ওকালতি করছে, নেহেরু-ইন্দিরা মার্কা সমাজ-

তন্ত্রের জয়গান করছে। 'আয়না' এদের জালিয়াতির মুখোশ খুলে ধরবে। কিছু সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মাইনে করা এজেন্টরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও চিন্তাধারার বুলি মুখে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে সহযোগিতা করার এবং ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী শক্তি ও বিপ্লবী পার্টির পথ রোধ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। 'আয়না' তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী তত্ত্ব ও ষড়যন্ত্রকে জনতার সামনে তুলে ধরবে। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানী ভাবধারায় আপ্লুত একটি চক্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও চিন্তাধারার পতাকার নীচে লুকিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সেবায় রত হয়েছে। তারা চীনের মহান পার্টির দরদীর ভান করে চীনের পার্টির বক্তব্যকে বিকৃত করে কার্যত: চীনের মহান পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।...'আয়না' এদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালাবে। সকল রকমের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও চিন্তাধারার বিকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা সমুন্নত রাখবে।

পত্রিকাটি ইমদাদ হোসেন হিমু কর্তৃক ১৬৮ নবাবপুর থেকে প্রকাশিত এবং ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫/৩ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮ এবং দাম ১.২৫।

প্রান্তর। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ৬ জুলাই ১৯৭৩। সম্পাদক: সফিকুর রহমান।

পত্রিকাটিতে নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন খবরাখবর প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এতে প্রকাশিত হয় স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও ফিচার। প্রান্তর হোসনে আরা বেগম কর্তৃক প্রকাশিত এবং সত্যরঞ্জন ভদ্র কর্তৃক টাউন প্রেস, মাইজদী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩২ শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৮০ [১৭ আগষ্ট ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ এবং দাম ১০ পয়সা।

মুখশ্রী। 'দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও উপদেশমূলক ত্রৈমাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭৩। সম্পাদক: ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল কাদের। সহ-সম্পাদক: ডাঃ এস. আর. আহমদ। 'নিয়মাবলী' থেকে পত্রিকাটি সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল:

> মুখশ্রী কেবলমাত্র দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং উপদেশ বিষয়ক প্রবন্ধ, গবেষণা, মতামত, সংবাদ ইত্যাদি পরিবেশন করবে। বাংলাদেশ ডেন্টাল এসোসিয়েশন সংবাদ, নির্দেশাবলী ইত্যাদি ছাড়াও দেশবিদেশের দন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত সংবাদাদি এতে থাকবে। আপাততঃ প্রতি তিন মাসে একবার করে ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে মুখশ্রী বেরুবে। প্রথম সংখ্যা মে-জুলাই সংখ্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল।...

সংখ্যাটি রূপসা প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজেস, ৭৮/২ নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত এবং বাংলাদেশ ডেন্টাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মহাম্মদ আবদুল কাদের কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮ এবং দাম ২.০০। সাইজ: ৯১/২"×৭১/২"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং দাম ২.০০। এ-সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৭১ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বিপ্লবী মুদ্রায়ণ, ২৫ গোপী মোহন বসাক লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার[১] প্রকাশ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৪। সম্পাদক: ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল কাদের। সহ সম্পাদক: মহাম্মদ শফিকুর রহমান, বেগম হোসনে আরা বেগম। সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৭১ নবাবপুর রোড, ঢাকা ১ থেকে প্রকাশিত এবং জেমস আর্ট প্রিন্টার্স, ১৫৫ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২১। দাম ২.০০। ৯ম সংখ্যাটির প্রকাশ এপ্রিল-জুন ১৯৭৬। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ২.০০।

---

[১]প্রকৃতপক্ষে এটি ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা হবে।

গণিত পরিক্রমা। ষান্মাসিক। 'বাংলাদেশ গণিত সমিতির মুখপত্র।' ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭৩। সম্পাদক : পরিচালনা পরিষদ [ডঃ মুনিবুর রহমান চৌধুরী, আহ্বায়ক, ডঃ সৈয়দ আলিম আফজাল, আ. ক. ম. আবদুল মান্নান, শামসুল হক মোল্লা]। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে বলা হয় :

...অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করা গেছে যে, এ পর্যন্ত গণিতের উৎকর্ষ সাধনে, তাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করতে এবং জনপ্রিয় করে তুলতে কোন সার্বিক প্রচেষ্টাই আমাদের দেশে হয়নি। ফলে সামাজিক অব্যবস্থা ও অবজ্ঞার সৌজন্যে সাধারণভাবেই গণিতের প্রতি অনাগ্রহ এবং কার্যকরহীন শিক্ষা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অবস্থার নিরসনকল্পে বাংলাদেশ গণিত সমিতি প্রতিশ্রুতি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম নেয় গত ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গণিত শিক্ষার সমন্বয় সাধনের ক্ষুদ্র প্রয়াসেই বাংলাদেশে গণিত সমিতির এই গণিত পরিক্রমা।

গণিত শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, গণিতের অগ্রগতি, ছাত্র এবং আগ্রহীদের জন্যে শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয় গণিত পরিক্রমায় আলোচিত হবে। বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিভাষার প্রয়োজন অপরিসীম। গণিতের ক্ষেত্রে এ প্রয়োজন আরও বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। গণিত পরিক্রমায় এক বিশেষ অংশ জুড়ে থাকবে পরিভাষা ও পরিভাষা প্রসংগ।

পত্রিকাটি মুহম্মদ আলী রেজা কর্তৃক আলমগীর প্রেস, ৩৮ ভজহরি সাহা স্ট্রীট, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং বাংলাদেশ গণিত সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৫। দাম ২.০০ টাকা। সাইজঃ ৮$\frac{1}{8}$"×৫$\frac{1}{8}$"।

সংখ্যাটিতে আছে : আমাদের কথা [সম্পাদকীয়], গাণিতিক যুক্তি-বিজ্ঞান [মো: হানিফউদ্দিন মিয়া], ইনভারস সারকুলার কাংসন প্রসঙ্গে [বনিতা মোহন দে], গাউসের অভিস্মৃতি অভীক্ষা [মুনিবুর রহমান চৌধুরী]; মাধ্যমিক স্তরে নতুন গণিত শিক্ষাদানের সমস্যা [মুহম্মদ আনওয়ার আলী], বাংলা হরফে গণিত চর্চা [মুনিবুর রহমান চৌধুরী], মাধ্যমিক গণিতের পাঠ্যসূচী : একটি পর্যালোচনা [মো: শামসুর রহমান], পরিভাষা বিভাগ, পরিভাষা প্রসঙ্গে, পরিভাষা কোষ ১ম পর্ব, গ্রন্থ সমালোচনা, সমিতির সংবাদ।

প্রতিরোধ। 'দেশপ্রেমিক জনগণের সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯৭৩। ১ম বর্ষ ২৪-২৫শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ২ জুন রোববার ১৯৭৪। সম্পাদক : এ. এম. শহীদউল্লাহ্‌। একটি প্রচারপত্রে বলা হয় :

> আগামী ২৬শে জুলাই সাপ্তাহিক প্রতিরোধের সফল বর্ষপূর্তি। এ উপলক্ষে প্রতিরোধের বিশেষ সংখ্যা বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখক লেখিকাদের রচনা সমৃদ্ধ হয়ে বর্দ্ধিত কলেবরে আত্মপ্রকাশ করছে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক দারুল ফজল মার্কেট [ত্রিতল], জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ও বাংলাদেশ প্রেস, ৫১ ঘাটফরহাদবেগ রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ০.২৫। সাইজ : ১৬¾″× ১১¼″। ১ম বর্ষ ২৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১ জুলাই সোমবার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৬। দাম ০.২৫।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ জুলাই শুক্রবার ১৯৭৪ [৯ শ্রাবণ ১৩৮১]। সংখ্যাটি প্রথম 'বর্ষপূর্তি সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে 'প্রতিরোধ'-এর উদ্দেশ্য জানা যায় :

> বর্ষপূর্তিতে…প্রতিরোধের শপথ সংকট ও সমস্যা থেকে বাংলার অমর জনতাকে রক্ষা করতে, যে কোন মূল্যে রক্তার্জিত স্বাধীনতাকে সুসংহত করতে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

শত্রুদের পরাভূত করতে, সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িকতার বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে বিশ্বব্যাপী শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে এবং সর্বোপরি লক্ষ লক্ষ রক্তের সোঁদা গন্ধে ভরা বাংলার শ্যামল মাটিতে মানব মুক্তির একমাত্র পথ। ইতিহাস নির্দেশিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করব।

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭৪। সংখ্যাটি 'ঈদসংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার 'সম্পাদকীয়':

মরা মানুষের ধূসর-পাংশুল
রথে চড়ে ঈদ এল বলে
আমরা কিছু বলছি না।
লক্ষ লক্ষ মানুষ ভুখা আজ—
তবু ঈদ এসেছে এদেশে।
শত সহস্র অভাবের টানা পোড়েনের
মধ্যে আজ ঈদ এসেছে।
এবারের ঈদ আমাদের কাছে 'অ-ঈদ।'
শোষণহীন, কান্নাহীন ভাবনাহীন
সমাজ ব্যবস্থা—সমাজতন্ত্রই
দেবে শাশ্বত ঈদের গ্যারান্টি।

গণঐক্য। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৩ শ্রাবণ রোববার ১৩৮০ [২৯ জুলাই ১৯৭৩]। সম্পাদক: জাহেদুর রহমান। কার্যনির্বাহক সম্পাদক: তবিবর রহমান। বার্তা সম্পাদক: মোজাম্মেল হক।

পত্রিকাটি বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস লি: হতে মোজাফ্ফর রহমান কর্তৃক মুদ্রিত এবং থানা রোড, বগুড়া থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১৫ পয়সা। সাইজ: ২০"×১৫"।

প্রথমতঃ 'গণঐক্য' উত্তরাঞ্চলের কণ্ঠস্বর হলেও সকল প্রকার আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে। আঞ্চলিকতার বিষ-ক্ষত হতে দেশে দেশে যে

রক্ত ঝরছে, সুস্থ সমাজ যেভাবে বিপর্যস্ত, বেদনাক্রান্ত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল এবং সতর্ক। জাতীয় সংবাদপত্রের দৈনন্দিন অজস্র খবরের মাঝে উত্তরাঞ্চলের যে খবরটি হারিয়ে যায়, বিপুল সমস্যার চাপে এতদঞ্চলের যে সমস্যাটি চাপা পড়ে, জাতির কাছে 'গণঐক্য' তাই তুলে ধরবে। সংবাদপত্র কখনো সমস্যার সমাধান করে না, তবে সমাধান কামনা করে। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে জাতি বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং এভাবেই লাভ করে সমস্যা সমাধানের বাস্তবমুখী ইঙ্গিত।

যে নীতিস্তম্ভ চতুষ্টয়কে সামনে রেখে বাঙালী জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ-এর আলোকে বর্তমান সরকার দেশ ও জাতি সংগঠনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন আমরা তার সমর্থন করি।...

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি 'রোববারের সংবাদপত্র' হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে ২০ শ্রাবণ রোববার ১৩৮০ [৫ আগষ্ট ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১৫ পয়সা। এ-সংখ্যা থেকে শুরু হয় 'কিশলয়' কিশোরদের পাতা।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৭ ভাদ্র সোমবার ১৩৮০ [৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩] থেকে পত্রিকাটি 'সোমবারের সাপ্তাহিক'রূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ ২১ আশ্বিন সোমবার ১৩৮০ [৮ অক্টোবর ১৯৭৩]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১০ পয়সা। ৯ম সংখ্যা থেকে মূল্য হয় ১০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যা [২৮ মাঘ সোমবার ১৩৮০ : ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪] থেকে পত্রিকাটিকে 'উত্তরবঙ্গের একমাত্র সাপ্তাহিক' বলে দাবী করা হয়।

১ম বর্ষ ৪৭শ সংখ্যাটির প্রকাশ ১২ শ্রাবণ সোমবার ১৩৮১ [২৯ জুলাই ১৯৭৪]। এটি 'গণঐক্য প্রথম বর্ষ পূর্তি সংখ্যা'রূপে অভিহিত।

২য় বর্ষ ৪৮শ সংখ্যার [?] প্রকাশ ১৯ শ্রাবণ সোমবার ১৩৮১ [৫ আগষ্ট ১৯৭৪]। ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ৯ ভাদ্র সোমবার ১৩৮১ [২৬ আগষ্ট ১৯৭৪]।

২য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা ৩০ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৮১ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪]। এটি 'জাতীয় দিবস সংখ্যা'। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১০ পয়সা।
২য় বর্ষ ২৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২১ বৈশাখ সোমবার ১৩৮২ [৫ মে ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১৫ পয়সা।

যুগবার্তা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৮ আগষ্ট বুধবার ১৯৭৩। সম্পাদক : এ. বি. এম. তালেব আলী। সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য জানা যায় :

> বাংলাদেশের বহু সংখ্যক সাপ্তাহিক পত্রিকার ভীড়ে 'যুগবার্তা' কেন এসে যোগ দিল, এর একটা কৈফিয়ত আছে। সংবাদপত্র সত্য প্রকাশের অনন্য মাধ্যম—এ ক্ষেত্রে সাময়িক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার ভূমিকা অশেষ। সর্বোপরি মহকুমা কিংবা জিলা সদর হতে প্রকাশিত এরূপ পত্রিকা যে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানস-মুকুর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সহস্র সমস্যায় জর্জরিত আজকের যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলার নাজুক অবস্থায় যারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে মেতে আছে তাদের স্বরূপ উদঘাটন করে নির্যাতীত অভুক্ত জনতার কণ্ঠকে সোচ্চার করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই যুগবার্তার আত্মপ্রকাশ। ...সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে কয়টি পত্রিকা আজ আত্ম-নিয়োগ করেছে 'যুগবার্তা' তাদেরই মিছিলে। অন্তহীন সমস্যা জর্জরিত গণমানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ধ্বনিত হবে এর প্রতি বর্ণ, শব্দ ও আঙ্গিকে।
>
> ...বঙ্গবন্ধুর চার স্তম্ভ—সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র আজ আমাদের চলার পথের দিশারী। ...অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির মূলোৎপাটন এবং সকল শ্রেণীর দুর্নীতিবাজের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে আমরা আপোষহীন।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ডাক্তারপাড়া, ফেণী থেকে প্রকাশিত ও বনানী ছাপাঘর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ১৭ই''×১১ই''।

দৈনিক ইত্তেফাক [১৮শ বর্ষ ২৩০শ সংখ্যা : ১৮ আগষ্ট শনিবার ১৯৭৩] থেকে জানা যায় :

> গত ৮ই আগষ্ট ফেণী হইতে 'যুগবার্তা' নামে একটি নুতন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। জনাব এ. বি. এম. তালেব আলী পত্রিকাটির সম্পাদনা করিতেছেন।

কাঞ্চন। সাপ্তাহিক। সম্পাদক : আবদুল বারী। দৈনিক জনপদে [১ম বর্ষ ২১২শ সংখ্যা : ২৯ আগষ্ট বুধবার ১৯৭৩] প্রকাশিত 'দিনাজপুরে আরো একটি সাপ্তাহিকের আত্মপ্রকাশ' সংবাদে বলা হয় :

> সম্প্রতি দিনাজপুর শহরে আরো একটি নতুন পত্রিকা [সাপ্তাহিক] কাঞ্চন আত্মপ্রকাশ করেছে। কাঞ্চনের সম্পাদনা করছেন দৈনিক বাংলার দিনাজপুর প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আবদুল বারী।
>
> উল্লেখ্য যে, এর আগেই দিনাজপুর থেকে তিনটি সাপ্তাহিক 'জনমত' 'স্বজনী' ও 'নওরোজ' সাপ্তাহিক হিসেবে নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করছে। উক্ত সাপ্তাহিকগুলির সম্পাদক যথাক্রমে বাবু বিধান কুমার দেব, নুরুল আমীন (ছন্দহারা) এবং জুলফিকার আলী।
>
> এ সব সাপ্তাহিক ছাড়াও জেলা বোর্ডের উদ্যোগে মাসিক 'শাপলা' নামে একটি পত্রিকা জনাব সোহরাব আলীর সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

আস-সাকাফাহ (সংস্কৃতি)। মাসিক। 'শিক্ষা ও সংস্কারমূলক একটি আরবী ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থমালা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। সম্পাদক : মুঃ আলাউদ্দীন আল-আযহারী। 'জরুরী কথা'য় পত্রিকাটি সম্বন্ধে বলা হয় :

> আধুনিক ও প্রাচীন আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আপনার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে হলে এবং আরব জাহান ও মুসলিম জাহান সম্পর্কে খবরা-খবর রাখতে হলে নিয়মিত আস-সাকাফাহ পাঠ করুন।

আস-সাকাফাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক খবর আরব ও মুসলিম জাহানে পৌঁছিয়ে দেয়।

পত্রিকাটির সংগে যোগাযোগের ঠিকানা : মুঃ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, ১১৮ বড় মগবাজার, (কাজী অফিসের নিকট), ঢাকা। পরিবেশনায় : মজলিসুস সাকাফাহ। পৃষ্ঠা ১৬ এবং দাম ৫০ পয়সা। পত্রিকাটি এশিয়াটিক প্রেস, ৪ জিন্দাবাহার ৩য় গলি, ঢাকা থেকে এ. কে. এম. আবদুল হাই কর্তৃক মুদ্রিত।

পত্রিকাটি দ্বি-ভাষিক [আরবী ও বাংলা]।

৫ম ও ৬ষ্ঠ [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ১৯৭৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২ এবং দাম ২.০০ টাকা।

বাংলার শিল্প-বাণিজ্য। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম উদ্বোধনী সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। সম্পাদক : এ. এল. জহিরুল হক খান। যুগ্ম-সম্পাদিকা : নিলুফার খানম। সহ-সম্পাদক : মোঃ সাইদুর রহমান খান ও মোঃ মাসুদ জহির খান। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য :

বিধ্বস্ত শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে অগ্রগতির পথে প্রেরণা যোগান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫৩ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪ থেকে প্রকাশিত এবং ৫৬/এ প্যারীদাস রোড, ঢাকাস্থ আদর্শ ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ এবং দাম ৭৫ পয়সা। সাইজ : ৯৳″ × ৭½″। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯৭৩। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ২৪ এবং দাম ৭৫ পয়সা। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৪। সংখ্যাটি 'নব বর্ষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪ এবং দাম ৫০ পয়সা।

সিনেমা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭৩ [৬ ভাদ্র ১৩৮০]। সম্পাদক : শেখ ফজলুল হক মনি। সম্পাদকীয় 'যাত্রা শুরুর শুভলগ্নে' থেকে পত্রিকাটির যে উদ্দেশ্য জানা যায়, তা হল :

বাঙালী সংস্কৃতি সাধনার বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। আমরা জানি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেই মানুষের পরি-

চয়। একটি দেশের পরিচয়ও সেই দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত। আমরা এ-ও জানি, এক জাতি থেকে অন্য জাতিকে পৃথক করে এই সংস্কৃতি। আমাদের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যের বিকাশ সাধনের মহামন্ত্রে আমরা দীক্ষিত। আমরা তাই আজকের এই শুভ লগ্নে এই আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করতে পারি যে, আমাদের প্রতিটি কলমের বাক্য, প্রতিটি শব্দ এবং সর্বোপরি প্রতিটি অক্ষর বাঙালী সংস্কৃতির জন্যেই হবে নিবেদিত।

যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে সেই পুরনো সত্যের পুনরাবৃত্তি করে তাই আমরা ঘোষণা করছি যে, আমাদের সাংবাদিকতা হবে নিরপেক্ষ, সততা নির্ভর এবং নির্ভীক। আমরা সাংবাদিক সততাকেই সঞ্জীবনী করে আমাদের লক্ষ্যবিন্দুতে এগিয়ে যাবো। এটা আমাদের শুধু আশা নয়, এটা আমাদের দীপ্ত শপথ।...

সর্বপ্রান্তে একটি কথা নিবেদন করতে চাই যে, যারা শিল্পের নাম ভাঙ্গিয়ে, শিল্পীর ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান সমাজ থেকে আদায় করেন এবং অবশেষে সেই সম্মানের অপব্যবহার করে থাকেন, পংকিলতার পূঁতিগন্ধময় জীবনকেই মহৎ শিল্পীর লক্ষণ মনে করে থাকেন, সেই সব বর্ণচোরা সংস্কৃতিসেবীদের মুখোশ আমরা লোকালয়ে দিবালোকে এবং হাজার চোখের তারায় নিখুঁত-নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরবো।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মমধুতি মুদ্রণালয়, ৮১ মতিঝিল বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২, ৪ এবং দাম ৪০ পয়সা।

দৈনিক 'বাংলার বাণী'তে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে 'সিনেমা' পত্রিকা সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানা যায়, তা হল:

এটি চার রঙে অফসেটে ছাপা বিনোদন সাপ্তাহিক। এতে সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক দেশী-বিদেশী সংবাদ, গল্প, কবিতা,

প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র আলোচনা সমালোচনা, পাঠকের মতামত ও চিঠিপত্র, বেতার, টেলিভিশন, শিল্পকলা, সঙ্গীত বিষয়ক রচনা, ফ্যাশন ও অন্যান্য ফিচার প্রকাশিত হয়।[১]

গণবাংলা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ আগষ্ট শুক্রবার ১৯৭৩ [১৪ ভাদ্র ১৩৮০]। সম্পাদক: আবিদুর রহমান। সম্পাদকীয় 'আশায় আমরা উন্মুখ, অঙ্গীকারে সুদৃঢ়' থেকে পত্রিকাটির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য জানা যায়:

> গণবাংলা আবার প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালের রক্ত-পলাশ ফোটার উর্মি-মুখর ফাল্গুন প্রতিশ্রুতিময় দিনে 'গণবাংলা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল।[২] সেদিন তাঁর কণ্ঠের প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল ধ্বনি—স্বাধীনতা। সেদিন সে জানিয়েছিল দুর্জয় প্রতিরোধের সুবিপুল আয়োজনে অস্ত্র তুলে ধরার আপোষহীন আহ্বান। বাঙালী সেদিন বিদ্রোহী, বাংলাদেশ শৃঙ্খল মোচনে উন্মুখ। 'গণবাংলা' তার আত্মার ধ্বনি।
>
> তারপর এলো ২৫শে মার্চের কাল রাত্রি। কামানের গোলায়, মেশিন গানে, আগুনের হলকায় বাংলাদেশ জ্বলল। ভস্মীভূত করে দেওয়া হল 'গণবাংলা'র অফিস। সংগ্রামের আর সংবাদপত্রের মর্যাদার সমুত্তোলিত পতাকা হাতে সে লেলিহান অগ্নিশিখায় আত্মাহুতি দিলেন 'গণবাংলা' এবং তার সহযোগী 'দি পিপল'-এর ছয়জন অকুতোভয় কর্মী। স্বাধীনতা-উত্তরকালে 'গণবাংলা' দৈনিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার চাপে আবার তাকে সাময়িক অবলুপ্তিকে মেনে নিতে হয়।··· 'গণবাংলা'র লক্ষ্য এক এবং আপোষবর্জিত। তা হল মানুষের সকল মৌলিক অধিকারকে দেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে

---

[১] বাংলার বাণী, ২য় বর্ষ ১৭৮শ সংখ্যা, ১৯ আগষ্ট রোববার ১৯৭৩।
[২] তথ্যের জন্য দেখুন এই গ্রন্থকারের 'বাংলা সাময়িক-পত্র, ১৯৪৭-১৯৭১,' পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০।

ওঠা সমাজের প্রকৃত অবস্থায় দৃষ্টি দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা, মুক্তিবোধের দৃষ্টি বিন্দুতে জনগণকে পৌঁছে দেওয়া।···
সংবাদপত্রের···নিরপেক্ষ সততার ভিত্তিতেই 'গণবাংলা' আজ দেশের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করার নতুন প্রতিজ্ঞায় আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।···
'গণবাংলা' কতিপয় মৌলিক বিশ্বাসকে তার অস্তিত্বের ভিত্তি এবং যৌক্তিকতা বলে মনে করে। জনগণের ইচ্ছাই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি। 'গণবাংলা' জনগণের এই সার্বজনীন সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী।···গণবাংলা সকল শোষণের বিরুদ্ধে। সে শোষণ এক দেশের ওপর অন্য দেশের, এক সম্প্রদায়ের ওপর অন্য সম্প্রদায়ের, এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর, ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির—যাই হোক না কেন। 'গণবাংলা' মনে করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি জাতির এবং একটি ব্যক্তিরও, জীবনে মুক্তির, প্রগতির, বিকাশের এবং নিশ্চয়তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। স্বাধীনতা আপনাতে আপনি সমাপ্ত নয়, স্বয়ম্ভর নয়। স্বাধীনতার পরও ক্ষুধা, দৈন্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, এ সব—এক কথায় মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত সকল সমস্যা ও উপাদানের প্রশ্নগুলি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এগুলির অবসান, মানুষকে কেবল মানুষ হিসাবেই তার মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সমস্যা ও সংগ্রাম স্বাধীনতার লগ্নেই মীমাংসিত হয়ে যায় না। 'গণবাংলা' এ সংগ্রামে এ সমস্যার চির অবসানে সচেতন প্রয়াসে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার প্রয়োজনে।···
···আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি: মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করতে আমরা কখনও দ্বিধা করবো না। বাধা যত প্রবলই হোক, আঘাত যত কঠিনই হোক না কেন, প্রলোভন যত রঙ্গিনই হোক না কেন, বাংলাদেশের গণমানুষ থেকে 'গণবাংলা' কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশে সুস্থ সাংবাদিকতার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় 'গণবাংলা' কখনও পিছিয়ে থাকবে না।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক গণবাংলা মুদ্রায়ণ, শাহবাগ এভিনিউ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ এবং দাম ৩০ পয়সা। ১ম বর্ষ ৩১শ সংখ্যার প্রকাশ ১০মে শুক্রবার ১৯৭৪ [২৬ বৈশাখ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৮।

পত্রিকাটি এর পর বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাচ্যবার্তা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ 'রবিবাসরীয় সংখ্যা'র প্রকাশ ২০ আশ্বিন রোববার ১৩৮০ [৭ অক্টোবর ১৯৭৩]। সম্পাদক: ফজলে লোহানী। প্রতিষ্ঠাতা: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটির যে উদ্দেশ্য জানা যায়, তা হল:

> বাংলার নিপীড়িত মানুষের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে 'প্রাচ্য বার্তা।'...একদিকে রয়েছে পর্বততুল্য দারিদ্র্য, দুঃখ আর সীমাহীন হতাশার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। আরেক দিকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। এ দুয়ের মাঝে সার্বিক মুক্তির পথ খুঁজছে এদেশের দুর্গত মানুষ। এই অন্বেষণের পথে 'প্রাচ্যবার্তা' নির্ভীক, সৎ, সত্য আর একনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মশাল হাতে জনতার কাফেলার শরীক হল।

পত্রিকাটি আবু নাসের খান ভাসানী কর্তৃক প্যারামাউণ্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং ১২৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ২৩″×১৬″।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৭ আশ্বিন রোববার ১৩৮০ [১৪ অক্টোবর ১৯৭৩]। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় ছিল 'হলিডে পত্রিকা সম্পর্কে':

> 'হলিডে' এদেশের বহুল পঠিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। গত সপ্তাহে 'হলিডে' পত্রিকা বের হয়নি।...
>
> 'হলিডে' যদি অবহেলায় কিংবা কোন নোংরা নীচুস্তরের কায়দার মারপ্যাঁচে বন্ধ হয়ে যায়, তা হবে একটি শব্দের মৃত্যু। সে শব্দের নাম বাক স্বাধীনতা।...

১ম বর্ষ ৪৩-৪৪শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ৮ ভাদ্র রোববার ১৩৮১ [২৫ আগষ্ট ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা। সম্পাদক : আবু নাসের খান ভাসানী।

১ম বর্ষ ৪৭শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৯ ভাদ্র রোববার ১৩৮১ [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ আশ্বিন রোববার ১৩৮১ [১৩ অক্টোবর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটির প্রকাশ ৯ কার্তিক রোববার ১৩৮১ [২৭ অক্টোবর ১৯৭৪]।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ২৩ কার্তিক রোববার ১৩৮১ [১০ নভেম্বর ১৯৭৪]।

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩০ কার্তিক রোববার ১৩৮১ [১৭ নভেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১৫ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৮১ [১ ডিসেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ২। দাম ৩০ পয়সা।

উপরোক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় 'বাকস্বাধীনতা হরণে আরও একটি কালা-কানুন পাশ হলো' থেকে নিচে কিছু কিছু উদ্ধার করা গেল :

> কালাকানুন প্রসবিনী সংসদ আবার একটি কালাকানুন উপহার দিয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চক্রান্ত প্রথম থেকে করে এসেছে। কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো প্রকাশ্যে। যে গুটিকয়েক সংবাদপত্র জনগণের কথা লেখে, অগণতান্ত্রিক সরকারের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ এবং গণ নির্যাতনের প্রতিবাদ জানায়, তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য ক্ষমতাসীন শাসক-গোষ্ঠী একটির পর একটি পরিকল্পনা হাজির করেছে। নিউজপ্রিণ্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে সরকারবিরোধী জনপ্রিয় পত্রিকাগুলোর নিউজপ্রিণ্ট সরবরাহ বাতিল করে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর পথে। বিজ্ঞাপন দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে সকল চেষ্টাই নেয়া হয়েছে যাতে এই পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

···একমাত্র জনগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন সকল সরকারী প্রতি-বন্ধকতাকে কাটিয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শের জোরে পত্রিকাগুলো নিজে-দের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে, প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অডি-ন্যান্সের মতো কালাকানুনের খড়্গ হিসেবে কাজ করে এসেছে তখন সরকার নিজেদের দুঃশাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে সরাসরি আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে।

সেই আঘাতই আসল এবারের সংসদ অধিবেশনে। প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সকে সংশোধন করে সংবাদপত্রের অবশিষ্ট স্বাধীনতাকেও হরণ করা হলো। সরাসরি সংবাদপত্রের ডিক্লা-রেশন বাতিলের অবাধ অধিকার সরকার হাতে নিল। এখন থেকে সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে যে কোন সংবাদপত্রকে বাতিল করতে পারবে। সরকারের খেয়ালখুশীর সিদ্ধান্তের কুঠারা-ঘাতে বিরোধীদলীয় পত্রিকাগুলোকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।···

এই নতুন আইনের সাহায্যে সামনে আরও কিছু পত্রিকার ডিক্লা-রেশন বাতিল হতে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর হাতে এই নতুন আইন ছাড়াও বিশেষ ক্ষমতা আইন রয়েছে।···

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ পৌষ সোমবার ১৩৮১ [৬ জানুয়ারী ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ২। দাম ২০ পয়সা।

উপরোক্ত সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার পর 'প্রাচ্যবার্তা' বন্ধ হয়ে যায়। প্রাচ্যবার্তা পুনরায় প্রকাশিত হয় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হিসেবে ২৮ বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৮৩ [১১ মে ১৯৭৬] প্রায় এক বছর চার মাস পরে। সম্পাদকীয় 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রাচ্যবার্তার পুনঃ প্রকাশ প্রসঙ্গে' বলা হয়ঃ

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের তাঁবেদার মুজিব সরকারের এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করার মুখে সাপ্তাহিক প্রাচ্যবার্তাসহ গণতান্ত্রিক শিবিরের পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, চরম গণ-বিরোধী পরিকল্পনার একটা

অংশ হিসেবেই। অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম হামলা আসে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর। তারপর একটার পর একটা অগণতান্ত্রিক বিধান জারী হতে থাকে। পরন্তু স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের গণবিরোধী চক্রান্ত চলতে থাকে অব্যাহত ভাবে। সমগ্র দেশ, গোটা জাতি ক্রমান্বয়ে চরম সর্বনাশের গহ্বরের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হতে থাকে। জাতীয় অস্তিত্বের এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনীর সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উচ্ছেদ হয় গণতন্ত্র বিরোধী মুজিবী কুশাসন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টে যে সরকার পরিবর্তন ঘটলো তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিগত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর এদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে যে ঘটনা ঘটেছে তারই অনিবার্য পরিণতি হল ১৫ই আগষ্টের ঘটনা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবর্তনের জন্য গণতান্ত্রিক মহল শুরু থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু মুজিব সরকার দেশে যাতে নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির কাঠামো দানা বাঁধতে না পারে তার জন্য গোড়া থেকেই সক্রিয় ছিল। তারই প্রকাশ ঘটতে থাকে ৭৩ এর নির্বাচনে, গণতান্ত্রিক দলগুলোর ওপর সুপরিকল্পিত হামলায়, বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার দেশ-প্রেমিকদের হত্যা, গুম, খুন ও গ্রেফতারের মধ্যে। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সুস্থ পরিবেশ প্রস্থান করে এভাবেই। সমস্ত দেশে বিরাজ করতে থাকে নৈরাজ্য। শাসক গোষ্ঠীর সৃষ্ট এ চরম অরাজকতার মাঝে গণতন্ত্রকামী জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। কিন্তু এতেই শাসক গোষ্ঠী তৃপ্ত থাকেনি। জনগণের অবশিষ্ট অধিকারটুকু হরণ করে প্রতিবাদের ক্ষীণতম কণ্ঠকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বৈরাচারী মুজিব সরকার জারী করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে রুশ-ভারতের পরীক্ষিত দালাল আওয়ামী লীগ, মুজিববাদী ন্যাপ ও

মুজিববাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সমবায়ে গঠিত হয় 'বাকশাল'। বাক-
শালী শাসনের মধ্য দিয়ে সারাদেশে রুশ-ভারতের কর্তৃত্ব আরও
জোরদার হয়।

কিন্তু জনগণ কখনো বিদেশী শক্তির নির্দেশিত একদলীয় স্বৈর-
শাসনকে মেনে নেয় নি। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার যতোই তীব্র
হয়েছে জনগণের প্রতিরোধ ততই প্রবল হয়েছে। তার প্রকাশ
ঘটেছে বিভিন্নরূপে। জনগণের অধিকার হরণ করার মধ্য দিয়ে
শাসকগোষ্ঠী বস্তুত নিজেদেরই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর দান করে।
সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক পথের অবসান করে মুজিব সর-
কার একটি মাত্র পথ খুলে রাখে জনগণের সামনে তা হল অনিয়ম-
তান্ত্রিক পথ। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরোধী অপ-তৎপরতার
বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভের পটভূমিতে ১৫ই আগস্টের সরকার
পরিবর্তনের ঘটনা সেই ঐতিহাসিক অনিবার্যতারই স্বাক্ষর। কিন্তু
গণধিকৃত, পরাজিত গণতন্ত্রের শত্রুরা তারপরও চক্রান্ত অব্যাহত
রাখে। ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘোরাবার উদ্দেশ্যে তাদের
অপপ্রয়াস চলতে থাকে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৩রা নভেম্বরের
ঘটনায়। ইতিহাসের গতিকে যে রুদ্ধ করা যায় না, তা ৭ই
নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আরেকবার প্রমা-
ণিত হলো। জনগণের বিপ্লবী জোয়ারের মাঝে ভেস্তে গেলো
চক্রান্তকারীদের সমস্ত পরিকল্পনা। ফলে চক্রান্তকারীদের পিছু হটে
যেতে হলো।

নয়া সরকার ক্ষমতায় এসেই জনগণের প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক সমাজ
ব্যবস্থা কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান সর-
কার কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন।
রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।
সেই সাথে '৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সংকল্পের
কথাও সরকার ব্যক্ত করেছেন।

পূর্বতন সরকারের অবৈধ আদেশের ফলে বাতিল সংবাদপত্রগুলো পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণকারী মুজিব সরকারের জারিকৃত সংবাদপত্র বাতিল অর্ডিন্যান্সটি এখনো বজায় রয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংবাদপত্র যা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মৌল শর্ত, তার বিকাশের পথের মূল বাধা এই অর্ডিন্যান্সটি টিকিয়ে রেখে সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য বাস্তবায়িত করা যাবে না। তাই এই অর্ডিন্যান্সটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

মুজিববাদী আমলে গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক প্রাচ্যবার্তা যেভাবে শাসক গোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সকল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে গেছে সেই ভূমিকায় সে অটল থাকবে। বিগত সরকারের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনার অনিবার্য ফলশ্রুতি আজকের রাজনৈতিক শূন্যতার এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক দায়িত্বটি আরও বেশী করে সামনে এসেছে। প্রাচ্যবার্তা তার পুনঃপ্রকাশের মুহূর্ত থেকে এই দায়িত্বটি পালন করে যাবে অকুতোভয়ে। এ ভূমিকা পালনের পথে যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, তা থেকে তাকে বিচ্যুত করা যাবে না কোনো ক্রমেই।

১ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ শ্রাবণ রবিবার ১৩৮৩ [১৫ আগষ্ট ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৭ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৮৩ [২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৬০ পয়সা। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত।

তিয়াশা। কিশোর মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ অক্টোবর ১৯৭৩ [কার্তিক ১৩৮০]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদিকা : আকিকুন্নেসা [রানু]। পত্রিকাটি সম্বন্ধে সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

কিশোর তরুণ সমাজের মানসিক প্রতিফলনের বিকাশ তিয়াশা।

পবিত্র ঈদে আমরা প্রথম প্রকাশ করছি। তিয়াশা আমাদের প্রত্যেক মাসে বের হবে।...

প্রত্যেক মাসে বের করার প্রতিশ্রুতি দিলেও 'তিয়াশা' সম্ভবতঃ এই সংখ্যার পর আর বের হয় নি।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক তিয়াশা সংসদ থেকে প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৩ আকমল খান রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২২। দাম ১'০০। সাইজ : ৯½"×৭½"।

দীপ্তি। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।[১] সম্পাদক : দুলাল বিশ্বাস। কার্যকরী সম্পাদক : সাজেদুর রহমান, আবু আহমেদ। সহ-সম্পাদক : শিহাব সরকার, মোস্তাফা মহিউদ্দিন। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠার 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ বলা হয় :

> নবতর পর্যায়ে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে যে নতুন সমাজের জোয়ার এসেছে, জোয়ারের প্রাথমিক বিপুল স্রোতে যুব সমাজের অমূল্য তারুণ্য সঠিক পথের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত, আমাদের এ-পত্রিকা তার বিপক্ষে সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি। হাজার বছরের পুরনো ঘুণে ধরা ঝরঝরে সমাজের আষ্ঠে-পৃষ্ঠে যে কুসংস্কারের ক্লেদ ও গ্লানিমা জমেছে, নতুন যৌবনের জয়ধ্বনিতে সে সব ধুয়ে মুছে সাফ করে তার কবরের ওপর নতুন সমাজ গড়তে আমরা বদ্ধপরিকর। অথর্ব, অর্থহীন রক্ষণশীলতার পিছু টানে আমাদের যৌবনোদ্দীপ্ত তারুণ্য প্রতিনিয়ত পথভ্রষ্ট হচ্ছে আর আমরা হতাশার নৈরাজ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষয় করছি আমাদের অমূল্য সংগ্রামমুখর কর্মক্ষমতা। ফলে প্রতিক্ষণে ব্যাহত হচ্ছে আমাদের দেশ গড়ার দুর্বার সংগ্রাম। কারণ দিশেহারা তরুণ সমাজ এতটুকু চিত্তবিনোদনের নির্মল আনন্দের জন্যে বেছে নিচ্ছে যতো সব কালো পথ, আর নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক অসীম কৌতূহল তাদের করছে বিপথগামী।

---

[১] প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠায় আছে অক্টোবর ১৯৭৩।

এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের পথযাত্রা হলো শুরু। সমাজের পুরনো সমস্ত অহেতুক কুসংস্কার আর রক্ষণশীলতাকে ভেঙ্গে-চুরে আমরা চাই এমন এক সমাজ গড়তে যেখানে রইবে না নারী আর পুরুষের পরস্পরের প্রতি নিরর্থক কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা। যেখানে নির্মল কৈশোর থেকে দুর্বার যৌবনে পা দিয়ে থাকবে না পদে পদে পদস্খলনের অবকাশ। যেখানে প্রতিটি তরুণ তরুণীরই জৈবিক আকাঙ্খা সম্পর্কে থাকবে সঠিক ধারণা এবং সে সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট শিক্ষাও থাকবে। ফলে অনর্থক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ক্ষয় করবে না তারা তাদের অমূল্য কর্মক্ষমতাকে। এই উদ্বৃত্ত কর্মক্ষমতা দেশ গঠনে প্রত্যক্ষ সাহায্য করবে। আমরা এমন এক সমাজের কল্পনা করছি যেখানে সপ্তাহে সাড়ে পাঁচটা দিন থাকবে কর্মমুখর আর দেড়টা দিন থাকবে নির্মল আনন্দের অবসর এবং এই আনন্দ আহরণ পরবর্তী দিনগুলিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্ম-মুখর করে রাখতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।...

পত্রিকাটি রহমান আ. ফ. মো. আ. কর্তৃক প্রকাশিত এবং গণ মুদ্রায়ণ, হাতী সড়ক, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৮। দাম ২.৫০। কার্যালয়: ধানমণ্ডি হকার্স মার্কেট ভবন, ৩/৪ দোতলা, ঢাকা-৫। সাইজ: ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৮″।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল-মে ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৩.০০ টাকা। এ-সংখ্যায় বলা হয়:

শ্রীমতি অশ্লীল।—অনুযোগ।

গতানুগতিকের জালে জড়িয়ে শ্রীমতিকে শুধু নিরস সিনেমা পত্রিকা বানাবেন না—উপদেশ।

নগ্ন ছবি এবং যৌন বিষয়ক লেখা, কোনটাই শ্রীমতিতে থাকে না। তাই পিন খুলুন।—হিতোপদেশ।

এই মত অনুরোধ উপরোধ হিতবাণী অহরহই অগণিত হিতাকাঙ্খী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট থেকে শ্রীমতিকে শুনতে হচ্ছে। পত্রিকা

> প্রকাশের শুরু থেকেই আমরা বলে আসছি যে, শ্রীমতি একটি আনন্দ পত্রিকা। হালকা নির্মল আনন্দ, সন্দেশ পরিবেশনই এর একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই হেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যের আওতাধীন বিষয়বস্তু নিয়েই শ্রীমতি প্রকাশিত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজও করতে হয় এবং আপনারা দেখে আসছেন এই আপোষ-মীমাংসায় কোনদিনই শ্রীমতির কার্পণ্য ঘটে নি। হালকা-চটুল বিষয়বস্তুর মাঝে যে কিছু কিছু বিষয় গুরুত্ব থাকবে না এটা শ্রীমতি মানতে রাজী নয়।…

উপরোক্ত সংখ্যাটি প্রকাশের পর 'শ্রীমতি' বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক [১৭ মে শনিবার ১৯৭৫] পত্রিকায় প্রকাশিত 'অশ্লীল পত্রিকা আটক অভিযান' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

> স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ গতকাল [শুক্রবার] বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ও উলঙ্গ যৌনাবেদনমূলক পত্রিকা আটক করিয়াছে। এ-ব্যাপারে 'শ্রীমতি' নামক একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মিঃ দুলাল বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।
>
> …কোতওয়ালী ও লালবাগ থানার সহযোগিতায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ বিভিন্ন বুকস্টলে হানা দিয়া 'কামনা', 'বাসনা', 'বিনোদন', 'শ্রীমতি' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা 'সীজ' করিয়াছে।
>
> …প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘদীন যাবত এই ধরনের কুরুচি-পূর্ণ পত্রিকা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে কলুষিত করিয়া তুলি-তেছিল। ক্রমান্বয়ে এ সমস্ত পত্রিকার সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছিল। কেবল এই সমস্ত পত্রিকা ছাড়াও বিদেশ হইতে চোরাপথে আসা অনেক অশ্লীল পত্রিকা গোপনে বিক্রয় হইতেছে।

দৈনিক সংবাদ [১৫ জুন শনিবার ১৯৭৪] পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীমতির সামনে বোমা নিক্ষেপ' শীর্ষক এক সংবাদ থেকে জানা যায়:

> গতকাল শুক্রবার রাত অনুমান ৮ টায় ঢাকার নিউ মার্কেটে অবস্থিত রম্য পত্রিকা 'শ্রীমতি' অফিসের বারান্দায় একটি এসিড

বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কোন ক্ষয়ক্ষতি বা কেউ হতাহত হয় নি বলে লালবাগ থানা জানিয়েছে।

সংহতি। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৮০ [৬ নভেম্বর ১৯৭৩]। সম্পাদক: ভবেশ চন্দ্র নন্দী। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক আমার দেশ প্রেস, ৩৬ মদনমোহন বসাক রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৫"×১০½"।

১ম সংখ্যাটির প্রকাশ সম্ভবত: ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৪ ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৮১ [১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ২৫ পয়সা। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'ঐকতান' থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করা গেল:

> ...অনেক কিছু প্রাণ-খুলে বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য লেখা চলে না। 'শাসন-সংযত কণ্ঠে' একান্ত উচিত কথাকেও নিতান্ত মোলায়েম করে বলতে হয়।
>
> পাকিস্তানের আমলে বিশেষ করে সামরিক শাসনের আমলে দেশের সরকারকে আপন জ্ঞান করার সুযোগ তারা দিত না।... তাদের রক্তচক্ষু দেখিয়ে আমাদের মনে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে সত্য কথা, উচিত কথা দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর কথা বলতে গেলে কণ্ঠ চেপে ধরতে চাইত। কিন্তু তথাপি মুখ তারা বন্ধ করতে পারে নাই। ভয়ভীতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ সত্য কথা বলেছে। উচিত সমালোচনা থেকে বিরত হয় নাই। যারা সাহস করে মুখ ফুটে বলে নাই তাদের মনে বিদ্রোহের আগুন অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেছিল যারই প্রকাশ ১৯৭১ সনে শত সহস্র বাঙালীর নির্ভীক অভিযান।
>
> আজ আমরা অনুভব করি দেশ আমাদের। রাষ্ট্র আমাদের। দেশের সরকার আমাদেরই মনোনীত প্রতিনিধি একান্ত আপনজন। ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাদের সমালোচনা, তাদেরকে ভর্ৎসনা করার অধি-

কার একমাত্র আমাদেরই। তাদের কোন ভুলের জন্য দুঃখ ভোগ করতে হয় আমাদেরকেই। তাদের কোন অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়লে বিশ্বের কাছে যেন আমরাই ছোট হয়ে যাই, কারণ এরা আমাদেরই মনোনীত প্রতিনিধি।

জাতির সাথে রাষ্ট্রের সাথে এই যে আন্তরিক অবিচ্ছেদ্য ঐক্য-বোধ এটাই জাতীয়তার ভিত্তি। দেশের সরকার এই ঐক্যবদ্ধ আপামর জনসাধারণের সঙ্গে যতটা আপন হতে পারবেন, কান পেতে ধৈর্য সহকারে ধনী, দরিদ্র সকলের প্রাণের স্পন্দন শুনতে পারবেন, তার আনন্দ পুলকে পুলকিত হতে পারবেন, ততই সেই সরকার হবে জনগণের সরকার। কিন্তু যদি কোন সরকার একান্তভাবে শুধু শাসক সেজে বসতে চান তবে জনগণের প্রাণের সাথে হবে তার বিচ্ছেদ এবং তার শক্তির উৎসমুখে বিরাট জগদ্দল পাথর চাপা পড়বে। আশা করি সরকার মানুষের সত্যিকার সুখ-সুবিধা ও শুভ কল্যাণের কথাই তার মুল লক্ষ্য করে নিবেন। শুধু তাদের নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা বা খেয়ালখুশী দ্বারা পরিচালিত হবেন না। আমরা সরকারের একান্ত আপনজন হিসেবে অবশ্যই সমালোচনা করব।...সরকার নিশ্চয়ই অনুভব করেন দেশের মুল শক্তি জনগণ এদেরকে উপেক্ষা করা চলে না।

২য় বর্ষ ৩২শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ [৩ জুন ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ২৫ পয়সা।

জনতার বাণী। সাপ্তাহিক। 'ছাত্রসমাজ পরিচালিত [যুব সমাজের কণ্ঠ স্বর]।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২৮ আশ্বিন সোমবার ১৩৮০ [২৬ অক্টোবর ১৯৭০]। সম্পাদক: সৈয়দ শাহজাহান সহিদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক আজাদ প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩১ গোপী মোহন বসাক লেন, ঢাকা ১ থেকে প্রকাশিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

সাম্যবার্তা। দৈনিক। ১ম বর্ষ ১৪৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১০ কার্তিক শনিবার

১৩৮০ [২৮ অক্টোবর ১৯৭৩]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: আবদুল মোতালেব তালুকদার।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক সাম্যবার্তা মুদ্রাণালয়, ৩৬ র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ১৪ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, ৬ এবং দাম ২০ পয়সা।

মশাল। 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পাক্ষিক মুখপত্র [বুলেটিন ১]।' ১ম বর্ষ উদ্বোধনী বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ ৩১ অক্টোবর বুধবার ১৯৭৩ [১৪ কার্তিক ১৩৮০]। সম্পাদক: হারুনুর রশিদ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়' 'মশাল আগুন হয়েই জ্বলবে' থেকে অনেক তথ্যের মধ্যে যা জানা যায়:

> …পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জনের চরম লগ্নে দেশীবিদেশী ঘৃণ্য চক্রান্তের দরুন বাঙলাদেশে শোষণ আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত:—শ্রেণীদ্বন্দ্ব তথা শ্রেণী সংঘাত প্রায় আসন্ন ও অনিবার্য। বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের মধ্যে আজ যে অপূর্ব শ্রেণী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, তাকে সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ রূপ দিতে না পারলে সকল শ্রেণী সংগ্রাম দুরূহ হয়ে পড়বে। অর্থাৎ বিরাট বিপুল শোষিত জনতার সর্বমোট পরিমাণের গুণগত রূপান্তর সাধন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন ঘৃণা ও বিক্ষোভকে সংঘবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে, যে শক্তি শোষক শ্রেণীর মূলোৎপাটন করে শোষিত শ্রেণীর আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হবে।
>
> একজন মেহনতী মানুষের নিজস্ব সংগঠন অর্থাৎ পার্টি ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ হতে হবে নিবিড় ও সরাসরি। এই সেতুবন্ধনের অভিপ্রায় নিয়েই 'মশাল'-এর আত্মপ্রকাশ। অহমিকাপূর্ণ অবান্তর দার্শনিক পাণ্ডিত্যের আখড়া সৃষ্টি করা এর উদ্দেশ্য নয়; বরং শোষিত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শ্রেণী সংঘাতকে সুতীক্ষ্ণ করে তোলাই 'মশাল' প্রকাশ করার আসল উদ্দেশ্য।…

পত্রিকাটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাতীয় কমিটির পক্ষে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রচার সম্পাদক সুলতান উদ্দিন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ এবং দাম ৩০ পয়সা।

অপারেশন। 'প্রগতিশীল সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য পরিক্রমা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৪ নভেম্বর রোববার ১৯৭৩ [বুলেটিন ১] সম্পাদক : ডঃ এম. এ. করিম। উপদেষ্টা পরিষদ : ডাঃ এম. এ. মোতালেব, ডাঃ সাঈদ হায়দার, ডাঃ আহমদ রফিক।

অপারেশনের বিষয়বস্তুর মধ্যে দেশবিদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই মুল উপজীব্য। আমাদের দেশের বর্তমান অবৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য বিভাগ, বাজেট, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিভাষা, হাসপাতাল, ঔষধপত্রের উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ, আমদানী, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণামুলক প্রবন্ধ, খবরাখবর থাকবে। বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেখাও এতে থাকবে। অভিজ্ঞতা, পরিসংখ্যান ও তত্ত্বের আলোকে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কায়েমই মুল লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংগে সম্পর্কযুক্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রতিফলনের ব্যবস্থাও থাকছে।

পত্রিকাটি মজিবুল হক কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুন লাইট প্রেস, ২৬/১ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা—১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৪। দাম ৫০ পয়সা।

পলাশ। রম্য পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৩ নভেম্বর ১৯৭৩। সম্পাদক : কাজী মনসুর হোসেন। যুগ্ম সম্পাদক : মতিয়র রহমান খান। সহকারী সম্পাদক : রহমান তালুকদার। কার্যকরী সম্পাদক : আ. জামান।

পত্রিকাটি জনতা কমার্শিয়াল ব্যুরোর পক্ষে এম. এম. ইসলাম, ৫/এ

বঙ্গবন্ধু এভিন্যু, ঢাকা—২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৯ হাটখোলা রোডস্থ প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭৩ [১০ পৌষ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২৫ পয়সা।

বঙ্গ বাণিজ্য। 'অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৮ নভেম্বর ১৯৭৩। সম্পাদক : অধ্যক্ষ শেখ আবদুর রহমান।

পত্রিকাটি জনতা কমার্শিয়াল ব্যুরোর পক্ষে এম. এম. ইসলাম, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিন্যু, ঢাকা-২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৯ হাটখোলা রোডস্থ প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ১৬″ × ১১½″ ।

পত্রিকার নিয়মিত ফিচারগুলো হচ্ছে : বিদেশী সংবাদ, বৈদেশিক বাণিজ্য, টুকিটাকি, বাংলার নারী, চিত্রশিল্পী, আল-কোরাণ, দেশী সংবাদ, চিত্রশিল্প, বাজার দর, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ইত্যাদি। এ-ছাড়াও আছে পাট সম্পর্কিত বিশেষ নিবন্ধ, দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সংবাদ, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭৩ [১০ পৌষ ১৩৮০]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ চৈত্র বুধবার ১৩৮০ [৩ এপ্রিল ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ২৬শ সংখ্যা ১১ আষাঢ় বুধবার ১৩৮১ [২৬ জুলাই ১৯৭৪] থেকে সম্পাদক হিসেবে অধ্যক্ষ শেখ আবদুর রহমানের নাম পত্রিকায় দেখা যায় না।

১ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যার প্রকাশকাল ১ আশ্বিন বুধবার ১৩৮১ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

'সম্পাদকের কথা' থেকে যা জানা যায়, তার আনুষঙ্গিক কিছু অংশ নিচে উদ্ধার করা গেল :

বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। এর অর্থনীতি মারাত্মকভাবে

নির্ভর করে কৃষি উৎপাদনের উপর। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ৬০% কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়; সেইজন্য সমগ্র দেশের উন্নয়ন হার সর্ব্বোচ্চ করতে হলে কৃষি উৎপাদন হতে হবে সর্বাধিক।...

শুধু ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা রক্ষা করে গোলায় উঠালেই হবে না, এগুলির সাথে সাথে সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। আর এর পরই প্রয়োজন জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপ রোধ করা...।

এর পরই আসে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা।... উৎপাদন তা কৃষিই হোক বা শিল্পই হোক কোয়ালিটি কণ্ট্রোলের মাধ্যমে তার মানের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।...

বর্ধিত উৎপাদন রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য ভাল বাজার সংগ্রহের প্রয়োজন অধিক। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে ইহার সুসম বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরী করা উচিত।...

দেশবাশীর মধ্যে এর উপলব্ধি ঘটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর কারণ উদ্ঘটন ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হলো, বঙ্গবাণিজ্যের প্রথম সংখ্যা।...

অনামিকা। মহিলা মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭৩ [কার্তিক ১৩৮০]। সম্পাদিকা: ফাতেমা জোহরা। সম্পাদিকার কথায় জানা যায়:

...সাহিত্য চিন্তার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মহিলা সাহিত্য সাধনায় একটা নতুন কিছু, একটা পরিচ্ছন্ন, সাবলীল, জীবন জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট পরিচয় বিকাশ লাভ করুক আমরা তা চাই।

...গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, আন্তর্জাতিক বিষয়ক ফিচার, সামাজিক সমস্যার চিত্ররূপ এবং যে কোন বিষয়ের উপর মননশীল রচনা আমরা চাই।...

প্রথমে এ পত্রিকার নামকরণ হয়েছিলো 'মানসী' কিন্তু পরবর্তী

পর্যায়ে বিশেষ কারণে এর নাম পরিবর্তন করে 'অনামিকা' রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।…

পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয়: আম্বিয়া ভিলা, শোলক বহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪ এবং দাম ১.০০ টাকা।

বিনোদন। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭৩। প্রধান সম্পাদক: সেরাজুল হক। অবৈতনিক সম্পাদক: ফজল শাহাবুদ্দিন। নির্বাহী সম্পাদক: শাহরিয়ার কবির। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় পাঠকের অবগতির জন্য নিচে উদ্ধার করা গেল:

বাংলাদেশে ভাল সাময়িক পত্রিকার জীবনকাল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পস্থায়ী সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু আমাদের মতো কিছু লোক এই প্রতিষ্ঠিত বাস্তবের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে অবিরাম। বিনোদন-আত্মপ্রকাশ তেমনি আর একটি অবাস্তব সংগ্রামের শুভ সূচনা।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ আজকের দিনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রচুর লাভজনক ব্যাপার। কেন না, সে দেশে পাঠকের যেমন অন্ত নেই তেমনি অন্ত নেই বিজ্ঞাপনেরও। তুলনামূলকভাবে এদেশে পাঠকের একটি ক্ষীণ অস্তিত্ব হয়ত আছে, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতারা সাময়িক পত্রিকার অস্তিত্বকে আমল দেন না বিন্দুমাত্রও। ফলে, এদেশের যিনি বা যাঁরা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন, সমূহ ক্ষতিই তাঁদের একমাত্র পরিণতি। তবুও, আগেই বলেছি, কিছু লোক এই অবাস্তব উদ্যমের সমুদ্রে পাড়ি জমান। নতুন সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য নতুনতরো, অভিজ্ঞতার চিহ্ন অংকিত করে রেখে যান। বিনোদন পত্রিকার আত্মপ্রকাশ যদি দুর্ভাগ্যবশত: তেমনি আরেকটি অভিজ্ঞতার চিহ্ন হয়েও বেঁচে থাকে তা আমাদের শ্লাঘার বিষয়ই হবে।…

বিনোদন সাহিত্য পত্রিকা, চলচ্চিত্র পত্রিকা সংস্কৃতি পত্রিকা, চিত্ত

বিনোদনের পত্রিকা—এক কথায় বিনোদন আমাদের সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্রিকা।...

পত্রিকাটি অবৈতনিক সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ্যাবকো প্রেস, ঢাকা—১ থেকে মুদ্রিত। প্রধান কার্যালয়: ৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা—২। পৃষ্ঠা ৬৮। দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ১০১/৪''×৮''

২য় ব ১ম সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৪। সংখ্যাটি বিশেষ 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০। দাম ৩.৫০। এ-সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'ঢাকার সাময়িক পত্রিকাগুলো কি বেঁচে থাকতে পারবে'?

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮১ [মার্চ ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৭৪। দাম ৩.৫০।

উপরোক্ত সংখ্যার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অগ্নিবীণা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭৩ [১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৮০]। পরিচালক ও সম্পাদক: পারভেজ করিম। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক রবিন প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেসেজ, ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

জনকথা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৩ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৮০ [৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩]। সম্পাদক: উৎপল চৌধুরী। পৃষ্ঠপোষক: মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। পত্রিকার সম্পাদকীয় 'জনকথার কথা' থেকে এর উদ্দেশ্য জানা যায়:

জনকথা মানে জনগণের দুঃখ, দারিদ্র, বেদনা ও অন্তরের কথা। মানুষের অন্তরের অব্যক্ত বক্তব্যগুলোকে তুলে ধরাই জনকথার মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

...আসল কথা যা তা স্পষ্ট করে বলাই হবে আমাদের ধর্ম বা লক্ষ্য।...

দলমতনির্বিশেষে নিরপেক্ষ সমালোচনা আমাদের হবে উদ্দেশ্য।...

জনতার কথা নিষ্ঠার সংগে প্রকাশ করবার অঙ্গীকার নিয়ে আজ জনকথার শুভ যাত্রা শুরু।

পত্রিকাটি আবদুল বাতেন কর্তৃক বাণী আর্ট প্রেস, ৪১ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং ১১৪ বনগ্রাম, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৬½″×১১″।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩০ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৮০ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩]। এ-সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে ছোটদের পাতা 'হলুদ পাখী সবুজ বন'।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ৭ পৌষ রোববার ১৩৮০ [২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩]। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'সাংবাদিকতা কোন্ পথে' থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করা যায়:

> স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সাংবাদিকতা একটি বিশেষ মোড় নিয়েছে একথা নিশ্চিতভাবে হয়তো বলা যায় যখন শতাধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের সংবাদ পরিবেশিত হতে দেখা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় যেমন নানা চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ হয়েছে, তেমনি ঘটেছে কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা নিয়ে মর্জিমাফিক ক্রিয়াকলাপ।
>
> স্বাধীনতার আগে পাক আমলে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় যে নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল তা যে আজ নেই সে কথা বলা বোধ হয় ভুল হবে। পাক-হানাদার মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও রয়েছেন বহু শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক যারা কোনদিন নীতির প্রশ্নে আপোষ করেন নি এবং এখনও করছেন না। কিন্তু তবু মনে হয় যেন আগের চেয়ে বর্তমানে সাংবাদিকতার সেই প্রেরণা নেই। নেই নিবেদিত প্রাণ, দেশ প্রেমের সেই জোয়ার।···
>
> যদি মেনে নিতে হয় যে প্রাকবিপ্লব যুগে সাংবাদিকতা যে ধারায় বইছিল আজও সে ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে তবে বলতে হয় পবিত্র

সাংবাদিকতায় আজ বহু নতুন এবং অযোগ্য লোকের ভিড় হয়েছে। সাংবাদিক নামের মোহে অনেকে এ লাইনে এসেছেন। দেশ গড়ার কাজ এদের কাছে গৌণ। মুখ্য হল নাম কেনা এবং গোষ্ঠীর তল্পিবাহক হয়ে নিজেদের আসন দৃঢ় করা।...প্রাক বিপ্লব যুগে যেখানে মাত্র একটি জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন ছিল সেখানে আজ ছুটি। সাংবাদিকরাও তবে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন একথা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে। এই দলাদলিই কি শেষ পর্যন্ত বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশের সাংবাদিকতার অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করা যে.ত পারে?

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ পৌষ শুক্রবার ১৩৮০ [৪ জানুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ২৫ পয়সা। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ২৮ পৌষ রোববার ১৩৮০ [১৩ জানুয়ারী ১৯৭৪]।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৬ মাঘ সোমবার ১৩৮০ [২০ জানুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৩ মাঘ রোববার ১৩৮০ [২৭ জানুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ২০ মাঘ রোববার ১৩৮০ [৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ৫ ফাল্গুন রোববার ১৩৮০ [১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ২৫ পয়সা। এ-সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেন সৈয়দ শামসুল আলম [হাসু]।

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ৮ ফাল্গুন বুধবার ১৩৮০ [২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। সংখ্যাটি একুশে উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৮০ [২৬মার্চ ১৯৭৪]। এটি স্বাধীনতা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ বৈশাখ রোববার ১৩৮১ [২৮ এপ্রিল ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের জীবনী প্রকাশিত হয়।

গ্রেনেড। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২ পৌষ রোববার ১৩৮০ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩]। সম্পাদক: আবদুল মতিন চৌধুরী। পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' থেকে জানা যায়:

> গ্রেনেড মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাপ্তাহিক মুখপত্র। রাজনৈতিক বা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।...'গ্রেনেড' প্রকাশের পেছনেও একটা উদ্দেশ্য আছে।...দেশে অনেকগুলো দৈনিক ও সাপ্তাহিক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা আছে বটে, কিন্তু এ সব পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের খবরাখবর ঠিক মতো ছাপা হচ্ছে না কিংবা যথোপযুক্ত গুরুত্ব পাচ্ছে না...মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বক্তব্য সঠিকভাবে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য সাপ্তাহিক 'গ্রেনেড' প্রকাশ করা হোল।...

পত্রিকাটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ৩০ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং লেখা আর্ট প্রেস, ২২/১ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা—২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা। সাইজ: ২২″×১৬½″।

১ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৯ ভাদ্র রোববার ১৩৮১ [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৩৭শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৯ কার্তিক রোববার ১৩৮১ [২৭ অক্টোবর ১৯৭৪]।

১ম বর্ষ ৩৯শ ও ৪২শ সংখ্যাদ্বয়ের প্রকাশ যথাক্রমে ২৩ কার্তিক রোববার ১৩৮১ [১০ নভেম্বর ১৯৭৪] এবং ১৫ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৮১ [ডিসেম্বর ১৯৭৪]।

যতদূর মনে পড়ে এরপর পত্রিকাটি আর বেশী দিন বেঁচে ছিল না।

ভীমরুল। 'একটি নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর রোববার ১৯৭৩ [৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৮০]। সম্পাদিকা: বেগম রোকেয়া রহমান। সম্পাদকীয় 'আমাদের যাত্রা শুরু' থেকে নিচে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:

> বাঙ্গালী জাতির সব চাইতে বেদনার্ত সুন্দরতম দিন আজ। আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরের সংগ্রামের দীক্ষা বুকে নিয়ে এক সাগর রক্তের পথ বেয়ে জীবনের উপকূলে পৌঁছানোর যে মহাযাত্রা বাঙ্গালী জাতি ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ শুরু করেছিল, দুই বৎসর আগে রুধির ভেজা এই সোনাময় দিনে তার সফল সমাপ্তি ঘটে। লাখো লাখো শহীদের রক্তের পবিত্রতম স্মৃতি বুকে করে ভীমরুল আজকের দিনকে তার আত্ম প্রকাশের দিন হিসেবে বেছে নিয়েছে। যে মায়াবী স্বপ্ন বাংলা মায়ের আদরের দুলালদের টেনে এনেছিল চরম আত্মোৎসর্গের পথে, যে আদর্শ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দুর্জয় সংকল্পে উজ্জীবিত করেছিল, আজ জাতীয় দিবসে 'ভীমরুল' সেই পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরবার শপথ নিচ্ছে।
>
> বাংগালীর হাজারো বছরের ইতিহাসে অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণের কথাই শুধু লেখা হয়ে আছে। পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ের মত যখনই বাঙ্গালী উন্মাদ হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার বিদ্রোহে ফুসে উঠেছে তখনই শোষকের আঘাতে রক্তের বন্যার বানে তা ভেসে গেছে। আজ বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হলেও শোষকের রক্তচক্ষুর শ্যেণদৃষ্টি পেরিয়ে সে আসতে পারে নি। নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে তারা।
>
> স্বাধীন বাংলাদেশের আজকের এই পুণ্য দিনে 'ভীমরুল' এ কথাই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে চায়, শোষকের যে কোন ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিয়ে বাংলা তথা বাঙ্গালী জাতির গৌরব সমুজ্জ্বল

রাখার শপথই 'ভীমরুল'-এর আত্মপ্রকাশের উৎস।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক তিলোত্তমা প্রকাশনী, ১৬০/৩ এলিফ্যাণ্ট রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা—৫ থেকে প্রকাশিত এবং আলম প্রিণ্টিং প্রেস, ২১ মিরপুর রোড, ঢাকা—২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৩৫ পয়সা। সাইজ : ১৭½''×১১½''।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা। বার্ষিক। ১ম বর্ষ ১ম খণ্ডের প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮০ [ডিসেম্বর ১৯৭৩]। সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সম্পাদনা পরিষদ : ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ, জনাব আবদুর রাজ্জাক, ডঃ মফিজুল্লাহ কবির, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক।

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের রচনা নিয়ে প্রতি বৎসর একবার প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি এ. কে. এম. আবদুল হাই কর্তৃক এশিয়াটিক প্রেস, জিন্দাবাহার তৃতীয় গলি, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৬২। দাম ৫.০০। সাইজ : ৯¾''×৭''।

দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৮১ [ডিসেম্বর ১৯৭৪]। এ-সংখ্যাটি নুরুদ্দিন আহমদ, রেজিষ্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং পূর্বোক্ত প্রেস থেকে মুদ্রিত। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ২৫০। দাম ছয় টাকা। দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রসঙ্গে বলা হয় :

> সর্বমোট উনিশটি রচনা এ-সংখ্যায় আছে। রচনাগুলো হচ্ছে, 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও উপ-মহাদেশীয় চিন্তাধারা' (আবদুল মতিন), 'স্বপ্ন ও সাহিত্য' (আহসানুল হক), 'পালযুগের একটি নূতন মূর্তিলিপি (আবদুল মমিন চৌধুরী), 'নোয়াম চমস্কি ও ধ্বনিতত্ত্ব' (রফিকুল ইসলাম); 'বিশ্লেষণী দর্শন ও অধিবিদ্যার ভাষা' (আমিনুল ইসলাম), 'ভূমি নিয়ন্ত্রণে বানিয়ার আবির্ভাব' (সিরাজুল ইসলাম), 'সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ' (তাজুল ইসলাম হাশমী), 'বাংলা ভাষা ও চর্যাপদ' (এস. এম. লুৎফর রহমান) ঐতিহ্য এবং গাসিয়া

লোর্কা (খোন্দকার আশরাফ হোসেন), 'রুশোর দর্শন ও মানস' (আবুল কালাম), 'বৌদ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাণ' (রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া), 'উনিশ শতকের ভাব-আন্দোলন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (ফরিদা প্রধান), 'প্রতীক আন্দোলন, এলিয়ট ও বুদ্ধদেব বসু' (সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম), 'গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা' (মোহাম্মদ শাহাবউদ্দিন), 'তুর্কী ভাষা আন্দোলন' (মনসুর মুসা), 'আইউব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক' (সাঈদ-উর-রহমান), 'তারাশঙ্করের রাজনৈতিক উপন্যাস' (নাজমা জেসমিন চৌধুরী), 'সুইফটের তথাকথিত নারী বিদ্বেষ' (শামসুদ্দোহা) ও 'ইডিপাস ও লীয়র' (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।[১]

দৈনিক বাংলায় [১৩ জুলাই ১৯৭৫] উক্ত সংখ্যাটি সম্পর্কে বলা হয়:

> আলোচ্য সংখ্যায় ১৯টি নিবন্ধ আছে। প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পুরোপুরি সুখপাঠ্য। অন্য দশটা পত্রিকার সাথে এর বিশেষ পার্থক্য বিষয়ক্রমে। সাহিত্য (বাংলা, ইংরেজী), দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সমাজচিন্তা, ইতিহাস, আইন যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে এতে একাধিক প্রবন্ধ আছে। প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রবন্ধ ছিল। বর্তমান সংখ্যায় বিজ্ঞাপন অনুপস্থিত। সাহিত্য একটু বেশী স্থান দখল করে আছে।

পরে পত্রিকাটি ষান্মাসিকরূপে জুন ও ডিসেম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৪শ সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৮৮ [ডিসেম্বর ১৯৮১]। পৃষ্ঠা ২৩৫। সাইজ: ৮১/৪"×৫১/৪"।

১৬শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৮৯ (ডিসেম্বর ১৯৮২)।

নাইলন। 'নাইলন ও ক্যারিলিন প্রমোদ সংঘের বার্ষিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৩৭৯। সম্পাদক: শামসুল আলম সাজ ও মোহাম্মদ মুসা। নাইলন শিল্প গোষ্ঠীর জেনারেল ম্যানেজার জনাব এম. আক্কাছুর রহমান পত্রিকাটি সম্পর্কে বলেন:

---

[১] দৈনিক পূর্বদেশ: ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৬শ সংখ্যা [১৮ মে রবিবার ১৯৭৫]।

দীর্ঘকাল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয় নি, এক উপনিবেশ শক্তির স্বার্থের ধারক ও বাহক শাসক চক্রের জন্য। তাই অত্র কারখানাদ্বয়ে এককালে যা ছিল এক জঘন্য অপরাধ আজ তার সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে জন্ম গ্রহণ করলো নাইলন ও ক্যারিলিন প্রমোদ সংঘের প্রথম বার্ষিক মুখপত্র নাইর্লন।

যারা হাতুড়ি চালায়, যন্ত্রদানবের সংগে লড়তে লড়তে যারা যন্ত্রে পরিণত, তাদের সেই যন্ত্র-হাতুড়ির সংঘর্ষের ফসল নাইলন। বাংলাদেশের মেহনতি জনতার মনের কথায়, গণমুখী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে এ জাতীয় উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়।

পত্রিকাটি নাইলন ও ক্যারোলিন প্রমোদ সংঘ, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭, ২৪, ১১। দাম ১.০০।

মনীষা। ত্রৈমাসিক। 'গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র।'

ত্রৈমাসিক 'মনীষা'র ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা বের হয়েছে। নিমাই মান্না, শওকত আলী আনু ও ফরিদা ইয়াসমীন মেরী রচিত প্রবন্ধ তিনটি এবং বঙ্কিম চক্রবর্তী, মোহাম্মদ মহসীন মুর্শেদ, আবদুর রব খান ও তপংকর চক্রবর্তীর কবিতা এ সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।[১]

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৫। সম্পাদিকা: জাহানারা তাহের। পত্রিকাটির কার্যালয়: ২৫২ নিউ সার্কুলার রোড (ত্রিতল), মালিবাগ, ঢাকা-২। মুদ্রণে: কথাকলি মুদ্রণী, ৩৪ মুনীর হোসেন লেন, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা ৫৯। দাম ১.০০ টাকা।

সুধা। 'মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ [১ পৌষ সোমবার ১৩৮০]। সংখ্যাটি 'জাতীয় দিবস সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: অনুপম। সহযোগী: সৈয়দ আবদুল বাকী, তাহমিনা কোরাইশী, মজিবর রহমান।

---

[১]সুজনেষু [নবান্ন সংখ্যা ১৩৮১], পৃষ্ঠা ১২১

সুধার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে "সার্বিক মঙ্গলের যাত্রা পথে সামান্য প্রতিফলন করার সংকল্প নিয়ে এই শুভ পুণ্য দিবসে যাত্রা শুরু করল 'সুধা'।"

চলতি সংখ্যায় তেরোজন লেখক-লেখিকার বিভিন্ন ধরণের লেখা ছাড়াও চলচ্চিত্র এবং চিত্তবিনোদন সম্পর্কিত ফিচার রয়েছে তিনটি। পত্রিকায় প্রত্যেকের কমবেশী দুর্বল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। প্রবন্ধের মধ্যে কবীর চৌধুরী ও এম. জালালীর প্রবন্ধ দুটি উপদেশমূলক। ডঃ মোঃ আজহার আলীর 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য' বেশ তথ্য সমৃদ্ধ। কিন্তু ডঃ নাজিরের লেখাটিকে নিবন্ধ বলাই বোধ হয় শ্রেয় এবং তা সে ধাঁচেই লেখা হয়েছে। কয়েকটি গল্প ছাড়াও ভ্রমর চৌধুরীর রম্যরচনা ও অধ্যাপক আবদুল হকের ধারাবাহিক গাঁথাকাব্য 'নীলা সুন্দরী' যেহেতু ধারাবাহিক কোন মন্তব্য তাই নিষ্প্রয়োজন।

প্রচুর লেখায় সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য মহলে 'সুধা' আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি।

নিউজপ্রিন্টে ছাপা এ পত্রিকাটির অংগসজ্জা মোটেই উল্লেখ্য নয়। প্রচ্ছদপটও সাদামাটা। তাছাড়া বিনিময় মূল্যও অধিক রাখা হয়েছে। এটা মোটেই সমীচীন নয়।[১]

পত্রিকাটি অনিল কুমার দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং বর্ণরূপা মুদ্রায়ণ, ১২০ ফকিরের পুল, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। কার্যালয়: ৬৭ নয়া পল্টন, ঢাকা-২। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ১.৩০। সাইজ: ৯"×৭"।

---

[১]দৈনিক পূর্বদেশ: ৫ম বর্ষ ১৯৬শ সংখ্যা [১০ মার্চ রোববার ১৯৭৪] পৃষ্ঠা ৬।

. ...

শ্যামলী। মাসিক। ২য় বর্ষ ৭ম-৮ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮২। সম্পাদক : কালিকা প্রসাদ মনসা। বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার বিভাগের পরিচালককে লেখা সম্পাদকের এক চিঠি থেকে পত্রিকাটির ইতিহাস জানা যায় :

> ...'শ্যামলী' নিতান্তই পল্লী অঞ্চল হতে প্রকাশিত যেখানে একটা প্রেস পর্যন্ত নাই। 'শ্যামলী'র প্রথম ৮টি সংখ্যা আমরা হাতে লিখে প্রকাশ করি এবং এরপর বর্তমান সংখ্যার আগ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি প্রকাশ করি একটি অফিসের সাইক্লোস্টাইল মেশিন দিয়ে। কদাচিৎ অসুবিধার জন্য ২/৩ সংখ্যাও একত্রে প্রকাশ করি।...

পত্রিকাটি সবুজ সাহিত্য আসর, দৌলত খাঁ শাখা হতে মাসিক শ্যামলী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া মেশিন প্রেস, ভোলা (বরিশাল) থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১.০০ টাকা।

প্রসঙ্গ। 'সমীক্ষা সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ২য়-৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১১ জানুয়ারী শুক্রবার ১৯৭৪। সম্পাদক : আকসাদ। এ-সংখ্যায় আছে : প্রাসঙ্গিক, গুজবের গণতন্ত্র, চক্রান্তের ঘূর্ণিপাকে পাকিস্তান, ইউনিয়ন পরিষদ, একটি পর্যালোচনা, এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা : একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, লোকগণনা ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং দেশ-বিদেশ [দেশ-বিদেশের খবরাখবর]।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মধুমতি মুদ্রণালয়, ৮১ মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত এবং ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩। দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৮ম-৯ম [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ২০। দাম ৩০ পয়সা।

২য় বর্ষ ১৪-১৫শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ৯ মে শুক্রবার ১৯৭৫। ইতিপূর্বেই পত্রিকাটি 'শান্তি আন্দোলনের মুখপত্র'-রূপে প্রকাশিত হতে শুরু

করে। পৃষ্ঠা ২৩। দাম ৫০ পয়সা। পত্রিকাটি এ-সময় অভ্যুদয় প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজেস, ১৮২ নওয়াবপুর রোড [হোসেন মার্কেট], ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত।

গণমুখ। 'নির্ভীক নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক।' 'প্রস্তুতি সংখ্যা'র প্রকাশ ৭ মাঘ সোমবার ১৩৮০ [২১ জানুয়ারী ১৯৭৪]। সম্পাদক: এম. এ. রেজা। নির্বাহী সম্পাদক: অরুণাভ সরকার। পত্রিকাটি সম্পাদকীয় 'যাত্রা হলো শুরু'তে বলা হয়:

> আমাদের যাত্রা হলো শুরু। কিন্তু বড়ো সুখের সময়ে নয়। মাত্র ক'দিন আগে একটি উজ্জ্বল দৈনিকের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। আরো একটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক সংকটের মুখোমুখি। এদিকে জনজীবনও নানা সমস্যায় বিপর্যস্তপ্রায়। আমরা চেষ্টা করবো, ব্লীজার্ডের তাড়া খাওয়া পাখীর মতো এই সব মানুষের কথা নির্ভীক এবং নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৪ বঙ্গবন্ধু এভেন্যু, ঢাক-২ থেকে প্রকাশিত এবং রণরঙ্গিনী প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা। সাইজ: ১৬৩/৪″ × ১১১/২″।

প্রস্তুতি পর্বের ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২০ মাঘ রোববার ১৩৮০ [৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। দাম ২০ পয়সা। আলোচ্য সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক ইউনিভার্সেল প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৩৪ বঙ্গবন্ধু এভিন্যু, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত।

কামনা। 'যৌন ও স্বাস্থ্য মাসিক।' 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮০ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। সম্পাদক: সৈয়দ মাহমুদ শফিক। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: রাশেদ কবির। সহকারী সম্পাদক: এম. বি. জামান। সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'র বলা হয়:

> ···যে দেশে পত্র-পত্রিকার অভাব নেই, যে-দেশে জন্মেই অনেক পত্রিকা অকাল মৃত্যুবরণ করে—সেখানে আবার আর একটি মাসিকের আবির্ভাব কেন? এ প্রশ্ন বা কৈফিয়ৎ অনেকের মনে দেখা দিতে

পারে তাই যাত্রার শুরুতেই বলছি, 'কামনা' গতানুগতিক পত্রিকার ভীড়ে আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, পারিবারিক সমস্যায় বিচিন্তিত সমাজ জীবনে সুস্থ ও সুন্দর কামনা-বাসনার সমন্বয় সাধনের সংকল্প নিয়ে পাঠকদের একান্ত নিজস্ব মুখপত্র হিসেবে 'কামনা' প্রকাশিত হলো। অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় নয়, জীবনের দৃষ্টিকে অবিকৃত রেখে সদা সত্যকে বিশ্লেষণ করাই 'কামনা'র লক্ষ্য।

পত্রিকাটি আসিরুদ্দীন আহমদ কর্তৃক শামিম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ নন্দলাল দত্ত লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৮ এবং দাম ২'০০।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা [জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১] থেকে সৈয়দ মাহমুদ শফিকের স্থলে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন প্রকাশক আসিরুদ্দীন আহমদ। পরে পত্রিকাটি 'পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক যৌন ও স্বাস্থ্য মাসিক'রূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। এ-সময় সম্পাদকরূপে দেখা যায় আসিরুদ্দিন আহমদকে। পৃষ্ঠা ৭০। দাম ৪'০০ টাকা। সাইজ: ১১''×৮''।

উপরোক্ত সংখ্যার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌনবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়াও ছিল কয়েকটি নিয়মিত ফিচার: আলোচনা প্রসঙ্গে, অন্তরঙ্গ আলোকে, যৌবনের জয়গান, জীবন জিজ্ঞাসা [প্রশ্নোত্তর], খবরে প্রকাশ, আপন ভুবন, এই ধরণীর খেলাঘরে, স্বাস্থ্য-চিন্তা, রঙ্গলীলা, আপনাদের শুভ-অশুভ ইত্যাদি।

আল মাহদী। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ১৯৭৪। সম্পাদক: খাজা আবদুল কুদ্দুস।

ইহাতে বুজর্গানে দীনদের জীবনী, ধর্মীয় প্রবন্ধ, আলোচনা, হাদীসের উদ্ধৃতি এবং কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়।

পত্রিকাটি ১৭ মাসুমলা রোড, নারায়ণগঞ্জ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিজামউদ্দিদন আহমেদ কর্তৃক আটলান্টিক প্রেস, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১১ রবিউল আউয়াল ১৩৯৫ [২৫ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ২৮ এবং দাম ১'৫০।

চিত্রকল্প। মাসিক। 'সচিত্র সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সাংস্কৃতিক ও রম্য পত্রিকা।'

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৪। সম্পাদক: সৈয়দ শাহ-জাহান। নির্বাহী সম্পাদক: শেখ আবদুল হাকিম। 'ভূমিকার বদলে' বলা হয়:

> মূলতঃ রম্য পত্রিকা চিত্রকল্প। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ওপরও বিশেষ সুনজর দেব আমরা। এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক-দের রচনাগুলো হবে চিত্রকল্পের প্রধান সম্বল তথা আকর্ষণ।
> চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতিকল্পে, দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুমধুর মুখরতা আনতে উপন্যাস, গল্প, সাহিত্যকর্মের পাঠকপাঠিকা বিপুল-হারে বাড়াবার প্রয়োজনে রম্য সাহিত্য সিনেমা মাসিক পত্রিকা-গুলোর বিরাট একটা দায়িত্ব আছে।...

সম্পাদক কর্তৃক আউটলুক পাবলিকেশনস লিমিটেডের পক্ষে ১ বঙ্গবন্ধু এভেন্যু (তিনতলা), ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক মানসী মুদ্রণ, ১৪/এ-কাঠের পুল, বানিয়ানগর, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২২০ এবং দাম ৩.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ২১৬ এবং দাম ৪'০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮২। পৃষ্ঠা ৬৬। দাম ৩০.০ টাকা। সম্পাদক ছাড়াও সহ-সম্পাদক হিসেবে দেখা যায় শাহজাহান হাফিজকে। সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা: নাসিরুদ্দীন আহমদ। সাইজ: ১০১/২″×৮″।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮৩ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬]।

পৃষ্ঠা ৬৬। দাম ৩'০০ টাকা। সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক শামিম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ নন্দলাল দত্ত লেন [লক্ষ্মীবাজার] ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত।

বিবর্তন। 'একটি জাতীয় প্রগতিশীল সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৪ মার্চ রোববার ১৯৭৪ [১০ চৈত্র ১৩৮০]। সম্পাদক : কাজী সিরাজ-উদ্দিন আহমেদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক শব্দমালা মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৩৬ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাক-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৪ এপ্রিল রোববার ১৯৭৪ [৩১ চৈত্র ১৩৮০]।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশকাল ২১ এপ্রিল রোববার ১৯৭৪ [৭ বৈশাখ ১৩৮১]।

১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ৫মে রোববার ১৯৭৪ [২১ বৈশাখ ১৩৮১]।

মুক্তবাংলা। 'প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ ১৯৭৪। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। প্রধান সম্পাদক : হেদায়েত উল ইসলাম খান। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : ভবেশ রায়। সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য : আনোয়ারুল হক খান মজলিস, ডঃ মনিরুল আলম, নুর-উর-রহমান, আবু জাফর, রাজিয়া মীর, জাফরুল আহসান, হাফিজুর রহমান, আবু আল সাঈদ, এনামুল হক খান মজলিস, শেখ খোরশেদ আলম। 'বিশেষ ঘোষণা'য় বলা হয় :

> এই পত্রিকা ক্রমান্বয়ে যেসব লেখায় সমৃদ্ধি হয়ে প্রকাশিত হবে তা হলো-গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, নাটক-নাটিকা, বিশ্ব রণাঙ্গন, পথের পাঁচালী, শোষিতের পাতা, ডিটেকটিভ, অনুবাদ, সাক্ষাৎকার, বই-পত্রিকা সমালোচনা এবং যারা এখনো গদিলাভ করতে পারে নি সেই সব দলের উপর বিশেষ নিবন্ধ—গদিবিহীন ক্ষমতাসীন দলের কৃতকর্মের ফিরিস্তির তথ্যবহুল বিভাগ—গদিনাশীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বার্তা প্রতিধ্বনিত বিশেষ ফিচার—ঢাকা থেকে

বলছি, বিদেশী খপ্পর, সমাজকল্যাণ, কৃষক-শ্রমিকের পাতা খামারে কারখানায় ইত্যাদি। এ ছাড়া ইন্দ্রজাল, জ্যোতিষবিদ্যার উপর আর্টিকেলসহ এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা প্রভৃতি মহা-দেশসমূহের দেশগুলির উপর বিশেষ নিবন্ধ থাকবে।

মুক্তবাংলা চায় মানব জীবনের চলার পথের যে সমস্ত বস্তুবাদী গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—সেসব দিক নিয়ে ভরে উঠতে এবং যাতে পাঠককুল সাহিত্যকর্মের পরিপূর্ণ ফলের আস্বাদ লাভ করবে।

পত্রিকাটি প্রধান সম্পাদক কর্তৃক সুলতানিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫১ লাল-চান মকিম লেন, [রথখোলা], ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৩ এবং দাম ১'০০ টাকা। সাইজ: ১১$\frac{১}{৪}$" × ৮$\frac{১}{৩}$"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৪। এটি 'মে দিবস সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০। দাম ১'০০ টাকা।

১ম বর্ষ ১১শ-১২শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ [মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ১.০০ টাকা। সংখ্যাটি 'একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ ২য়-৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল-জুলাই ১৯৭৬ [বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩]। এটি 'জুলাই সংখ্যা' রূপে অভিহিত। পৃষ্ঠা ৪০। দাম ১'০০ টাকা।

নটিকা। 'প্রগতিশীল সাহিত্য ও সিনেমা মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩০ মার্চ ১৯৭৪। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: মোঃ ছোলেমান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক: এ. টি. এম. আতাউর রহমান মীরধা। নিয়মাবলীতে বলা হয়:

গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রহস্য গল্প, রম্য রচনা, সংস্কৃতি সংবাদ, খেলার খবর, প্রেমের চিঠি, কবিতা, আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি লেখা পাঠাতে পারেন।

পত্রিকাটি ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কর্তৃক নাসিম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৫৬ এবং দাম ২.৫০।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জুলাই-আগষ্ট ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ১৫৬ এবং দাম ২.০০। এ-সংখ্যায় সম্পাদক হনপূর্বোক্ত সংখ্যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সম্পাদনা সহযোগী হন মোহাম্মদ ছোলেমান ও মোঃ শাহজাহান তালুকদার।

নির্জন ক্রোধ। 'ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মাঘ-চৈত্র ১৩৮০ [জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৪]। সম্পাদক : আনোয়ারুল ইসলাম। সহস-ম্পাদক : মাহবুব নওরোজ।

> ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছে আমরা আজ থেকে এক বছর আগে হতে আমাদের হৃদয়ে লালন করে আসছি। এবার সে ইচ্ছের ফুল ফুটলো, শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, শিল্প ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেরও সব রকম রচনা প্রকাশ করে আমরা পাঠকসমাজকে সুখী করতে আগ্রহী।

পত্রিকাটি অনির্বাণ সাহিত্য সংসদ, ৮০ শান্তিবাগ, ঢাকা-১৭ কর্তৃক প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, শহীদ মানিকনগর, নয়াপল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬০ এবং দাম ১.৫০। সাইজ : ৮২/১″ × ৫৪/৩″।

স্বরলিপি। 'ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বসন্ত ১৩৮০। সম্পাদকমণ্ডলী : আজীজ খান [সভাপতি], মিজানুর রহিম, সাধন সরকার, আকরম হোসেন। সংখ্যাটির 'সম্পাদকীয়' থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করা গেল :

> ···বাঙলাদেশে কোন সাংস্কৃতিক পত্রিকা নেই বললে চলে তেমন কথাটা মনে করেই তাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। কোন রাজনৈতিক শ্লোগান নয়, জনজীবনের অবিকল সত্য ও তার রূপ বিবর্তন যথাযথভাবে প্রতিফলিত করাই স্বরলিপির কাজ। বৃহত্তর জনসমষ্টির ক্ষেত্র যেহেতু জীবনসংগ্রামে তিক্ত, যেহেতু তারা

দীর্ঘশোষণ ও নিষ্পেষণে নিরক্ষর অশিক্ষিত, রিক্ত ও অন্ধতম শাচ্ছন্ন, সেহেতু তাদের কাছে সহজ ও সরলভাবে স্বরলিপিকে উপস্থিত হতে হবে। সেজন্য তার বাহন যে ভাষা তাকে হতে হবে সহজ সরল।…

শিল্পের উৎকর্ষতার নামে নতুন পাঠক ও লেখককে নিরুৎসাহ করার প্রবণতা অবশ্যই বর্জনীয় তা জীবন ধারার যত জটিল বিষয়বস্তুই আলোচিত হোক না কেন। স্বরলিপি বিশ্বাস করে যে, লেখক সচেতন হলেই রচনায় দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা দূর করা সম্ভব হয়।

স্বরলিপিতে প্রকাশিত সকল রচনার সমালোচনা সানন্দে গৃহীত হবে।…

লেখকদের প্রতি বলা হয়:

লেখকের খ্যাতি নয়, গুণগত মানই স্বরলিপিতে প্রকাশযোগ্যতার মাপকাঠি।

পত্রিকাটি আজীজ খান কর্তৃক স্বরলিপি কার্যালয়, পঞ্চবীথি, খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং পূরবী প্রেস, ফারাজীপাড়া রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৯৫ এবং দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ৯″×৫৩/৪″।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বর্ষা ১৩৮১।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ শরৎ ১৩৮১। পৃষ্ঠা ২৮৫—৩৭৪। দাম ২.০০।

২য় বর্ষ ১ম-২য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮১। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ২.৫০।

স্বরলিপির আলোচ্য সংখ্যায় দ্বিতীয় বর্ষ—প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলার বৌদ্ধ সমাজ, কৃষণ চন্দরের মুখর পাষাণ [আবদুল মোহিত অনূদিত] এবং বুলবুল চৌধুরীর মাছ বৃষ্টির দিন প্রবন্ধ ও গল্প আমাদের ভাল লেগেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

রচনাটি পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। কিন্তু সম্পাদকীয়তে বা অন্য কোথাও তার উল্লেখ নেই। [১]

আমাদের কথা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৯ মার্চ শুক্রবার ১৯৭৪। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : ফকীর আমীর হোসেন। সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় বলা হয় :

> সাপ্তাহিক হিসেবে 'আমাদের কথা' প্রকাশিত হ'ল। বিশেষ কারো বিরুদ্ধে বা কোন দলের বিরুদ্ধে সাংবাদিকতা করার খারাপ ইচ্ছে আমাদের নেই। সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক নীতিমালার প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েই আমরা 'আমাদের কথা' লিখে যাব। 'আমাদের কথা' মেহনতি মানুষের সুখদুঃখের কথা। সুখ তো নেই-ই। বরং দুঃখের কথা। ক্ষমতায় বসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে [১৯৭২ সনে] ঘোষণা করেছিলেন যে, এদেশে কৃষক রাজ শ্রমিক রাজ কায়েম করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর সেই লক্ষ্য আমাদেরও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমাদের কথা আমরা লিখে যাব। নিছক চমক লাগাবার জন্য আমরা কারো বিরুদ্ধে দলীয় সাংবাদিকতার নির্লজ্জ পেশায় নামতে রাজী নই। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই 'আমাদের কথা'কে। আমরা 'আমাদের কথা'কে মেহনতী জনতার কথায় রূপান্তর করতে চাই। তাদের ভাষায়ই 'আমাদের কথা' সাংবাদিকতার বাগান সাজাবে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৯৯ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ হতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক সাহানা প্রিন্টিং প্রেস, ৪৩/১ যোগীনগর, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ৩০ পয়সা।

প্রথম সংখ্যাটির প্রধান সংবাদ ছিল 'পেটে পেটে আজ জ্বলিছে অনল

---

[১] সাপ্তাহিক বিচিত্রা [২০ জুন ১৯৭৫], পৃষ্ঠা ২৬।

ঘরে ঘরে হাহাকার, বন্ধু বলো এ স্বাধীনতা কার ?' পাকিস্তান আমলের স্বাধীনতা দিবস এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের তুলনামূলক আলোচনা, এ-সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৯ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭৪। এ-সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি 'প্রগতিশীল সাপ্তাহিক' রূপে প্রকাশিত। এ সংখ্যার প্রধান সংবাদ 'ভাত দে হারামজাদা। তা নইলে মানচিত্র খাবো' এ-সংবাদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ২য় সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক পলাশ আর্ট প্রেস, ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

এর কুড়ি দিন পর [১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, ২য় সংখ্যাটিতে আপত্তিকর সংবাদ পরিবেশনের ফলে সম্পাদককে ইতিপূর্বে গ্রেফতার করা হয়।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ মে শুক্রবার ১৯৭৪। এ-সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'আমাদের কথা সম্পাদক ফকীর আমীর হোসেন অসুস্থ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

> বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক সাপ্তাহিক আমাদের কথার সম্পাদক ফকীর আমীর হোসেন পেটের পীড়ায় ভুগছেন বলে জানা গেছে।
>
> উল্লেখযোগ্য যে, গত ২৯ শে এপ্রিল লালমাটিয়াস্থ বাসভবন থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং বর্তমানে ঢাকা জেলা হাজতে আছেন।···

উপরোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত 'কৈফিয়ত'-এ বলা হয়:

> ঠিক এমনটি হবে আমাদের যাত্রার প্রারম্ভে তা ভাবতেও পারি নি। আমাদের কথার সম্পাদক ফকীর আমীর হোসেন গ্রেফতার এবং প্রেসের গোলযোগের জন্য আমরা নির্ধারিত তারিখে

বিগত সংখ্যাগুলো প্রকাশ করতে পারিনি বলে…আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

আলোচ্য সংখ্যার সম্পাদক ফকীর আমীর হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : শফিউর রহমান খান। সংখ্যাটি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কর্তৃক সাহানা প্রিন্টিং প্রেস. ৪১/১ যোগীনগর, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। ১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যার প্রকাশ ১ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৮ এবং দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যাটির প্রকাশ ১৫ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭৪। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ হওয়া উচিত' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে জানা যায় :

> …আমরা জানি বেশ কয়েকজন সাংবাদিক দীর্ঘদিন ধরে আটক রয়েছেন। **গণকণ্ঠের** সম্পাদক কবি আল মাহমুদ, সাপ্তাহিক **ইত্তেহাদের** সাংবাদিক ও লেখক প্রেমরঞ্জন দেব [লেখক সংঘের সদস্য], সাপ্তাহিক **গণশক্তির** ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাবিবুর রহমান, **বাংলাদেশ অবজার্ভারের** সহ-সম্পাদক বাবুল রব্বানী দীর্ঘদিন জেলে আটক রয়েছেন।
>
> অন্যদিকে **গণশক্তি, হক কথা, মুখপত্র, স্পোক্‌সম্যান, লাল পতাকা, নয়াযুগ** প্রভৃতি পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।… সাংবাদিক নির্যাতন ছাড়াও সংবাদপত্রের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপও সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকা পালনের পথে একটা বিরাট অন্তরায়। সরকার অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকা নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। এ সব পত্রিকার সাংবাদিকদের স্বাধীন ভূমিকা পালনের কোন অধিকারই নেই।… এ-ছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণে করার পর একটি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটি পত্রিকা মুমুর্ষু অবস্থায় ধুকছে। দৈনিক **স্বদেশ** সরকার একতরফাভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন।…দৈনিক **আজাদে** বিগত দু বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে চরম অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা

ও অরাজকতা। সেখানকার সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মচারী দীর্ঘ ৫-৬ মাসের বেতন পান না।…এ-ছাড়া দৈনিক গণকণ্ঠের ওপর বহুবার হামলা নেমে এসেছে।

…আজকে আমরা যে দাবী তুলছি সেই দাবী একদিন ছিল বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদেরও। সে সময় তারাও সাংবাদিক নির্যাতনের বিরোধিতা করেছিলেন। সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকা পালনের স্বপক্ষে কথা বলতেন, আন্দোলন করতেন। অথচ ক্ষমতায় যাবার পর সেই সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীন ভূমিকা পালনের বিষয়টি কিভাবে বিস্মৃত হতে পারলেন? কিভাবেই তারা সাংবাদিকদের নির্যাতন করার পথা অবলম্বন করতে পারলেন?

১ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৮১ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪]। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২২ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৮১ [৭ মার্চ ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৩০ পয়সা।

সম্ভবত: উপরিউক্ত সংখ্যাটিই এ-পর্যায়ে এ-পত্রিকার শেষ সংখ্যা। পরে পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।

কিষান। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ১৯ মার্চ ১৯৭৪। সম্পাদক: জি. আই. এম. এ. কে. নুরে এলাহী চিশতী। দৈনিক বাংলার বাণী [৯ মে ১৯৭৪ বৃহস্পতিবার] পত্রিকায় এক সংবাদে বলা হয়:

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ থেকে 'সাপ্তাহিক কিষাণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। জনাব গাজিউল ইসলাম মোহাম্মদ আবুল কাসেম নুরে এলাহী পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৯ চৈত্র শুক্রবার ১৩৮০ [১১ এপ্রিল ১৯৭৪]। সম্পাদক ছাড়াও কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসাবে

রয়েছেন রফিকুল আলম খান। পৃষ্ঠা ৮। দাম ০.২৫।
২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৫ বৈশাখ শুক্রবার ১৩৮২ [১৮ এপ্রিল ১৯৭৫]।
২য় বর্ষ ১৮শ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৮১ [১৬ আগষ্ট ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১০। দাম ৩০ পয়সা। সাইজ: ১৫$\frac{1}{8}$''×১০$\frac{1}{8}$''।
এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ' থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল:

> নিউজপ্রিন্ট আদেশ জারী করার ফলে দেশে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী আদেশ মোতাবেক খোলা বাজারে নিউজপ্রিন্ট বিক্রয়, হস্তান্তর, ধার ইত্যাদিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূলত: এই আদেশের ফলে গোটা মুদ্রণ শিল্প ও প্রেস শ্রমিক এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে।
>
> বাংলাদেশে কাগজের একান্তই অভাব। সাদা কাগজ না পাওয়াতে বই পুস্তক সাময়িকী প্রভৃতি নিউজপ্রিন্টেই ছাপা হতো। এতে দাম বেশ কম হতো। ফলে জনসাধারণের পক্ষে বই পুস্তক ক্রয় করা সহজতর ছিল। সরকারী আদেশ মোতাবেক অন্য ধরনের কাগজে বই পুস্তক ছাপা হলে তা দ্বিগুণ তিনগুণ দামে বিক্রয় হতে বাধ্য। আর এতে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা অনিবার্য হয়ে উঠতে বাধ্য।
>
> পত্র পত্রিকার ব্যাপারেও নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার সীমিত করায় ইতিমধ্যেই পত্রিকার কলেবর খর্বিত হয়েছে। নিউজপ্রিন্টের কোটা পায় নি, বাজার থেকে কিনে কাজ করতো এমন বহু সাময়িকী ও পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। দু একটি যাও বা আছে তা ধিকি ধিকি করে চলছে তাও অচিরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সংবাদপত্র তথা মুদ্রণ শিল্পের সাথে জড়িত বহু লোক বেকার হয়ে পড়বে।

২য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ৬ ভাদ্র শুক্রবার ১৩৮১ [২৩ আগষ্ট ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১০। দাম ৩০ পয়সা।

২য় বর্ষ ২২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৭ ভাদ্র শুক্রবার ১৩৮১ [১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। সম্পাদক: জি. আই. এম. এ. কে. নুরে এলাহী চিশতী। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: রফিকুল আলম খান। মদীনা মুদ্রণ, সিরাজগঞ্জ হতে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৩০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ৪ বৈশাখ শুক্রবার ১৩৮৩ [১৮ এপ্রিল ১৯৭৬]।

৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ২২ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৮৩ [৬ জুন ১৯৭৬]।

চন্দ্রাকাশ। 'বাংলার দর্পণ-এর মাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮১ [১৫ এপ্রিল ১৯৭৪]। সম্পাদক: মোঃ হাবিবুর রহমান শেখ। সহকারী সম্পাদক: গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ। সংখ্যাটির 'সম্পাদকীয়' থেকে নিচে কিছু অংশ উদ্ধার করা যায়:

> চন্দ্রাকাশ একটি সাময়িকী। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র রূপায়ণের একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি। জননী বাংলার সাম্য-মৈত্রী, বৈপ্লবিক সুর মূর্চ্ছনা, জাগতিক প্রেম-প্রীতি ভালবাসার সবাক অথচ একটি নির্ভুল স্বাক্ষর।
>
> দেশবাসীর সীমাহীন শুভেচ্ছা ও আনন্দার্ঘ নিয়ে যে বাংলার দর্পণ আজ থেকে ঠিক ২৭ মাস পূর্বে সাবেক সাপ্তাহিক বাংলাদেশ নামে ময়মনসিংহের বুকে জন্মলাভ করেছিল, নির্ভেজাল সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পরিস্ফুটিত করার মহান তাগিদেই সে সাপ্তাহিকীটিরই মাসিক মুখপত্র হিসাবে চন্দ্রাকাশ আজ আত্মপ্রকাশ লাভ করল।…

পৃষ্ঠা ৪২। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ৯½″×৭¾″।

পত্রিকাটি বাংলার দর্পণ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে সম্পা-

দক কর্তৃক ৩৪ রমেশ সেন রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত এবং ১১৭ পাট গুদাম থেকে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ আষাঢ় ১৩৮১ [১৬ জুন ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪০ এবং দাম ১.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১ শ্রাবণ ১৩৮১ [১৭ জুলাই ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ১১´´×৮´´।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটির প্রকাশ ১ ভাদ্র ১৩৮১ [১৮ আগষ্ট ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ১.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ আশ্বিন ১৩৮১ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ১ কার্তিক ১৩৮১ [১৯ অক্টোবর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ১.০০ টাকা।

জায়া। মহিলা ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৮১ [১৫ এপ্রিল ১৯৭৪]। সম্পাদিকা: সামছুন্নাহার রহমান পরান। পৃষ্ঠপোষক: বেগম মুজিবুন্না। সহযোগিতায়: রওশনারা হক, হোসনে আরা গোফরান, ফিরোজা হক।

'সম্পাদকীয়' থেকে পত্রিকাটি সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা হল:

> এই 'জায়া' পত্রিকাটি একটি মহিলা ত্রৈমাসিকী। এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পণ্যসামগ্রির খবর প্রতি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানো। এতে থাকছে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সিনেমা, শিশু পরিচর্যা এবং একান্ত মেয়েলি প্রভৃতি বিভাগ। এ ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দুইটি বিভাগ রয়েছে। (ক) 'পণ্য পরিচয়' (খ) 'লোকে বলে'। এদেশের সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে নিয়ে রচিত হচ্ছে 'লোকে বলে' বিভাগটি।
>
> এই মহিলা ত্রৈমাসিকী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত নেই।

এক শুভেচ্ছাবাণীতে ডাঃ নুরুননাহার জহুর বলেন:

এই পত্রিকার মাধ্যমে মহিলাদের কথা, সংসারের খুঁটিনাটি অভাব অভিযোগ, আর্থিক অনটনের হাত থেকে রক্ষার উপায়, শিশুদের লালন পালন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, হস্তশিল্প ও বিভিন্ন চরিতকার্য সম্বন্ধে আলোচনা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনাই স্থান পাবে।

পত্রিকাটি আবেদীন প্রেস, রহমত লজ, ৫২ দক্ষিণ নালাপাড়া, চট্ট-গ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৫। ১.৫০। সাইজ: ১০''×৭''।

জায়ার কটি সংখ্যা বেরিয়েছিল তা জানা যায় না।

নিদেশ। পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৬ বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৮১। সম্পাদক: আমির হোসেন। ২য় পৃষ্ঠার সম্পাদকীয়-এর ঠিক ওপরে মুদ্রিত আছে: 'শেখ মুজিবের পথই আমাদের পথ' কথা ক'টি। ১ম সংখ্যাটির প্রকাশ সম্ভবত: ১লা বৈশাখ ১৩৮১।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক সরদার আম-জাদ হোসেন কর্তৃক জনতা প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ, ৩১/ক র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং নিদেশ কার্যালয়, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

২য় সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ১২। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৭''×১১½''।

গ্রামের ডাক। 'নির্ভীক নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ১৬-১৭শ সংখ্যার প্রকাশ ৫ মে সোমবার ১৯৭৫। সম্পাদক: এম. আলমগীর। ব্যবস্থাপনায়: মোঃ আশরাফ আলী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক বর্ণমালা মুদ্রণী, মজমপুর, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৬½''×১১½''।

উপরোক্ত সংখ্যায় তিনটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়: **সাপ্তা-হিক জাগরণী**, **দি বাংলাদেশ রিভিউ** [উইকলি] এবং **অভিষেক** [সাহিত্য পত্রিকা]। পত্রিকাগুলি **'জাগরণী গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স'** রূপে অভিহিত।

যুগধ্বনি। 'প্রগতিশীল বাংলা সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ বৈশাখ সোমবার ১৩৮১ [১৫ এপ্রিল ১৯৭৪]। সম্পাদক: আবদুর রাজ্জাক বেলাল। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মোহাম্মদ কাসেম।

> ...যুগধ্বনি কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের মুখপত্র নয়। যুগধ্বনি তাদের একান্ত নিজস্ব মুখপত্র যাদের সাথে রয়েছে দেশের আপামর জনসমষ্টির নিবিড় ভালবাসা। আমরা যেমনি চাই যুগধ্বনির পাতায় পাতায় ফুটিয়ে তোলতে গ্রাম-বাংলার প্রতিটি ঘরের, প্রতিটি মানুষের অন্তরের মর্মধ্বনি, তেমনি চাই যুগধ্বনির দুর্বার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলমতনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সমস্ত শক্তি নিয়ে জননী জন্মভূমির সমৃদ্ধি সাধনে আত্মনিয়োগ করুক, যেন ভাই ভাই মিলে অসাম্য-অমঙ্গলের কলঙ্ক-কালিমা চিরতরে মুছে ফেলে এক সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় বাংলার মাটিতে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক লরেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮৯/১এ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ৩০ পয়সা। সাইজ: ১৬$\frac{3}{8}$"×১১$\frac{1}{2}$"।

দৈনিক বাংলা [১৭ এপ্রিল ১৯৭৪]-য় প্রকাশিত 'একটি নয়া সাপ্তাহিকের আত্মপ্রকাশ' থেকে জানা যায়:

> গত সোমবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার গোপীবাগ থেকে একটি বাংলা প্রগতিশীল সাপ্তাহিক যুগধ্বনি আত্মপ্রকাশ করেছে।
>
> পত্রিকার আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে পত্রিকা কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংসদ সদস্য মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও প্রধান অতিথি ছিলেন ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন।
>
> জনাব আবদুর রাজ্জাক বেলাল পত্রিকার সম্পাদনা করছেন এবং

মরহুম তোফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব মোহাম্মদ কাসেম ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হয়েছেন।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৩ বৈশাখ শনিবার ১৩৮১ [২৭ এপ্রিল ১৯৭৪]। এ-সংখ্যাটি শেরে বাংলা সংখ্যারূপে গণ্য করা যায়। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৩০ পয়সা। 'শেরে বাংলার দ্বাদশতম মৃত্যু বার্ষিকী' উপলক্ষে প্রকাশিত।

নব-পর্যায়ে ১ম বর্ষ ৩১শ সংখ্যার প্রকাশ ৬ বৈশাখ রবিবার ১৩৮৮ [১৯ এপ্রিল ১৯৮১]। এ-সময় পত্রিকাটি একটি 'প্রগতিশীল নির্ভীক সাপ্তাহিক' রূপে প্রকাশিত এবং পৃষ্ঠপোষক হন আল্লামা আবুজার মোঃ হুজ্জাতুল্লাহ সিদ্দিকী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক সাইন প্রিন্টিং প্রেস, ১২৫/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা—৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০। ১ম বর্ষ ৪৯শ সংখ্যার প্রকাশ ২ আশ্বিন শনিবার ১৩৮৮ [১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১]।

পুষ্টিবার্তা। 'পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৪। 'মোহাম্মদ মহসিন আলি মিয়া কর্তৃক সম্পাদিত।' যুগ্ম-সম্পাদক: মিসেস সাঈদা বেগম, মোঃ জয়নুল আবেদীন। সহ-সম্পাদক: মোহাম্মদ মহসিন আলি মিয়া। সম্পাদনা পরিষদ—সভাপতি: অধ্যাপক কামালুদ্দীন আহ্‌মদ। সদস্য: ডঃ নুরুল হক খান, ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন খান, ডঃ আশরাফুল আলম, ডঃ আবদুল মান্নান। নিচে 'সম্পাদকীয়' থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যায়:

> পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশের একটা অন্যতম গুরুতর সমস্যা। গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মাতা, আর শিশুরাই এর প্রধান শিকার। পুষ্টি ও খাদ্যগুণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও অবহেলা পুষ্টিহীনতার একটা প্রধান কারণ হিসেবে ধরা যায়। জন সাধারণের এই অজ্ঞতা ও অবহেলা দূরীকরণে এদেশের পুষ্টিবিদগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই পুষ্টি বিষয়ে অনেক

প্রয়োজনীয় তথ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তার মুখপত্র 'পুষ্টিবার্তা'। পুষ্টি বিষয়ক সাধারণ তথ্য এবং পুষ্টিবিদদের অনেক পরিশ্রম ও গবেষণালব্ধ বিষয় দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংখ্যাটি পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সহ-সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শাজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪০। সাইজ: ৯$\frac{1}{2}''$ × ৭$\frac{1}{4}''$।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭৪ [আষাঢ় ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৩৪। দাম ১'০০ টাকা। এ-সংখ্যাটি সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে প্রকাশ করেছেন জয়নুল আবেদীন, পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ [মে ১৯৭৫]। সম্পাদক: বি. হাসান মাহমুদ। সম্পাদনা পরিষদ: সভাপতি—কামালুদ্দিন আহ-মদ। সহ-সভাপতি: ডঃ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। সদস্যবৃন্দ: ডঃ আবদুল মালেক, জয়নুল আবেদীন, রোকসানা বেগম, আসাদুজ্জামান, আতা-এ-মাওলা। সংখ্যাটির 'সম্পাদকীয়' থেকে যা জানা যায় তা হল:

পুষ্টিবার্তা মূলতঃ ত্রৈমাসিক পত্রিকা। দেশের খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও নানা অনিবার্য কারণে এর প্রকাশ হয়েছে নিদারুণভাবে ব্যাহত।…

দরিদ্রতম দেশ আমাদের বাংলাদেশ। তার খাদ্য সমস্যা আজ এক যুগসন্ধিক্ষণের মুখোমুখি, আর এই খাদ্য সমস্যার সাথে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে আছে পুষ্টি সমস্যা। পুষ্টি কোন সমস্যা হত না যদি আমাদের থাকত প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের এক অফুরন্ত সরবরাহ। যে দেশে পেট ভরে খেতে পাওয়াটাই এক প্রকট সমস্যা, সেখানে পুষ্টি নিয়ে চিন্তা করা একদিক দিয়ে বাহুল্য মনে হতে পারে। কিন্তু

দৃষ্টিভঙ্গী একটু বদলালেই বোঝা যায় বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে পুষ্টি নিয়ে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা কতখানি প্রয়োজনীয়।...

পত্রিকাটি সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং মেঘনা আর্ট প্রিণ্টার্স, ১৫৫ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪২ এবং দাম ২'০০ টাকা। সাইজ: ১১½"×৭½"।

ইস্পাত। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রগতিশীল মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮১ [এপ্রিল-মে ১৯৭৪]। সম্পাদক: ওয়ালিউল বারী চৌধুরী। পাঠকদের অবগতির জন্য সম্পাদকীয় 'বক্তব্য' নিচে উদ্ধার করা গেল:

সরব দাবী সত্ত্বেও আমাদের শ্রেণী সচেতন মন এখনও বাস্তবে অপ্রকাশিত। জন্মগত বিচারে আমরা মধ্যবিত্ত; অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর আশ্রিত ও বৃহত্তর দৃষ্টিতে ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ অনুভূতির পীড়নে বিব্রত ও চিন্তিত এবং বাস্তব পৃথিবী আমাদের প্রতিকূল। তাই মেহনতী মানুষ ও ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অপরিসীম, কেন না সমাজ প্রাণময়, প্রাণহীন নয়। প্রবহমান জীবন সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের উপলব্ধিতেই সমাজ জীবনের বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনতম চিন্তা থেকে শুরু করে নতুন গ্রহণযোগ্য মতবাদেরও যথার্থ মূল্যায়ণ ও আলোচনার প্রয়োজন।

প্রত্যেক বিষয়ই আমাদের রচনা অনুশীলনের অন্তর্গত। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিল্প সাহিত্য সমাজ দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মননশীল ও বিশ্লেষণধর্মী এবং শ্রেণী সচেতন পাঠকের সযত্ন সমালোচনা সাগ্রহে পত্রস্থের জন্য 'ইস্পাত'-এর আত্মপ্রকাশ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুকুল মুদ্রায়ণ [মজমপুর

গেট, কুষ্টিয়া] থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ১.৫০। সাইজ : ৮½×৫½´।

১ম বর্ষ ২য়-৩য় [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮১ [জুন-জুলাই ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮৮। দাম ১.৫০।

১ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮১ [আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮৩। দাম ১.৫০।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১ [অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ১.৫০।

> কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক **'মশাল'** ও মাসিক 'ইস্পাত'-এর সম্পাদক জনাব ওয়ালিউল বারী চৌধুরীকে গতকাল রোববার রক্ষীবাহিনী তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের কারণ জানা যায় নি। জনাব চৌধুরী কুষ্টিয়া চিনিকল সিজনাল শ্রমিক ইউনিয়নেরও সভাপতি।...[১]

১ম বর্ষ ৮ম-৯ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮১ [ডিসেম্বর '৭৪-জানুয়ারী '৭৫]। পৃষ্ঠা ৬০। দাম ১.৫০।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮২। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও নির্বাহী সম্পাদকরূপে দেখা যায় আবদুর রশীদ চৌধুরীর নাম। এ-সংখ্যায় পত্রিকাটিতে 'খুলনা বিভাগীয় জেলাসমূহের একমাত্র পত্রিকা' বলে দাবী করা হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ : ১১´´×৮´´।

চিরকুট। 'কবিতা মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮১ [এপ্রিল ১৯৭৪]। সম্পাদক : ফজল মাহমুদ। শিল্প সম্পাদক : আইনুল হক মুন্না। দৈনিক পূর্বদেশ [১৯শে মে রোববার ১৯৭৪] পত্রিকায় সংখ্যাটি সম্বন্ধে বলা হয় :

> নানাবিধ সমস্যা আক্রান্ত লিটল ম্যাগাজিন যখন অনেকটা বন্ধ্যাপ্রায়, তখন কোন পত্র-পত্রিকা স্বচ্ছ রুচিশীলতা নিয়ে আবির্ভূত হলে সুধীজন মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিরকুট এমনি এক নতুন

---

[১] দৈনিক বাংলার বাণী [৩০শে ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭৪], পৃষ্ঠা ১ ও ৬।

দিগন্তের অভিসারে অংকুরিত। মফস্বল থেকে সাধারণতঃ যেসব পত্র-পত্রিকা বেরোয় তার অধিকাংশই কেমন সীমাবদ্ধ, নিষ্প্রভ। চিরকুট এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। কুমিল্লা শহরের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আমরা জ্যোৎস্নার প্রতিবেশীর কতিপয় নিবেদিত প্রাণ' তরুণ কাব্যপ্রেমিকের অন্তরঙ্গ সৃষ্টির ফসল চিরকুট। চলতি সংখ্যায় সাতজন কবির কবিতা এবং তাদের নিজস্ব ফটোগ্রাফ মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন মঞ্জুর-ই-করিম, গিয়াস, ফরিদ মুজহার, ফখরুল ইসলাম রচি, আলাউদ্দিন তালুকদার, মুহাম্মদ হোসেন ফিরোজ, কামাল হাসান ও ফজল মাহমুদ।[১]

পত্রিকাটি ফরিদ মুজহার কর্তৃক অন্বেষা, বাগিচা গাঁও, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত এবং সমবায় প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ২৪$\frac{১}{২}$'' × ১০$\frac{১}{৪}$''।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটির প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ [মে ১৯৭৪]।

'চিরকুটে'র দ্বিতীয় সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে আঙ্গিক সৌষ্ঠবে অনন্য হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চলতি সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধের প্রথমটি 'বুদ্ধদেব বসু: একটি সমৃদ্ধ প্রতিভা' লিখেছেন জহিরুল হক দুলাল ও অন্যটি 'আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্মাতা ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা' লিখেছেন অধ্যাপক মমিনুল হক। শেষোক্ত প্রবন্ধটি বেশ বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ। স্বর্গতঃ বুদ্ধদেব বসুর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ সংখ্যা চিরকুট নিবেদিত। আসাদ চৌধুরী, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, হেলাল হাফিজ, আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, মুহম্মদ নুরুল হুদা, মাশুকুর রহমান চৌধুরী, মহাদেব সাহা, মাহবুব হাসান, মাসুদুজ্জামান, নীরু শামিম ইসলাম, সৈয়দ আহমেদ তারেক, জামান আখতার ও হাসান হাফিজ প্রমুখের কবিতায় এ সংখ্যা 'চিরকুট' সমৃদ্ধ।

---

[১] দৈনিক পূর্বদেশ: ১৯ মে রোববার ১৯৭৪।

কুমিল্লাস্থ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আমরা জ্যোৎস্নার প্রতিবেশী'র উপস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কাব্য প্রেমিকদের অন্তরঙ্গ ফসল 'চিরকুট'।[১]

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৭৪।

…পত্রিকার টাইটেল এবং গেট আপ মনকে আকৃষ্ট করে।…

কবিতা মাসিক হলেও প্রথম পৃষ্ঠায় দুটি নিবন্ধ আছে। 'সাম্প্রতিক কবিতা: অন্য বয়স নির্মাণ' নামক নিবন্ধটি লিখেছেন মমিনুল হক।…

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কবি আল মাহমুদ-এর কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা হলেও এটা পুস্তক সমালোচনা নয়।…নিবন্ধটির নাম 'আল মাহমুদ: তাঁর কবিতা'।

পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন—নির্মলেন্দু গুণ, হেলাল হাফিজ, মহাদেব সাহা, হাবীবুল্লা সিরাজী, আসাদ চৌধুরী, হাসান হাফিজ, তপংকর চক্রবর্তী শিহাব সরকার, শিউলী আখন্দ, মঞ্জুর-ই-করিম, গিয়াস গোলাম কাদের এবং আরো অনেকে।[২]

১ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ [ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০। সাইজ: ২২ $\frac{1}{8}$'' × ১৪ $\frac{1}{8}$''। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কার্যালয়: ৩৯ রামমালা সড়ক, কুমিল্লা। কর্ণফুলী প্রেস, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ও শিল্প সম্পাদক ছাড়াও কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন রহিমা ইকবাল।

জনমত। দৈনিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ মে ১৯৭৪। সম্পাদক: বিধান কুমার দে। কার্যকরী সম্পাদক: নুরুল ইসলাম। দৈনিক গণকণ্ঠে [৩য় বর্ষ ৮৫শ সংখ্যা ৭ বৈশাখ ১৩৮১: ২১ এপ্রিল রোববার ১৯৭৪] প্রকাশিত '১লা মে থেকে দিনাজপুরের সাপ্তাহিক জনমত দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে' শীর্ষক সংবাদ-থেকে জানা যায়:

---

[১] দৈনিক গণকণ্ঠ: ১৬ জুন রোববার ১৯৭৪।

[২] দৈনিক পূর্বদেশ: ১১ আগষ্ট রোববার ১৯৭৪।

দিনাজপুরের সাপ্তাহিক 'জনমত' আগামী ১লা মে থেকে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। দৈনিক জনমতের কার্যকরী কমিটিতে যে সব ব্যক্তি আছেন তাঁদের নাম নিম্নরূপ: সম্পাদক: বিধান কুমার দে, কার্যকরী সম্পাদক: নুরুল ইসলাম ও বার্তা সম্পাদক: মকসুদ হোসেন।

বিপ্লবী কণ্ঠ। 'মেহনতী মানুষের পাক্ষিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১ মে বুধবার ১৯৭৪ [১৭ বৈশাখ ১৩৮১]। ১ম সংখ্যাটির প্রকাশ সম্ভবত: ১ এপ্রিল ১৯৭৪। সম্পাদক: এম. রেজাউল করিম। পত্রিকাটি গাইবান্ধা মহকুমার সমস্যাবলী এবং অন্যান্য সংবাদ পরিবেশন করে থাকে।

বিপ্লবী কণ্ঠ সম্পাদক কর্তৃক প্রেস ক্লাব ভবন [নীচতলা] থেকে প্রকাশিত এবং মমতাজ প্রেস, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২ এবং দাম ১০ পয়সা। সাইজ: ১৫¼″ × ১০″।

সংস্কৃতি। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক মাসিকপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮১ [এপ্রিল-মে ১৯৭৪]। সম্পাদক: বদরুদ্দীন উমর। নিচে সংখ্যাটির 'সম্পাদকীয়' থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করা গেল:

> বাঙলাদেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এখন যে একটা ব্যাপক নৈরাজ্য বিরাজ করছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই নৈরাজ্য আর্থ-সামাজিক জীবনে উপস্থিত নৈরাজ্যেরই নিশ্চিত প্রতিফলন। শাসকশ্রেণী ও সরকারী দল নানান প্রচেষ্টা ও আয়োজনের মাধ্যমে এই নৈরাজ্যকে টিকিয়ে রেখে তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের উদ্যোগ প্রথম থেকেই নিয়েছে এবং সে উদ্যোগ তাদের এখনো অব্যাহত রয়েছে।
>
> সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা একাডেমী এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে পত্র পত্রিকা বের হচ্ছে, সমাবেশ ও সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে, নানান প্রলোভনের মাধ্যমে এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে

সরকারী সাংস্কৃতিক-প্রচেষ্টার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার ব্যাপক ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু শাসকশ্রেণীসমূহের এই সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক-কর্মীদের কোন পাল্টা উদ্যোগ হচ্ছে না বললেই চলে। যা হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় সেটা নগণ্য, তাৎপর্যহীন।

প্রতিরোধের এই অনুপস্থিতি অনেক সৎ এবং মূলতঃ গণতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্গত সংস্কৃতি-কর্মীদেরকে বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টার আবর্তের দিকে আকর্ষণ করছে এবং তাঁরা এই সমস্ত প্রচেষ্টার পুরো তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে অথবা তার সুযোগ না পেয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এইভাবেই আমরা দেখলাম বাংলা একাডেমী আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে অনেককে যোগদান করতে এবং সরকারী সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, যা মূলতঃ গণস্বার্থের বিরুদ্ধে স্থাপিত, তার পাল্লা ভারী করতে।

যে প্রতিরোধের অভাবের কথা ওপরে উল্লেখ করলাম তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পত্র পত্রিকার অভাব। সরকারী বক্তব্য ও শাসক শ্রেণীসমূহের হরেক রকম সাংস্কৃতিক ফন্দীবাজী প্রচারের জন্য পত্র পত্রিকার যে তেমন অভাব এদেশে রয়েছে তা নয়। দৈনিক পত্রিকাগুলির কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে যে বেশ কিছু সংখ্যক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকপত্র বাঙলাদেশে এখন প্রকাশিত হচ্ছে। এদের কতকগুলিকে আবার সাধারণভাবে বলা হচ্ছে 'আনন্দ পত্রিকা'। 'আনন্দ পত্রিকা'সহ এই সমস্ত পত্রিকাগুলির কাজ হচ্ছে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি, তাকে বাড়িয়ে তোলা এবং এই ব্যাপারে যৌন বিকৃতিকে অবাধ প্রশ্রয় দেওয়া। শাসকশ্রেণীর স্বার্থে এই পত্রপত্রিকাগুলি এই ধরনের 'সংস্কৃতি' কর্মে লিপ্ত থাকার ফলেই দেখা যাচ্ছে তাদের বিজ্ঞাপনের অভাব নেই। অভাব নেই বললে ঠিক হবে না, কারণ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপন তাদেরকে উদার হস্তে দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের এই পত্রিকার দায়িত্ব গুরুতর এবং তা পালন করতে গেলে নানা দিক থেকে নিত্য নোতুন বাধার সম্মুখীন যে হতে হবে সেটা অবধারিত। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী, সমাজতন্ত্র বিরোধী, এবং সাম্প্রদায়িক কোন রচনা ও বক্তব্য এ পত্রিকাতে স্থান পাবে না। নিতান্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও এই পত্রিকার রচনাগুলি সীমাবদ্ধ থাকবে না। গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক অবস্থান রক্ষা করে মত-পার্থক্যকে এতে স্থান দেওয়া হবে এবং এই পরিধির মধ্যে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ এই পত্রিকায় থাকবে।

একমাত্র এই নীতির মাধ্যমেই আমরা বর্তমান পর্যায়ে শাসক শোষক শ্রেণীসমূহের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার বিপরীত একটি স্রোত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারবো।

পত্রিকাটি সৈয়দ জাফর কর্তৃক হরফ মুদ্রায়ণ, ৮৭ শহীদ হারুন সড়ক [বি. সি. সি. রোড], ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ২৬ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা—২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০০ এবং দাম ২.০০ টাকা: সাইজ: ৮″×৫½″।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৮১ [নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪]। এ-সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮০ এবং দাম ৩.০০ টাকা।

উপরোক্ত ৮ম সংখ্যাটিই প্রথম পর্যায়ে পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা।

পরে পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বেশিদিন টিকে থাকে নি।

সময়। 'সাহিত্য মাসিক' [সংকলন]। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮১। সম্পাদক: সৈয়দ আবুল মকসুদ। কার্যকরী সম্পাদক: গোলাম মহিউদ্দীন। পত্রিকাটি কার্যকরী সম্পাদক কর্তৃক ৪ মানিক নগর, ঢাকা—৩ থেকে প্রকাশিত ও নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা—৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৮ এবং দাম ২.০০। সাইজ: ৮¾″×৫½″।

> …ঢাকায় অন্য পাঁচটা সাহিত্য পত্রিকায় যাঁরা লিখে থাকেন তাঁদেরই লেখা 'সময়ে' মুদ্রিত। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'শিল্পিত সাহস' প্রবন্ধে কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।…

> এ ছাড়া গল্প, প্রচুর কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এ সব তো আছেই। নতুন পত্রিকা হিসেবে 'সময়' সবচেয়ে যেটা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে তা হলো সাম্প্রতিককালে ইংরেজী সাহিত্যের সাড়া জাগানো বইগুলোর সাথে পাঠকদের পরিচয়।[১]

সংখ্যাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দৈনিক পূর্বদেশ [২৩ জুন রোববার ১৯৭৪]। বলেন :

> মাসিক পত্রিকার প্রকট অভাবের মধ্যে 'সময়' সমকালীন যুগ-মানসকে প্রতিফলিত করতে প্রাথমিক ভূমিকায় অবতীর্ণ। গল্প, প্রবন্ধ এবং কিছু সুখপাঠ্য কবিতার সমন্বয়ে 'সময়' উজ্জ্বল। আবদুল মান্নান সৈয়দ, আরশাদ আজিজ ও সৈয়দ আবুল মকসুদের তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ যথাক্রমে 'শিল্পিত সাহস,' 'বুদ্ধদেব বসু লোকান্তরিত' ও 'ফ্রাঞ্জ কাফকার প্রেমপত্র' পত্রিকাটির মানোন্নয়ন করেছে। কবিতা লিখেছেন শামসুর রাহমান, রফিক আজাদ, কায়সুল হক, মোহাম্মদ রফিক, মাহবুব সাদিক, সিকদার আমিনুল হক, আসাদ চৌধুরী, মুহাম্মদ নূরুল হুদা, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, আবিদ আজাদ প্রমুখ।…

২য় সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮১। পৃষ্ঠা ৭৯। দাম ২.০০। ৩য় সংখ্যাটির প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮১। পৃষ্ঠা ৮৪। দাম ২.০০। এই 'সাহিত্য পত্র'-এর ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৮১ [মার্চ ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৭৮। দাম ২.০০ টাকা। এ-সংখ্যাটির প্রকাশক সৈয়দ আবুল মাহমুদ। পরিবেশক : বর্ণবীথি প্রকাশন, ৩/৩

পুরানা পল্টন, ঢাকা—২। মুদ্রক: আলতাফ প্রেস, ১১ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোড, ঢাকা-১।

পত্রিকাটি পরে 'শিল্পকলা ও দর্শনবিষয়ক পত্র'রূপে প্রকাশিত। ১০ম সংখ্যাটির প্রকাশ শীতকাল ১৩৮৮।

সংখ্যাটি ইয়াসিন আমিন কর্তৃক শিল্পকলা ও দর্শন সোসাইটির পক্ষে ৩৫১ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত ও বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১১০। দাম ৪·০০।

মহাকাল। সাপ্তাহিক। ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩ মে ১৯৭৪। এটি 'সাবেক রূপাঞ্জন'-এর পরিবর্তিত নাম বলে সংখ্যাটিতে উল্লেখ দেখা যায়। ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ মে শুক্রবার ১৯৭৪। সম্পাদক: খন্দকার গোলাম মোস্তফা। সম্পাদক কর্তৃক পত্রিকাটি প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৬½″ × ১১½।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ ৫ জুলাই শুক্রবার। পৃষ্ঠা ৪। ১০ পয়সা। এ-সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'মহাকালের প্রতিবেদন' থেকে জানা যায়:

> শিল্পে অগ্রসর মফঃস্বল শহর রংপুর থেকে এ পত্রিকাখানা ৩রা মে ১৯৭৪ ইং থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।…
>
> বাংলাদেশে আমাদের পত্রিকাখানা প্রকাশনার ব্যাপারে বৈষম্যের এক পাহাড় মাথায় নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলছে। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে সরকারী আইন অনুযায়ী মিল রেটে নিউজ-প্রিণ্ট পাওয়া বাঞ্ছনীয়, অথচ আমরা আবেদন নিবেদন করে আজ পর্যন্ত নিউজপ্রিণ্ট পাচ্ছি না। সময় সময় ৮০/৯০/০০ টাকা রিম নিউজপ্রিণ্ট বাজার থেকে কিনে নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে আসছি।… উপরন্তু একটি পত্রিকা বেঁচে থাকা নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের উপর। একদিকে আমরা সমস্ত প্রকার সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীমহল অথবা বিজ্ঞাপন প্রদানে সচ্ছল ব্যক্তিদের সু-নজর থেকে বঞ্চিত।…

১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ জুলাই শুক্রবার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১৫ পয়সা। এ-সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক রণাঙ্গন ছাপাখানা, ষ্টেশন রোড, আলমনগর, রংপুর থেকে মুদ্রিত। ১ম বর্ষ ৩৪শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ নভেম্বর ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১৫ পয়সা।

পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়াও প্রকাশিত হয় কয়েকটি 'বিশেষ সংখ্যা'। পত্রিকাটি 'বাংলা মজদুর ফেডারেশনের' সমর্থক ছিল বলে অনুমিত হয়।

৮ম বর্ষ ২৪ সংখ্যার প্রকাশ ১২ অগ্রহায়ণ রোববার ১৩৮৯ [২৮ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ২। দাম ০'৫০।

কণ্ঠস্বর। দ্বি-মাসিক। ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ৯ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৮২ [২৪ মে ১৯৭৫]। সম্পাদক: এম. রেজাউল করিম। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: রণজিৎ চাকী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মমতাজ প্রেস, পৌরসভা পার্ক, গাইবান্ধা হতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২। দাম ১০ পয়সা। সাইজ: ১৬½" × ১১½। পত্রিকাটিতে প্রধানত: প্রকাশিত হয় গাইবান্ধা মহকুমার বিভিন্ন খবরা-খবর।

সমাচার। সান্ধ্য দৈনিক। ৮ম বর্ষ ৫৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ জুলাই রবিবার ১৯৮২ [১ শ্রাবণ ১৩৮৯]। সম্পাদক: সেকান্দর হায়াত মজুমদার। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'রংপুরে ভয়াবহ বন্যা' এবং উপ-সম্পাদকীয় 'গাছ দেখে খনিজ চেনা'। শেষোক্ত উপ-সম্পাদকীয় থেকে কিছু উদ্ধৃত করা গেল:

> ...ভূ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মাটির তলায় যেসব জায়গায় খনিজ পদার্থ আছে, সেই অঞ্চলের গাছেদের যদি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে কিছু পরিবর্তন নিশ্চয়ই চোখে পড়বে।
>
> বর্তমানে ৬টি গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে সারা বিশ্বে। এদেরই উপস্থিতি ভূ-বিজ্ঞানীদের জানতে সাহায্য করে কোথায় তামা,

লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, সীসে, দস্তা, রুপা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি খনিজ পদার্থ লুকিয়ে রয়েছে।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক সমাচার মুদ্রায়ণ, ২/১ আহসানউল্লাহ রোড (ইসলামপুর), ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং ৩১/৩২ পি. কে. রায় রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৫০। সাইজ: ২২½"×১৫"।

করতোয়া। দ্বি-মাসিক [ঋতুভিত্তিক]। ২য় বর্ষ গ্রীষ্ম-বসন্ত সংখ্যার প্রকাশ ১৩৮১। সম্পাদক: দীনেশ চন্দ্র পাল। যুগ্ম সম্পাদক: হাশিম আখতার মো: করিম দাদ।

'করতোয়া' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো। এই ক্রমণ সহজে হয় নি। অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়াতে হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট, লেখার সংকট, সর্বোপরি লেখকের অভিমানপ্রসূত সংকট। 'করতোয়া' সবগুলোকে ডিঙ্গে তার প্রবাহ রক্ষা করতে পারলো। এ প্রবাহে বিশেষ উল্লেখ্য অর্থনৈতিক সংকট মোচনের দিকটি। এ ব্যাপারে মকবুলার রহমান কলেজ, পাথরাজ কলেজ ও রুহিয়া কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ একটি করে করতোয়া কিনে বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা দান করেছে।...আরও স্মরণ্য পঞ্চগড় থানার অধীনস্থ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ।...

পত্রিকাটি করতোয়া প্রকাশনী বিভাগ [পঞ্চগড়] থেকে এস. বশীর উল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং রেজা প্রিন্টিং প্রেস [দিনাজপুর]-এ মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৭। দাম ২.০০ টাকা।

সমাজকল্যাণ সমাচার। মাসিক। 'ঢাকা বিভাগীয় মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ১য় সংখ্যার প্রকাশ ৫ জুন ১৯৭৫। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: মো: আজিজুর রহমান। সম্পাদক: জাহাঙ্গীর হায়দার। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

পত্রিকাটি ঢাকা বিভাগীয় সমাজকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে প্রচার

সম্পাদক চৌধুরী কালাম কর্তৃক ইকনমি প্রিন্টার্স, ১৬৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। সাইজ: ১৬২/৩″ × ১১২/৩″।

গল্প। 'অনুপম গল্প সংকলন।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১। সম্পাদক: ওম প্রকাশ ঘোষ রায়। সহ-সম্পাদক: অমা ঘোষ রায়।

> ···গল্পের মধ্যে আজকাল গল্প-কাহিনীর চেয়ে বর্ণনাধিক্য, মতবাদ, রূপক, প্রতীক, বিমূর্ততার সমাবেশ ঘটছে, দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, গল্পের ক্ষেত্রে আংগিকের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। আর এই আংগিকের বৈচিত্র্য সম্পাদনের সাধনাই আজকের দিনের গল্পকাররা বড়ো বেশী পরীক্ষানিরীক্ষাপ্রবণ।
>
> প্রসঙ্গতঃ গল্প গল্পই—কলেবরের সঠিক মাপজোখ নির্ধারণের অবকাশ না থাকায় 'ছোট' শব্দ নিয়ে 'গল্প'কে বিশেষিত করারও নেই আবশ্যকতা। কেন না 'ছোট'র উপস্থিতি 'বড়ো'র অস্তিত্ব ঘোষণা করে। অথচ, বড়ো গল্প বলে কোনো বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা সাহিত্যে প্রচলিত নেই।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডিলাক্স প্রিন্টিং প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ১·৫০। সাইজ: ৮১/২″ × ৫১/৪″।
পরে পত্রিকাটি '**ত্রৈমাসিক**' হিসাবে প্রকাশিত হয় এবং এ-পর্যায়ে ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮১ [আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৮৮]। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ৩·০০।

সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫১ দক্ষিণ নালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং মুনলাইট প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ কৈফিয়ত হিসেবে বলা হয়:

> ···সরকারী অনুমোদন অনুযায়ী 'গল্প' ত্রৈমাসিক হিসেবে বের হওয়ার কথা। কিন্তু কাল ও পরিবেশ কতটুক অনুকূলে রয়েছে তা সচেতন পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব এ-ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রকাশ ছাড়া বিকল্প বক্তব্য নেই।

পল্লীবার্তা। 'গ্রাম বাঙলার একমাত্র নির্ভীক সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ১ জুন ১৯৭৪। সম্পাদক: মোহা: ইউনুস আলী। দৈনিক ইত্তেফাক [১৯ জুন বুধবার ১৯৭৪] পত্রিকায় প্রকাশিত 'নয়া সাপ্তাহিকের আত্মপ্রকাশ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

> সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা হইতে মুহম্মদ ইউনুস আলীর সম্পাদনায় 'পল্লীবার্তা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই নতুন পত্রিকা স্থানীয় দেশী-বিদেশী খবর ও ছোট এবং বড়দের লেখায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

১ম বর্ষ ১০ম-১১শ [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১০ আগষ্ট শনিবার ১৯৭৪ [২৪ শ্রাবণ ১৩৮১]।

পত্রিকাটি পল্লীবার্তা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ. কে. এম. আশরাফউদ্দীন কর্তৃক নিউ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চুয়াড়াঙ্গা থেকে মুদ্রিত। সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৪; দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৫″×১০″।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ আগষ্ট শনিবার ১৯৭৪ [৩১ শ্রাবণ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৩″×১০″।

তরুণ। মাসিক। 'জাতীয় তরুণ সংঘের কেন্দ্রীয় মুখপত্র।' ১ম বর্ষ 'উদ্বোধনী সংখ্যা'র প্রকাশ জুন ১৯৭৪ [আষাঢ় ১৩৮১]। প্রধান সম্পাদক: আবুল কালাম ফিরোজ। 'সমস্যা সমাধানের বাহন হিসেবে তরুণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও জ্ঞাত হওয়া যায়:

> ...জাতীয় তরুণ সংঘ জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সঠিক যুব নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের সুষ্ঠু বণ্টনের শপথ নিয়েছে। দেশের বিরাজমান প্রতিটি সমস্যা সমাধানের বাহন হিসেবে এগিয়ে আসছে এদেশের তরুণ সমাজ। ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশ গড়ার সংগ্রামে। তার জন্য জাতীয় তরুণ সংঘের সৃষ্টি। রাজনৈতিক মতাদর্শ,

দলাদলির ঊর্ধ্বে জাতীয়ভিত্তিক সমাজকল্যাণ ও জাতিগঠনমূলক যুব প্রতিষ্ঠান। যুবকদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় তরুণ সংঘের মুখপত্র 'তরুণ।' সরকারী স্বীকৃতি এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুবসমাজের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, পালন করে চলেছে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব।...

পত্রিকাটি জাতীয় তরুণ সংঘের যুব তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনী দপ্তর কর্তৃক ২১, ২২, ২৩ হাজারী বাগ রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মুদ্রণে : সারওয়ার প্রিন্টিং হাউস, ১৬/২ পাঁচভাইঘাট লেন, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা ১২ এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ : ১৭"×১১½"।

স্বাস্থ্য সাময়িকী। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭৪। প্রধান সম্পাদক : হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম। সম্পাদক : ব'নজীর আহমদ। 'আমাদের কথা' থেকে পত্রিকাটি সম্বন্ধে যে-সব তথ্য জানা যায়, তা হল :

'স্বাস্থ্য সাময়িকী' বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশিত। স্বাস্থ্য ও দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে এই প্রথম। তবে ঢাকা থেকে বাংলা ভাষায় এ ধরনের সাময়িকী ইতিপূর্বেও একাধিক প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে আজ থেকে প্রায় পয়ত্রিশ বছর আগে ঢাকার কৃতী সন্তান মরহুম শেফা-উল মূলক্ হাকীম হাবীবুর রহমান খান আখুনজাদার পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত মাসিক 'শেফা' এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ সালের সামরিক অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিতভাবে সুদীর্ঘ আট বছর প্রকাশিত মাসিক 'আল-হাকীম'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।...

দেশীয় তথা আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যকে সুধী সমাজের সামনে তুলে ধরাই 'স্বাস্থ্য সাময়িকী'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সে সঙ্গে হাকীম ও কবিরাজদের মধ্যে জ্ঞান ও গবেষণার স্পৃহা বাড়িয়ে তোলাও একটা উদ্দেশ্য। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় 'স্বাস্থ্য সাময়িকী' মাসিক হিসেবেই প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়ে, বিশেষত: রচনা সম্ভারের ক্ষেত্রে এর উন্নত মানকে বজায় রাখার তাগিদে আপাতত: 'স্বাস্থ্য সাময়িকী' ত্রৈমাসিক হিসেবেই প্রকাশিত হবে।...

পত্রিকাটি শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং সাদাতুল্লাহ মজুমদার কর্তৃক ৩৫/৩৬ বঙ্গবন্ধু এভেন্যু, ঢাকা—২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬ এবং দাম ১.৫০। সাইজ: ৯২‍"×৭২‍"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৭৪।[১] পৃষ্ঠা ৫৬ এবং দাম ১.৫০।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ১.৫০।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশকাল জুন ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ১.৫০।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ২.০০।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ২.০০।

৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ আগস্ট ১৯৮২। এ-পর্যায়ে পত্রিকাটি বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত। দাম ৩.০০।

৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯৮২।

---

[১] শেষের মলাটে দেখা যায় অক্টোবর—ডিসেম্বর ১৯৭৪।

বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ [জুলাই ১৯৭৪]। সম্পাদকমণ্ডলী : ড: মযহারুল ইসলাম, ডঃ মুহাম্মদ ইন্নাস আলী, ডঃ জহুরুল হক, ডঃ এ. কে. এম. আমিনুল হক, প্রফেসর আবদুল জব্বার, জনাব আবদুল হক খন্দকার, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, জনাব লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, ডঃ মুহম্মদ ইব্রাহীম, জনাব মোহাম্মদ গাজীউর রহমান। সহযোগী সম্পাদক : তপন চক্রবর্তী।

…বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োগের কলাকৌশল ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি অপরিহার্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই বাংলা একাডেমী একটি বিজ্ঞান পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।…

পত্রিকাটি বাংলা একাডেমীর প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের মুদ্রণ বিভাগ কর্তৃক মুদ্রিত ও ফজলে রাব্বী, পরিচালক, প্রকাশন মুদ্রণ -বিক্রয় পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২০ এবং দাম ৫.০০। সাইজ : ৯½″×৬½″।

৮ম বর্ষ ১য় সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮ [জুলাই ১৯৮২]। সম্পাদক : ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী। সহযোগী সম্পাদক : তপন চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ১২৮। দাম ৪.০০। ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৩৮৮ [আগস্ট ১৯৮২]। সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম ভূঞা। সহযোগী সম্পাদক : তপন চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ১৩০। দাম ৫.০০।

বীমাবার্তা। মাসিক। 'সাধারণ বীমা করপোরেশনের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ জুলাই ১৯৭৪ [১৫ আষাঢ় ১৩৮১]। সম্পাদক : মো: আহসানউল্লাহ। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : কাজী রহিম। ব্যবস্থাকারী সম্পাদক : ওবায়েদুল কবীর খান। সহকারী সম্পাদক : রাবেয়া ইসমাইল ও মনিরউদ্দিন।

পত্রিকাটি সাধারণ বীমা করপোরেশনের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক ৩৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং সপ্তর্ষি মুদ্রায়ণ,

২ ওয়্যার ষ্ট্রীট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৪। দাম··· । সাইজ: ১২½´´×৮´´।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ অক্টোবর ১৯৭৪ [১৫ আশ্বিন ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪২।

১ বর্ষ ১১শ-১২শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ মে-জুন ১৯৭৫ [জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৮২। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে পাঠকদের অবগতির জন্য কিয়দংশ উদ্ধার করছি:

> স্বাধীনতা উত্তরকালে বীমা শিল্পকে গণমুখী করে তোলার সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭৩ সনের ১৪ই মে তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের বীমা ব্যবসার বিন্যাস সাধন করে মাত্র দুইটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বীমা শিল্প পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিণামে জীবন বীমা কর্পোরেশনের অভ্যুদয় ঘটে। শত-শতাব্দীর প্রচলিত প্রশাসন কাঠামোর বেড়া-জাল ছিন্ন করে ব্যক্তি মালিকানার অসহনীয় অভিশাপ মুক্ত হয়ে আমাদের বীমা শিল্প জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আরাধ্য পথে অগ্রযাত্রা করেছে এই মহান দিনটিতে।···

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ জুলাই ১৯৭৫ [১৫ শ্রাবণ ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৪৪। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় থেকে কিয়দংশ নিচে তুলে ধরা হল:

> গত জুলাই মাসে বীমাবার্তার প্রথম সংখ্যা আমরা দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। অঙ্গীকার করেছিলাম বীমাশিল্পকে জনগণের নিকট বোধগম্য করে তোলার সাধ্যসাধনায় আমরা মগ্ন থাকবো। স্থির করেছিলাম—বীমাজীবি মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় দ্বারা আমরা কর্মরত বীমা কর্মীদের অভিজ্ঞ ও সচেতন করে তুলবো, দেশের সার্বিক অর্থনীতির স্বপক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করবো।
>
> জুলাই থেকে জুন বার মাস। একটি বছর। বীমাবার্তা আজ শুভ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে।···

অনিকেত। 'অনিয়মিত কবিতাপত্র'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮১। সম্পাদক : আশরাফ আলম কাজল। সম্পাদকীয় সহযোগী : নূর মোহাম্মদ, গোলাম কাদের গোলাপ, হাসান হাফিজ।

পত্রিকাটি গোলাম কাদের গোলাপ কর্তৃক মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, রিকাবীবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৭। দাম ১'২৫। সাইজ : ৮৳"×৫½"।

পত্রিকাটি ২য় সংখ্যা থেকে '**ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র**'-এ পরিবর্তিত হয়। এবং এ-সংখ্যাটির প্রকাশকাল কার্তিক-পৌষ ১৩৮১। এ-সংখ্যায় সম্পাদকরূপে দেখা যায় গোলাম কাদের গোলাপ ও তারিক হাসানকে। পৃষ্ঠা ৩৭-৬১। দাম ১'০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মাঘ-চৈত্র ১৩৮১। সংখ্যাটি 'একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে' প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬২-১১১। দাম ১'০০ টাকা। সংখ্যাটি কে. এম. এস. হুদা কর্তৃক প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন কর্তৃক মুদ্রিত।

ক্রীড়াঙ্গন। 'খেলাধুলার পাক্ষিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৪ আগষ্ট রোববার ১৯৭৪। পত্রিকাটি সম্বন্ধে স্বাতী বলেন :

> ঢাকা থেকে গত ৪ঠা আগষ্ট 'ক্রীড়াঙ্গন' নামে যে পত্রিকাটি বেরিয়েছে তা এক কথায় চমৎকার। বেশ কিছুদিন আগে ক্রীড়ারসিকদের জন্যে আরো একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল। তার খুব প্রচার দেখিনি। ছাপা ও সম্পাদনা ছিল দুর্বল। ক্রীড়াঙ্গনের আত্মপ্রকাশ দেখে স্বভাবতই মনে হচ্ছে ঐ পত্রিকা পাঠকদের মন ভরাতে [?] মেজাজ ও অবয়ব ভিন্ন, কিছুটা ক্রীড়া সংবাদপত্র ধরণের। এই সংখ্যার ফার্স্ট লীড হলো : ঐতিহাসিক স্পোর্টস কাউন্সিল গঠন, খেলায় নতুন দিগন্তের সূচনা। এ-রকম সারা পত্রিকা জুড়ে ক্রীড়া জগতের নানাদিকের খবর, গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ, সরস ফিচার, চিঠিপত্র সবই আছে। একজন ক্রীড়ারসিক ব্যক্তি পড়বার মত অনেক কিছুই খুঁজে পাবেন এতে। আর একটা

দিক ভালো লেগেছে। ক্রীড়াড্রামের প্রকাশনা খুব সাধারণ কিন্তু অসুন্দর নয়। বড় বিনীতভাবে তার উপস্থিতি হলেও ঝুলিতে অনেক খবর ছিলো। তবু আমার মনে হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায় একটা চলতি খেলাধুলো থেকে উত্তেজনাকর ছবি দিলে বেশ দেখাতো। বিশ্বকাপ ফুটবলের উপর যে সচিত্র ফিচার ছাপা হয়েছে প্রত্যেক সংখ্যার নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় বিদেশের খেলাধুলার খবর ও ফিচার ছাপা হবে আশা রাখতে পারি। জনপ্রিয় ক্রীড়া-লেখক বদরুল হুদা চৌধুরীর লেখাও যেন প্রায় ছাপা হয়। তাঁর কলম সবল রাখা ক্রীড়াড্রামের একটা উদ্যোগ হওয়া উচিত। একজন মুগ্ধ পাঠক হিসেবে আমার কয়েকটি বিনীত পরামর্শ (১) ক্রীড়াবিদদের পরিচিতি, (২) কখনো দল পরিচিতি (৩) মেয়েদের জন্য আলাদা পাতা (৪) কোন প্রাক্তন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়ের আত্মজীবনীর অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে (৫) ফুটবল, ক্রিকেট তো বটেই, আউটডোর, ইনডোর নানারকম খেলার খবর যেন থাকে। (৬) পত্রিকা যেন ঢাকা কেন্দ্রীক না হয়। (৭) পত্রিকার মেকআপের দিকে আরো নজর দেয়া উচিত।

'ক্রীড়াড্রাম' পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক, ও কর্মীবৃন্দ সকলের প্রশংসাভাজন হবেন যদি তাঁরা এই দুর্দিনেও এর পাক্ষিক প্রকাশনা নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখতে পারেন। ক্রীড়াঙ্গনে এই একক ড্রাম যেন সম্মিলিত ক্রীড়ারসিকদের সুরের মধ্যেও অনুরণিত হয়।[১]

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭৪। সম্পাদক: আতাউল হক মল্লিক। উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠিপত্র থেকে প্রথম সংখ্যাটি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়:

…এটা অনেকটা দৈনিক পত্রিকার ধাঁচে করা হয়েছে। কিন্তু আট

[১]ক্রীড়াড্রাম: অনেক ড্রামের বাজনা, দৈনিক বাংলা ১০ম বর্ষ ২৮৪শ সংখ্যা: ১৬ আগষ্ট শুক্রবার ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৬।

পৃষ্ঠার পত্রিকাটিতে দেশী-বিদেশী প্রায় সব ধরনের খেলার খবরা-খবর পরিবেশন করা হয়েছে।...

'ক্রীড়াঙ্গাম' নামটা এক নজরে পড়তে একটু অসুবিধে হলেও দু'একবার দৃষ্টিপাতে তা সহনীয় হয়ে যায়। তবে এ-কথা সত্যি যে এ ধরনের আঙ্গিকে এবং বাংলাদেশের প্রায় সব ক্রীড়া লেখক-দের লেখায় সমৃদ্ধ এমন পত্রিকা এর আগে চোখে পড়ে নি।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রেসম্যান প্রিণ্টার্স, ১৪/২৯ অভয়দাস লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩৪ জোড়পুল লেন, ঢাকা-থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। এবং দাম ২৫ পয়সা। সাইজ: ১৬৩/৪″ × ১১১/২″।

টুং টাং। 'সচিত্র শিশু মাসিক।' 'শিশুদের জন্যে প্রথম শিশু পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮১। প্রধান সম্পাদক: আব-দুর রহমান। সম্পাদক: কামরুল হুদা।

তোমরা, যাদের বয়স এখন ১৩ কি তারও কম—যারা বানান করে বই পড়ো অথবা দাদীমার কোলে বসে এখনো রাজকন্যে আর রাজপুত্তুরের গল্প শোন কিম্বা যাদের মনটা হিমালয়ের কাহিনী পড়তে পড়তে অনেক দূরে চলে যায় তাদের জন্যেই—টুংটাং।

তোমরাই এতে লিখবে, আঁকবে, চিঠি পাঠাবে আর পড়বে।...

'নিয়মাবলী'তে আছে:

বাংলা ১৩৮১, ভাদ্র মাস থেকে পত্রিকার বর্ষ শুরু।...

তেরো কিংবা তার কম বয়সের যে কারো লেখাই আমরা প্রকাশ করে থাকি।...

পত্রিকাটি জিনিয়া হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইস্টার্ন প্রিন্টিং পাবলিশিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেড, ৩৪২ সেগুন বাগান, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ৫১/২″ × ৪১/২″। সংখ্যাটিতে লিখেছেন: রফিকুল হক [ছড়া], আলী ইমাম [সোনালী রূপালী: ওয়াল্ট ডিজনীর জীবনী], রবীন্দ্রনাথের ছড়া, কামরুল হুদা

[মীতু, লীমা আর পপি : গল্প], মশিউর রহমান লাবলু [ইদুর ছানা : ছড়া], নাহিদা ইসলাম মেরী [এক যে ছিল হাঁস : গল্প], লুৎফর রহমান লিটন [বকের ছড়া,] জীয়াউল আহসান [বাঘ বাবাজী : ছড়া], আলী হায়দার খান নিপু [দুষ্টু কাক আর তিতির গল্প], আরও আছে বিভিন্ন লেখক-লেখিকার ছয়টি ছড়া 'ছড়াছড়ি,' জানা-অজানা [সাধারণ জ্ঞান], খোকার কথা [গল্প], সোনামণিদের জন্য [চিঠির উত্তর], ধাঁধা ইত্যাদি।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যাটি[১] প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৮২। এ-সংখ্যার প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদক ছাড়াও সহযোগী হিসেবে দেখা যায় ইউসুস আব্বাস, সামিরা আব্বাসী ও জাকিয়া সুলতানাকে। এ-সংখ্যায় লিখেছেন : আবদুর রহমান [ছড়া], আলী ইমাম [আকাশ যখন ডাকে : জীবনী], এনায়েত রসুল [অনুকে নিয়ে গল্পো], সুকুমার রায় [ছড়া], রোকসানা সুলতানা [ইরা আর নীলা : গল্প], সামিউদ্দিন সামীম [সুমন ও বুড়ো বিজ্ঞানী : ভ্রমণ কাহিনী], আরও আছে তের বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের চারটি ছড়া, সুমন লাহিড়ী [হাতী শিকারের গল্প], আমজ'দ চৌধুরী খোকন ও শার্মিনার 'দুটি ছড়া,' খোকার কথা, নাসিমা আফরোজ সীমা [আমাদের গ্রাম], জানা অজানা, জীয়াউল আহসান [পুতুল বিয়ের ছড়া] ধাঁধা, সোনামণিদের জন্যে, ছবি দেখে লেখা, ছড়া ইত্যাদি। সংখ্যাটি মোঃ বোরহান আলী কর্তৃক ইস্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং এণ্ড প্যাকেজেস্ লিঃ, ৩৪২ সেগুন বাগান, ঢাকা—২ থেকে মুদ্রিত। প্রকাশিকা : জিনিয়া হোসেন। ব্যবস্থাপক : লিয়াকত আলী সরকার। পৃষ্ঠা ৩৩। দাম ৫০ পয়সা। এ-সংখ্যায় পত্রিকাটিকে 'শিশুদের জন্য প্রথম শিশু পত্রিকা' বলে দাবি করা হয়।

মনিরা। 'মহিলা মাসিক রম্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট ১৯৭৪ [ভাদ্র ১৩৮১]। সম্পাদিকা : মিসেস হাসনা মামুন। সহ-

---

[১] খোঁজ নিয়ে জানা গেছে পত্রিকাটির ২য় থেকে ১০ম সংখ্যা প্রকাশিতই হয় নি।

সম্পাদিকা : সাহিদা বানু। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ইকবাল হাসান চৌধুরী। পত্রিকাটি আবদুল্লাহ আল মামুন কর্তৃক স্বদেশ প্রিন্টিং প্রেস, ৯ গোপীকিষণ লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৯ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৩ এবং দাম ১.০০ টাকা। সাইজ : ১০৪/৫"×৮২/৩"।

শাপলা শালুক। 'বেতার কিশোর মাসিক'। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮১ [আগষ্ট ১৯৭৪]। সম্পাদক : ফজল-এ-খোদা। পত্রিকাটি সম্বন্ধে সম্পাদক বলেন :

> বেতার-বিশ্বে বেতার প্রকাশনায় ছোটদের মুখপত্র হিসেবে কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় কি না আমার জানা নেই। কিন্তু যতদূর জানা যায় বেতারের মোট শ্রোতাদের এক বিরাট অংশ শিশু ও কিশোর-কিশোরী। ছোটদের মানস গঠনে ও সুকুমারবৃত্তি বিকাশে বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই বাংলাদেশ বেতারের 'বেতার প্রকাশনা দপ্তর' শিশু-কিশোর শ্রোতাদের উপযোগী একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আর তাই এই 'শাপলা শালুক।'

পত্রিকাটি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত এবং বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এম. আর. আখতার কর্তৃক ২৮/এ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং ২, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৪ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ৮১/৪"×৬১/২"।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১ [অক্টোবর ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৫। দাম ৫০ পয়সা। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮২ [জুন ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ১.০০।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮২ [আগষ্ট ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৬৮। দাম ১.০০।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮২-৮৩। সংখ্যাটি 'নব-বর্ষ' সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৩ [সেপ্টেম্বর ১৯৭৬]। সংখ্যাটি 'ঈদ ও নজরুলস্মরণী সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৮৪। দাম ১.০০।

এ-পর্যায়ে এই সংখ্যাটি এ-পত্রিকার শেষ সংখ্যা।

কিংশুক। 'কবিতা মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ আশ্বিন ১৩৮১।

সম্পাদক: জালাল আহমদ চৌধুরী।

> প্রকাশনা সংকটের বর্তমান চরম দুর্দশার সময়ে নতুন কোন পত্রিকা প্রকাশ অত্যন্ত দুঃসাহসিক। কয়েকটি কবিতার এই মাঝারি পত্রিকাটি শাব্দিক প্রকাশনীর মাসিক উদ্যোগের প্রথম ফসল। এক পর্যায়ে অসুস্থ কবি আবুল হাসানের আশু-রোগমুক্তি কামনা করা হয়েছে। অনূদিত বিদেশী কবিতা ছাড়াও পাঠকের প্রতিক্রিয়া এবং নির্মলেন্দু গুণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।[১]

পত্রিকাটি রুকুন উদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক শাব্দিক, ৯৮ নবাবগঞ্জ রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক আহম্মদ প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা: ৫৫ পীলখানা রোড, ঢাকা—৯। স্থায়ী কার্যালয়: ৯৮ নবাবগঞ্জ রোড, ঢাকা—৯। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ৮½"×৫½"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৮১। পৃষ্ঠা ৪৪। দাম ১.০০। 'কবি করুণ আহমদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ সংখ্যা কিংশুকের সমগ্র প্রয়াস উৎসর্গকৃত।'

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৮১। পৃষ্ঠা ৪৬। দাম ১.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৫ম-৬ষ্ঠ [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮১ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪]। পৃষ্ঠা ৭৪ এবং দাম ৩.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮১-১৩৮২ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৪৬। দাম ২.০০। 'কাব্যচর্চায় অক্লান্ত বরিশালের তরুণ কর্মীদের নিকট বর্তমান সংখ্যা কিংশুক ঋণাবদ্ধ।'

> চৌত্রিশজন কবির কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে কবিতা মাসিক 'কিংশুক।' চলতি সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতার মধ্যে আহসান হাবীব, আবুল হাসান, আসাদ চৌধুরী, মিলন মাহমুদ, রবীন সমাদ্দার, মনিকা রহমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ তালুকদারের কবিতা উল্লেখযোগ্য।...
>
> 'কিংশুকের' বর্তমান সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসাবে চোখে পড়লো কবিতার কথা এই পর্যায়ে তিরিশের কবিতা নিয়ে দীপংকর চক্রবর্তীর একটি প্রাণবন্ত আলোচনা।...
>
> কবি আহসান হাবীব বাংলা সাহিত্যে সেই বিরলতম প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের একজন যিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতনভাবে বার্ধক্যজনিত প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিরোধ করে কালের সঙ্গে প্রকাশ হতে পেরেছেন আধুনিকতাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার মাধ্যমে। 'কিংশুক' চলতি সংখ্যায় এই প্রবীণতম তরুণ কবির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে।[১]

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি 'প্রকাশিত হয় [?] ১৩৮২। পৃষ্ঠা ৫৮। দাম ২.০০ টাকা। এ-সংখ্যায় 'ওয়েলেসলি স্কোয়ারে পূর্ণিমা' নামক একটি কবিতা ছাপা হয়।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ [?] ১৩৮২। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ২.০০।[২]

১ম বর্ষ ১০-১১শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৬। পৃষ্ঠা ৬৪। ২.০০।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮২ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৫৭। দাম ২.০০।

---

[১] দৈনিক ইত্তেফাক: ৮ জুন রোববার ১৯৭৫

[২] সংখ্যাটি আমি ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার [১৯৭৫] কিনেছি।

কর্ণফুলী। 'নিরপেক্ষ জনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৮১ [১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪]। সম্পাদক : শেখ মোহাম্মদ আয়ুব বাঙালী। পরিচালনা সম্পাদক : অধ্যাপক রবিউল হোসেন [মনজু]।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক অস্থায়ী অফিস, ২০ হরিশ দত্ত লেন, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং পরিচালনা সম্পাদক কর্তৃক ক্রান্তি প্রিন্টার্স, ৪৫০ ইকবাল রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ২০½" × ১৫"। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু' থেকে পাঠকের অবগতির জন্য শেষ অনুচ্ছেদ উদ্ধার করা গেল :

> নিঃসন্দেহে সংবাদপত্র একটি শিল্প। এই দুর্ভাগা দেশে এই শিল্প বিকাশের পথ কোনদিন সরল ছিল না। বরং পদে পদে বিপদ অতীতে ছিল, বর্তমানেও বিদ্যমান। কিন্তু দেশ ও জাতির এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে কোন সচেতন মানুষই হাত মুখ গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। সাংবাদিকতা তথা সংবাদপত্র শিল্প আমাদের নেশাও নয়…পেশাও নয়। বরং বলা যেতে পারে, এটা আদর্শ বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার বিশেষ। বিপর্যস্ত দেশবাসীকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে ব্যক্তিস্বার্থে এই হাতিয়ারকে কখনো ব্যবহার করা হবে না। উপরন্তু ব্যক্তি স্বার্থের যুপকাষ্ঠে যেখানেই জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হতে দেখা যাবে, সেখানেই সমস্ত শক্তি দিয়ে এই হাতিয়ারকে প্রয়োগ করা হবে।…

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭৪ [১০ আশ্বিন ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কাজী জহীরউদ্দীনের [সম্পাদক : সাপ্তাহিক স্বদেশী] 'চট্টগ্রামে সাপ্তাহিকের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ নিচে উদ্ধার করা গেল :

> সাপ্তাহিকের কথা বাদ দিলেও দৈনিকের কথাও তথৈবচ। যে

কটি দৈনিক এখানে রয়েছে সেগুলোও পাঠকদের সঠিক চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। সব দৈনিকই যেন এক ধাঁচে গড়া, কেমন জানি নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ। কিন্তু পাঠকরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন দৈনিকের আগমন অপেক্ষায়।

…এখানকার পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন সংগ্রহের আওতা অত্যন্ত সীমিত। আর সরকারী বিজ্ঞাপন সামান্য যা পাওয়া যায় তাও ঢাকার তুলনায় অর্ধেক রেইট। দৈনিকের যেখানে এই করুণ অবস্থা, সেখানে সাপ্তাহিকের চিন্তা করাও রীতিমত দুঃসাহসিক পথযাত্রাই বলতে হবে। তবুও ষোলটি সাপ্তাহিকের ডিক্লারেশন প্রাপ্ত এই চট্টগ্রামে মাত্র দুটি সাপ্তাহিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে চলছে, তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে।… আমাদের এক শ্রেণীর নেতা এ সব সংবাদপত্রকে 'ছারপোকা' ও 'ব্যাঙের ছাতা' আখ্যায়িত করে, এদের প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিতে তৎপর বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করে উক্ত প্রচেষ্টাকে ষোল কলায় পূর্ণ করা হলো।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১৬ অক্টোবর বুধবার ১৯৭৪ [২৯ আশ্বিন ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যা থেকে কিশোরদের পাতা 'কিশোর কমরেড' ছাপা হতে থাকে।

এ-সংখ্যায় সম্পাদক ও পরিচালনা সম্পাদক ছাড়াও যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দেখা যায় সুখেন্দু ভট্টাচার্যকে। সংখ্যাটি ইষ্টার্ণ প্রেস, তমিজ মার্কেট থেকে মুদ্রিত এবং ২.০ হরিশ দত্ত লেন থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭৪ [৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা। পত্রিকাটি পূর্বাশা ছাপাখানা, ৪৯০ উত্তর নালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত দুই পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। দাম ২০ পয়সা।

১ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যার প্রকাশ ৭ মার্চ শুক্রবার ১৯৭৫ [২২ ফাল্গুন ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যা ২৬ মার্চ বুধবার ১৯৭৫ [১২ চৈত্র ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

১৫শ সংখ্যা ৪ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭৫ [২১ চৈত্র ১৩৮১]। পৃষ্ঠা ২। ২০ পয়সা।

১৫শ থেকে ২২শ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকাটি দুই পৃষ্ঠা। দাম ২০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ জুন শনিবার ১৯৭৫ [৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা। এইটি এ-পত্রিকার শেষ সংখ্যা।

রোমাঞ্চ। 'রম্য ও রহস্য মাসিক।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৪ [আশ্বিন ১৩৮১]। কার্যকরী পরিচালক: অলক বারী। কার্যকরী সম্পাদক: বুলবুল চৌধুরী। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: কাজী মাসুদ।[১] সহকারী সম্পাদক: মাহমুদ হাসান নিরু।

পত্রিকাটি অলক বারী কর্তৃক রোজী আর্ট প্রেস, ৩৫ বি. কে. রায় রোড, ঢাকা—১ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৩/১২ লিয়াকত এভেন্যু, ঢাকা—১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৮ এবং দাম ৪.০০।

যুব কথা। সাপ্তাহিক। 'মেহনতী সমাজের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭৪। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: নুরুল ইসলাম। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: মোঃ নজরুল ইসলাম। পৃষ্ঠা ১০। দাম ৩০ পয়সা। এ-সংখ্যা থেকে জানা যায় 'বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কারণে দু'মাস যুবকথা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।...'

উপরোক্ত তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে পত্রিকাটি অক্টোবর মাসের কোন এক সময় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

---

[১] শেষ পৃষ্ঠায় সম্পাদক: হিসেবে দেখা যায় মমিনউল্যাহর নাম।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ৩ জানুয়ারী শুক্রবার ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬। দাম ২০ পয়সা।

পত্রিকাটি কার্যনির্বাহী সম্পাদক কর্তৃক ছায়া প্রেস, বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সাইজ: ১৪½″×১০″।

আন্তরিক। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৮১ [২০ নভেম্বর ১৯৭৪]। সম্পাদক: কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: মোহা: এমদাদুল হক। পত্রিকার সম্পাদকীয় 'যাত্রা হলো শুরু' থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা গেল:

> এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে বিভাগীয় শহর হিসেবে রাজশাহী ইংরেজ আমল থেকেই অবহেলিত। স্বাধীনতার পরও রাজশাহী বিভাগীয় শহর হিসাবে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সে তিমিরেই থেকে যায়। অনেক উত্থান পতনের নীরব সাক্ষী হয়ে রাজশাহী ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় থাকে।
>
> আইয়ুব শাসনকালে এখানে কিছু কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়—যেমন রাজশাহী [বিশ্ব] বিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, স্টেডিয়াম, নিউ মার্কেট প্রভৃতি। সেই সময় থেকে রাজশাহী একটু পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আইয়ুব আমলে [র] ইমারতগুলির চুনসুড়কি ইতিমধ্যেই ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে। …বিভাগীয় শহর হিসাবে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এখান থেকে জনতার মুখপত্র হিসাবে কোন খবরের কাগজ বের হয় নাই। একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে যে কাগজটি আছে তা জনতার চেয়ে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার উপর বেশী গুরুত্ব দেন। …কোন মহলের রক্তচক্ষু বা লোভ লালসা, সত্যের পথ থেকে আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না। আমরা কোন অবস্থাতেই সত্য প্রকাশ করতে এবং জনতার কথাকে প্রকাশ করতে

পিছপা হব না। যে কোন মূল্য ও পরিণতির বিনিময়ে জনতার ভাষা আমাদের কাগজে স্থান পাবে…

পত্রিকাটি মোঃ ইদ্রিশ আলী সরকার কর্তৃক টাউন প্রেস, সাহেব বাজার, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত এবং সম্পাদক কর্তৃক ডি/৪২২ সোনাদিঘী মোড়, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬ এবং দাম ২৫ পয়সা।

আবেসী। মাসিক [?]। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৪। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস' সংখ্যারূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: শ. ই. শিবলী। পৃষ্ঠপোষক: মোহাম্মদ নাসিম, মুহাম্মদ আবদুল গনি। পরিবেশক: বিকিকিনি মার্ট, ২৯ নিউ মার্কেট, পাবনা।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৭ । সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০ এবং দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ৯″×৮½″।

গবেষণা। 'সাহিত্য ও শিক্ষা ত্রৈমাসিকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার শীতকালীন সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক পৌষ ১৩৮১ [অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৪]। সম্পাদক: মনোরঞ্জন দাস।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং অনন্ত কুমার দেবনাথ কর্তৃক পত্র বিতান-ছাপাঘর পৌর বিপণী [দোতলা], নিউ মার্কেট, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৩। দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ৭½″×৫½″।

জনবার্তা। দৈনিক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৯৮শ সংখ্যা ৫ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৮৬ [২২ নভেম্বর ১৯৭৯]। সম্পাদক: সৈয়দ সোহরাব আলী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক পূর্বাণী মুদ্রায়ণ, ১৬ খান জাহান আলী সড়ক, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা। ৭ম বর্ষ ২১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ২৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৮৭ [১২ আগষ্ট ১৯৮০]। পৃষ্ঠা ৬ দাম ৫০। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

বর্তমান। 'সংবাদ নিবন্ধ সাপ্তাহিক।' ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭৮। সম্পাদক: খন্দকার আবদুর রহীম।

পত্রিকাটি উত্তরা প্রকাশনীর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, বগুড়া থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রজাবাহিনী প্রেস থেকে মুদ্রিত। ঢাকা ব্যুরো অফিস: ৪৫ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৫০ পয়সা।

... ...

প্রবাসীর ডাক। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৫ জানুয়ারী রোববার ১৯৭৫ [২০ পৌষ ১৩৮১]। সম্পাদক: আহমদ আনিসুর রহমান।

...'প্রবাসীর ডাক' এক কথায় একটি সাপ্তাহিক ডাক—প্রবাসী বাঙালীর জন্য প্রবাসী বাঙালী থেকে। প্রবাস জীবনের সপ্তাহ-ভরের সংবাদাদি ছাড়াও দেশ এবং প্রবাস সম্পর্কে প্রবাসী বাঙালী-দের মতামত সম্বলিত রচনাদি নিয়ে এই সাপ্তাহিক ডাকটি দেশ ছাড়াও ছুনিয়াময় বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত অন্যান্য প্রবাসী বাঙালীদের ছুয়ারে ছুয়ারে গিয়ে পৌছুবে। অন্যদিকে দেশ এবং দেশবাসীর সাপ্তাহিক সাংবাদাদি ছাড়াও এই দেশের সাকুল্য সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের পরামর্শাদি বিশেষতঃ এইসব সমস্যার সমাধান এবং দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকার ওপর আলোচনাসম্পন্ন প্রবন্ধাদি নিয়ে পত্রিকাটি প্রবাসী বাঙালী এবং অন্যান্য সকলের জন্য চিন্তার খোরাক, কর্মপ্রেরণা এবং বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তাছাড়া থাকবে প্রবাস এবং প্রবাসীদের দেশ, বিশেষতঃ তাঁদের নিজস্ব অঞ্চল সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-মূলক আলোচনার সংগে সংগে বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় সব ফিচার, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। এবং আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আক-র্ষণীয় বিষয়ে এই পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে চায়; তা হলো, বেকার-আধাবেকার বাঙালীরা যাতে অধিক হারে সহজে এবং সরকারী আনুকূল্যে বিদেশ গিয়ে একদিকে দেশের বেকার সমস্যার ভার লাঘব এবং অন্যদিকে নিজের আত্মপ্রতি-ষ্ঠার সংগে সংগে দেশের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হন, তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, এই পথের অযথা বাধা-বিপত্তি তুলে ধরা এবং তার প্রতিকারের পথ নির্দেশসহ তার জন্য ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা।

…এই পত্রিকাটি কোন ললিত সাহিত্য পত্রিকা নয়। তাই লেখা পাঠাতে রচনার সাহিত্যমান সম্পর্কে চিন্তা বা সংকোচের কিছুই নেই। যেনতেন শুধু তথ্যাদি দিয়ে বুঝবার মতো করে পাঠালেই হলো। মার্জনাপূর্বক প্রকাশোপযোগী করে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের।

পত্রিকাটি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক ১৯ কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়াপল্টন, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৮″×১১২৳′।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৫ মে রোববার ১৯৭৫ [১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যাটির প্রকাশ ৮ জুন রোববার ১৯৭৫ [২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

আল-আমীন। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৮১ [জানুয়ারী ১৯৭৫]। সম্পাদক: মোঃ কেরামত আলী। সহ-সম্পাদক: মোহাম্মদ আবু বকর।

আমীরের শরীয়াত মুজাদ্দেদে জামান পীর আলা হযরত শাহ্ সুফী আলহাজ্জ মওলানা মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর প্রাণপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ খলিফা।

বংগের অদ্বিতীয় আলেম সুলতানুল ওয়ায়েজীন আল্লামা পীর হযরত মোঃ রুহুল আমিন (রঃ) এর স্মৃতি রক্ষার্থে আল-আমীন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো।

পত্রিকাটি আল-আমীনের পক্ষ থেকে মোঃ আবু বকর কর্তৃক প্রকাশিত এবং কামরুন প্রেস, ৯ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ১.২৫। সাইজ: ১০২৳″×৭২৳″।

১ম ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৮১ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫]। সংখ্যাটি পুরাতত্ত্ব প্রেস, ২৯ নবরায় লেন, ইসলামপুর, ঢাকা-১ থেকে

মুরুন্নবী কর্তৃক মুদ্রিত এবং সহ-সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২০। দাম ১.২৫।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮১ [মার্চ ১৯৭৫]।[১] পৃষ্ঠা ২০। দাম ১.২৫।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৮২ [এপ্রিল ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১.২৫ পয়সা।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ [মে ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ২০। দাম ১.২৫ পয়সা।

উপকণ্ঠ। মাসিক। 'কবিতা পত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী' ১৯৭৫। সম্পাদক: হারুন রশিদ।

কবিতা মাসিক 'উপকণ্ঠ' ঢাকা হতে প্রকাশিত। এটা দ্বিতীয় প্রয়াস, প্রথম বর্ষ '৭৫। মোট বিশটি কবিতা দিয়ে সাজানো এ-সংখ্যাতে সাম্প্রতিক সাহিত্য চিন্তায়, পারিপার্শ্বিকগত কারণে তারুণ্যের অস্থিরতায় প্রকট হয়ে ধরা দেয়। পাশাপাশি এসেছে নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে শ্রান্ত পদচারণা। 'রুশ কবিতা' (মেরানা টায়েভা) শামসুল ইসলাম অনূদিত ভালো লাগার অনুভূতি এনে দেয়! তবে অনুবাদ আরও সতর্ক হলে সাবলীল গতি পেত কবিতাটি।

উপকণ্ঠের নির্বাচিত কবিতাবলীতে কবিতার আঙ্গিক ও শব্দপ্রকরণে কোনো দুর্বলতা তত বেশী চোখে লাগে না—তবু বলবো পথহারা হতাশা এখানে কাজ করেছে সঙ্গোপনে। উপকণ্ঠের জন্যে কোন পয়সা ধরা হয়নি।

১ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৫ মে ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬৩। দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ৮১/৪"×৫১/২"। সম্পাদক: হারুন

---

[১] প্রকৃত পক্ষে পত্রিকা বেরিয়েছিল আগষ্ট '৭৫ মাসে। তাই কৈফিয়তে বলা হয়:

'অনিবার্য কারণবশতঃ আল-আমীনের বর্তমান সংখ্যা দেরী হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত।'

রশিদ, মাহবুব হাসান। সহযোগী সম্পাদক: আলী রীয়াজ। কার্যকরী সম্পাদক: সোহরাব হোসেন।

পত্রিকাটি সিমু সারওয়ার কর্তৃক ১৪৬ লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং গনি আর্ট প্রেস, ৪ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১ মুদ্রিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৬৮ সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২।

চাঁদপুর বার্তা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ৮ ফাল্গুন ১৩৮১ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫]। সংখ্যাটি 'মহান একুশে স্মরণে বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: মো: আবদুল খালেক।

…চাঁদপুর মহকুমার একমাত্র বাংলা সাপ্তাহিক 'চাঁদপুর বার্তা' আত্মপ্রকাশ করলো।…

উদাসী মেঘনার সলাজ চাহনী ধন্যা চাঁদপুরে বাংলা সাপ্তাহিকের প্রকাশনা ও সম্পাদনা অনেক দুঃসাহসের পরিচায়ক। কেননা পত্রিকার কোন নিজস্ব প্রেস নেই—নেই আর্থিক স্বচ্ছলতা। আর তার চেয়ে বড় অভাব পত্রিকা পরিপোষণের উপযুক্ত মানসিকতা।…

সম্পাদক কর্তৃক ষ্ট্র্যাণ্ড রোড [দোতলা] থেকে প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া প্রেস, চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা।

২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৫ ফাল্গুন ১৩৮১ [২৮ ফেব্রুয়ারী]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২২ ফাল্গুন ১৩৮১ [৭ মার্চ ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

কাঁকন। 'সাহিত্য-সংস্কৃতির সাপ্তাহিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ২০-২১শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ জুন সোমবার ১৯৭৫ [১ আষাঢ় ১৩৮২]। সম্পাদিকা: সুফিয়া খাতুন। ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ২৭ জানুয়ারী ১৯৭৫। পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক প্রজাবাহিনী প্রেস, থানা রোড, বগুড়া হতে মুদ্রিত এবং প্রধান কার্যালয় নবাববাড়ী সড়ক, বগুড়া হতে প্রকাশিত। ২০-২১শ সংখ্যার পৃষ্ঠা ৩২। দাম ৮০ পয়সা। সাইজ: ৯৳" × ৭৳"।

২য় বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯৭৬ [১০ শ্রাবণ ১৩৮৩]। এ-সংখ্যা থেকে সহকারী সম্পাদিকা হিসেবে দেখা যায় বিজলী প্রভা মণ্ডল ও তহমিনা বেগমকে এবং প্রযুক্তি সম্পাদিকা হিসেবে দেখা যায় জোবেদা হারুনের নাম। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮ এবং দাম ১'০০।

২য় বর্ষ ৪র্থ-৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৯ আগষ্ট সোমবার ১৯৭৬ [২৪ শ্রাবণ ১৩৮৩]। পৃষ্ঠা ৩২। '০০।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশকাল ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ [১৫ ভাদ্র ১৩৮৩]। পৃষ্টা ৩৮। দাম ১'০০। এ-সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি 'পাক্ষিক' রূপে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ [২৯ ভাদ্র ১৩৮৩]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। দাম ১'৫০। এ-সংখ্যার পত্রিকাটি 'সাহিত্য সংস্কৃতির পাক্ষিক পত্রিকা'রূপে আখ্যায়িত এবং 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হয়।

টাঙ্গাইল সমাচার। 'জেলা বোর্ড পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৮৩ [১৫ মে ১৯৭৬]। ব্যবস্থাপক সম্পাদক : আবু কায়সার।

১ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যা ১৪ কার্তিক রবিবার ১৩৮৩ [৩১ অক্টোবর ১৯৭৬]। পত্রিকাটি জেলাবোর্ড, টাঙ্গাইল কর্তৃক প্রকাশিত এবং তাজউদ্দিন মিঞা কর্তৃক তাজ প্রেস [পাঁচআনি বাজার], টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ১৫″×১০″।

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৫ মাঘ রোববার ১৩৮৬ [২০ জানুয়ারী ১৯৮০]। '৫ম বর্ষের দ্বারপ্রান্তে' সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> আজ জানুয়ারীর ২১ তারিখ। সকাল ১৯৮০ সাল। আজকের এই সংখ্যাটি থেকে শুরু হলো টাঙ্গাইল সমাচারের ৫ম বর্ষ। একদার অবহেলিত ও বর্তমানের কর্মমুখর-জনপদ টাঙ্গাইলের জনপ্রিয় এ পাক্ষিক পত্রিকা দীর্ঘ ৪ বছর অতিক্রম করে নতুন বছরের দ্বার-প্রান্তে এসে দাঁড়ালো।…

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে টাঙ্গাইলের অবদান অনন্য।··· কিন্তু সেই গৌরব অতীতের।···বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর টাঙ্গাইলে আবার পত্র-পত্রিকা প্রকাশের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্যে অচিরেই আবার তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। দেশের ৪০০ পত্র-পত্রিকা সরকারী উদ্যোগে বন্ধ করে দেয়া হলে টাঙ্গাইল থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাবনাও লুপ্ত হয়ে যায়।

১৯৭৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে···পাক্ষিক টাঙ্গাইল সমাচার।

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ বৈশাখ শুক্রবার ১৩৮৯ [৩০ এপ্রিল ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৪।

লোক সাহিত্য পত্রিকা। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৫ [পৌষ ১৩৮১]। সম্পাদক: আবুল আহসান চৌধুরী।

পত্রিকাটি লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাপত্র। 'প্রাসঙ্গিকী'তে সম্পাদক জানিয়েছেন, 'লোক সংস্কৃতি' ছাড়াও সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্পণ, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করাও এ পত্রিকার লক্ষ্য। প্রকৃত পক্ষে মানব বিদ্যার সকল শাখা সম্পর্কেই গবেষণামূলক নিবন্ধ এ পত্রিকায় পত্রস্থ হবে।

পশ্চিম বাঙলায়, বঙ্গীয় লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, গম্ভীরা পরিষদ প্রভৃতি সংস্থা লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে গবেষণামূলক পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের দেশে লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা খুব একটা হয়নি। জাতীয় জীবনের জন্য তা দুর্ভাগ্যজনক। লোক সাহিত্যের উপর গবেষণামূলক কোন পত্রিকা বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশে বেসরকারী প্রচেষ্টায় একটি সাহিত্য পত্রিকা যেখানে টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব সেখানে মফস্বল হতে একটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশ দুঃসাহসের কাজ। তবু যাঁরা এ-কাজে ব্রতী

হয়েছেন তাদের সাধুবাদ জানাই এবং সাফল্য কামনা করি।
এ সংখ্যাটিতে ফকির লালন সাঁই, কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা, বাংলাদেশে লোক-সাহিত্য চর্চা, বার বাজার, যশোর জেলার একটি গ্রাম, পথের সাহিত্য, শেখ শুভোদয়া, কুষ্টিয়ার ইতিহাসের যৎকিঞ্চিত, বাংলাদেশের কর্মসঙ্গীত, মীর মানসের দ্বন্দ্ব, বাংলাদেশের স্থান নাম ও লালন জীবনীর উপাদান, হিতকরী পত্রিকা, এ-কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে ডক্টর আহমদ শরীফ রচিত সেখ শুভোদয়া প্রকৃত গবেষণামূলক প্রবন্ধ। অন্য প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 'ফকির লালন সাঁই' পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে লালনের জীবনী নিয়ে আলোচনা। ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের 'কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা' সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। আতোয়ার রহমান রচিত 'পথের সাহিত্য' প্রবন্ধে লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে। বাংলাদেশের স্থান নাম প্রবন্ধে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী প্রতিটি স্থানের নামের পেছনে যে এক কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস বিদ্যমান তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে ইতিহাসসহ স্থানের নাম সংগ্রহের জন্য সুধী সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত বাংলাদেশের কর্মসঙ্গীত একটি সুলিখিত প্রবন্ধ, তবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অন্য প্রবন্ধগুলো মূল্যবান। অবশ্য সবগুলো প্রবন্ধ গবেষণাধর্মী নয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন অংকিত প্রচ্ছদটি পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।[১]

পত্রিকাটির একেবারে শেষে 'প্রাসঙ্গিকী'তে বলা হয়:

'লোক সাহিত্য পত্রিকা' বাংলাদেশে লোক সংস্কৃতি চর্চার প্রথম পত্রিকা। লোক সংস্কৃতি ছাড়াও সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস,

---

[১]দৈনিক ইত্তেফাক: ২০শ বর্ষ ২৩৬শ সংখ্যা [৯ ডিসেম্বর রোববার ১৯৭৫] পৃষ্ঠা ৪।

পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করাও এ পত্রিকার লক্ষ্য।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মজমপুর, কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত এবং সুলভ প্রেস. সিরাজদ্দৌলা সড়ক, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫১। দাম ৫'০০ টাকা। সাইজ: ৮৪/৮" × ৫১/৪"।

লোক সাহিত্য পত্রিকা আমাদের দেশের সাময়িক পত্রিকা জগতে নবাগত। এই পত্রিকাটি সাধারণ পাঁচ দশটি পত্রিকার মতন গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধে একঘেয়ে নয়। লোকসাহিত্য আর লোক-সংস্কৃতি চর্চাই এই পত্রিকা প্রকাশনার লক্ষ্য। এক সময় বাংলা একাডেমীতে লোক সাহিত্য নিয়ে তোড়জোড় দেখা দিয়েছিল। বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা লালন শাহের দেশ কুষ্টিয়ার কয়েকজন তরুণ। মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার কোথাও মফঃস্বলীয় ছাপ নেই। আছে লোকসাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি মনোযোগ আকর্ষণকারী প্রবন্ধ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আশীর্বাণী পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

লোকসাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে আজকাল চর্চা অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় তার প্রকাশও দেখি। এমন পরিস্থিতিতে 'লোক সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উদ্যোগ সুধী পাঠকদের সাধুবাদ পাবে সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রথম সংখ্যার সম্পাদনায় কিছু ত্রুটি লক্ষ্যগোচর হলেও যেহেতু পত্রিকাটি একটি বিশেষ বিষয়ে নিবেদিত সুতরাং বিষয় সূচী বিন্যাসও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই 'লোকসাহিত্য পত্রিকায়' কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা, কুষ্টিয়ার ইতিহাসের যৎকিঞ্চিত মীর মানসের দ্বন্দ্ব, যশোর জেলার একটি গ্রাম নিয়ে আলোচনা স্থান না পেলেও তেমন ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। হতে পারে প্রবন্ধগুলো নিজস্ব গুণে আকর্ষণীয়। তবু এই পত্রিকার জন্যে যে রচিত নয়, তা মানতে হবে। এই পত্রিকা সুচনাতেই আর একটি অসঙ্গতির মুখোমুখি হয়েছে।

পত্রিকাটি গবেষণা পত্রিকা? সম্পাদকীয়তে কিন্তু তাই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথম সংখ্যা পড়ে সম্পূর্ণভাবে গবেষণা পত্রিকা মনে করা যায় না। সম্পাদক যদি এটা গবেষণা পত্রিকা রূপেই রাখতে চান তাহলে তাকে আরো নির্মম হতে হবে।

প্রথম সংখ্যায় যাদের লেখা আছে তাঁরা হচ্ছেন নীল রতন মজুমদার, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, আ কা মোঃ যাকারিয়া, আতোয়ার রহমান, ডঃ আহমদ শরীফ, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শ ম শওকত আলী, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, আবুল আহসান চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায় ও মনসুর মুসা।[১]

মেহনতী কণ্ঠ। 'প্রগতিশীল মেহনতী মানুষের সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ৯ মার্চ রোববার ১৯৭৫ [১৪ ফাল্গুন ১৩৮১]। ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ বুধবার ১৯৭৫ [১২ চৈত্র ১৩৮১]। সম্পাদক: মোঃ মাহবুবুল আলম।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৯ মতিঝিল সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। এবং বুক প্রমোশন প্রেস, ২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৭''×১১½''।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১৮ মে রোববার ১৯৭৫ [৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২]। এ-সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়:

মেহনতী কণ্ঠ শ্রমজীবি মানুষের সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রতি রোববার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বিস্তারিত শ্রমিক সংবাদ, শ্রমিক সম্পর্কিত মামলার রায়, ব্যাখ্যাসহ শ্রমিক আইনের বাংলা অনুবাদ, শ্রমিক সমস্যাদি, দেশীবিদেশী শ্রমিক সংবাদ ও ঘটনাবলীর পর্যালোচনা এতে স্থান পাচ্ছে।

[১]দৈনিক বাংলা, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৫।

সংখ্যাটির পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

রক্তিম সূর্য। 'প্রগতিশীল পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ২৬ মার্চ ১৯৭৫। ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা প্রকাশ ২৮ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৮২ [১২ জুন ১৯৭৫]। সম্পাদক: অধ্যাপক সৈয়দ মুহম্মদ ওবায়েদউল্লাহ। পত্রিকার ছোটদের পাতা 'কচিপাতা' প্রশ্নোত্তর থেকে জানা যায়:

> 'রক্তিম সূর্য' ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, সরকারী অনুমতি পায় ৩০শে আগষ্ট, ১৯৭৪ সাল।

পত্রিকাটি মোঃ তাজুল ইসলাম কর্তৃক রতন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, জে. এম. সেনগুপ্ত রোড, চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত। স্বপন কুমার কর্তৃক রয়েজ রোড, পুরান বাজার, চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৪০ পয়সা।

পত্রিকাটিতে দেশের, বিশেষ করে চাঁদপুর মহকুমার খবরাখবর প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ-ছাড়াও থাকে বড়দের সাহিত্য এবং ছোটদের 'কচি পাতা'।

শুভেচ্ছা। 'চলচ্চিত্র ও সাহিত্য মাসিক।' একটি সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৫। সম্পাদক: মমিনউল্যাহ। সহ-সম্পাদক: ইমদাদুল হক মিলন। বিশেষ উপদেষ্টা: আমিরুল হক [ঝিলু]। 'শুভেচ্ছান্তে' বলা হয়:

> চলচ্চিত্র সাহিত্য মাসিক শুভেচ্ছা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার বেরুলো।...
>
> নানা ভুলভ্রান্তির মাঝে ইতিপূর্বেকার সংখ্যাটি বেরিয়েছিল।...

পত্রিকাটি বাংলা প্রেস, ইস্পাহানী বিল্ডিং, বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও সালমা মমিন কর্তৃক ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬০ এবং দাম ৪.০০ টাকা।

আলপনা। পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫। সম্পাদক: রণজিৎ কুমার সেন। সহকারী: আবুল হাশেম ও অমিতাভ চক্রবর্তী। উপদেষ্টা: এ. এস. এম. আখতার। সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> একরাশ বাধাবিপত্তির পর 'আলপনা' আবার প্রকাশ পেলো। অনেক উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে দু'বছর আগে আমরা আলপনা প্রকাশিত করেছিলাম। তদানীন্তন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এর শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু কতকগুলি গ্রহণযোগ্য কারণবশত: এই দীর্ঘদিন এর প্রকাশ বন্ধ ছিল।
>
> ...জানি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকা বের করতে যতটা সহজ, তাকে ঠিক জিইয়ে নয়, প্রচ্ছন্নভাবে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর।...

পত্রিকাটি এ. কে. এম. মাকসুদ কর্তৃক ২৫ কোর্ট হাউজ ষ্ট্রীট, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং আবুল হাশেম কর্তৃক নুরপুর আর্ট প্রেস, ১৪ আকমল খান রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৭ এবং দাম ১.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ২য়-৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১৬ মার্চ ১৯৭৫। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫০। দাম ১.১৫।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ মে ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬০ এবং দাম ১.২৫। সাইজ: ৯½''×৭''।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১ জুন ১৯৭৫ [১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৮৮। দাম ১.১৫।

১ম বর্ষ ৮ম-৯ম [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ জুলাই ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৭৬। দাম ১.২৫। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে কিয়দংশ তুলে ধরা গেল:

> গত ১৬ জুন, সোমবার সরকার কর্তৃক জারীকৃত সংবাদপত্র [ডিক্লা-

রেশন বাতিলকরণ] অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ এর অধীনে যে ১২৮টি পত্র-পত্রিকার ডিক্লারেশন বহাল রয়েছে 'আলপনা' তাদের মধ্যে একটি।...

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ জুলাই ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ১.২৫।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৫ আগষ্ট ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬৬।[১]

বঙ্গবাসী। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫। সম্পাদক: হারুন অর রশিদ ফকির। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মোঃ আলমগীর চৌধুরী। পত্রিকাটি মোঃ আবুল হোসেন কর্তৃক ৬২ বঙ্গবন্ধু সড়ক থেকে প্রকাশিত এবং সিরাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আলম খান লেন, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬২। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ১০$\frac{৩}{৪}$''×৭$\frac{৩}{৪}$''।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ মার্চ ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬৩-৯৮। দাম ১.০০ টাকা।

যুবরাজ। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক দ্বিমাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫। সম্পাদক: মোরশেদ শফিউল হাসান ও হুমায়ুন আজিজ। ব্যবস্থাপক সম্পাদক: গোলাম ফেরদাউস। সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় অন্যান্য কথার সঙ্গে বলা হয়:

> এদেশের বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে জীবনবোধের ক্ষেত্রে যে গভীরতার অভাব, যে সর্বতোমুখী নীতি ও বিশ্বাসহীনতা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার যে আত্মঘাতী ঔদাসীন্য আজ নিরঙ্কুশ রাজত্ব করছে তার মুখোমুখি 'যুবরাজ'কে সচেতন বিদ্রোহী পতাকা হিসেবে তুলে ধরতে চাই আমরা। সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম এবং সেই সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির সকল দিকে তত্ত্ব ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা প্রকাশ করার পাশাপাশি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের মহৎ উত্তরাধিকার ও প্রবহমান ধারার সাথে পাঠক-

[১] আরও তথ্যের জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৬।

দের পরিচয় করিয়ে দেয়া আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।···
পত্রিকাটি আবদুস সাত্তার চৌধুরী কর্তৃক এ-৬/১ নাসিরাবাদ সরকারী কলোনী, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ও শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড, লালবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০৪ এবং দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ৮৩/৪″ × ৫৩/৪″।

এই সংখ্যায় রয়েছে তিনটি প্রবন্ধ। তার দুটোই অনুবাদ। হুমায়ুন আজিজ অনুদিত ক্রিষ্টোফার কডওয়েল-এর 'কবিতার ভবিষ্যৎ।··· প্রবন্ধটি নিছক গবেষণামূলক—তথ্যের চেয়ে তত্ত্বই এতে প্রাধান্য পেয়েছে।···

গ্যাব্রিয়েল গার্সি 1 মার্কুজ-এর নিবন্ধ 'হোয়াই আলেন্দে হ্যাড টু ডাই'র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন অমিত চন্দ। অনূদিত নাম 'চিলি: নাটকের শেষ অংকে।'···

সেলিম সারওয়ার লিখেছেন, হাসান আজিজুল হকের 'জীবন ঘষে আগুন' গল্প সংকলনের ওপর একটি আলোচনা নিবন্ধ।··· বেশ কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদসহ আমাদের কতিপয় কবির কবিতা আলোচ্য পত্রিকাটির উৎকর্ষে খোরাক যুগিয়েছে।··· সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'আমাকে নিয়ে' এই সংখ্যার তিনটি গল্পের একটি বলে সূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে।···

আরেকটি গল্প 'আঁধারের কাতিক'। লিখেছেন হারুন শফিউদ্দিন।···

সমসাময়িক জীবনের বাস্তবধর্মী অথচ অস্পষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোহিত-উল-আলমের গল্প 'সমর' এ একটি ছিমছাম চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।···

তিনটি গ্রন্থ সমালোচনা পত্রস্থ হয়েছে আলোচ্য সংখ্যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধগ্রন্থ 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা'র সমালোচনা করেছেন আবুল মোমেন। নির্মলেন্দু গুণের চতুর্থ কবিতা গ্রন্থ 'দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, এবং আবুল কাসেম ফজলুল

হকের 'কালের যাত্রার ধ্বনি'র সমালোচনা করেছেন আবু করিম ও মোরশেদ শফিউল হাসান।··

এ ছাড়া রজনীপাম দত্ত, নীরেন চক্রবর্তী এবং মোহাম্মদ নাসির আলীর ওপর তিনটি লেখা লিখেছেন সুভাষ দে, ফরিদ আশরাফ ও মুহম্মদ জাহাঙ্গীর।[১]···

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৯৬। দাম ২.০০ টাকা। 'লেখা সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে' বলা হয়:

যুবরাজ মুলত: একটি পরিকল্পিত পত্রিকা। তবে পরিকল্পিত বিষয়সূচীর বাইরেও যে কোন ভালো লেখা ছাপাতে আমরা আগ্রহী।

যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। লেখা ছাপার ব্যাপারে লেখক নয় লেখার মানই আমাদের একমাত্র বিচার্য।···

উপরোক্ত সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করা গেল:

অবশেষে দ্বিতীয় সংখ্যাও বেরুলো। যথাসময়ে যে নয়, তার একমাত্র কারণ পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনের অভাব। প্রথম সংখ্যার ঘাটতি [শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে যা সংগৃহীত হয়েছিল] পূরণ করে দ্বিতীয় সংখ্যা বের করবার মতো বিজ্ঞাপন অমানুষিক চেষ্টায়, যখনই আমরা যোগাড় করে উঠতে পেয়েছি, সেই মুহূর্ত থেকেই প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে যে ইচ্ছা বা উদ্যোগের কোন অভাব কিম্বা গাফিলতি ঘটে নি, কেবল সেটুকু জানিয়ে সচেতন পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা ছাড়া আপাতত: আমাদের আর কিছু করার নেই। যেহেতু বিজ্ঞাপন, এবং একমাত্র বিজ্ঞাপনই আমাদের পত্রিকা প্রকাশের উপায় সেহেতু ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমরা পাঠকদের কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত মনে করছি না।

---

[১] দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জুন রোববার ১৯৭৫।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নতুন কাল এবং সুস্থ, গভীর ও বলিষ্ঠ জীবন বোধকে প্রতিফলিত করার অঙ্গীকার নিয়ে প্রধানত নবীন ও অনাগত লেখকদের উপর নির্ভর করেই, আমরা যুবরাজ প্রকাশনায় উদ্যোগী হয়েছি।...

চরিত্রহীন পত্রিকার ভীড়ে 'যুবরাজ' একটি সুস্পষ্ট চরিত্র অর্জনের প্রয়াসী। কাজেই লেখকদের কাছে অনুরোধ, লেখা পাঠাবার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যাতে তা যুবরাজ-এর চরিত্রোপযোগী হয়।

'যুবরাজ' দ্বিতীয় সংখ্যার পরিকল্পনা যখন করা হয় তখন ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে-সায়গনের উপকণ্ঠে মুক্তিবাহিনী।... আমরাও বিশ্বের তাবৎ শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের এই ঐতিহাসিক পরাজয়ে উল্লসিত।... প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদ জুলিয়ান হাক্সলি সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বর্তমান সংখ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধের অনুবাদ ছাপলাম।...

রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ষান্মাসিক। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মুলক পত্রিকা।' পুনঃপ্রকাশ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৮১ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫]। সংখ্যাটি 'একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সহযোগী সম্পাদক : নুরুল ইসলাম। পত্রিকাটি রংপুর সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭৯ এবং দাম ৩.০০ টাকা। সাইজ : ৮৩/৪"×৫১/২"।

একটি [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-আশ্বিন ও কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৩। পৃষ্ঠা ১১০। দাম ৩.০০ টাকা।

অপর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৪। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ২.০০ টাকা।

পরের সংখ্যাটির প্রকাশ বৈশাখ-আশ্বিন ও কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৫।
পৃষ্ঠা ৪৪। দাম ২.০০ টাকা।
অপর সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৫-বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮৬।
পৃষ্ঠা ৪২। দাম ২.০০ টাকা।

অরণি। 'সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৫। সম্পাদক: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির।

> এই দুর্মূল্যের বাজারে অরণির আত্মপ্রকাশ কোন প্রকার আকস্মিকতার দাবীই রাখে না। বরং কালের প্রবাহের সাথে একটা সার্বজনীন যুগচেতনার ফলশ্রুতি হিসেবেই অরণির আবির্ভাব। সাহিত্য, সংস্কৃতি আর বিজ্ঞান ব্যক্তিমানসকে ভাবে আন্দোলিত করে, প্রকাশের বিক্ষেপণ তাকেই ব্যক্ত করে মাত্র, আর পট উন্মোচনের এই প্রকাশ মাধ্যম হিসেবেই অরণি তার প্রতিষ্ঠা চায়।…
>
> আমাদের এবারের সংখ্যায় রয়েছে 'বিবর্তন ও ডারউইন' এবং 'পর্যবেক্ষণজনিত বিচ্যুতি' নামে দুটো বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা।… এ ছাড়া রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের একটা ধারাবাহিক উপস্থাপনা।…
>
> 'চিকিৎসাবিদ্যা ছাত্রছাত্রীদের ধর্মপ্রবণ করে তুলে' এ বিষয়টার উপর ভিত্তি করেই আমাদের এবারের সমীক্ষা।…

পত্রিকাটি অরণি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। মিতালী প্রিন্টার্স, জল্লারপাড়, সিলেট থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা: পোস্ট বক্স ৪০, সিলেট প্রধান ডাকঘর। পৃষ্ঠা ৩৬। দাম ১.৫০। সাইজ: ৮৩/৪″×৫১/২″।

চলচ্চিত্র। 'একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা।' প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। তবে মনে হয় মার্চ ১৯৭৫ এর মধ্যে প্রকাশিত। সম্পাদক: খালেক হায়দার। সংযুক্ত সম্পাদক: সালাহউদ্দিন মাহমুদ খসরু। সহযোগী সম্পাদক: নূর মোহাম্মদ মনি, ফরহাদ হোসেন। সম্পাদকমণ্ডলীর উপদেষ্টা: সৈয়দ হাসান ইমাম, গোলাম মোস্তফা, লায়লা হাসান।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত মৌলিক লেখা ও অনুবাদকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। এ-ব্যাপারে লেখক নয় 'লেখা'কেই গুরুত্ব দেবে 'চলচ্চিত্র'।

পত্রিকাটির যোগাযোগের ঠিকানা : ২০৫ শান্তিবাগ, ঢাকা-১৭। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ৫.০০ টাকা। সাইজ : ৮৪"×৫৬"।

চলচ্চিত্র বিষয়ক রঙীন সাপ্তাহিকের অভাব নেই। অভাব ছিল চলচ্চিত্র বিষয়ক সিরিয়াস ধরণের পত্রিকা বা সংকলনের। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র যেহেতু এখনো শিল্প নয়, শুধুই ব্যবসা, তাই শিল্প-সম্মত চলচ্চিত্র পত্রিকারও অভাব ছিল এতোকাল।

শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণের আন্দোলনে সহায়তা করার ব্রত নিয়ে 'চলচ্চিত্র' নামে এই পত্রিকাটি সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোক্তারা আশা করছেন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটি প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যায় যাঁদের লেখা আছে :

ঋত্বিক কুমার ঘটক, আখতারুজ্জামান, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, কাইজার চৌধুরী, অভিনয় কুমার দাস, মৃণাল সেন, ইফতেখার হাসান। এছাড়া ঋত্বিক ঘটক ও ফখরুল আলমের সাথে রয়েছে দুটি সাক্ষাৎকার। প্রত্যেকটি লেখা থেকেই কিছু নতুন কথা জানার রয়েছে। অন্তত নবীন চলচ্চিত্র কর্মীদের জানবার বিষয় আছে যথেষ্ট। বার্গমান, চ্যাপলিন এই দুইজন বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্র স্রষ্টার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটার সুযোগ আছে। ঋত্বিক ঘটকের প্রবন্ধ মানব সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি-করা ও আমার প্রচেষ্টা ও সাক্ষাৎকারটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। 'সাম্প্রতিক' কলামটি আরো তথ্যপূর্ণ করার সুযোগ আছে।[১]

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ১৫২। দাম ৫.০০।

[১] দৈনিক বাংলা : ১১শ বর্ষ ২০৬শ সংখ্যা, ৮ জুন ১৯৭৫।

এ-সংখ্যায় সম্পাদক, সংযুক্ত সম্পাদক ছাড়াও সম্পাদকের সহকারী হিসেবে দেখা যায় নূর মোহাম্মদ মনিকে।

সম্প্রতি চেনা কিছু সাময়িকীর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ সরকারী সিদ্ধান্ত। বন্ধ হয়ে যাওয়া সাময়িকীগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত কিছু সৎ [এবং সৎ বলেই অনিয়মিত] এবং দ্বিতীয়ত রং এর প্রাচুর্যে ভরা অশ্লীল কিছু সাময়িকী [স্বভাবতই নিয়মিত]। দ্বিতীয় পর্যায়ের সাময়িকী গুলো পরিবার পরিকল্পনা এবং নির্দোষ ছদ্মাবরণে বিকৃত রুচির যে জোয়ার বইয়ে দিত তার ফলশ্রুতি ছিল, পাঠক সাধারণের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রথম পর্যায়ের সাময়িকীগুলো বিশেষ করে রং এবং জৌলুসহীন কিছু চলচ্চিত্রবিষয়ক সাময়িকী, যার পাঠক সংখ্যা দুঃখজনক-ভাবে সীমিত এবং প্রকাশনা অর্থনৈতিক কারণেই অনিয়মিত। কিন্তু বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় এবং নির্মল ও শিল্পসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের বিকাশে এগুলো বিশেষ অবদান রাখতে প্রয়াসী অত্যন্ত আন্ত-রিকভাবেই। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত তালিকায় এমনি ধরনের কিছু সাময়িকীর নাম অনুপস্থিত, যেমন— 'ধ্রুপদী' 'সিকোয়েন্স' এবং 'চলচ্চিত্র কথা।'...

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ১৭৬। দাম ৫.০০ টাকা।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ১৩১। দাম ৫.০০।

শিক্ষা বিচিত্রা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র বুধ-বার ১৩৮১ [২৬ মার্চ ১৯৭৫]। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: এস. এম. মোসলেমউদ্দিন। কার্যনির্বাহক সম্পাদক: এম. এ. হোসেন।

জাতীয় জীবনে আজ অপসংস্কৃতির প্রবল উৎপাত শুরু হয়েছে মননশীলতা আজ অপাংক্তেয়। যাবতীয় সুস্থ মূল্যবোধ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সমাজ জীবনে শোষকশ্রেণীর সাথে জনগণের ব্যাপক দ্বন্দ্ব তীব্র ভাবে শুরু হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বের ফলেই শোষকশ্রেণী সাধারণ মানুষের মনন হনন করবার জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। জনসাধারণের মননশীলতাকে বিকারগ্রস্ততার খাতে প্রবাহিত করবার জন্যে আজ তাই সুপরিকল্পিত উপায়ে অপসংস্কৃতির তাণ্ডব শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীচক্রেরই কারসাজি।··· এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য।···দেশের ধীমান সম্প্রদায়কে আমরা তাঁদের দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে চাই। সেই প্রয়াস নিয়েই 'শিক্ষা বিচিত্রা'র আত্মপ্রকাশ।

···জাতি আজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কর্মতৎপরতায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে, ··জনগণের মানসক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিকতার নয়া দিগন্তের উন্মোচন করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে সমাজতান্ত্রিকতার মূল্যবোধ।···কাজটি কঠিন, তবে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে গেলে পর্বতও অতিক্রম করা যায়, সেই দুর্জয় প্রত্যয় সৃষ্টির শপথ নিয়েই 'শিক্ষা বিচিত্রা' সাপ্তাহিকের যাত্রা শুরু। জনগণের মানসিকতায় সৃজনশীল শক্তির পরিচর্য্যায় তাকে উৎসাহিত করা, তাকে মনন করাই শিক্ষা বিচিত্রার লক্ষ্য। অপর দিকে, যাবতীয় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন অভিযান চালাবার প্রতিশ্রুতিই সে ঘোষণা করছে।···

পত্রিকাটি মোঃ নুরাজ্জামান কর্তৃক বগুড়া নাহার লিথো প্রেস, থানারোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত এবং বগুড়া জেলা পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশনা সমবায় সমিতি লিঃ—এর পক্ষে সেক্রেটারী এস. এম. মোসলেমউদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা।

বিদিশা। 'মাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৭। সম্পাদক: সুনীল সরকার। উপদেষ্টা: খালেদ খসরু। নির্বাহী সম্পাদক: অলক চৌধুরী। সহকারী সম্পাদক: আতাউর রহমান, আনিস, আমির খসরু। সম্পাদকীয় 'মন্তব্য'-এ বলা হয়।

> দ্রব্যমূল্য সংকটের এই দিনে নতুন পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসের পেছনে রয়েছে আপনাদের চিত্তবিনোদনের উপযোগী একটি নির্মল মাসিক রম্য পত্রিকা দেয়ার একমাত্র ইচ্ছা। এতে ছায়াছবির প্রাধান্য থাকলেও শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, ফ্যাশনসহ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয় যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েই স্থান পাবে। রাজনীতি বিদিশার বিষয় নয়, তবু আন্তর্জাতিক রাজনীতির নাটকীয়তাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এ ছাড়া বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র ঘটনার অন্ত নেই, তা থেকেও বিদিশা আপনাদের বঞ্চিত করবে না।

পত্রিকাটির কার্যালয়: গোল্ডব্রিক হাউস, ৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২। পৃষ্ঠা ৯৮ এবং দাম ৪.০০ টাকা। সাইজ: ১০ ৩/৪″ × ৮″। ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৫। সম্পাদক ছাড়াও এ-সংখ্যায় যুগ্ম সম্পাদক: শহীদ আল-বোখারী, সহ-সম্পাদক: নুরুল করিম হীরণ।

পত্রিকাটি ইস্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং এণ্ড প্যাকেজেস লিমিটেড, ৩৪২ সেগুন বাগান, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৪-৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৩.০০ টাকা।

ঐক্যদূত। 'রম্য সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৩ চৈত্র রোববার ১৩৮১ [৬ এপ্রিল ১৯৭৫]। সম্পাদক: মোশাররফ হোসেন। নির্বাহী সম্পাদক: কাজী মণ্টু। 'সম্পাদকীয়' থেকে নিচে কিছু কিছু বক্তব্য উদ্ধার করা গেল:

বিচিত্র স্বপ্নের রংধনুতে একদা যে অনুপম সুন্দর আকাঙ্ক্ষা রেখা নিয়েছিল, আজ হতে তা সপ্রাণ গতি পেল 'ঐক্যদুত' রূপে।… 'ঐক্যদুত' রম্য সাপ্তাহিক। আমরা সচেষ্ট হবো, এটিকে চরিত্র উপযোগী সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে।…

অবশেষে পত্রিকার নাম প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। 'ঐক্যদুত' নামকরণ পত্রিকার রম্য চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই অবাঞ্ছিত বিসদৃশ উৎকট নামকরণ অনিচ্ছাকৃত। কারণ প্রথমে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে ঘোষণাপত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছিল এবং যখন পত্রিকার চরিত্র রম্য করার সিদ্ধান্ত হোল তখন 'ঐক্যদুত'-এর নামে ঘোষণাপত্র পেয়ে গেছি।…

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৪ নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-৮ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৩০ পয়সা। সাইজ: ১৫½"×১০"।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩ জ্যৈষ্ঠ রোববার ১৩৮২ [১৮ মে ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ২৪ জ্যৈষ্ঠ রোববার ১৩৮২ [৮ জুন ১৯৭৫]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা। সংখ্যাটি ডেইলি লাইফ, ৩৮ তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত।

নায়িকা। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৫। সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: নাসিরুদ্দীন আহমেদ। উপদেষ্টা: শেখর চৌধুরী, অলক বারী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এন. ইসলাম ও এইচ. এম. সিকান্দার কর্তৃক নয়া জামানা প্রেস, ৭১ ইসলামপুর, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। প্রধান কার্যালয়: ২১/৯ খিলজী রোড, বি ব্লক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। যোগাযোগ ৩/১২ লিয়াকত এভেনিউ, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা ৬৮ এবং দাম ৩.৫০। সাইজ: ১০¼"×৮"।

'সচিত্র' নায়িকার ২য় সংখ্যাটি মে [১৯৭৫] মাসে প্রকাশিত হয় 'আনন্দ মাসিক' হিসেবে। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৬৭। দাম ৪.০০ টাকা।

অগ্নিকোণ। মাসিক। 'ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২। প্রধান সম্পাদক: গোলাম রব্বানী। কার্যকরী সম্পাদক: এইচ. এম. শহীদুল হক। সহযোগী সম্পাদক: মোঃ ফেরদৌস হোসেন, আবু নাসের গোলাম মোস্তফা।

> বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একমাত্র নিজস্ব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'অগ্নিকোণ'। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি মাসিক পত্রিকা।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৯ পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং হাবিব প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১ কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ১.৭০ টাকা। সাইজ: ১৫½"×১০"। উপরোক্ত সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ: বিজ্ঞানবার্তা, জেনে রাখা ভালো, বাণিজ্য বার্তা, প্রশ্ন ও উত্তর, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, সংবাদ সংক্ষেপ।

আবাহন। 'সাহিত্য সংস্কৃতি মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল-মে ১৯৭৫। সম্পাদক: মুহ: আসফউদ্‌দৌলা রেজা। সহ-সম্পাদক: আবদুল মতিন।

> আধুনিক বাংলাদেশে বাঙালীর পরিচয় তার সাহিত্য ও তার স্বাধীনতার সংগ্রামে। মূলত: তা একই সত্যের দু'পিঠ। একই সাধনার দুই ধারা। একই সংগ্রামের দুই দিক। সে প্রেরণা আত্মপ্রকাশের প্রেরণা, সে সাধনা আত্মবিকাশের সাধনা। কিন্তু আত্মপ্রকাশ আর আত্মবিকাশের জন্য যা বিশেষভাবে দরকার, সেই সাহিত্য সংস্কৃতি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। এদেশে আত্মবিকাশের পথ যেমন সংকুচিত, তেমনি নতুন পত্র পত্রিকা প্রকাশ একটা দু:সাহসিক প্রচেষ্টা মাত্র। এর কারণ পত্রিকা বিশেষত: সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ এখনো সৌখিন প্রচেষ্টার অন্তর্গত। এর কোন অর্থকরি দিক নেই। তাই পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন, পত্রিকা টিকিয়ে

রাখতে গিয়েও তেমনি উদ্যোক্তাদের নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিকূলতা অনেক সময় এমন অনতিক্রম্য হয়ে দাঁড়ায়, যার ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদি উঠতো তাহলে অনেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকার অকাল তিরোধান আমরা দেখতাম না।

সাহিত্য পত্রিকাকে প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার এক নম্বর হলো উন্নতমানের লেখা। এদেশে লেখা জোগাড় করা একটা দুরূহ ব্যাপার। সাহিত্যচর্চার আর্থিক ভবিষ্যৎ এবং সাহিত্যকর্মের অনুকূল স্বস্তিময় পরিবেশ নেই বলে মুখ্যত: সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এমন লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে নি।...

দ্বিতীয়ত: শিল্পক্ষেত্রে এদেশ এখনো দারুণভাবে পশ্চাৎপদ। আর তাই বিজ্ঞাপন পাওয়াও একটা রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার। যে মুষ্টিমেয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে তাদের পক্ষে বিজ্ঞাপন খাতে মোটা অর্থ ব্যয় করা মুশকিল। পরন্তু তারা যে সীমিত ব্যয় করেন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে বিজ্ঞাপন দেয়, দৈনিক পত্রিকাগুলোই তার বেশীর ভাগ লাভ করে। অথচ বিজ্ঞাপন পত্রিকার প্রাণবিশেষ। কিন্তু বহু সাধ্য-সাধনার পর সাপ্তাহিক ও মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকার কপালে যে বিজ্ঞাপন জুটে তা দিয়ে কাগজ, কালি ও প্রেসের এই দুর্মূল্যের দিনে পত্রিকা প্রকাশ স্বেচ্ছায় বিপুল লোকসানের ঝুঁকি মাথায় তুলে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপর রয়েছে পাঠক সমস্যা। পাঠকের অর্থনৈতিক সমস্যা। এদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২০ জনের বেশী নয়। এই বিশজনের মধ্যে আট-দশজন আবার নিছক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মাত্র। সাহিত্যের রস বা উপকারিতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন উৎসাহ নেই। অবশিষ্ট যে দশ-বারজন প্রকৃত শিক্ষিত

তাদেরও বেশীর ভাগ ক্লাব, রেস্তোরাঁয় বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এবং এমন কি কাগজের স্টলে দাঁড়িয়ে সাহিত্য পাঠ পিপাসা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে থাকেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবস্থা দাঁড়ায় প্রমথ চৌধুরীর উক্তির মত: 'বই বাজারে যত না কাটে তার চেয়ে বেশী কাটে পোকায়।'

শুধু পাঠক সমস্যা নয়, পাঠকের মনোরঞ্জন সমস্যাও আজ পত্রিকা প্রকাশের পথে একটা মস্ত বড় অন্তরায়। পাঠক কি চান? হালকা, চটুল, উন্নত, তথ্যপূর্ণ না গবেষণামূলক লেখা? সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গন চলচ্চিত্র জগতের প্রতি তাকালে দেখতে পাই শিল্পকর্ম হিসাবে যা উন্নত, যার বক্তব্যবিষয় চৈতন্যকে নাড়া দেবার মত, দুদিন না যেতেই তা দর্শকশূন্য হয়ে পড়ে, আর মাসের পর মাস ধরে চলে চটুল. বেঢপ নৃত্য আর যৌন আবেদনময় ছবি। সাহিত্য ক্ষেত্রে অবস্থাটা অবিকল কিনা সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যিনি পত্রিকা পাঠ করে দু চারটে জ্ঞানের কথা শুনতে চান, যার অভিযোগ দেশে উন্নতমানের কোন সাহিত্য পত্রিকা নেই, তিনিও আবার চিত্রজগতের দুচারটে কথা কিংবা চটুল দুটো রম্য গল্প পাঠ করে এই সমস্যাজর্জরিত দিনে বুকের ভার লঘু করার দাবী জানান। তাই ক্রেতাদের দিকে তাকিয়ে প্রকাশকরাও উন্নত রুচিশীল পত্রিকার চাইতে সিনেমা পত্রিকা কিংবা রম্য পত্রিকা বের করতে বেশী উদ্যোগী হন। প্রকৃতপক্ষে বাজারে টিকেও আছে এ ধরণের পত্রিকাই। অন্যান্য পত্রিকার বেলায় জন্ম-মৃত্যুর হার দুই সমান।

এই অবস্থার মধ্যেই আমরা 'আবাহন' প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। জানি পাঠকদের পাশ কাটিয়ে কিংবা তাদের রুচির প্রতি তোয়াক্কা না করে উচ্চমানের শিল্পকলার পোষকতা যেমন দুরূহ ও অসম্ভব, তেমনি পাঠকদের মনোরঞ্জন বা অর্থকরি সাফল্যের দিকে তাকিয়ে গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে গেলে সাহিত্য

শিল্পের মর্যাদা হানি ছাড়া কিছু হবে না। পক্ষান্তরে আমরা যদি সাহিত্য শিল্পের মনোরঞ্জন এবং তৎসম্পর্কে পাঠকদের মনে আস্থা ও রুচিবোধ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে শুধু সুস্থ উন্নত সাহিত্য-চর্চার পথই বাধামুক্ত হবে না, লেখকদেরও সাহিত্য ব্রতে টিকে থাকার সঙ্গতি ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। তাই, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা শেষোক্ত উদ্দেশ্যসাধনে পথ চলার অঙ্গীকার নিয়েই 'আবাহন' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাহিত্য ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের যে অচলায়তন তা ভেঙ্গে চলার পথ করা এবং এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তা রক্ষা করাই হবে আমাদের অন্যতম ব্রত। কারণ, অনুকরণ সব সময় দোষণীয় না হলেও যদৃচ্ছ অনুকরণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশি-ষ্ট্যের ঘাতক। তাই, আমাদের সাধনা হবে অনুকরণ প্রবণতার যে ধারা প্রবহমান তা রোধ করা এবং সুস্থ রুচিশীল সাহিত্য শিল্পকর্মের অভাব যথাসম্ভব দূরকরণ।...

পত্রিকাটি আবদুল মতিন কর্তৃক ৯৯ সবুজবাগ, কমলাপুর, ঢাকা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক মিতা মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭০। দাম ২.৫০ পয়সা। সাইজ: ৯১/২" × ৭১/৪"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জুন-জুলাই ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ১০৪। দাম ২.৫০।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আগষ্ট ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৭৬। দাম ২.৫০।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৫। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০৯। দাম ৩.০০।

ইত্তেফাক [২০শ বর্ষ ২৫০শ সংখ্যা : ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫]-এ ফজল হাসান সংখ্যাটি সম্পর্কে বলেন:

> সম্প্রতি মুহঃ আসফউদদৌলা রেজা সম্পাদিত সাহিত্য সংস্কৃতি মাসিক 'আবাহন' এর প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা [ঈদ সংখ্যা] প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য সংখ্যায় মোট আটটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সব ক'টি প্রবন্ধই বিভিন্ন মনীষীর জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে লেখা। সবগুলো লেখাই আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় নিবেদিত।

সরদার ফজলুল করিমের 'প্লেটোর রিপাবলিক' অনুবাদ গ্রন্থটির সরস ও প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন মনসুর মুসা। হালে মনসুর মুসা সাহিত্যাঙ্গনে একজন বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবে সুপরিচিত। এখানেও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রয়েছে পুরোপুরি।

ডক্টর ওয়াকিল আহমদের 'ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ প্রেম ও একটি দ্বন্দ্ব' প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি সুবিস্তৃত আলোচিত হয়েছে।

আত্মভাবতন্ময় কবি বিহারীলালের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তিনি কবি বিহারীলালের কবি মানসের চারটি বৈশিষ্ট্য সুক্ষ্মভাবে নির্দেশ করেছেন।

উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধক আলাউদ্দিন খানের উপর লেখা রফিকুল ইসলামের প্রবন্ধ আরেকবার মনে করিয়ে দেবে এই মহান সংগীত সাধকের কথা।

বাংলাদেশের কবিতা ও কবির উপর সুলিখিত, সুচিন্তিত, মননশীল কোনো আলোচনা নিবন্ধ সচরাচর চোখে পড়ে না। আবাহনের চলতি সংখ্যায় এই দুর্লভ বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন সাঈদ-উর-রহমান। 'তরুণ কবিরাই এখন এদেশের কবিতা আন্দোলনের প্রধান শক্তি' এ বক্তব্যের সাথে আমরাও একমত। এ ছাড়া আরো তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন মোবাশ্বের আলী, আবুল আহসান চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবু জাফর। প্রবন্ধগুলো তথ্য সংবলিত। চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

মোট চারটি কবিতা স্থান পেয়েছে আলোচ্য সংখ্যায়। কবিরা হলেন—কায়সুল হক, সামসুল হক, কাজী সালাহউদ্দিন ও মাহ-

মুদ শফিক। সুললিত শব্দের সমাহার মাহমুদ শফিকের 'একাকী রমণী যেন' কবিতায়। কাজী সালাহউদ্দিনের 'নদী' কবিতার একটি মনোহর উজ্জ্বল লাইন— 'ম্লান ছায়া কালো অন্ধকার ঘিরে থাকে জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে।'

চলতি সংখ্যা আবাহনে অনূদিত একটি গল্পসহ দু'টি গল্প পত্রস্থ হয়েছে। মাফরুহা চৌধুরী লিখেছেন 'যাত্রার আদ্যন্ত'। এক জন সচেতন লেখিকা হিসেবে মাফরুহা চৌধুরী সত্যি প্রশংসার দাবী রাখেন। সাদত হাসান মান্টোর 'শহীদ' গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন মোস্তফা হারুন। অনূদিত গল্প 'শহীদ' সম্পর্কে এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, এর ভাষা সরস ও শ্রুতিমধুর।

এই সংখ্যার ধারাবাহিক উপন্যাস ও নাটকের লেখক যথাক্রমে আতা মোহাম্মদ ও বশীর আল হেলাল। খণ্ডিত উপন্যাস ও নাটক পড়ে কিছু বলতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

এ ছাড়া আশরাফ সিদ্দিকী প্যারিসে অবস্থানকালে তাঁর জীবনের এক মনোরম সন্ধ্যাকে গতিময় ও প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য লেখাটি এক কথায় সুপাঠ্য।

বর্তমানে আমাদের দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক, নিয়মিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মননশীল কোন পত্র-পত্রিকা নেই বললেই চলে। এহেন অবস্থায় আবাহন আমাদের অন্যতম ভরসা। বিশেষ করে গঠনমূলক প্রবন্ধের জন্য এক শ্রেণীর পাঠককুলের কাছে দারুণ সমাদৃত। তাই আবাহনের কাছে সৎ পাঠকদের দাবী অনেক।

সৎ সাহিত্য প্রচেষ্টা নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকার দীর্ঘায়ু ও বহুল প্রচার কামনা করি।

১ম বর্ষ ৫ম-৬ষ্ঠ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩। দাম ২.৫০।

বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহাম্মদ আসফউদদৌলা রেজা সম্পাদিত আলোচ্য পত্রিকাটি প্রকাশনার প্রথম বর্ষে ইতিমধ্যে আরো চারটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। প্রথম দিকে একটু অবিন্যস্ত মনে হলেও ইদানিং পত্রিকাটি একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছেছে। লেখকসূচীর মধ্যে এসেছে একটা নিয়ম। পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যা থেকেই গতানুগতিক সাহিত্য পত্রিকার মেজাজ নিয়েই বেরুচ্ছিল। এখনো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোন বিশেষ আদর্শ বা কমিটমেন্ট নয়, নিছক সাহিত্য লেখাই সম্পাদকের সরল উদ্দেশ্য। এ ধরণের গতানুগতিক সাহিত্য পত্রিকার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। আর যদি তা প্রকাশিত হয় নিয়মিত তাহলে এক ধরণের লেখক গোষ্ঠীও এই সব পত্রিকার আনুকুল্যে সক্রিয় থাকতে পারেন। 'আবাহন' অন্ততঃ সেই দায়িত্বটুকু পালন করছে।

আবাহন আলোচ্য সংখ্যাটিতে সাহিত্যের একাডেমিক আলোচনামূলক প্রবন্ধই বেশী। রীতিমতো ভারাক্রান্ত বলা চলে। এ ধরণের পত্রিকায় পাঁচমিশেলী রচনা স্থান পেলে তা অধিক সংখ্যক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়।[১]...

কবিপত্র। 'অনিয়মিত কবিতার সংকলন।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২ [এপ্রিল-মে ১৯৭৫]। সম্পাদক: মিলন মাহমুদ, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকৃতপক্ষে খুলনার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অংগন যথেষ্ট উর্বর। সে উর্বরতার ফসল অধুনালুপ্ত 'সন্দীপন' এক সময় সাহিত্য জগতে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালেও খুলনার সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে ব্রতী হয়েছে হাসান আজিজুল হক ও অসিতবরণ ঘোষ সম্পাদিত **কথা** এবং আজীজ খান সম্পাদিত **স্বরলিপি**। এখন থেকে কথা এবং স্বর-

---

[১] দৈনিক বাংলা, ১ম বর্ষ ১৯৬শ সংখ্যা [৪ জানুয়ারী রোববার ১৯৭৬] পৃষ্ঠা ৫।

লিপির পাশাপাশি কবিপত্রও নাম লেখালো তার। একই ঐতিহ্যে। কবিপত্র মূলতঃ কবি ও কবিতার পত্রিকা। কবি এবং কবিতার একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এই পত্রিকায়। কারণ আমাদের বিশ্বাস কবিতাই হচ্ছে মনুষ্যজাতির মাতৃভাষা।

সুতরাং কবিতা লিখুন। কবিতা—সেই হৃদয়গ্রাহী মর্মস্রাবী কবিতা যা আঙ্গিকসর্বস্ব শব্দের ক্যারিকেচার মাত্র নয়। সুতরাং কবিতা লিখুন সেই কবিতা—যা হবে উদার কল্পনাশ্রয়ী এবং শব্দমঞ্জুরিত আত্মার স্বপ্ন ও চৈতন্য, বুদ্ধি ও মননের শিল্পিত রূপায়ণ। যা হবে রূপসীর শরীরের মতো নরম কিন্তু নিটোল। সুমিত কিন্তু সুন্দর। রূপ নির্মাণে রূপকল্পনায় মৃন্ময় এবং তন্ময়।

সুতরাং কবিতা এবং একমাত্র কবিতাই হোক আধুনিক জীবন এবং জীবনধারণের পূর্ণ প্রতীক। শিল্পসম্মত প্রতীক।

পত্রিকাটি রেহানা আখতার কর্তৃক ৭০ লোয়ার যশোর রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং খবিবর রহমান কর্তৃক কাকলি প্রেস, ২ আহসান আহমেদ রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪২। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ৮½″ × ৫½″।

…অনেক দিনের ব্যবধানে আবার হঠাৎ করে কবিতা পত্রিকা প্রকাশের হিড়িক পড়েছে। সংকলন জাতীয় পত্রিকা নয়, একেবারে মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত। চট্টগ্রাম থেকে 'অচিরা,' খুলনা থেকে 'কবিপত্র,' ঢাকা থেকে 'কবি' নামেও একটি কবিতা পত্রিকা বেরুচ্ছে। রফিক প্রমুখরা আবার সেই এককালের সাড়া জাগানো 'স্বাক্ষর' নামটি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করছেন। ভূঁইয়া ইকবালের পূর্বলেখ আবার বেরুতে পারে এমন লক্ষণ দেখছি না। শামসুর রাহমান ও ফজল শাহাবুদ্দিনের 'কবিকণ্ঠ' সেই যে নিশ্চুপ হয়েছে আর মুখ খুলছে না।

…খুলনার 'কবিপত্র' ৪২ পৃষ্ঠার ছোট কাগজ। শুধু কবিতা, অনুবাদ কবিতাই এতে আছে। বেশীর ভাগ কবিতাই তরুণদের রচনা। অনেক কবিকে এখানেই প্রথম দেখা গেল।[১]…

পেণ্ডুলাম। 'ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল-মে ১৯৭৫। সম্পাদক: জাফর ওয়াজেদ। সহকারী সম্পাদক: চঞ্চল খান।

পত্রিকাটি রাশেদা জামান কর্তৃক [ধানমণ্ডি চাঁদের হাটের পক্ষে] ১০ নর্থ সার্কুলার রোড, ধানমণ্ডি থেকে প্রকাশিত এবং রিপাবলিক প্রেস, ২ কবিরাজ লেন থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৫৮। দাম ১.২৫। সাইজ: ৮½″×৫½″।

পত্রিকাটি মূলত: কবিতা পত্রিকা।

ঝংকার। কিশোর মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২। প্রধান সম্পাদক: আজীজুল মালীক চৌধুরী। সম্পাদক: শামসুল করিম কয়েস। সহকারী সম্পাদক: মাহমুদ হক। সিলেটের সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' পত্রিকায় [৩ মে শনিবার ১৯৭৫] প্রকাশিত 'সিলহেটের প্রথম কিশোর মাসিক ঝংকারের আত্মপ্রকাশ' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়:

> সিলেটের প্রথম কিশোর মাসিক ঝংকারের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে গত ১লা মে শহরের চৌহাট্টাস্থিত চলন্তিকা প্রিণ্টার্সে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাপ্তাহিক যুগভেরীর সম্পাদক মিঃ আমিনুর রশিদ চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা প্রশাসক মিঃ আনোয়ারুল হক।
>
> অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ঝংকারের প্রধান সম্পাদক মিঃ আজীজুল মালীক চৌধুরী ঝংকার প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঝংকার প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত মহৎ। এদেশের ফুটোন্মুখ

---

[১] দৈনিক বাংলা, ১৮ মে রোববার, ১৯৭৫।

প্রতিভার বিকাশ এবং শিশু কিশোরদের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ সু-নাগরিক গড়িয়া সুন্দর দেশ গড়ার কল্যাণী ইচ্ছা নিয়া ঝংকারের আত্মপ্রকাশ।...

ঝংকারের সম্পাদক ও সহকারী প্রধান সম্পাদক হইতেছেন যথাক্রমে মেসার্স শামসুল করিম কয়েস ও মাহমুদ হক।

বাসনা। মাসিক। 'চলচ্চিত্র স্বাস্থ্য যৌন ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক।'

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৫। সম্পাদক: খায়রুল আলম চৌধুরী। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: সৈয়দ মাহমুদ শফিক।

পত্রিকাটি কথাকলি মুদ্রণী, ৩৪ মুনীর হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৪। দাম ৩.০০ টাকা। সাইজ: ১০$\frac{1}{8}$″ × ৮″।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জুন ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৫৪। দাম ৩.০০ টাকা।

শ্যামল। মাসিক। 'শাহ্ জালালের শ্যামল সিলেট আন্দোলনের মুখপত্র।'

১ম র্বব ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২। এ-সংখ্যায় সম্পাদকের নামোল্লেখ দেখা যায় না। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায়:

> নব স্বাধীনতালব্ধ বাংলাদেশে একটি সুন্দর, সুখী সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাজটি সর্বাধিক গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দেশ জাতিকে পর নির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষা, বিশ্ব জাতিসমূহের মাঝে গৌরবমণ্ডিত আসনে প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বাধীনতার স্বাদ প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উৎপাদন তথা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং এ কাজে প্রত্যেক দেশবাসীকে সচেতন ও সুসংগঠিত করার এক বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে জাতির উপরে।
>
> এই দায়িত্ববোধ থেকেই মাত্র ছয় মাস আগে জন্ম নেয় 'শাহ জালালের শ্যামল সিলেট' আন্দোলন।...

এ আন্দোলনকে আরো ব্যাপক করে তোলার জন্য এবং জেলার সমগ্র জনসাধারণকে উৎপাদনী কাজে বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালনে সচেতন, ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় করে তোলার মহতী প্রচেষ্টা হিসেবে শ্যামল আন্দোলনের বাণী প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শাহজালালের শ্যামল সিলেট আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'মাসিক শ্যামল' আজ আত্মপ্রকাশ করেছে।

পত্রিকাটি সিলেট জেলা বোর্ড-এর পক্ষে সচিব, জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এবং চলন্তিকা প্রিণ্টার্স, চৌহাট্টা, সিলেট থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৩। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ : ৯½″ × ৭¼″।

অলিম্পিক। দ্বি-ভাষিক [বাংলা-ইংরেজী]। 'ক্রীড়ামোদীদের জন্য মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭৫। সম্পাদক : রশীদ চৌধুরী। সহকারী সম্পাদক : আবদুল মোমেন। বার্তা সম্পাদক : আহসান বকুল।

সাহিত্যিককে তোলে ধরার জন্য সাহিত্য পত্রিকার কমতি নেই। অভিনেতা অভিনেত্রীকে তোলে ধরার জন্য সিনেমা পত্রিকাও অঢেল।...দুঃখবোধ আছে খেলোয়াড়ের জন্য।

অলিম্পিক আসছে নানা জটিল স্তরের ভিতর দিয়ে। অলিম্পিক উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারবে এ ধরনের বাণীও শুনাতে পারবো না।

পত্রিকাটির কার্যালয় : ৩৪ তোপখানা রোড, ঢাকা-২। মুদ্রণে : অন্বেষা প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ১·০০ টাকা। সাইজ : ১০½″ × ৭½″

মৌমাছি। 'মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ [জুন ১৯৭৫]। সম্পাদক : দিলওয়ার।

পত্রিকাটি মৌমাছি সাহিত্য সংস্থা, ভার্থখোলা, সিলেট কর্তৃক প্রকাশিত এবং মোজাহিদ প্রেস, তাঁতিপাড়া, সিলেট থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৮। দাম : ১.৫০।

প্রেয়সী। 'সচিত্র সিনেমা-সাহিত্য-রম্য মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মে-জুন ১৯৭৫ [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২]। সম্পাদক: স. ম. হাবিবুর রহমান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মাহবুবুল ইসলাম কায়সার। সহযোগী সম্পাদিকা: নিলুফার হোসেন, রঞ্জনা পারভীন। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় থেকে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও জানা যায়:

> ...মাসিক 'প্রেয়সী' এই আকালের বাজারে মার্জিত রুচিবোধের অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে নিরীক্ষাধর্মী এবং জাতির কল্যাণার্থ যেটি সঠিক, তার দিকনির্দেশ করার দায়িত্ব নিয়ে।...

পত্রিকাটি আবদুল মজিদ সিকদার কর্তৃক ২৪ পিয়ারী দাস রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং বিপাশা মুদ্রণ, ৪৮ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬০। দাম ৩.৫০। সাইজ: ১০$\frac{৩}{৪}$"×৮"।

ইত্তেফাক। দৈনিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৮২ [১৭ জুন ১৯৭৫]।[১] সম্পাদক: নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। সম্পাদকীয় 'নবযাত্রা'য় বলা হয়:

> ...যাত্রা নূতন হইলেও ইত্তেফাক তার গরীয়ান ঐতিহ্য এবং অম্লান আদর্শ লইয়াই পা বাড়াইয়াছে উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের দিকে। এই সংবাদপত্রের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই মহান সাংবাদিক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বাঙালী জাতির সংগ্রামী ইতিহাসেরই অন্যতম পথিকৃৎ।...
>
> আজ সাংবাদিকতার এই মহান আদর্শ পুরুষের সাধনা এবং স্বপ্ন সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। বাংলাদেশ...যাত্রা করিয়াছে শোষণহীন সুখী-সমৃদ্ধ এক নূতন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুত

---

[১] প্রকৃত পক্ষে পত্রিকাটি প্রথম সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের শেষাংশে। দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ সালে। [দেখুন বাংলা সাময়িক-পত্র, ১৯৪৭-১৯৭১, পৃষ্ঠা ৩৮-৪০]।

লক্ষ্যের পানে। যে সমাজের দিশারী হইলেন সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি কেবল জাতিকে স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লব সূচনা করিয়া জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় এবং সুস্থিত করিয়াছেন।...

অর্থনৈতিক মুক্তি এবং জাতীয় ঐক্য এই মহান বৈপ্লবিক অগ্রযাত্রার প্রাণবস্তু, উহার পাথেয়।...জাতীয় জীবনে আজ আর কোনো আত্মঘাতী বিভেদ, রাজনৈতিক কোন্দল এবং অরাজক বিশৃংখলার প্রশ্রয়লাভের সুযোগ নাই। জাতি আজ এক মহান নেতার নেতৃত্বে, এক অভ্রান্ত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আদর্শে এবং সার্বিক প্রতিনিধিত্বশীল এক অভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ।...

আজ জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথেই নবযাত্রা শুরু হইল ইত্তেফাকের।...

পত্রিকাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২৩″×১৬½″।

উপরিউক্ত সংখ্যার অব্যবহিত আগের সংখ্যায় [২০শ বর্ষ ১৬২শ সংখ্যা [সোমবার]-য় 'আমাদের বক্তব্য'-এ বলা হয়:

ইত্তেফাক একটি ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী পত্রিকা।...

সংগ্রামী সেই ঐতিহ্যের পথে চলিতে গিয়া গোড়া হইতেই ইত্তেফাককে অনেক প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইত্তেফাকের সঙ্কটময় সময়ের সেই সব ক্ষত আজও শুকায় নাই।...

ইত্তেফাকের নীতি প্রতিফলনের ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার ব্যক্তিগত বা পার্থিব স্বার্থকে প্রশ্রয় দেই নাই—ইত্তেফাকের পৃষ্ঠাতেও কাহারও প্রতি কোনরূপ অসূয়া বা বিদ্বেষ প্রশ্রয় পায় নাই—অতীতেও না, আজও না। ভবিষ্যতেও আমরা যেখানে

যেভাবেই থাকি না কেন, মানিক মিয়ার প্রদর্শিত পথেই দেশ ও দেশবাসীর সুখ-দুঃখের অংশীদার হইয়া থাকিব।

নব পর্যায়ে শেষ সংখ্যাটি [১ম বর্ষ ৬৮শ সংখ্যা] প্রকাশিত হয় ৬ ভাদ্র শনিবার ১৩৮২ [২৩ আগষ্ট ১৯৭৫]। এ-সংখ্যায় 'ইত্তেফাক ও সংবাদ মালিকদের কাছে প্রত্যর্পণ' সংবাদ থেকে জানা যায়:

রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক ঘোষিত নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, মানবিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক মূল্যবোধ পুনর্বাসন নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সরকার দেশের কৃতী সন্তান 'মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ইত্তেফাক ও ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইবার পর প্রকাশিত প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা সংবাদের মালিকনা তাহাদের আইন-সঙ্গত স্বত্বাধিকারীদের কাছে প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।...

এ-পর্যন্ত পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। ২০তম বর্ষ ১৬৩তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৭ ভাদ্র রবিবার ১৩৮২ [২৪ আগষ্ট ১৯৭৫]। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'নব-পরিক্রমা'য় বলা হয়:

ইত্তেফাক-এর আজ আরেক যাত্রারম্ভ। আজ হইতে আটষট্টি দিন পূর্বে দেশের পূর্বতন সরকার এক আদেশ বলে 'ইত্তেফাক'-এর মালিকানা ও পরিচালনা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত হইয়াছে বেশ কিছু নীতিরও পরিবর্তন। নূতন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ ১৫ই আগষ্ট রাত্রে জাতির উদ্দেশে তার প্রথম বেতার ভাষণের একাংশে বলিয়াছিলেন যে, 'প্রচলিত মূল্যবোধের বিকাশ ও মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ' হইয়া গিয়াছিল এবং 'এ-অবস্থায় দেশবাসী একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অব্যক্ত বেদনায় তিলে তিলে নিঃশেষ' হইয়া যাইতেছিল। রাষ্ট্রপতির সেই ভাষণেই ছিল 'রুদ্ধ পথ' মুক্ত করার আশ্বাস।

স্পষ্টতই, রাষ্ট্রপতির ঘোষিত সেই নীতির অন্যতম প্রতিফলন ঘটিয়াছে 'ইত্তেফাক' প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্তে। আটষট্টি দিনের 'এপিসোডের' পর যাত্রা পুনরারম্ভের মুহূর্তে সর্বশক্তির অধিকারী করুণাময় আল্লাহকে স্মরণ করিতেছি।...

আমরা আনন্দিত যে, নূতন রাষ্ট্রপতি 'নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার' নীতি ঘোষণা করিয়াছেন।...গণতন্ত্র, সুবিচার, সামাজিক মূল্যবোধ, মানবীয় মর্যাদা ও নাগরিক অধিকারের শাশ্বত নীতিতে বিশ্বাসী মানিক মিয়ার 'ইত্তেফাক' সাংবাদিকতার অসদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট থাকিবে।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: মঈনুল হোসেন। সম্পাদক: আনোয়ার হোসেন। পত্রিকাটি ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেডের পক্ষে মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী কর্তৃক নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস; ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড; ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত '১২৪টি পত্রিকার ডিক্লারেশন বহাল' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

গতকাল [সোমবার] সরকার কর্তৃক জারিকৃত সংবাদপত্র [ডিক্লারেশন বাতিলকরণ] অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ এর অধীনে প্রকাশনার ডিক্লারেশন বাতিল করণ হইতে সরকার ১২৪টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, দ্বিপাক্ষিক, মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকাকে অব্যাহতি দান করিয়াছেন। আজ মঙ্গলবার [১৭ই জুন] হইতে এই অর্ডিন্যান্স কার্যকরী হইতেছে।

অব্যাহতি লাভকারী পত্র-পত্রিকার তালিকা নিম্নরূপ:

দৈনিক পত্রিকা

(১) দি বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা। (২) দৈনিক বাংলা, ঢাকা।

সাপ্তাহিক

(৩) বাংলাদেশ সংবাদ, ঢাকা। (৪) বাংলাদেশ সি আই গেজেট, ঢাকা। (৫) বাংলাদেশ গেজেট, ঢাকা। (৬) বাংলাদেশ পুলিস গেজেট, ঢাকা। (৭) ডিটেকটিভ, ঢাকা। (৮) ডাকবার্তা, ঢাকা। (৯) যুববার্তা, ঢাকা। (১০) সোভিয়েট সমীক্ষা, ঢাকা। (১১) সোভিয়েট রিভিউ, ঢাকা। (১২) আরাফাত, ঢাকা। (১৩) প্রতি-বেশী, ঢাকা। (১৪) বিচিত্রা, ঢাকা। (১৫) চিত্রালী, ঢাকা। (১৬) সিনেমা, ঢাকা। (১৭) বেগম, ঢাকা। (১৮) ললনা, ঢাকা। (১৯) দি গালস, ঢাকা।

পাক্ষিক পত্রিকা

(২০) বেতার বাংলা, ঢাকা। (২১) আহমদী, ঢাকা। (২২) আল-পনা, ঢাকা।

মাসিক পত্রিকা

ঢাকা হইতে প্রকাশিত: (২৩) পূর্বাচল, (২৪) নবারুণ, (২৫) বাংলাদেশ বেতার (ইংরেজী), (২৬) কৃষি কথা, (২৭) অগ্রদূত, (২৮) বীমা বার্তা, (২৯) সুখী পরিবার, (৩০) বিজ্ঞানের জয়যাত্রা. (৩১) বুলেটিন অব ষ্ট্যাটিসটিক্স, (৩২) ধানশালিকের দেশ। (৩৩) উত্তরাধিকার। (৩৪) গণকেন্দ্র। (৩৫) পুরোগামী বিজ্ঞান। (৩৬) সমবায়। (৩৭) শাপলা শালুক। (৩৯) ষ্ট্যাটিসটিক্যাল বুলেটিন অব বাংলাদেশ। (৩৯) বাংলাদেশ লেবার কেসেজ। (৪০) ইকনমিক ইণ্ডিকেটর অব বাংলাদেশ। (৪১) ল' এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স। (৪২) বাংলাদেশ ট্যাক্স ডিসিশন্স, (৪৩) দি জার্নাল অব ম্যানেজমেন্ট বিজনেস এণ্ড ইকনমিক্স। (৪৪) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী। (৪৫) ঢাকা ল' রিপোর্টস। (৪৬) কারিগর। (৪৭) আজকের সমবায়। (৪৮) মা [ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা]। ঢাকা হইতে প্রকাশিত: (৪৯) বই। (৫০) দীপক। (৫১) উদয়ন। (৫২) ভারত বিচিত্রা। (৫৩) আলমাহদী। (৫৪)

আত্তাওহিদ। (৫৫) নবযুগ [চাঁদপুর, কুমিল্লা]। (৫৬) নেদায়ে ইসলাম, ঢাকা। (৫৭) তাহজীব, ঢাকা। (৫৮) সন্দীপন, পাবনা, (৫৯) আলআমীন, ঢাকা, (৬০) হেফাজত-এ-ইসলাম, ঢাকা, (৬১) ঋতুপত্র, ময়মনসিংহ, (৬২) ছোটগল্প, ঢাকা, (৬৩) চন্দ্রাকাশ, ময়মনসিংহ, (৬৪) ঢাকা ডাইজেষ্ট, ঢাকা (৬৫) দীপ্ত বাংলা, ঢাকা, (৬৬) ধলেশ্বরী, ঢাকা, (৬৭) দিগন্ত, ঢাকা, (৬৮) গণমন, ফরিদপুর, (৬৯) ইস্পাত, কুষ্টিয়া, (৭০) যুগরবি, চট্টগ্রাম। ঢাকা হইতে প্রকাশিত : (৭১) গণসাহিত্য, (৭২) কপোত, (৭৩) মুক্তবাংলা, (৭৪) সওগাত, (৭৫) শতদল (৭৬) সুজনেষু, (৭৭) কিংশুক, (৭৮) বংগবাসী, (৭৯) আবাহন, (৮০) খেলাঘর, চট্টগ্রামের : (৮১) টাপুর টুপুর। ঢাকার : (৮২) বিদিশা, (৮৩) রূপম, (৮৪) রোমাঞ্চ, (৮৫) শুভেচ্ছা, (৮৬) ঝিনুক, (৮৭) চিত্রকল্প, (৮৮) গোয়েন্দা পত্রিকা, (৮৯) জোনাকী, (৯০) চিত্রবাণী, (৯১) চলচ্চিত্র, (৯২) নিপুণ; (৯৩) খেলাধুলা, (৯৪) চিকিৎসা সাময়িকী, (৯৫) পারিবারিক চিকিৎসা (নোয়াখালী), । (৯৬) হাকিমী খবর (ময়মনসিংহ), (৯৭) স্বাস্থ্য সাময়িকী (৯৮) শাশ্বতী, চট্টগ্রাম, (৯৯) বিজ্ঞান সাময়িকী (ঢাকা), (১০০) দি নিউ ইকনমিক টাইমস, ঢাকা, (১০১) ফিনান্সিয়াল টাইমস, ঢাকা, (১০২) উর্বরা ময়মনসিংহ, (১০৩) রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা রংপুর, (১০৪) মৈত্রী, ঢাকা।

দ্বিমাসিক / ত্রৈমাসিক পত্রিকা

(১০৫) অস্তিকা, চট্টগ্রাম (দ্বিমাসিক)। ঢাকা হইতে প্রকাশিত: (১০৬) ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ, (১০৭) দি কষ্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট, (১০৮) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, (১০৯) বাংলা একাডেমী জার্ণাল, (১১০) শিল্প ব্যাংক সমাচার (ইংরেজী), (১১১) বাংলা-জার্ণাল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ, (১১২) মার্কিন পরিক্রমা, (১১৩) মনীষা, (১১৪) কণ্ঠস্বর, (১১৫) থিয়েটার

(১১৬) জনান্তিক (১১৭) ক্রীড়া সাহিত্য, সিলেট, (১১৮) মুখশ্রী, ঢাকা।

অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক পত্রিকা

(১১৯ বরিশাল মেডিক্যাল রিভিউ (বরিশাল), অর্ধবার্ষিক, (১২০) শিপিং ডাইরেক্টরী (চট্টগ্রাম) অর্ধবার্ষিক, (১২১) সাহিত্যিকী (রাজশাহী), অর্ধবার্ষিকী। (১২২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা (বার্ষিকী), (১২৩) দীপান্বিতা (ঢাকা), বার্ষিকী, (১২৪) এন্যুয়াল সায়েন্টিফিক রিপোর্ট (ঢাকা), বার্ষিক।

ইত্তেফাকের ৩০তম বর্ষ ২০৬তম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ জুলাই মঙ্গলবার ১৯৮৩ [৯ শ্রাবণ ১৩৯০]।

দৈনিক বাংলা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৮২ [১৭ জুন ১৯৭৫]।[১] সম্পাদক: এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। এ-সংখ্যার প্রধান সংবাদ 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি।' এ-সংবাদ থেকে জানা যায়:

> সরকার সোমবার ১৯৭৫ সালের সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি করেছেন। এই অধ্যাদেশ দ্বারা 'বাংলাদেশ অবজার্ভার, 'দৈনিক বাংলা, এবং একশ' বাইশটি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছাড়া দেশের আর সমস্ত সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন আজ ১৭ই জুন থেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।···
>
> অধ্যাদেশটি জারি করার পরপরই সরকার ঢাকা থেকে দুইটি দৈনিক সংবাদপত্র যথা 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'বাংলাদেশ টাইমস' প্রকাশনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। অতঃপর বাংলাদেশে

[১] প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালের ৬ই নভেম্বর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর [১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১] পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় 'দৈনিক বাংলাদেশ' নামে। মাত্র দুট সংখ্যা উক্ত নামে প্রকাশিত হওয়ার পর নতুন নাম হয় 'দৈনিক বাংলা।'

উপরি বর্ণিত চারটি দৈনিক এবং একশ' বাইশটি সাময়িকী ছাড়া অন্য কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকী বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাবে না।

সরকার অদূর ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কোন একটি জেলা থেকে একটি করে দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।...

পত্রিকাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দৈনিক বাংলা মুদ্রণালয়, ১ ডিআইটি এভিনিউ, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৭১শ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকাটির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন এহেতশাম হায়দার চৌধুরী। পরবর্তী সংখ্যা [অর্থাৎ ১ম বর্ষ ৭২শ সংখ্যা] থেকে নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী সম্পাদক হন।

২য় বর্ষ ১৩৭শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ কার্তিক শুক্রবার ১৩৮৩ [৫ নভেম্বর ১৯৭৬]। এ-পর্যায়ে এটি শেষ সংখ্যা। অতঃপর পত্রিকাটি পূর্ব সিরিয়ালে ফিরে যায় এবং ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ কার্তিক শনিবার ১৩৮৩ [৬ নভেম্বর ১৯৭৬]। এ-সংখ্যার সম্পাদকীয় 'দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে' বলা হয়:

অনেক পরিবর্তন আর অনেক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে পুরো একটি যুগ অতিক্রম করল দৈনিক বাংলা বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে, বহু ঘটনার শরিক হয়ে। বারো বছর একটি সংবাদ পত্রের জীবনে তেমন দীর্ঘ সময় হয়ত নয় কিন্তু এ সময়ের মধ্যে এদেশের ওপর দিয়ে ঝড়ের মত বয়ে গেছে ইতিহাস। আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জন্ম নিয়েছে একটি নতুন জাতি। অভ্যুদয় ঘটেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পরিবর্তনের শাশ্বত নিয়ম অনুসরণ করেই সামনে এগিয়ে চলেছে এদেশের সাহসী আর সার্বভৌমত্বের পতাকা। দৈনিক বাংলা এই ইতিহাসের সাক্ষী, এই ইতিহাসের বাহক, এই ইতি-

হাসের দর্শক। সীমিত সাধ্য নিয়ে একটি সংবাদপত্র হিসাবে নিজের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে চেষ্টা করেছে দৈনিক বাংলা। কতুটুকু সফল হয়েছে সেকথা বিচারের ভার পাঠক সমাজের ওপর, ভাবীকালের ওপর। এই ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি সন্ধিক্ষণ অবিকলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দৈনিক বাংলার পৃষ্ঠায়— এত বড় অহংকার অথবা দাবী আমাদের নেই। যেখানে আমরা পাঠকসমাজ আর ইতিহাসের দাবী পূরণে ব্যর্থ হয়েছি, সেখানে কেন ব্যর্থ হয়েছি সেকথা দেশবাসীর অজানা নয়। আমাদের দিকে আন্তরিক প্রয়াসের অভাব ঘটেনি কখনও।

একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সংবাদ পত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা পরিপূর্ণভাবে সচেতন। সংবাদ পত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। সংবাদপত্র তাৎক্ষণিক ইতিহাস আর তাৎক্ষণিক সাহিত্যরূপেও অভিহিত। সমাজের আশা-আকাঙ্খা আমরা তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি, চেয়েছি ইতিহাসকে ধরে রাখতে হরফে সাজানো স্তম্ভের মধ্যে। এই দুরূহ কর্মে সাফল্য স্বতঃসিদ্ধ বা অনায়াসসাধ্য নয়।

উন্নতিশীল দেশগুলিতে সংবাদপত্র শুধু সমাজের দর্পণই নয়— সংস্কৃতিরও বাহন। শিক্ষায় পশ্চাদপদ দেশগুলিতে জ্ঞান বিস্তারে বিরাট ভূমিকা পালন করছে সংবাদপত্র। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সংবাদপত্র যেক্ষেত্রে পালন করছে তা হচ্ছে উন্নয়নের ক্ষেত্র। অনগ্রসর সমাজে আজ সংবাদপত্রকে কাঁধে তুলে নিতে হচ্ছে উন্নয়নের বাণী বহনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আজ আমরা বিস্মৃত হতে পারি না।

সংবাদপত্রের ভূমিকা অবশ্যই একতরফা বা একমুখী নয়। সরকার ও জনসাধারণ, চিন্তাশীল শ্রেণী ও সমাজের মধ্যে চিন্তা ভাব-আদান প্রদান না ঘটলে সংবাদপত্রের ভূমিকা সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনেও বিঘ্ন জন্মায়।

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তিনি আরও বলেছেন দেশ ও সমাজ উন্নয়নে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনাব কবীরের বক্তব্যে সংবাদপত্রের ভূমিকা সুস্পষ্ট-ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আগেই বলেছি, সংবাদপত্র হিসাবে দেশ ও জনগণের কাছে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে দারিদ্রজয়ে আর সমাজের উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে দৈনিক বাংলা দেশবাসীর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯শ বর্ষ ২৫৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২৭ জুলাই বুধবার ১৯৮৩ [১০ শ্রাবণ ১৩৯০]। দাম ১.৪০।

বিজ্ঞান পরিক্রমা। 'বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক।' 'বেতাগা বিজ্ঞান সমিতির মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৭৫। সম্পাদক : স্বপন কুমার দাশ। 'সম্পাদকীয়' থেকে যে বক্তব্য জানা যায় তা হল :

বিজ্ঞান উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের একান্ত প্রচেষ্টায় গত বছর ইংরেজী ১৯৭৪ সালের ৮ই জুন বেতাগা বিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে জনপ্রিয় করে তোলা, ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান তথা শিক্ষায় আগ্রহী, কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু মনোভাব জাগিয়ে তোলা, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে পরীক্ষা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে উৎসাহ দেওয়া, কৃষির উন্নয়নে দেশের জনগণকে উৎসাহ দেওয়া, বিজ্ঞান দর্শন ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি নিয়েই বিজ্ঞান সমিতির জন্ম। আর প্রতিশ্রুতিগুলি পালনেও আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। তার ফলশ্রুতিস্বরূপ অনেক কষ্ট করে

আজ একটা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'বিজ্ঞান পরিক্রমা' আপনাদের সামনে হাজির করলাম।

পত্রিকাটি বেতাগা [খুলনা] বিজ্ঞান সমিতির পক্ষে সুরেশচন্দ্র দাশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ সাধনা প্রেস, বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ১.৫০। সাইজ: ৮১/৪''×৫১/২''।

আজকের সমবায়। 'বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের পাক্ষিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ৪র্থ-৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১ম পক্ষ ১৯৭৬। সম্পাদক: খন্দকার রেজাউল করিম।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের পক্ষে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী মো: জাহিদুল ইসলাম কর্তৃক ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, রেডক্রস বিল্ডিং, তিনতলা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও আমাদের বাঙলা প্রেস, ৩২/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।

গ্রামের ডাক। 'নির্ভীক নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক মুখপত্র। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৯ আগষ্ট সোমবার ১৯৭৬। সম্পাদক: এম. আলমগীর। ব্যবস্থাপনায়: মো: আশরাফ আলী। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক সুলভ প্রেস, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

পূর্বাণী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ আগষ্ট শুক্রবার ১৯৭৫ [৩০ শ্রাবণ ১৩৮২]। সম্পাদক: শাহাদৎ হোসেন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: গোলাম সারওয়ার। উপদেষ্টা: মুহ: আসফউদ্দৌলা। এ-সংখ্যায় 'পূর্বাণীর নবযাত্রা'য় বলা হয়:

দীর্ঘ চার বছর পর পূর্বাণীর পুন:প্রকাশনা স্বাভাবিকভাবেই অনেক জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটাবে। সে সব জিজ্ঞাসার জওয়াব নাইবা দিলাম। 'পূর্বাণী'ই এখন ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্সের একমাত্র প্রকাশনা। মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার আজীবনের সাধনায় গড়ে তোলা ইত্তেফাক গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠান থেকে

পূর্বাণী আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই ১৯৬৬ সালে। এবং সেই আমলেই পূর্বাণী জনগণমন নন্দিত সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভও করেছিল। সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশের অনুমতি লাভের পর 'পূর্বাণী'র এই নবযাত্রা শুরু হলো।

…আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতি হল জাতীয় সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পক্ষান্তরে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজচিন্তা ও অর্থনীতি—এক কথায় যা কিছু মানুষের জীবন-সাধনার অঙ্গীভূত, তার কোন-টাই সংস্কৃতির পরিমণ্ডল বহির্ভূত নয়। বিশ্বাসের এই প্রেক্ষা-পটে দাঁড়িয়েই সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী' জীবন ও জগতের অঙ্গন ও প্রাঙ্গন পর্যবেক্ষণ করবে।…

পত্রিকাটি মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী কর্তৃক নিউ নেশান প্রেস, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ৬০ পয়সা।

বিশ্লেষণ। [?]। 'একটি মননশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮২। সম্পাদক: মোহাম্মদ সাজ্জাদ নূর। 'সম্পাদক বলছি' থেকে জানা যায়:

…বাংলার ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নতুন আঙ্গিকে নতুন ধ্যান ধারণায় পুষ্ট করে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রামীন সাংস্কৃতিক সংসদের মুখপত্র বিশ্লেষণ এর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

…আমরা আমাদের এই সংখ্যায় ভ্রমণকাহিনীর উপর লিপিবদ্ধ করেছি। যারা দেশবিদেশে ভ্রমণ করতে ভালবাসেন এমন কি মাঝে মাঝে দুঃসাহসিক অভিযানেও বেরিয়ে পড়েন, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এই সংখ্যা চমকপ্রদ ও মূল্যবান হবে।…

এই সংখ্যায় আর থাকছে বাংলাদেশের কৃষির উপর কিছু লেখা, কি ভাবে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে তোলা যাবে তারই দু'চারটে বিশ্লেষণ।

'বিশ্লেষণের নিয়মাবলী'তে বলা হয়:

> গ্রামীন সাংস্কৃতিক সংসদের সাময়িক মুখপত্র 'বিশ্লেষণ' বছরের বিশেষ বিশেষ দিন উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করবে।
>
> দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি মনীষার প্রকাশ ও বিকাশের সহায়তা করাই এই পত্রিকার লক্ষ্য।

পত্রিকাটি গ্রামীন সাংস্কৃতিক সংসদ, ১০/১৭ ইকবাল সড়ক, মোহাম্মদ পুর, ঢাকা-৭ কর্তৃক প্রকাশিত এবং অন্বেষা প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ৩৪ তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৮। সাইজ: ১১´´×৮½´´।

ছায়াপথ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ২৮ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭৫ [১১ আশ্বিন ১৩৮২]। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ২৯ আগষ্ট ১৯৭৫। সম্পাদক: নাসিরুদ্দিন আহমদ। ৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ [৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫]-এর সংবাদাতা প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়:

> সম্প্রতি বন্দরনগরী খুলনা থেকে 'ছায়াপথ' নামে একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরিয়েছে। পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন জনাব নাসিরুদ্দিন আহমদ।

পত্রিকাটি বেগম আশরাফুন নেছা কর্তৃক ৪ কে. ডি. ঘোষ রোড, মোল্লা ম্যানসন, খুলনা থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক পিপলস প্রেস, খুলনা থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অক্টোবর রোববার ১৯৭৫ [১৮ আশ্বিন ১৩৮২]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ০.১৫। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যাটির প্রকাশ ১৯ অক্টোবর রোববার ১৯৭৫ [২ কার্তিক ১৩৮১]।

নিপুণ। মাসিক। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫। সম্পাদক: শাহজাহান চৌধুরী। সহযোগী: ফিরোজ আল-মামুন, মাইনুল হক ভুঁইয়া।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ত্রিধারা মুদ্রায়ণ, মগ বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ৩০৯ বড় মগ বাজার থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬০। দাম ৩.০০। সাইজ: ৮½″ × ৫″।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ [মাঘ ১৩৮২]।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৬। সাইজ: ১০½″ × ৭″।

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুন ১৯৭৬।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৭।

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৭। এ-সংখ্যায় সহযোগী হিসেবে দেখা যায় আ. খ. ম. ইনামুল হক ও মসিউর রহমান বাবুলকে।

৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৯। পৃষ্ঠা ৪৮।

৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৮৩। প্রধান সম্পাদক: মোস্তফা জব্বার। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: শাহজাহান চৌধুরী। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

সেনানী। মাসিক। 'সশস্ত্রবাহিনীর মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭৫। সম্পাদক: যাহিদ হোসেন। সম্পাদকীয় 'মাসিক সেনানীর আত্মপ্রকাশ' থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল:

> ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী দেশপ্রেম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সেটার নজির মেলা ভার। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও তাদের সেই দেশপ্রেমের ঐতিহ্য অম্লান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব একইভাবে পালন করতে সক্ষম হবে বলে আমরা সবাই মনে করি।

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬। এই সংখ্যাটি সম্পর্কে দৈনিক বাংলা [৩১ অক্টোবর ১৯৭৬] এক আলোচনায় বলেন:

> আন্তঃবাহিনী জন সংযোগ পরিদফতর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির নবম সংখ্যা [আগষ্ট-সেপ্টেম্বর

৭৬] এয়ার ভাইস মার্শাল এম. কে. বাশার স্মরণে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ের সময় থেকে এই '৭৬ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে এয়ার ভাইস মার্শাল এম. কে. বাশারের অবদান তার প্রায় সব শাখাই উন্মোচন করার চেষ্টা হয়েছে। এবং তা অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করেছে। এ ছাড়া শোকাভিভূত কয়েক-জন লিখেছেন কবিতা. তার মধ্যে রয়েছেন সৈনিকরাও।

এ ছাড়া এতে ছাপা হয়েছে বাশারের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন ছবি। আছে তাঁর পারিবারিক এ্যালবাম।

বাশারের স্মৃতি নিয়ে লিখেছেন অনেকেই: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান. এয়ার কমোডর এ. জি. মাহমুদ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাহের কুদ্দুস, গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌফিক খান, তোয়াব খান; লেফটেন্যান্ট কর্ণেল নোয়াজেশউদ্দিন।...

শোকের প্রতীক সম্পূর্ণ কালো রঙে ছাপা প্রচ্ছদ। এই বীর সৈনিকের জীবনের একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে পত্রিকাটি সংরক্ষণযোগ্য।

৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৮০। পৃষ্ঠা ২৪। দাম দাম ০.৪০। সাইজ: ১১" × ৮"।

কবিতালাপ। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮২। সম্পাদক: মনু ইসলাম, কামাল আহমেদ। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

আমাদের দেশে কবিতা পত্রিকার জীবনকাল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু আমাদের মতো অনে-কেই এই প্রতিষ্ঠিত বাস্তবের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে অবিরাম। কবিতালাপের আত্মপ্রকাশ তেমনি আর একটি অবাস্তব সংগ্রামের শুভ সূচনা।

আগেই বলেছি, অনেকেই এই অবাস্তব উদ্যমের সমুদ্রে পাড়ি

জমান। নতুন সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যে নতুনতম্বো অভিজ্ঞতার চিহ্ন অংকিত করে রেখে যান। কবিতালাপ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ তেমনি তার একটি অভিজ্ঞতার চিহ্ন হয়ে বেঁচে থাকে তবে তা আমাদের শ্লাঘার বিষয়ই হবে।…

পত্রিকাটি কামাল আহমেদ কর্তৃক সদর হাসপাতাল রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং শহীদ স্মরণী প্রেস, ৬ মির্জাপুর সড়ক; খুলনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬। দাম ১.০০।

অনন্যা। 'ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা।' একুশে সংকলনরূপে দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশ ৮ ফাল্গুন ১৩৮২ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬]।

সম্পাদক: শাহ্ নুর আঃ কুদ্দুস।

পত্রিকাটি ১০৯ আরামবাগ, ঢাকা-২ থেকে সৈকত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাটোর প্রেস, ৮৯ যোগীনগর রোড, ঢাকা ৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২। সাইজ: ৮″ × ৬″।

অপর একটি সংখ্যার প্রকাশ ৩১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬। পত্রিকাটি গেরিলা ছাপাখানা, ৪৫ আরামবাগ, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২। শুভেচ্ছা মূল্য।

'স্বাধীনতা ও নববর্ষ সংখ্যা'র অপর একটি সংখ্যার প্রকাশ ১৩৮৮। পৃষ্ঠা ২৮।

দৈনিক উত্তরা। 'উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম দৈনিক সংবাদপত্র।' ৮ম বর্ষ ১৫৫শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৮৮ [৪ মার্চ ১৯৮২]।

সম্পাদক: অধ্যাপক মুহম্মদ মহসীন।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৯৭৫।

সম্পাদক কর্তৃক করতোয়া প্রিন্টার্স, বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২২½″ × ১৬″।

৯ম বর্ষ ৫৭শ সংখ্যার প্রকাশ ৬ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৮৯ [২২ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭০।

... ...

আদ-দাওয়াত। 'ইসলামী মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ রমজান ১৩৯৬ হিঃ [জানুয়ারী ১৯৭৬]। সম্পাদক: মোঃ আবুল কাসেম। 'সম্পাদকীয়' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানা যায়:

> ...দেশের রাজনীতি বা অন্য কোন প্রকার বিতর্কমূলক বিষয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। মাসিক 'আদ-দাওয়াত'-এর আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে—মহান স্রষ্টার কালামে পাক, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [দঃ]-এর উপদেশাবলী হাদীস শরীফ। শরীয়তের বিধানসমূহ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া এবং দেশের অগণিত নরনারীকে 'তাসাওয়াফ;' ইসলাম জীবনে দর্শন ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দিকে আহ্বান করা।
>
> সংক্ষেপে 'আদ্-দাওয়াত' ইসলামী জীবনের দাওয়াত।

পত্রিকাটি শাহ্ সুফী সাজ্জাদ আহমাদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রান্তিক প্রিন্টিং প্রেস, মালোপাড়া, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৬। হাদীয়া ২.০০।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন মোঃ ইসাহাক আলী।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ শাবান ১৩৯৭ হিঃ।

কাশবন। 'ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৬ [পৌষ-মাঘ ১৩৮২]। সম্পাদক: আমিনুল ইসলাম। 'নিয়মাবলী'তে বলা হয়:

> বাঙলা ভাষা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শনসম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটির যোগাযোগের ঠিকানা: ৮/১ বাসাবাড়ি লেন, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা ৭১। দাম: ২.০০। সাইজ: ৮২/১ × ৫২/১"।

পত্রিকাটি পুনরায় 'ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা'রূপে প্রকাশিত হয় [১ম বর্ষ

১ম সংখ্যা] জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭। সম্পাদক : আমিনুল ইসলাম। সম্পাদনা সহযোগী : এস. মমতাজ বেগম। এ-সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'-তে বলা হয় :

> ...এই পত্রিকায় আমরা সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসাহিত্য, সাময়িক প্রসঙ্গ ইত্যাদি মানবিক সাধনার সকল শাখাকে ধরতে চাই।...
>
> লেখা সংগ্রহের...প্রতিবন্ধকতাই আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় অসুবিধে বলে মনে হয়। ইতিপূর্বে সংকলন হিসেবে 'কাশবন'-এর তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল-জুন ১৯৭৮। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ২.০০।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। পৃষ্ঠা ৮৪। দাম ২.০০।

২য় বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৮—জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৯। পৃষ্ঠা ৮০।

রঙ্গরূপ। 'নাট্য একাডেমীর প্রথম সংকলন।' প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৬। সম্পাদক : মোহাম্মদ আইনুজ্জামান; চিত্ত দাশ।

সংকলনটি এম. এ. সোবহান, কোষাধ্যক্ষ, রঙ্গরূপ নাট্য একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত এবং খলিলুর রহমান কর্তৃক গণ মুদ্রায়ন, ১৪/২ সেণ্ট্রাল রোড, হাতীর পুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭৬। দাম ২.০০। সাইজ : ৮½''×৫½''।

২য় সংকলনটির প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৬।

পদাতিক। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক দ্বিমাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮২ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬]। সম্পাদক : তানভীর মোকাম্মেল ; আবু সালেক খান। 'সম্পাদকীয়' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায় :

> বাজারী পত্রিকাগুলোর অত্যধিক গোষ্ঠীবদ্ধতার কারণে বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের যে সব প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখক লেখা ছাপানোর সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের অগ্রাধিকার প্রদান পত্রিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ছাত্রদের লেখা ছাড়াও এতে থাকছে শিক্ষকদের বিষয়ী-গত (Academic) প্রবন্ধসমূহ।···

পত্রিকাটি খন্দকার হাসান মাহমুদ কর্তৃক ৫/সি সোবহানবাগ সরকারী বাসভবন থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক বর্ণশ্রী মুদ্রায়ন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ১.০০। সাইজ: ৮½"×৫½"।

তিড়িংবিড়িং। 'ছড়া ত্রৈমাসিক।' ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা 'শহীদ দিবস ১৯৭৭' সংখ্যারূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: আলম হোসেন। সম্পাদক সহযোগী: রুহুল আমিন বাবুল। 'তিড়িং বিড়িং-এর কথা'য় বলা হয়:

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে ছড়া একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ অথচ এই বিভাগের যে রকম ভাটা পড়ে আছে তা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু তিড়িং বিড়িং সমস্ত পরিতাপকে উর্ধে রেখে, ভাঁটার অলস শরীরে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে, ছড়া সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে আজীবন সংগ্রাম করে যাবে।···

'নিয়মাবলী'তে বিবৃত আছে:

তিড়িং বিড়িং প্রতি তিন মাস পর পর বের হয়।

এতে উন্নতমানের ছড়া, ছড়াবিষয়ক যে কোন লেখা ছাপা হয়।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৯ দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস, ৪ জিন্দাবাহার ৩য় গলি, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ১.০০। সাইজ: ৭½"×৫½"।

রূপান্তর। 'অনিয়মিত প্রবন্ধ পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মাঘ-চৈত্র ১৩৮২ [জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭৬]। সম্পাদক: এখলাসউদ্দিন আহমদ। পত্রিকাটি বোরহান আহমেদ কর্তৃক ৪৪/জি ইন্দিরা রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ বিভাগ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ২.০০। সাইজ: ৮½"×½"।

গণশক্তি। সাপ্তাহিক। 'জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র।' নব-পর্যায়ে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ চৈত্র রোববার ১৩৮২ [২১ মার্চ ১৯৭৬]। সম্পাদক: মোহাম্মদ তোয়াহা। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'গণশক্তির নীতি ও আহ্বান' থেকে জানা যায়:

> চার বছর পর আমরা আবার গণশক্তি প্রকাশের অধিকার পেলাম। চার বছর আগে রুশ-ভারত শাসক চক্রের নির্দেশে তাদের নিয়ন্ত্রিত মুজিব সরকার কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে গায়ের জোরে 'গণশক্তি'র প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে রাশিয়া ও ভারতের হায়েনারা এবং তাদের পা-চাটা জাতীয় বেঈমান মুজিব সরকার দেশের সকল স্তরের জনগণের উপর যে বর্বর অত্যাচার শুরু করে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে এক ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের যে পদক্ষেপ নেয় 'গণশক্তি' ছিল তারই প্রথম শিকার।
>
> কেন না, রাশিয়া ও ভারতের হায়নাদের আগ্রাসন, আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ, হস্তক্ষেপ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এবং তাদের দালাল মুজিব শাহীর বর্বর অত্যাচার, শোষণ ও নজিরবিহীন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'গণশক্তি'ই সবার আগে তুলে ধরেছিল আপোষহীন ও বিরাম হীন সংগ্রামের পতাকা; 'গণশক্তি' সংগ্রাম চালিয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক মুক্তি ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, একটি স্বাধীন সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েমের জন্য। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জঘন্যতম জাতীয় দুশমন রুশ-ভারত শাসক চক্রের নির্দেশে তাদের পা-চাটা গোলাম মুজিব সরকার 'গণশক্তি' পত্রিকার কণ্ঠরোধ করল বটে, কিন্তু 'গণশক্তি' যে ন্যায়সংগত সংগ্রামের বাণী ছড়িয়ে দেয় তার কণ্ঠ রোধ করতে পারে নি। জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক মুক্তি ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য 'গণশক্তি'র

সংগ্রামী শ্লোগান পরিণত হয় জাতীয় শ্লোগানে।···সেই গণ-শক্তির জোয়ারেই ভেসে গেল 'গণশক্তি'র উপর হানাদার জাতীয় বেঈমান স্বৈরাচারী মুজিবশাহী এবং অনেকখানি শিথিল হল তার বিদেশী প্রভু রুশ-ভারতের কব্জা।··জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য রুশ-ভারতের শাসক-শোষক চক্র ও তাদের নিয়ন্ত্রিত জাতীয় বেঈমান মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে দেশের সকল স্তরের জনগণের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পটভূমিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ই আগস্ট উৎখাত হলো মুজিব সরকার এবং ৭ই নভেম্বর উৎখাত হল রুশ-ভারতের দালাল জাতীয় বেঈমান খালেদ মোশাররফ চক্র। এর ফলে দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে ঘটেছে পরিবর্তন। আর তারই ফলে 'গণশক্তি' পেয়েছে পুনরায় প্রকাশের অধিকার।···

'গণশক্তি' পুনঃপ্রকাশ করতে গিয়ে আমরা সালাম জানাই হাজার হাজার বীর শহীদদের—যারা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ময়দানে জীবন আহুতি দিয়েছেন।··আর সংকল্প নিচ্ছি, গণশক্তি তোমাদের রক্তদানকে বৃথা যেতে দেবে না, তোমাদের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য গণশক্তি বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।···

'গণশক্তি' হচ্ছে দেশের সকল স্তরের দেশপ্রেমিক জনগণের মুখপত্র। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক মুক্তি ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য এবং বিদেশের শোষিত নিপীড়িত মুক্তিকামী জনগণের সমর্থনে গণশক্তি তার জন্মলগ্নে যে সংগ্রামের পতাকা উর্ধে তুলে ধরেছিল, যে জন্য গণশক্তি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, আজও গণশক্তি সেই সংগ্রামের পতাকাকেই উর্ধে তুলে ধরবে। 'গণশক্তি' সংগ্রাম করে যাবে

এক স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সুখী-সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ কায়েমের জন্য।

'গণশক্তি' সংগ্রাম চালাবে আমাদের মাতৃভূমির উপর সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী দস্যুদের আগ্রাসন, হস্তক্ষেপ, লুণ্ঠন এবং আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম চালাবে ঐ বিদেশী দস্যুদের দালাল আওয়ামী-বাকশালী, মস্কোপন্থী ও তাসদের দেশদ্রোহী দুশমনদের রাজনৈতিক ও নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে, সংগ্রাম চালাবে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর অতি বৃহৎ শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আমাদের দেশের ও জনগণের সবচেয়ে বড় দুশমন রাশিয়া ও ভারতের শাসক-শোষক চক্র ও তাদের দালাল মীরজাফরদের বিরুদ্ধে। 'গণশক্তি' প্রজ্বলিত করবে জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম, 'গণশক্তি' সংগ্রাম করে যাবে এই প্রতিরোধ যুদ্ধের মুলশক্তি শ্রমিক-কৃষকের উপর নির্ভর করে দেশের সকল স্তরের জনগণকে জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। জাতীয় প্রতিরোধ, জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক মুক্তি, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জোট নিরপেক্ষতার সপক্ষে বর্তমান সরকার যে সব পদক্ষেপ নেবেন তাকে আমরা স্বাগত জানাবো ও সমর্থন করব, পক্ষান্তরে এসব ক্ষেত্রে সরকার দুর্বলতা ও দোদুল্যচিত্ততা দেখালে এবং ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করলে জাতীয় স্বার্থে ও জনস্বার্থে আমরা তার সমালোচনা করব। গণশক্তিকে সর্বহারা, আধা সর্বহারা শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনগণের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাংখা ও দাবী-দাওয়া পাবে ভাষা, গণশক্তিতে প্রকাশ পাবে উপরোক্ত সকল স্তরের জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়া। ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে দেশের সকল স্তরের জনগণের আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে গণশক্তি।···

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক শাহানা প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ৪৩/১ যোগীনগর লেন, ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ০.৫০ পয়সা। সাইজ : ১৬" × ১১½"।

নব পর্যায়ে ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২১ চৈত্র রোববার ১৩৮২ [৪ এপ্রিল ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৮।

নব পর্যায়ে ১ম বর্ষ ২৮শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৩ আশ্বিন রোববার ১৩৮৩ [১০ অক্টোবর ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ০.৫০ পয়সা। সাইজ : ২২"× ১৬"।

নব পর্যায়ে ১ম বর্ষ ৩৩শ সখ্যার প্রকাশ ২৮ কার্তিক রোববার ১৩৮৩ [১৪ নভেম্বর ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৮।

নব পর্যায়ে ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৬ চৈত্র রোববার ১৩৮৩ [২০ মার্চ ১৯৭৭]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৫০ পয়সা।

বস্ত্রশিল্প। 'বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের মাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮০ [এপ্রিল ১৯৭৬]। সম্পাদক : কলিম শরাফী। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : ইকরাম আহ্‌মেদ। 'আমাদের কথা'য় পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

> বাংলাদেশের আধুনিক বস্ত্রশিল্পের নিখুঁত চিত্র, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং সংস্থার প্রায় সত্তরটি প্রকল্পের সংগঠক, ব্যবস্থাপক ও সাতষট্টি হাজারেরও অধিক সাধারণ কর্মীর কর্ম প্রয়াসকে জনসাধারণের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবারের নব বর্ষে সংস্থার মাসিক মুখপত্র 'বস্ত্রশিল্প'-এর যাত্রা শুরু হল। শুধু তাই নয়, সংস্থার বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর পারস্পরিক চেনাজানাকে অধিকতর হৃদ্যতাপূর্ণ ও দৃঢ়মূল করার ক্ষেত্রেও এই সাময়িকী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হবে।...

পত্রিকাটি ৩৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা থেকে বাবশিস-এর পক্ষে কলিম শরাফী কর্তৃক প্রকাশিত ও সপ্তর্ষি মুদ্রায়ণ, ২ ওয়্যার স্ট্রীট,

ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৯। সাইজ: ১০½''×৮''।

২য় সংখ্যা থেকে ৯ম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন কাজী আলা-উদ্দিন আহমদ। ১০ম সংখ্যা থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন মীর্জা আবদুল মতিন।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৭।

তির্যক। 'অনিয়মিত নাট্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৩ [মে ১৯৭৬]। সম্পাদক: রবিউল আলম।

পত্রিকাটি তির্যক নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে হাবিবউল্লাহ কর্তৃক ৮৩/এ হাই লেভেল রোড, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদক কর্তৃক কোহি-নুর ইলেকট্রিক প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭২। দাম ৩.০০। সাইজ: ৮½''×৫½''।

'তির্যকের শ্লোগান':

দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত ভাল নাটক দেখার অভ্যাস করুন, না হলে ইতিহাসের জঞ্জালে পরিণত হবেন।

অকারণ দুর্বোধ্যতা নাটকের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করে, নাটকের প্রতিষ্ঠা চাইলে তাকে গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না।

বুর্জোয়া অবক্ষয়ী অপসংস্কৃতি, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি-বাদ বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করুন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

এর সঙ্গে তির্যক কিছু দাবিও উত্থাপন করেছেন:

তির্যকের জন্মলগ্নের যন্ত্রণাকাতর শপথ, নাটক চাই।

জীবনের প্রতিচ্ছিত্র সম্বলিত প্রগতিশীল নাটক উপস্থাপিত করতে চাই পরিচ্ছন্ন দর্শকের সামনে।

দেশের সঠিক সংস্কৃতির বাস্তব রূপায়ণ চাই।

যতদূর সম্ভব নিয়মিত পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে চাই।

অবক্ষয় ও হতাশা থেকে মুক্তি চাই; মুক্ত করতে চাই সকলকে।

যুগযন্ত্রণার প্রতিফলনে বিস্তৃত হোক প্রেক্ষাপট

নাটকের মুকুরে আমরা স্বরূপ দর্শনে নিষ্ঠাবান।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 'নাট্য ত্রৈমাসিক' রূপে প্রকাশিত আশ্বিন ১৩৮৩ [২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ১৩৮। দাম ৩.০০।

১ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ মাঘ ১৩৮৩ [জানুয়ারী ১৯৭৭]। এ-সংখ্যায় বলা হয়:

> তির্যক প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে এ বছরের বৈশাখ মাসে অনিয়মিত আকারে, দ্বিতীয় সংখ্যা আশ্বিনে ত্রৈমাসিক হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে; কিন্তু সময় ও অর্থাভাবে চৈত্রের মধ্যে আরো দুটি সংখ্যার প্রকাশনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা এক যোগে বিশেষ বর্দ্ধিত সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। কাগজ ও মুদ্রণের উচ্চমূল্য এবং বর্দ্ধিত সংখ্যা-টির বিশেষ আয়তন বৃদ্ধির কারণে এবার প্রতি কপি পত্রিকার উৎপাদন মূল্য পড়েছে প্রায় এগারো টাকা। তাই অনেকটা নিরূপায় হয়েই এবার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করতে হলো পাঁচ টাকা।

পৃষ্ঠা ২২৬। দাম ৫.০০।

৩য় বর্ষ ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৮৫ [অক্টোবর ১৯৭৮]। পৃষ্ঠা ১৩২। দাম ৪.০০।

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৮৫ [একাদশ খণ্ড এপ্রিল ১৯৭৯]।

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৩৮৫।[১] পৃষ্ঠা ১২৩। দাম ৫.০০।

কলমতয়। 'সুকান্ত একাডেমীর ত্রৈমাসিক পত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ শ্রাবণ ১৩৮৩। সম্পাদক: কাজী মন্টু। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> বিরাজমান অপসংস্কৃতির স্রোতকে চূর্ণ করে শোষিত শাসিত মানুষের বাঞ্ছা ও লক্ষ্যসম্মত গণসংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদান

---

[১] প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দ্বাদশ খণ্ড নভেম্বর ১৯৭৯ হিসেবে।

রাখা সুকান্ত একাডেমীর বিঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। 'কনভয়' এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

'কনভয়' নতুন উদ্যমের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত-অসম্পর্কিত, নবীন প্রবীণ নির্বিশেষে সাহিত্য সংস্কৃতি অনুরাগীদের রচিত গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ আলোচনা, সমালোচনা ইত্যাদি আমরা ছাপাবো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকছে, শুধুমাত্র জনগণের বিজ্ঞানভিত্তিক আশা-আকাঙ্খাসম্মত লেখাসমূহ পত্রিকায় ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

পত্রিকাটি সুকান্ত একাডেমীর পক্ষে মনিরুজ্জামান চঞ্চল কর্তৃক ২৯/৩০ ললিতমোহন দাস লেন, পীলখানা, ঢাকা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং শাহজাহান চৌধুরী কর্তৃক তিতাস প্রিন্টিং প্রেস, ২৯/৩০ ললিত মোহন দাস লেন, পীলখানা ৯ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৯। দাম ১.০০। সাইজঃ ১১"×৮½"।

দৈনিক বাংলা তার 'প্রসঙ্গ : পত্রপত্রিকা'য় 'কনভয়' সম্পর্কে বলেন :

সুকান্ত একাডেমীর পত্রিকার ১ম সংখ্যা সুকান্ত জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে (শ্রাবণ ১৩৮৩)।

বড় আকৃতির ১৮ পৃষ্ঠার এক টাকা দামের এই পত্রিকাটি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত। পত্রিকার বিঘোষিত নীতি হচ্ছে 'বিরাজমান অপসংস্কৃতির স্রোতকে চূর্ণ করে শোষিত শাসিত মানুষের বাঞ্ছা ও লক্ষ্যসম্মত গণসংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদান রাখা সুকান্ত একাডেমীর বিঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কনভয় সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।' এবং তারা বলেছেন 'শুধুমাত্র জনগণের বিজ্ঞানভিত্তিক আশা আকাঙ্খাসম্মত লেখা সমূহ এই পত্রিকায় ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।' যদিও পত্রিকার প্রথম সংখ্যারই কবিতাগুলো সে দাবী পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি।

ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'সুকান্ত প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি মূল্যবান। প্রবন্ধে এক দিকে তিনি যেমন সুকান্তের সঠিক মূল্যায়ন প্রয়াসী হয়েছেন, অপর দিকে তেমনি তুলে ধরেছেন প্রগতিশীল সাহিত্যের স্বরূপ। প্রচলিত ধারণা খণ্ডন করে তিনি বলেছেন, প্রগতিশীল সাহিত্য হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের সাহিত্য, অর্থাৎ তেমন সাহিত্য যা মানুষে মানুষে যুগান্তরের অমানবিক সম্পর্কগুলোর অবসান ঘটাতে চায়, সাধারণ মানুষকে দিতে চায় মানুষের পরিপূর্ণ অধিকার ও সম্মান।

সংকলিত প্রবন্ধগুলো হচ্ছে : আবুল কাশেম ফজলুল হকের 'সংকটের চার উৎস' ও ডঃ সরোজ মোহন মিত্রের 'সুকান্ত প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।' আর আছে অসীম সাহার 'সাহিত্যে বাস্তববাদী দর্শনের প্রতিফলন' ও সমুদ্রগুপ্তের প্রবন্ধ। পত্রিকাটি তার প্রবন্ধ-গুলোর জন্যই মূল্যবান।

দৃষ্টি। সাপ্তাহিক। 'বিশেষ সংখ্যা'র প্রকাশ ১৪ আগস্ট ১৯৭৬। সম্পাদক : মোহাম্মদ নুরুল আমিন। উপদেষ্টা সম্পাদক : এস. কে. হাসমী। 'অন্ধজনে দেহ আলো' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় :

…দেশের বিপুল সংখ্যক অন্ধদের জীবন যাত্রা প্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি এবং চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে শিক্ষিতজনেরাও অজ্ঞ। অথচ বেশ কয়েক-জন অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তর অতিক্রম করেছেন। জাতীয় অন্ধ সংস্থার বর্তমান সভাপতি জনাব এস. কে. হাসমীও একজন এম. এ., এম. এড. এদের সম্পর্কে সাধারণের কৌতূহলের সীমা নেই। সেই জন্যই এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। দেশের দশ লক্ষাধিক অন্ধের পুনর্বাসনে সহায়তা করা এ পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য হলেও এটা শুধু তাদের বিষয়েই কেন্দ্রীভূত থাকবে না।

পত্রিকাটি জাতীয় অন্ধ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শেখ মোঃ আবদুল হালিম কর্তৃক আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২১ মীরপুর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩৬ অরফানেজ রোড, ঢাকা-১ থেকে জাতীয় অন্ধ সংস্থার

পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ৬০ পয়সা। সাইজ: ১৬½"×১১½"। কার্যালয়: ১২/১ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১৩।

দৈনিক বাংলা [৩ অক্টোবর রোববার, ১৯৭৬]-য় পত্রিকাটি সম্পর্কে বলা হয়:

> জাতীয় অন্ধ সংস্থার অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত সাহিত্য প্রধান এই রম্য সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ২৫শে আগষ্ট ৭৬-এ। তার আগে ১৪ই আগষ্ট-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এতে রয়েছে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় কলাম: দেশে বিদেশে, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। তাছাড়া আছে গ্রন্থ আলোচনার একটি কলাম। এখানে আলোচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি বই।
>
> লেখা নির্বাচনে বেশ যত্ন ও পরিশ্রমের ছাপ আছে। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশনায় আরো পরিচ্ছন্ন হবে আশা করি। পত্রিকার ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা আছে দেশের দশ লক্ষাধিক অন্ধের পুনর্বাসনে সহায়তা করা এ পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি সে উদ্দেশ্য সফল হবে।

১ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশ ৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার ১৯৭৭ এবং প্রথম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৭ নভেম্বর সোমবার ১৯৭৭।

ঠিকানা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ আগষ্ট বুধবার ১৯৭৬ [৮ ভাদ্র ১৩৮৩]। সম্পাদক: আবুল হোসেন মীর।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রেস ক্লাব ভবন, মুজিব সড়ক [জিন্নাহ রোড] যশোর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ৫ সেপ্টেম্বর রোববার ১৯৭৬ [২১ ভাদ্র ১৩৮৩]। এবং ১ম বর্ষ ৪৯শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৫ শ্রাবণ বুধবার ১৩৮৩ [১০ আগষ্ট ১৯৭৬]।

২য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ২৫ পৌষ রোববার ১৩৮৩ [৬ জানুয়ারী

১৯৭৭]। অতঃপর সাপ্তাহিক ঠিকানা দৈনিক-এ পরিবর্তিত হয় 'গ্রাম বাংলার গণমানুষের মুখপত্র'রূপে। দৈনিকটির ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৮৫ [৩ আগষ্ট ১৯৭৮]। সম্পাদক : আবুল হোসেন মীর।

পত্রিকাটি প্রেস ক্লাব ভবন, যশোর থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ঠিকানা মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ২১½″×১৬″।

৪র্থ বর্ষ ২০১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২১ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৮৮ [৫ মার্চ ১৯৮২]। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ছাড়াও কার্যনির্বাহী সম্পাদক একরামউদদৌলা।

৪র্থ বর্ষ ২৪৮ সংখ্যার প্রকাশ ১০ বৈশাখ শনিবার ১৩৮৯ [২৪ এপ্রিল ১৯৮২]।

সৈনিক। সাপ্তাহিক। নব পর্যায়ে ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩০ আগষ্ট সোমবার ১৯৭৬ [১৩ ভাদ্র ১৩৮৩]। সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুল গফুর।

'নতুন শপথ' -এ বলা হয় :

> ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান কায়েম হয়। কিছু দিন যেতে না যেতেই ক্ষমতা ও গদীনসীন নেতারা আযাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে নবজাত রাষ্ট্রটিকে স্বার্থ শিকারীদের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করবার প্রয়াসে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেদিন জনসাধারণের পক্ষ হয়ে কথা বলবার জন্যে কোন পত্র পত্রিকা এদেশে ছিল না। সাপ্তাহিক সৈনিকই প্রথম জনতার কাতারে দাঁড়িয়েঅর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক আযাদীর দাবীতে এক তুমুল আন্দোলনের সূচনা করে। অসাম্য, বৈষম্য, দুর্নীতি, শোষণ জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঝাণ্ডা উচ্চে তুলে ধরে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও আদর্শিক নিজস্বতাকে ভিত্তি করে সৈনিক এ সংগ্রাম চালিয়ে যায়। অর্থহীন বিত্তহীন অথচ ইমানের আগুনে প্রদীপ্ত গুটিকয়েক নিঃস্বার্থকর্মী কেবল মাত্র নির্ভেজাল আন্তরিকতা ও

প্রবল আশাবাদ সম্বল করে সংগ্রামের গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নেতৃত্ব সেদিন জাগিয়েছিল বিপুল সাড়া যদিও সমাজের বিত্তবান অংশ ছিল তমদ্দুন মজলিস ও সৈনিকের আন্দোলনের প্রতি বিরূপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধী। ফলে আর্থিক সংকট বারবার সৈনিকের যাত্রাপথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে, ফলে বার বার সৈনিককে পিছু হটতে হয়েছে তামুদ্দুনিক ও আদর্শিক রণাঙ্গন থেকে অথচ সংগ্রামের সৈনিকের ধর্ম —তাই প্রয়োজন মুহূর্তে বার বার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। এ দেশের গণ মানুষের মুক্তি আন্দোলনের চির-দিনের সৈনিক ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এই প্রথম আবার সৈনিক আত্মপ্রকাশ করছে। এদেশের জনগোষ্ঠী যাতে তাদের স্বকীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত জাতি সত্তাকে সর্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হামলার মোকাবেলায় বিপদমুক্ত রেখে তাদের জীবন আদর্শের আলোকে তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে পারে, তাদের রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে পারে, সর্বপ্রকার শোষণ, জুলুম, নিপীড়ন দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করতে পারে তজ্জন্য দেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্ব রক্ষায় সম্প্রসারণবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনাই হবে সৈনিকের এই মুহূর্তের প্রথম কর্তব্য। যে আদর্শিক বুনিয়াদের উপর বাংলাদেশের বর্তমান চৌহদ্দি তার অলঙ্ঘনীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে আছে সেই বুনিয়াদকে মজবুত করাই আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সত্যিকার রক্ষা কবচ বলে সৈনিক মনে করে। কাজেই আদর্শের সংগ্রামই আমাদের স্বাধী-নতা ও সর্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রাম। শ্রেণীহীন শোষণ ও জুলুমহীন সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত একটি সুচীসুন্দর প্রবল আত্মবিশ্বাসী সমাজ

গঠন ইসলামেরই মৌলিক ও বৈপ্লবিক অভিপ্রায়। এই ধরণের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে সৈনিক অতীতেও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে, বর্তমানেও এই সংগ্রামের জন্য সৈনিক বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ তুলবে। মানুষ সংগ্রাম করে বাঁচার জন্য শত্রুর হাত থেকে নিজের অস্তিত্বকে মুক্ত করে জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার সাধনায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। আমাদের সংগ্রাম বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক আমাদের বিজ্ঞান প্রেস, ৩২/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৬১/২ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ ১৭´´×১২´´। সৈনিক এ পর্যায়ে কিছুদিন প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক বার্তা। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ৯ কার্তিক সোমবার ১৩৮৩ [১৮ অক্টোবর ১৯৭৬]। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী।

পত্রিকাটি সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান কর্তৃক দৈনিক বার্তাপ্রেস, নাটোর-রোড, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা সাইজ : ২২´´×১৬´´।

প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ৪ কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৮৩ [২১ অক্টোবর ১৯৭৬]।

প্রথম বর্ষ ৫৪শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৬ শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ [১২-ডিসেম্বর রবিবার ১৯৭৬]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৩৮শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৮৪ [২৫ নভেম্বর ১৯৭৭]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ০.৫০ পয়সা। এ সংখ্যায় পত্রিকার নামের ঠিক নিচেই মুদ্রিত আছে 'উত্তর জনপদ থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর জাতীয় পত্রিকা' কথা কটি। এ সংখ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে দেখা যায় নুরুল ইসলাম পাটোয়ারীকে। পত্রিকাটি এ সময় সম্পাদক কর্তৃক দৈনিক বার্তা প্রেস, নাটোর রোড, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৭ম বর্ষ ২৭৯শ সংখ্যার প্রকাশ ৩১ জুলাই রবিবার ১৯৮৩।

মহুয়া। 'ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ [নব পর্যায়ে] কার্তিক ১৩৮৩ [অক্টোবর ১৯৭৬]। সম্পাদক: মোঃ আশরাফউদ্দিন। নির্বাহী সম্পাদক: মুশাররাফ করিম। 'কথা মুখ'-এ ময়মনসিংহের তৎকালীন জেলা প্রশাসক বলেন:

> ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের 'মহুয়া' পুনবায় প্রকাশিত হতে দেখে আমি অত্যধিক আনন্দ বোধ করছি।…
>
> যে কোন জাতির আভিজাত্যে ফুটে ওঠে সেই জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির চেহারা ও মেজাজে। সাহিত্য জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার বিশ্বাসী মাধ্যম।
>
> …গোটা জেলার প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়ানৈপুণ্য, গায়ক শিল্পীদের প্রতিভার পরিচয়, বিভিন্ন শিক্ষামূলক আলোচনা, দেশ-ব্যাপী উন্নয়নের ছায়াছবি, পল্লীউন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম ইত্যাদি সুসংবাদ জনসমক্ষে তুলে ধরে দেশ ও জাতি গঠনে মহুয়া অনেকাংশে সহায়ক হবে।

ময়মনসিংহের জেলা বোর্ডের তৎকালীন সচিব 'মহুয়া প্রসঙ্গে' বলেন:

> …শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা মানুষের আত্মার বিশেষ খোরাক যোগানের দায়িত্ব বহন করতো ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এক কালের মাসিক 'মহুয়া'। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশেষ পরিস্থিতিকালে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ছিল …।

সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> দীর্ঘ বিরতির পর বহু চড়াই-উৎরাই ডিঙ্গিয়ে মহুয়ার পুনর্বার আত্মপ্রকাশ ঘটলো।
>
> …লোকসাহিত্যের পাদভূমি ময়মনসিংহ জেলাসহ বাংলাদেশের সমকালীন প্রতিভাবানদের প্রতিভার বিকাশ এবং সঠিক মূল্যায়নই হবে মহুয়ার ভূমিকা।

পত্রিকাটি শামসুদ্দীন খান কর্তৃক প্রকাশিত এবং জিলা বোর্ড প্রেস, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৫। দাম ২.০০। সাইজ : ৯¼"×৭¼"।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ [নভেম্বর ১৯৭৬]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> জেলা বোর্ডের প্রযোজনায় প্রকাশিত হলেও মহুয়া একটি নিখাদ সাহিত্য পত্রিকা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।…

পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ২.০০।

১ম বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। সম্পাদক : শাকীবউদ্দীন আহমদ। পৃষ্ঠা ৭০+২৪।

সংবর্ত। ত্রৈমাসিক। সম্পাদক : কৌশিক আহমদ, আলী মাসুদ। দৈনিক বাংলা [৩১ অক্টোবর রবিবার ১৯৭৬]-য় বলা হয় :

> ত্রৈমাসিক সংবর্তের দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এই পত্রিকাটি মানের দিক থেকে বেশ উন্নত এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত যে কোন উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকার সাথে তুলনীয়। কি লেখায়, কি প্রচ্ছদে, অথবা প্রকাশনার যত্নে।
>
> পত্রিকায় সংযোজিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প এবং আলোচনা। প্রত্যেকটি বিভাগেই যত্নের পরিচয় সুস্পষ্ট, সংবর্তের প্রবন্ধগুলোও বেশ ব্যতিক্রমী।…
>
> জুলফিকার মতিনের গল্প 'অচরিতার্থ' উল্লেখের দাবী রাখে। একটা বিশেষ সময়ে দেশের সর্বত্র দুর্নীতি হত্যা লুণ্ঠন ভীতিপ্রদর্শন অপহরণ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তার চিত্র হৃদয় স্পর্শ করে এ গল্পে।
>
> পত্রিকাটিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় বিষয় হলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ওপর (অন্য ঘর অন্য স্বর গ্রন্থ আলোচনার ভিত্তিতে) হাসান আজিজুল হকের লেখাটি। আখতারুজ্জা-

মানের রূঢ়, কর্কশ, খরখরে নির্মম লেখার ওপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাটি পড়ে পাঠক যেমন, তেমনি নতুন সমালোচকও উপকৃত হবেন।

তবে সংর্বতে প্রকাশিত কবিতার অংশটি অন্যান্য অংশের তুলনায় ম্লান। অবশ্য দু'একটি কবিতা ছাড়া।...

পৃষ্ঠা ৯৬। দাম : ২.০০।

কিছু দিন রৌদ্রের মুখোমুখী। ত্রৈমাসিক। দৈনিক বাংলা [৩১ অক্টোবর রবিবার ১৯৭৬]-র আলোচনায় বলা হয় :

চট্টগ্রামস্থ কবিতা সমিতির ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা 'কিছু দিন রৌদ্রের মুখোমুখী' প্রকাশিত হয়েছে জুলাই-এ। তেইশজন কবির কবিতা নিয়ে এ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা সমিতির সভাপতি ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও ডঃ আনিসুজ্জামান রয়েছেন পত্রিকাটির উপদেষ্টা।

কিছুদিন রৌদ্রের মুখোমুখিতে সংযোজিত হয়েছে রণজিৎকুমার চক্রবর্তীর একটি প্রবন্ধ 'শামসুর রাহমানের কাব্যে চিত্রমূর্তি'। ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রবন্ধে লেখক তার দৃষ্টিভঙ্গীতে শামসুর রাহমানকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।...

সাহিত্য সাময়িকী। সংকলন। ১ম সংকলনের প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৪। সম্পাদক: মোতাহার আহমদ। পত্রিকাটি রওশন আরা বেগম কর্তৃক ১৫ লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ৩.০০। সাইজ : ৯½"×৭"।

২য় সংকলনের প্রকাশ কার্তিক ১৩৮৩। পৃষ্ঠা ৪৮।

কিষাণ। সাপ্তাহিক। 'বাংলার কিষাণের একমাত্র মুখপত্র।' ৬ষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ১৪ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৮২ [২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬]। সম্পাদক :

এ কিউএম. জয়নুল আবেদিন। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'আবার যাত্রা হলো শুরু'তে বলা হয়:

অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর সাপ্তাহিক কিষাণ আত্মপ্রকাশ করলো। সাবেক সরকার তথাকথিত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। দেশের সব সংবাদপত্র বাতিল করে দিয়েছিলেন। ... বর্তমান সরকার সে রুদ্ধপথ মুক্ত করে দিয়েছেন। ... সাবেক সরকার কর্তৃক বাতিলকৃত সংবাদপত্রসমূহ পুনঃপ্রকাশনার অনুমতি প্রদান করেছেন।...

সাপ্তাহিক কিষাণ বাংলাদেশের মেরুদণ্ড কিষাণ সম্প্রদায়ের অব্যক্ত বাসনা, অপ্রকাশিত বেদনা, অমৃত আনন্দ অকথিত বাণীকে সকলের সামনে তুলে ধরবে।...তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে দেশ।...

সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক ১২৮ বি. খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি প্রিন্টার্স, ইস্পাহানী বিলডিং, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

৬ ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যাটির প্রকাশ ২৮ ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৮২ [১২ মার্চ ১৯৭৬]। সাপ্তাহিকটি দৈনিক-এ রূপান্তরিত হয় [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] ২১ কার্তিক রবিবার ১৩৮৩ [৭ নভেম্বর ১৯৭৬]। সম্পাদক: এ. কিউ. এম. জয়নুল আবেদিন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: মিজানুর রহমান মিজান। বিশেষ সম্পাদিকীয় 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু'তে পত্রিকাটির জন্ম ইতিহাস বিবৃত হয়েছে:

কিষাণ সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হিসাবে গোপাল গঞ্জ থেকে ছয় বছর আগে ১৯৭০ সনে। ...এই সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে সাপ্তাহিক কিষাণ গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক কিষাণের উপর নেমে এসেছিল তৎকালীন শাসক শোষক গোষ্ঠির করাল থাবা। ...

এক পর্যায়ে সম্পাদককেও কারাগারে নিয়ে গিয়েছিল।

এ-পর্যায়ে পত্রিকাটি কাজী হারুনুর রশীদ কর্তৃক দি প্রিন্টার্স, ৩১/৩২ পি. কে. রায় রোড [বাংলা বাজার] ঢাকা ১-থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩০শ সংখ্যার প্রকাশ ১৫ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৮৯ [২৯ এপ্রিল ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.২০। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান কাজী আবদুল কাদের সংখ্যাটিতে 'এক বিশেষ ঘোষণা'য় জানান :

> আমাদের আর্থিক সংকট এবং ব্যবস্থাপনায় চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ার দরুন ৩০ শে এপ্রিল ৮২-এর পর থেকে দৈনিক কিষাণ আর প্রকাশিত হবে না। তবে যদি আর্থিক সংগতি ফিরে আসে এবং পত্রিকা প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহলে পুনরায় দৈনিক কিষাণ আত্মপ্রকাশ করবে এবং তা যথাসময়ে সকলকে জানানো হবে।

দৈনিক দেশ [৩য় বর্ষ ২৮৪শ সংখ্যার : ১৪ মে শুক্রবার ১৯৮২] পত্রিকায় প্রকাশিত 'দৈনিক কিষাণ পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

> কাজী আবদুল কাদেরের সম্পাদনায় শিগগিরই দৈনিক কিষাণ পুনঃ প্রকাশিত হবে। কয়েক সপ্তাহ আগে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার দৈনিক কিষাণ লিমিটেডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
>
> বাসস জানায়, কোম্পানীর মালিক কাজী আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে গতকাল পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক, সাধারণ ও প্রেস সেকশন কর্মচারীদের এক সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূর্বাহ্নে দৈনিকটির সম্পাদক জনাব জয়নুল আবেদীন চৌধুরী স্বেচ্ছায় তার সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। জনাব জমির আলী পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৮৯ [১ জুন ১৯৮২]। সম্পাদক : কাজী আবদুল কাদের। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : মোহাম্মদ জমির আলী। পত্রিকাটি দৈনিক কিষাণ লিমিটেডের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০ হাটখোলা রোড, ঢাকা ৩ থেকে মুদ্রিত ও ৩৬৯ আউটার সার্কুলার রোড, ঢাকা-১৭ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.২০। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'নবতর যাত্রার এই লগ্নে' বলা হয় :

> নবতর পর্যায়ে দৈনিক কিষাণ-এর এই যাত্রা লগ্নে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করি। সুদীর্ঘ এক মাস কিষাণ-এর নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ ছিলো।...
>
> কালের পরিক্রমায় দৈনিক কিষাণ বহু ব্যক্তির স্পর্শ নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করেছে, আবার সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এ চলার গতি ব্যাহত হয়েছে বার বার। ...একটি পর্যায়ে প্রশাসনিক জটিলতাই প্রশাসনিক অচলাবস্থায় পরিণত হয়েছে।...
>
> এমনি অনিশ্চিত অবস্থার অবসান কাম্য ছিলো সকলেরই। প্রথমেই প্রয়োজন ছিলো একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো। আল্লাহর রহমতে সেই কাঠামো দাঁড় করাতে কর্তৃপক্ষ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। আর কর্তৃপক্ষের এই সাহসী পদক্ষেপকে বাস্তবে রূপদান করতে কিষাণ-এর কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মচারীবৃন্দ সচেতন সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাদের এই সদিচ্ছাকে ভিত্তি করেই দৈনিক কিষাণ-এর এই নবতর যাত্রা।...

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৮৯ [৩ জুন ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৮।

৭ম বর্ষ ৭১শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৩ বৈশাখ ১৩৯০ [১৭ এপ্রিল ১৯৮৩]। দৈনিক ইত্তেফাক [১১ জুলাই সোমবার ১৯৮৩]-এ প্রকাশিত 'ডিইউজের উদ্বেগ' সংবাদে বলা হয় :

বাসস জানায়, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ দৈনিক 'কিষাণে'র সাংবাদিকদের জুন মাসের বেতন প্রদানে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

গতকাল [রবিবার] রাত্রে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা এ ব্যপারে 'কিষাণ' কর্তৃপক্ষের মনোভাবকে অমানবিক বলিয়া নিন্দা করেন।

৭ম বর্ষ ১৫৩শ সংখ্যার প্রকাশ ৩১ আষাঢ় শনিবার ১৩৯০ [১৬ জুলাই ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৪০। এ-সংখ্যায় বলা হয়:

যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ গত ১১ই জুলাই সংখ্যা দৈনিক কিষাণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

প্রকৃত পক্ষে ১১ থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ ছিল।

৭ম বর্ষ ১৭৪শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৭ আগষ্ট রবিবার ১৯৮৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। দাম ১.৪০।

গল্পপত্র। 'সাম্প্রতিক গল্প আন্দোলনের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংকলনের প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭৬। সম্পাদক: মুশতাক আহমেদ কায়সার। সংকলনটি সাহিত্য ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং সার-ওয়ার প্রিন্টিং হাউস, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৩০ পয়সা।

নববার্তা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৮৩ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬]। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদিকা: নূরজাহান বেগম। পত্রিকাটি নাজমা চৌধুরী কর্তৃক ১১৭ ডি. আই. টি. এভেন্যু থেকে প্রকাশিত এবং মিউচুয়াল প্রিন্টিং প্রেস, ৮৫ বিজয়নগর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৬" × ১১½"।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯ পৌষ সোমবার ১৩৮৩ [৩ জানুয়ারী ১৯৭৭]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

নয়াবার্তা। 'প্রগতিশীল জাতীয় সাপ্তাহিক।' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৭ নভেম্বর রোববার ১৯৮২। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: শেখ শহীদুল ইসলাম। সম্পাদক: মামুন উর রশীদ চৌধুরী। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: ওয়াহিদুর রশীদ খান। সম্পাদকীয় 'অগ্রযাত্রার আর এক বছর শুরু'তে বলা হয়:

> বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে ৫ বছর আগে 'নয়া বার্তা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে।...
>
> ...সমস্যা জর্জরিত দেশ ও জনগণের সঠিক অবস্থা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি সাবেক বি. এন. পি. সরকারের সফলতা ও সীমাহীন ব্যর্থতার করুণ চিত্র তুলে ধরতে। বি. এন. পি'র কতিপয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে নেতা, উপনেতা, পাতি নেতা ও কর্মীদের সীমাহীন দুর্নীতি ও রাতারাতির কথা জন-সমক্ষে তুলে ধরতে গিয়ে আমাদেরকে কতই না হুমকি-ধুমকি দেয়া হয়েছে। বি. এন. পির এম. পিদের অপকর্মের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি এলাকায় আমাদের সং-বাদদাতাকে নাজেহাল এমন কি জীবন নাশেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের অপকর্ম ও কুকীর্তির সংবাদ পরিবেশনে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টা চললেও আমরা তাকে তোয়াক্কা না করে সেই সব সংবাদ নির্ভয়ে প্রকাশ করেছি। কারণ, বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রতি আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পত্রিকাটি নাজমা চৌধুরী কর্তৃক ৯১ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস, ১৬৫ ডি. আই. টি. এভিনিউ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.০০। সাইজ: ২৩´´×১৬´´।

কৌসম্মী। 'মাসিক সাহিত্যপত্র।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 'ঈদ ৭৬' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: কামাল আতাউর রহমান। সংখ্যাটিতে রয়েছে 'প্রবন্ধ, কবিতা, মিনি গল্প, নাটক।'

সংখ্যাটি মৌমী রহমান কর্তৃক ৩৪৮ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং আনসারউদ্দিন ভূঁইয়া কর্তৃক রুবী প্রেস, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৫। দাম ২.০০। সাইজ: ৮১/২"×৫১/২"।

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৭। সম্পাদক ছাড়াও এ-সংখ্যায় রয়েছেন সহকারী সম্পাদক জয়নুল মজনু ও কাজী নুরুল হুদা। পৃষ্ঠা ৫১। দাম ২.০০।

প্রতিরোধ। মাসিক। 'গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৬। সম্পাদক: আরেফিন বাদল।

পত্রিকাটি জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাটোর প্রেস, ৮৯ যোগিনগর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮৩ [ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৭]। পৃষ্ঠা ১২। সাইজ: ১৬১/২"×১১১/২"।

২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ১ অক্টোবর ১৯৭৭। এ-সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

৩য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১ মে ১৯৭৯ [১৭ বৈশাখ ১৩৮৬]। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ০.৫০।

৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ জানুয়ারী ১৯৮০। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যায় সহকারী সম্পাদক রূপে দেখা যায় নুরুল করিম নাসিমকে। পৃষ্ঠা ১২৮। দাম ৩.০০ টাকা। সাইজ: ১০৩/৪"×৮"।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ অক্টোবর ১৯৮১ [১৪ আশ্বিন ১৩৮৮]। এই 'বর্ষ শুরু' সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রতিরোধ-এর দপ্তর থেকে' পত্রিকাটির ইতিহাস জানা যায়:

> ১৯৭৬ সনের অক্টোবর মাসে 'প্রতিরোধ' গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের মুখপত্র হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। …
>
> প্রতিরোধের প্রথম প্রকাশ মাসিক হিসেবে। …

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১লা অক্টোবর ১৯৭৭ সাল থেকে পত্রিকাটিকে পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশ করা হয়।...

৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ [১ ডিসেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৩০। দাম ০.৫০। সাইজ : ১১"×৮"। এ-সংখ্যায় পত্রিকাটিকে 'বাংলাদেশের প্রথম ও সর্বাধিক প্রচারিত পাক্ষিক' রূপে দাবি করা হয়। সহকারী সম্পাদকরূপে দেখা যায় জাহাঙ্গীর হাবীব-উল্লাহকে। এ-সংখ্যায় বলা হয় :

> প্রতিরোধ গ্রাম বাংলার মানুষ-এর আপন পত্রিকা। এক লক্ষ প্রচার সংখ্যার এই পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে দেশের প্রতিটি গ্রামে ও মহল্লায় গিয়ে পৌঁছে।

৭ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশ ১ এপ্রিল ১৯৮৩।
এ-সংখ্যার পর পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

প্রণোদন। 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর ভলাণ্টারী ষ্টেরিলাইজেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা...১৯৭৬। প্রধান সম্পাদক : ফরিদা রহমান। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : জাকেরিয়া শিরাজী। পত্রিকাটি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর ভলাণ্টারী ষ্টেরিলাইজেশন-এর পক্ষে ডঃ আজিজুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও আসমা আর্ট প্রেস, ১৬ ওয়্যার স্ট্রীট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪০। সাইজ : ১০½"×৮"।

অর্থনীতি জার্নাল। [?]। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৭৬। সম্পাদক : মোহাম্মদ ইউনুস।

> চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ-এর 'ইকনমিক ইকো' নামে একটি পত্রিকার কয়েক সংখ্যা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ করেছে। পূর্ববর্তী সে-প্রকাশনার গণ্ডী ও সম্পাদকীয় নীতিকে পুনর্বিন্যাসিত করে নূতনভাবে একটা সাময়িকী প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি গত বছর। ... 'অর্থনীতি জার্নাল, সে সিদ্ধান্তের কাঠামোতেই পরিকল্পিত।

চট্টগ্রাম অর্থনীতি সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধগুলি নিয়ে 'অর্থনীতি জার্নালে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের জন্য আমরা সমিতির সাধারণ সভায় অনুমতি প্রার্থনা করি। সমিতি দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন এবং ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সম্মেলনগুলির প্রসিডিংস-সংখ্যা প্রকাশে অনুমতি দিয়ে জার্নালকে গৌরবান্বিত করেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩২৫। দাম ৩০.০০। সাইজ: ৯½″ × ৬½।

... ...

সংগ্রাম। দৈনিক। ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৩ মাঘ সোমবার ১৩৮৩ [২৭ এপ্রিল জানুয়ারী ১৯৭৭]।[১] সম্পাদক: আখতার ফারুক। 'নব যাত্রা শুরু'তে বলা হয়:

> …আজ থেকে আঠার শ' উনষাট দিন আগে নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠে ভাষা ফিরে এল আবার। যে কলম খসে পড়েছিল সেদিন হাত থেকে তা আবার ফিরে পেলাম আজ।…

পত্রিকাটি পূবালী আর্ট প্রেস, ২০০ মধ্য বাসাবো, ঢাকা-১৪ থেকে বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ এর পক্ষে সৈয়দ এনামুল হক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২২½"×১৬½"।

সম্পাদকীয় 'সংগ্রামের শেষ নেইতে' বলা হয়:

> ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিপ্লবী সরকারকে। তাদের উদার ও নিরপেক্ষ নীতি সংগ্রামের পুনঃপ্রকাশকে সুগম করল।…
>
> ধন্যবাদ আমরা তাদেরও জানাই সংগ্রামের পদে পদে বাধা দিয়ে যারা আমাদের সংগ্রাম নামই সার্থক করল। চিত্ত তাদের আমাদের উপর প্রসন্ন হোক এটাই আমাদের আজকের প্রার্থনা।
>
> … ভায়ে ভায়ে হানাহানির সেই সকরুণ ইতিহাসকে আমরা ভুলে যেতে চাই। …নতুন দিনের নতুন আলোকে আজ আবার সব ভাইকে একাকার করতে চাই। আমাদের এ সংগ্রাম বিভেদ ভুলিয়ে মিলনের সংগ্রাম। আমাদের এ সংগ্রাম শত্রুতা ভুলিয়ে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এ সংগ্রাম কাউকে ভাতে-

---

[১] দৈনিক সংগ্রাম প্রথম প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৭০। দেখুন মৎপ্রণীত 'বাংলা সাময়িক-পত্র, ১৯৪৭-১৯৭১।' পৃষ্ঠা ২৭৩। নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয় পাঁচ বছর পর।

পানিতে মারার সংগ্রাম নয়। এ সংগ্রাম সবাইকে ভাতে-পানিতে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম।

৯ম বর্ষ ৯৭শ সংখ্যার প্রকাশ ১৩ বৈশাখ বুধবার ১৩৯০ [২৭ এপ্রিল ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৪০ পয়সা। সম্পাদক: আবুল আসাদ। পত্রিকাটি আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড (বড় মগ-বাজার), ঢাকা ১৭ থেকে বাংলাদেশ পাবলিকেন্স লিঃ-এর পক্ষে, এস. এম এইচ. হুমায়ুন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রিপোর্টার। 'রবিবারের সাপ্তাহিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭। সম্পাদক: ওবায়দুল হক কামাল।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১১৮/এ, আরামবাগ থেকে প্রকাশিত ও বানো-কপেতা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৫ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৮৩। প্রধান সম্পাদক: এরশাদ মজুমদার।

পত্রিকাটি ইসাহাক মজুমদার কর্তৃক ২৮/জে টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং সোনালী মুদ্রণ, ১৯৪/৪৫ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০। সাইজ: ১৬½″×১১½″।

৬ষ্ঠ বর্ষ ২৮শ সংখ্যার প্রকাশ ৮ জুলাই শুক্রবার ১৯৮৩। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৫ আগষ্ট শুক্রবার ১৯৮৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮।

ঝিনজিরা। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭। সম্পাদক: মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: মোঃ সাইফুল ইসলাম। দ্বিতীয় সম্পাদকীয় 'একটি পত্রিকা'য় পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য বিবৃত হয়:

এই এলাকার উন্নয়নমূলক কার্যকে তুলে ধরার জন্যে, এইখানকার আইনশৃঙ্খলা, সরকারী প্রশাসন, বিভিন্নমুখী সরকারী প্রকল্প, স্থানীয়

সরকার এবং বিভিন্ন মহলের দুর্নীতি ইত্যাদির আলোচনা ও সমালোচনা এবং দেশীয় ও সরকারের কাছে তা তুলে ধরার জন্য এতদঞ্চল থেকে একটা পত্রিকা প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।...তাই বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তীরের লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে 'জিনজিরা' আমাদের প্রচণ্ড চিৎকার।

পুরাতন ঢাকায়ও রয়েছে হাজারো সমস্যা, দুঃখ আর বেদনা। পুরাতন ঢাকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা, দেশবাসীর শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর বিচিত্র ঘটনার কাহিনী প্রতিফলিত হবে 'জিনজিরায়'। একই সাথে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি, জাতীয় সমস্যা ও বিপর্যয়ে সহযোগিতা এবং সমস্ত রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীগণ তথা সারা দেশবাশী ও সরকারকে সহযোগিতা করার সুমহান ব্রতে 'জিনজিরা'র আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মান্দাইল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং খেয়ালী প্রেস, ১৯/২০ সৈয়দ হাসান আলী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৬০ পয়সা। সাইজ ২০´´×১৫´´। ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৯। এ-সময় পত্রিকাটি 'একটি সর্বাঙ্গীন মাসিক পত্রিকা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৬০ পয়সা।

পটভূমি। 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমসাময়িক ঘটনাবলী বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।' ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৮। সম্পাদক: নার্গিস রফিকা বানু। পৃষ্ঠা ৬৬। সাইজ: ৯´´×৬´´।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৮। সম্পাদক: নার্গিস রফিকা বানু। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৮৮/১ নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণমালা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২২ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ২.০০।

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৭৮। পৃষ্ঠা ৭২। দাম

২.৫০। ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৭৮-৭৯। পৃষ্ঠা ৭১।

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৯। পৃষ্ঠা ৭১।

৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ ১৯৮১। পৃষ্ঠা ৮৪। দাম ৪.০০।

পিরোজপুর দর্পণ। মাসিক। ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৭৭। প্রধান সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা: সুলতান মাহমুদ চৌধুরী। সম্পাদক: বেলায়েত হোসেন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। 'পিরোজপুর দর্পণের শুভ পদার্পণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায়:

> এ এলাকার সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সমস্যা প্রকাশের মহৎ বাসনা নিয়ে এই মাসিকী প্রকাশ পাচ্ছে। ... কৃষি উন্নয়ন, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, হাঁস মুরগী, গরু ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর চাষ ও সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধনির্মাণ ও পুন:নির্মাণ, খাল ও জলাশয় খনন ও পুন:খনন, শিক্ষার উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন—এক কথায় মহকুমার গ্রাম সমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও মহকুমাস্থিত শহরের উন্নয়ন, গ্রাম প্রতিরক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা, ভূমি রাজস্বসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক ও সমস্যামূলক খবরই হবে এই পত্রিকার প্রতিপাদ্য বিষয়। বিশেষ বিশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরও এই পত্রিকায় স্থান পাবে। স্থানীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা, তার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করা এবং তদনুযায়ী বাস্তব পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মহকুমাবাসীগণকে সচেতন করা এই পত্রিকার মহৎ ও প্রধান উদ্দেশ্য হবে।

পত্রিকাটি প্রধান সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শামসুল হুদা চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী প্রিন্টিং প্রেস, পিরোজপুর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৯। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৫″ × ১০″।

৩য় বর্ষ ৩য়-৪র্থ [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জুলাই-আগষ্ট ১৯৭৯। প্রধান সম্পাদক ডঃ সালেউদ্দীন আহমেদ। ব্যবস্থাপনায় : এ. কে. এম. আইউব আলী। সম্পাদক : কাওছার আলী -মোল্লা। কার্য-নির্বাহী সম্পাদক : অমর সাহা। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

৪র্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ আগষ্ট ১৯৮০। প্রধান সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক রূপে দেখা যায় যথাক্রমে মুদাব্বির আলী ও পরিতোষ দেবনাথকে।

৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ মে ১৯৮২। প্রধান সম্পাদক : মো: হেমায়েতউদ্দীন তালুকদার। সম্পাদক : কাওছার আলী মোল্লা। কার্য-নির্বাহী সম্পাদক : অমর সাহা। সহকারী সম্পাদক : পরিতোষ দেবনথ। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

আলোচ্য সংখ্যায় 'পিরোজপুরের পত্র পত্রিকা' নিবন্ধে স্বাধীনতা-উত্তর পিরোজপুরের কয়েকখানি পত্রিকার পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে :

> সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে ছিল **দক্ষিণ দেশ**, **লালবার্তা**, **স্বাধীন-বাংলাদেশ**, **জনমত** ইত্যাদি। আর মাসিকের মধ্যে ছিল **অন্য-মত** **কলতান**, **প্রদীপ**, **কচিকাচার মনোকথা** ইত্যাদি।
>
> সাপ্তাহিক পত্রিকার কোন কোনটি ৩/৪ মাস প্রকাশের পর আর প্রকাশ পায় নি। আর মাসিক পত্রিকাগুলো 'জন্মেই মৃত্যুর' ন্যায় রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রথম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হন মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম। ৯ম সংখ্যা থেকে ১১ শ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদকরূপে দেখা যায় মিজানুর রহমান মুকুলকে। ১২শ সংখ্যায় প্রধান সম্পাদক : আজিজুর রহমান ভূঞা। সম্পাদক : মিজানুর রহমান মুকুল এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অমর সাহা। শেষোক্ত সংখ্যাটির প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৮ [বৈশাখ ১৩৮৫]।

স্পষ্টবাদী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২০ সংখ্যার প্রকাশ ৮ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩৮৪

[২২ মে ১৯৭৭]। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান উপদেষ্টা: আসফউদ্-দৌলা রেজা। সম্পাদক: আবদুল মতিন।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ১০ মার্চ ১৯৭৭।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মিতা মুদ্রায়ণ, ৯৯ সবুজবাগ, কমলাপুর, ঢাকা ১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৬$\frac{১}{২}$″ × ১০$\frac{১}{২}$″।

জনসংখ্যা শিক্ষা মুখপত্র [Population education bulletion]। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা/২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭—জানুয়ারী ১৯৭৮।

পত্রিকাটি নির্বাহী পরিচালক, জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ), বাড়ি নং ১৪৯/এ, সড়ক নং-১৩/২, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা ৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইনষ্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০। সাইজ: ১০″ × ৮$\frac{১}{৪}$″।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৮।

শিল্পকলা। 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যাণ্মাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ গ্রীষ্ম ১৩৮৪। সম্পাদক: ডঃ মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম। সহযোগী সম্পাদক: ডঃ এস. এম. হাসান। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> …স্বভাবত:ই এতে স্থান পায় চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, হস্তলিপিশিল্প, লোকশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য. নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ শীত ১৩৮৪। সম্পাদক: এম. আসাফউদ্দৌলাহ্। সহযোগী সম্পাদক: ডঃ এস. এম, হাসান। পৃষ্ঠা ১৪৩। দাম ৭.৫০। সাইজ: ৯″ × ৭″। পত্রিকার 'নিয়মাবলী'তে বলা হয়:

> শিল্পকলা বছরে দু'বার শীত ও গ্রীষ্ম সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।
>
> চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, নাটক, লোকশিল্প, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি

শিল্প, সংস্কৃতিবিষয়ক যে কোন গবেষণামূলক ও মৌলিক রচনা সাদরে গৃহীত হবে।

প্রকাশিত রচনার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব। যে কোন প্রকাশিত লেখার মতামতের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না।

পত্রিকাটি ডঃ এস. এম. হাসান, পরিচালক, গবেষণা, ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা; ৪র্থ বর্ষ ১ম ও ২য় এবং ৫ম বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যার যুক্তভাবে প্রকাশ ১৩৮৬-১৩৮৮। প্রধান সম্পাদক: আজাদ রহমান। সম্পাদক: আল মাহমুদ। যুগ্ম সম্পাদক: সৈয়দ আলী কাযেম। পৃষ্ঠা ১৭৮। দাম ৭.৫০।

সমতান। 'খ্রীষ্টিয় সাহিত্য পত্রিকা।' দ্বি-ভাষিক। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ শরৎ ১৯৭৭। সম্পাদক: দিলীপ দত্ত।

পত্রিকাটি জাতীয় চার্চ পরিষদের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং বর্ণালী প্রিন্টার্স', ৩৬৮/৩ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১৭ থেকে ডেভিড প্রণব দাশ কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৫৪। সাইজ ৯½″×৪¾″।

মেঘবার্তা। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মে ১৯৭৭। সম্পাদিকা: শুভ্রা রহমান।

'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> বাংলাদেশে এখন পত্রিকার বাজারে চরম দুঃসময় চলছে, ঠিক এ সময়ে আমাদের এই পদক্ষেপ হয়তো দুঃসাহসেরই পরিচায়ক···কিন্তু আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই 'মেঘবার্তা' তার আপন ভুবনে স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য নিয়ে পাঠক মহলে এক নতুন আশার দিগন্ত উন্মোচন কোরতে সক্ষম হবে। কারণ মেঘবার্তা স্বার্থান্বেষী কুচক্রের একচোখা দৃষ্টি আওতাভুক্ত নয়। মেঘ-

বার্তা সকল উদীয়মান প্রতিভাকে বিকশিত কোরবার সুদৃঢ় প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত।

পত্রিকাটি দুরন্ত শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষে সম্পাদিকা কর্তৃক ৩১৯ বড় মগবাজার, ঢাকা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং পলপয়েল প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ১.৫০।

খবর। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ৯ আষাঢ় শুক্রবার ১৩৮৪। [২৪ জুন ১৯৭৭]। সম্পাদক : মিজানুর রহমান মিজান। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : হোসেনে আরা চৌধুরী। উপদেষ্টা : আবদুর রহিম আজাদ। ৩য় সংখ্যা থেকে ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে দেখা যায় সুলতানা দৌলার নাম।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক জনতা প্যাকেজ এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস, ৩১/এ র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ১৭৮ ধানমণ্ডি, সড়ক নং ২৪, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ২২½″×১৬″।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি ৩২ তোপখানা রোড থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ৯ শ্রাবণ সোমবার ১৩৮৪ [২৫ জুলাই ১৯৭৭]।

৬ষ্ঠ বর্ষ ২৯শ সংখ্যার প্রকাশ ২৯ পৌষ [জানুয়ারী ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২.০০।

দৈনিক ইত্তেফাক [৩০শ বর্ষ ১০৮তম সংখ্যা : ১৩ এপ্রিল বুধবার ১৯৮৩]-এ প্রকাশিত "সাপ্তাহিক 'খবর' ও 'সোনার বাংলা'র প্রকাশনা নিষিদ্ধ" সংবাদ বিবরণীতে বলা হয় :

আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে সরকার গতকাল মীজানুর রহমান মিজান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'খবর' এবং মহিউদ্দিন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'র প্রকা-

শনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এ আদেশে পত্রিকা দুইটির 'কোন পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ' নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখা গতকাল [মঙ্গলবার] পত্রিকা দুইটির ব্যাপারে দুইটি আদেশ জারি করে। একটি আদেশে বলা হয়, 'খবর' পত্রিকায় ৮ই এপ্রিলের 'এরশাদ প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন' শীর্ষক একটিসহ সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলির কয়েকটি প্রতিবেদনে আপত্তিকর সংবাদ ছিল। একইভাবে অপর আদেশে উল্লেখ করা হয়, 'সোনার বাংলা'র ৮ই এপ্রিলের 'মুলতবী শাসনতন্ত্র বাতিলের পাঁয়তারা' শীর্ষক একটিসহ সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলির কয়েকটি প্রতিবেদনে আপত্তিকর সংবাদ ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক: [১৫ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৮৩]-এ '৪টি পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

ফেডারেল সাংবাদিক ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে খবর ও সোনার বাংলা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

সরকার প্রেস কাউন্সিলের সামনে অভিযোগ উত্থাপনের পরিবর্তে ইতিপূর্বে **ইত্তেহাদ** ও **জয়যাত্রা** এবং এবার খবর ও সোনার বাংলা বন্ধ করার কথা তাঁহারা উল্লেখ করেন। বিবৃতিতে জনাব আহমেদ হুমায়ুন, জনাব রিয়াজউদ্দীন আহমদ, জনাব আনোয়ার জাহিদ ও জনাব আমানুল্লাহ কবীর পত্রিকা চারটির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

বক্তব্য। প্রবন্ধ পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩ [জুন ১৯৭৬]। প্রধান সম্পাদক: ভূঁইয়া ইকবাল। সম্পাদক: মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। সহযোগী: মাহমুদ রশীদ, কামরুল হুদা। পত্রিকা ২-এর প্রকাশ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪ [সেপ্টেম্বর ১৯৭৭]। প্রধান

সম্পাদক ভূঁইয়া ইকবাল। সম্পাদক: মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। সহযোগী: কামরুল হুদা, আবসার হাবীব, মাহমুদ রশীদ।

'আমাদের বক্তব্য'- এ বলা হয়:

> ... বলতে পারেন, আমাদের এ প্রয়াস এক প্রকার নিরীক্ষা। এ পত্রিকায় শুধু প্রবন্ধ ও আলোচনা স্থান পাবে। শোভন বিতর্ক চললেও আমাদের আপত্তি নেই। জীবনের গভীরতর তাৎপর্য অন্বেষণের যে কোন প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবে এ পত্রিকা। কোন কৃত্রিম দর্শন বা রাজনৈতিক প্রশ্নে আমরা নির্লিপ্তি থাকবো না। আমাদের চিন্তা ও পাঠকদের মতামত একই গুরুত্ব দিয়ে আমরা প্রকাশ করবো। তথ্য ও চিন্তার একটি নিয়মিত বাহন হোক এ পত্রিকা যা জনমতের পিছু নেবে না বরং জনমত গঠনে সহায়তা করবে।

পত্রিকাটি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর কর্তৃক ৫৬ পাঁচলাইশ, আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং তাজুল ইসলাম কর্তৃক বর্ণমিছিল, ৪২এ কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৪৪। দাম ৪.০০। সাইজ: ৮"×৫½"।

৩য় সংকলনের প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮ [চৈত্র ১৩৮৪]। পৃষ্ঠা ১১৬। দাম ৪.০০।

৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৭৯ [বৈশাখ ১৩৮৬]।

৯ম সংকলনের প্রকাশ আগষ্ট ১৯৮১ [ভাদ্র ১৩৮৮]। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ৪.০০।

১০ম সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ [ফাল্গুন ১৩৮৮]। পৃষ্ঠা ৭২। দাম ৪.০০।

প্রত্যয়। 'সৃজনশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক মাসিক।' ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৪। সম্পাদিকা: আম্বিয়া খাতুন জোস্না।

'সম্পাদিকার কথা'য় বলা হয়:

> আমাদের সাহিত্য জগতে সাংঘাতিকভাবে কাজ করছে গোষ্ঠী-

প্রীতি-স্বজনপ্রীতি কিংবা এই জাতীয় কিছু জটিল সমস্যা। যার ফলে দেশের অনেক প্রতিশ্রুতিশীল কবি-সাহিত্যিক অনাহার শিকার হয়ে অকালে মিশে যায় কালের গর্ভে। কিন্তু 'প্রত্যয়' তার ব্যতিক্রমী তীব্র স্রোত বুকে নিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটেছে এবং ছুটবে। কালের গর্ভে নির্মমভাবে কোন লেখক হারিয়ে যাওয়ার আগেই নিশ্চিত শুভযাত্রার পথ প্রদর্শন করবে। লেখকের চেনামুখ বা চেহারা বিচার করে নয় বরং লেখার উপযুক্ত মান বিচার করেই সন্তোষজনক সম্মানে যে কোন নতুন লেখকের জন্যেও 'প্রত্যয়'-এর দরোজা নির্দ্বিধায় উন্মুক্ত রয়েছে।

পত্রিকাটি কল্পনা প্রেস, ৪ জিন্দাবাহার ৩য় লেন থেকে সম্পাদিকা কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৬৮০/এ খিলগাঁও থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ৪·০০। সাইজ: ৯½″×৭½″।

১ম বর্ষ ২য়·৩য় [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮৪। সম্পাদিকা ছাড়াও এ-সংখ্যায় ব্যবস্থাপক সম্পাদক হিসেবে দেখা যায় রুহুল আমিন বাবুল ও মুহম্মদ আলতাফ হোসেনের নাম।

১ম বর্ষ ৮ম ও ৯ম [যুগ্ম] সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৪। সম্পাদিকা ছাড়াও এ-সংখ্যায় রয়েছেন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসাবে আমিনুল হক দীপক এবং সহকারী সম্পাদকরূপে রুহুল আমিন বাবুল ও মুহম্মদ আলতাফ হোসেন। 'সম্পাদিকার কথা'য় বলা হয়:

…একটি সাহিত্য পত্রিকা চালাতেও যা যা অতি প্রয়োজনীয় তা হলো অর্থ, সহযোগিতা, লেখা ও কাগজ। কাগজ না হলে পত্রিকার প্রশ্নই উঠে না। লেখা ও সহযোগিতার প্রসঙ্গও অদৃশ্য থেকে যায়। কাগজ হলে যদিও চিন্তার অবকাশ থেকে যায় কিন্তু অর্থ না হলে কাগজ কেবল সাদা কাগজই

রয়ে যায়। প্রসঙ্গত: সাপ্তাহিক পূর্বাণীর কোন এক সংখ্যায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ 'সাহিত্য পত্রিকার এই দুর্দিন কেন? নিবন্ধে আর্থিক দিকের চেয়ে লেখা সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি বলবো, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এ কথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পথে অর্থ যে কত জরুরী।

বিজ্ঞাপনের অভাব। ছাপাখানার খরচ প্রচুর। আর কাগজের কথা বলাই বা যায় কি? মূল্যের উর্ধগতি আকাশে ছোঁয়া প্রায়।...সাহিত্য পত্রিকাগুলো আজ চরম দুর্ভাগ্যের শিকার। কাগজের একটা অতি সহজ মাধ্যম করে সাহিত্য পত্রিকা গুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদেরও বক্তব্য থাকলো। কারণ সাহিত্যই বয়ে আনে দেশের সমৃদ্ধি।

সংখ্যাটি রুবী মেশিন প্রেস, ৩৭ বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে সম্পাদিকা কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৬৮০/এ খিলগাঁও, ঢাকা-১৪ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ৩.০০ টাকা। সাইজ: ১১″×৮″।

দর্পণ। ত্রৈমাসিক। 'বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড-এর সর্বস্তরের কর্মচারীদের মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৮। সম্পাদক: শেখ হামিদুল কবির।

পত্রিকাটি ২ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৪।

গ্যালারি। 'সচিত্র ক্রীড়া পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ জুলাই শুক্রবার ১৯৭৭। সম্পাদক: মোহাম্মদ জাকারিয়া পিন্টু। সম্পাদকীয় 'যাত্রা শুভ হোক'-এ বলা হয়:

বাংলাদেশে আরো একটি ক্রীড়া পত্রিকার যাত্রা কতখানি শুভ বা সাফল্যময় হবে তা বলা মুশকিল। ...যেখানে খেলার মান নীচু, খেলার সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং খেলা সম্বন্ধে

ধ্যান ধারণা সীমিত সেখানে ক্রীড়া পত্রিকার প্রবেশে ক্রীড়ানুরাগীদের ভ্রূ কুঞ্চিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা আদর পাবে। এবং এই আশাতেই সাহস করে গ্যালারি তার যাত্রা শুরু করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মধুমতি মুদ্রণালয়, ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত ও ৭১ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬। দাম ১.০০। সাইজ: ১৬½″ × ১১½″।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩১ জুলাই ১৯৭৭। সম্পাদক: মোহাম্মদ জাকারিয়া পিন্টু।

ক্রীড়াজগত। 'জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ জুলাই ১৯৭৭। সম্পাদক: কাজী আবদুল আলীম। 'প্রকাশকের কথা'য় বলা হয়:

আমাদের খেলাধুলাবিষয়ক নিয়মিত পত্র-পত্রিকার অভাব বহুদিনের। সুযোগের অভাবে এ দাবী কখনো পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালিত হয় নি। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ে খেলার পত্রিকা প্রকাশের কাজে এগিয়ে এসেছেন কেউ কেউ। সে সব বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফল বেশীদিন টেকে নি।...সম্প্রতি জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নিয়মিত খেলার পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। 'ক্রীড়া জগত' তারই ফলশ্রুতি।...

পত্রিকাটি জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৯+১৭। দাম ২.০০ টাকা। সাইজ: ১১″ × ৮½″।

পত্রিকাটি দ্বি-ভাষিক। এর একদিকে রয়েছে বাংলা অংশ ক্রীড়াজগত এবং অপর দিকে রয়েছে ইংরেজী অংশ Sportsworld. দুই অংশে ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া সংবাদ পরিবেশিত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১৮ আগষ্ট ১৯৭৭।

১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১ জুলাই ১৯৭৮।

৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ জুলাই ১৯৮৩। সংখ্যাটি 'বর্ষ শুরু সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ৩.৫০।

দেশবাণী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৩ শ্রাবণ সোমবার ১৩৮৪ [৮ আগষ্ট ১৯৭৭]। সম্পাদক: শামসুল হক খান। ১ম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবতঃ ১৮ জুলাই ১৯৭৭।

সংখ্যাটি এ. এম. এম. মুশতাক আলী কর্তৃক সোমা আর্ট প্রেস, ৯৯ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৬৬ বঙ্গবন্ধু এভেন্যু, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২২½″×১৬″।

পাপড়ি পাতা। 'ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট ১৯৭৭। সম্পাদক: আব্বাছ খান। 'সম্পাদকের দপ্তর থেকে' বলা হয়:

> দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা সম্ভাবনাময় ক্ষুদে কবি সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দান 'পাপড়ি পাতা'র মহান উদ্দেশ্য। তাদের সৃজনী শক্তিকে উৎসাহিত করে বিকাশের পথ উন্মুক্ত করবে 'পাপড়ি পাতা'। শিশু কিশোরদের সুস্থ প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ ঘটিয়ে এদেরকে দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য সামনে রেখে 'পাপড়ি পাতা' রচনা করবে তার প্রতিটি পদক্ষেপ।

সংখ্যাটি এম. এ. মোমেন, কলেজ রোড, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ [ঢাকাস্থ বাসভবন: ১ রাজাবাজার, ঢাকা-১৫] কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৬। দাম ১.৫০।

শিশু। 'শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ আশ্বিন ১৩৮৪ [সেপ্টেম্বর ১৯৭৭]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: জোবেদা খানম।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক

৩ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং এ্যাবকো প্রেস, ৬-৭ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০২। দাম ২.০০। সাইজ: ৯½″×৭″।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৫ [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৮]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৬। দাম ২.০০।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-২ থেকে পরিচালক কর্তৃক প্রকাশিত।

৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ [মে-জুন ১৯৮১]। সংখ্যাটি 'রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মরণে' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত। এ-সংখ্যায় সহ-সম্পাদক রূপে দেখা যায় বিপ্রদাশ বড়ুয়াকে। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ১.৫০।

৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৮৯ [জুন-জুলাই ১৯৮২]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২+৪০। দাম ৫.৫০।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ [নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ১.০০।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৯০ [জুন-জুলাই ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৮০+৫২। দাম ৫.৫০। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা ১৩৯০. ১৯৮৩' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> ১৯৭৭ সালে 'শিশু' পত্রিকা এই ঈদে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সেই থেকে প্রতি বছর ঈদে শিশু বড় আকারে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রতি বছরের মত একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ও নাটক ছাড়াও গল্প কবিতা ছড়া নিয়ে এবারের শিশু প্রকাশিত হল। তাছাড়া আছে তোমাদের লেখা নিয়ে 'কচি হাতের কলম থেকে' বিভাগ।

উত্তরণ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ নভেম্বর রবিবার ১৯৭৭ [৬ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪]। সম্পাদক: মো: দেলওয়ার হোসেন।
১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ সম্ভবত: ৩ অক্টোবর ১৯৭৭।
পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩ নয়াপলটন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস, ১৬৫ ডি. আই. টি. রোড থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।
৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২৪ জুন শুক্রবার ১৯৮৩ [৯ আষাঢ় ১৩৯০]। প্রধান সম্পাদক : আহমদ ছফা। সম্পাদক : মো: দিল-ওয়ার হোসাইন।
পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৭৫ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস, ১৬৫ ডি. আই. টি রোড থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০। দাম ১.০০।

চট্টল শিখা। 'চট্টগ্রাম সমিতির ষান্মাসিক মুখপত্র'। ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮০। সম্পাদক : বিনোদ দাশগুপ্ত।
পত্রিকাটি এ. এইচ. এম. নুরুল ইসলাম চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রবাল প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ র‍্যাংকিন ষ্ট্রীট [ওয়ারী] ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৬।

লাইমাই। সাপ্তাহিক। 'জেলা বোর্ড পরিচালিত পত্রিকা।' ২য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১ জুন শুক্রবার ১৯৭৮ [১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫]। সম্পাদক: মো: ওয়াহিদুর রহমান।
পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক কুমিল্লা জেলা বোর্ডের পক্ষে প্রকাশিত ও কুমিল্লা জেলা বোর্ড প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা।
৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ জুলাই শনিবার ১৯৭৮ [১৬ আষাঢ় ১৩৮৫]। সংখ্যাটি '৩য় প্রতিষ্ঠা সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২২ দাম ১.০০।

গণচেতনা। 'সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।' ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ জুন শুক্রবার ১৯৭৮ [২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫]। সম্পাদক : মাহমুদ। পরিচালনায় : বেগম জেবুন্নিসা মাহমুদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৪ ডবলমুরিং রোড, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪।

সংবাদ পরিক্রমা। 'জীবন বীমা কর্পোরেশন-পাক্ষিক মুখপত্র।' ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ-৫ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৮০। সম্পাদক : মীর মোশাররফ হোসেন। সহযোগী সম্পাদক : কাজী আবদুল হালিম।

পত্রিকাটি জীবন বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে জনসংযোগ বিভাগ, জীবন বীমা ভবন, ২৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রেসিডেন্সী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। 'বিক্রয়ের জন্য নয়।'

সিলেট সমাচার। 'নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার ১৯৭৭ [৩১ শ্রাবণ ১৩৮৪]। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আবদুল ওয়াহেদ খান।

পত্রিকাটি ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কর্তৃক মোজাহিদ প্রেস, তাঁতীপাড়া, সিলেট থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৫১শ সংখ্যার প্রকাশ ২২ আগষ্ট মঙ্গলবার ১৯৭৮ [৫ শ্রাবণ ১৩৮৫]।

স্পন্দন। [?]। 'সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকা।' ৪র্থ বর্ষ ১ম বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ ১৩৮৭। সম্পাদক : তসিমুল ইসলাম।

পত্রিকাটি সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের সভানেত্রী বেগম মনোয়ারা রহমান কর্তৃক আখতারী ম্যানসন, হোসেনীগঞ্জ, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত এবং ইউনিক প্রেস, ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮৭। দাম ৪.০০।

বাকেরগঞ্জ পরিক্রমা। 'জিলার উন্নয়ন অগ্রগতি বিষয়ক পাক্ষিক মুখপত্র ও সাহিত্য সাময়িকী।' ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৮০ [১৫ ভাদ্র ১৩৮৭]। সম্পাদক : মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী। সংখ্যাটির 'কাল পরিক্রমায় তিন বছর' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> ১৯৭৭ সনের পহেলা সেপ্টেম্বর বর্ষণসিক্ত এমনি দিনে 'পরিক্রমা' আত্মপ্রকাশ করে।...

পত্রিকাটি জিলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে বাকেরগঞ্জ জিলা পরিষদের পরিবেশনায় প্রকাশিত এবং আলহাজ নুরুল হক মোল্লা কর্তৃক বরিশাল সদর রোডস্থ হক প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ০.৫০।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ ৭ম [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৮২ [১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ০.৫০।

স্ফুলিঙ্গ। 'যশোরের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৭৭শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ ফাল্গুন রবিবার ১৩৮৮ [২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২]। প্রধান সম্পাদক : মিয়া আবদুস ছাত্তার। সম্পাদিকা : রাশিদা ছাত্তার। যুগ্ম সম্পাদক: নজমুল হোসেন।

পত্রিকাটি স্ফুলিঙ্গ প্রকাশনা সংস্থার পক্ষে সম্পাদিকা কর্তৃক আদিল ভিলা হাউজিং এস্টেট, পি এস ২, যশোর থেকে প্রকাশিত ও ডিসেণ্ট প্রেস, যশোর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ০.৫০ পয়সা।

করতোয়া। দৈনিক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ২০৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২৬ চৈত্র শুক্রবার ১৩৮৮ [৯ এপ্রিল ১৯৮২]। সম্পাদক : শেখ মোজাম্মেল হক। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোজাম্মেল হক লালু।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস, বগুড়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

... ...

শিল্পদর্পণ। মাসিক। 'বি এস ই সি [বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা] বুলেটিন।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮। সম্পাদক: হাবিবুর রহমান।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার জন্য সংযোগ বিভাগ কর্তৃক আভ্যন্তরীণ প্রচারের জন্য প্রকাশিত এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১২।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৮১। পৃষ্ঠা ২৪। এ সংখ্যায় প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদক হিসাবে দেখা যায় যথাক্রমে এম. এ. হালিম ও এ. কে. শফিউদ্দিন আহমদকে।

সংগীত। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ পৌষ ১৩৮৪ [জানুয়ারী ১৯৭৮]। সম্পাদক: শেখ লুৎফর রহমান। উপদেষ্টা সম্পাদক: মামুন মনসুর। সহযোগী সম্পাদক: সৈয়দ ইহসান আহমদ রুমী, হরিশঙ্কর সরকার। 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ বলা হয়:

> 'সঙ্গীত' আপাততঃ সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হলেও একে একটি নিয়মিত মাসিক সঙ্গীত ও কৃষ্টি বিষয়ক পত্রিকায় রূপান্তরের সংকল্প রয়েছে আমাদের।...
>
> সঙ্গীত হবে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক।...

পত্রিকাটি ৬৮ কাকরাইল [পাইওনিয়ার রোড] ঢাকা-২ থেকে সংকেত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সম্পাদক কর্তৃক প্রভাতী প্রেস, ২৫ রেবতী মোহন দাস রোড থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ২.০০।

ঢাকা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৭ মাঘ শনিবার ১৩৮৪ [২১ জানুয়ারী ১৯৭৮]। নির্বাহী সম্পাদক: সোহেল অমিতাভ। যুগ্ম সম্পদক: সিরাজুল ইসলাম। সম্পাদক: রফিকুল ইসলাম ইউনুস।

পত্রিকাটি বর্তমান সংখ্যার পূর্বে 'কবিতা প্রচার পত্র'রূপে 'প্রতি সপ্তাহে' প্রকাশিত হত বলে শেষ পৃষ্ঠার 'সেই দিনের কবিতা প্রচারপত্র' নিবন্ধ থেকে জানা যায়।

সম্পাদক কর্তৃক ৪৬ নিউ পল্টন, আজিমপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

ছায়াপথ। 'ত্রৈমাসিক সৃজনশীল সাহিত্য পত্র।' ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৮। সম্পাদক: মীর্জা মোবারক হোসেন। সহ-সম্পাদক: নাকিব আহমেদ, মাহমুদ আলী [রতন]। 'কিছু কথা'য় বলা হয়:

> ...গতানুগতিকতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে সব বৈচিত্র্যের আঙ্গিকে সাহিত্যকে আলিঙ্গন করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটি ১৬৬ গ্রীন রোড [নারিকেল বাগ] থেকে প্রকাশিত এবং লরেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৯ আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২। 'সৌজন্য সংখ্যা।'

দেশকাল।[১] প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৮ [মাঘ ১৩৮৪]। সম্পাদক: মোস্তফা দৌলত। সহযোগী: বদরুল আমিন খান। সহকারী: নুরুল ইসলাম নাজেম। পত্রিকাটির পরিচালক এ. কিউ. আহমদ হোসেন কর্তৃক ৯/এইচ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও কাজী ছাপাখানা, ৬৪ বনগ্রাম রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৬। দাম ২.০০। সাইজ: ৯½″×৭″।

৫ম সংকলনের প্রকাশ ১৯৭৮।

---

[১] ওয়াহিদুল আলমের সম্পাদনায় এই একই নামে চট্টগ্রাম থেকে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়: পৌষ ১৩৮৬ [ডিসেম্বর], স্বাধীনতা সংকলন মার্চ ১৯৮০, ঈদ সংকলন আগষ্ট ১৯৮০। সংকলনত্রয় প্রকাশিত হয় আলমবাগ প্রকাশনী, আলমবাগ, কাজীর দেউরী দ্বিতীয় গলি, চট্টগ্রাম থেকে ও মুদ্রিত হয় নিবেদন, ৩১৪ শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম থেকে।

উত্তরকাল । [?]। সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িক পত্র।' ফাল্গুন ১৩৮৪ [ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮]। সম্পাদক: হেলাল আহামেদ, মুজিবুল হক কবীর, সমুদ্র গুপ্ত, কাজী মুহম্মদ আরিফ, মাহবুব কামরান। সহযোগী: শফিক আহমেদ, মুকতি, সুলতান মাহমুদ, সৈয়দ মুস্তাক আহমেদ। প্রকাশক: মহসীন জামাল। যোগাযোগ: ৫০ এ. সি. ধর রোড, নারায়ণগঞ্জ অথবা ১৮/১/এ বেগমগঞ্জ লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা ১০২। অপর একটি সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৯। পৃষ্ঠা ১২৬। দাম ৩.০০।

১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ? [এপ্রিল ১৯৮১]। সম্পাদক: গজনফর কবীর। সহযোগী সম্পাদক: শামীম এহসান খান। সহকারী সম্পাদক: সেকেন্দার আলী সরকার, অরুণ কুমার ব্যানার্জী। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্বদেশ মুদ্রায়ন, ৭০ আর. কে. মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ: ২৪ সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ৬.০০।

বিজ্ঞান চর্চা। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮৪ [মার্চ ১৯৭৮]। সম্পাদক: মোহাম্মদ গাজীউর রহমান। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক চিশতীয়া প্রেস, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪১। দাম ২.০০। সাইজ: ৮½"×৫¼"।

২য় সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৮৫ [অক্টোবর ১৯৭৮]। এ-সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> জনসাধারণকে বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশ ও জাতিকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেওয়ার অভীষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে বিজ্ঞান চর্চার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। আগামী ১৯৭৯ সনের জানুয়ারী মাস থেকে বিজ্ঞান চর্চা বাণ্মাসিক হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।...

সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও হালিমা আর্ট প্রেস, ১৯ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৪। দাম ২.০০।

সচিত্র সন্ধানী।[১] সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৯ বৈশাখ রবিবার ১৩৮৫ [১৩ এপ্রিল ১৯৭৮]। সম্পাদক: গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ। নির্বাহী সম্পাদক: বেলাল চৌধুরী। সংযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলী: কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, শফিক রেহমান, এ. টি. এম. আবদুল হাই।

পত্রিকাটি সম্পাদক: কর্তৃক সন্ধানী প্রেস, ৪১ নয়া পল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫০। দাম ২.০০।

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৪ বৈশাখ রবিবার ১৩৮৯ [১৮ এপ্রিল ১৯৮২]।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৬শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৭ আগস্ট রবিবার ১৯৮৩ [২০ শ্রাবণ ১৩৯০]। পৃষ্ঠা ৫০। দাম ৪.০০। সাইজ: ১১´´×৮´´।

স্বাবলম্বী। মাসিক। ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৮৩। নির্বাহী সম্পাদক: আহমদ বশীর। সম্পাদনা পরিষদ: শেখ আবদুল হালিম,। রেজাউল ইসলাম, আবু তাহের, আবুল কাসেম সন্দীপ, আহমদ বশীর। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> কৃষকের সমস্যা আর তাদের দুঃখ কষ্টের ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত হয়েছে এবারের 'স্বাবলম্বীর' প্রচ্ছদ কাহিনী। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের একজন কৃষক, লাঙ্গল আর ক্ষেত জমির সঙ্গে, যার দারুণ সখ্য, এ সংখ্যায় তিনি তার আত্মবিবরণীতে বলেছেন, আমাদের সীমাহীন দারিদ্রতা কৃষি ঋণের সদ্ব্যবহারে বাধা

---

[১] পত্রিকাটি ১৯৫৬ সালের ২৩শে জুন মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল অতিশয় ক্ষীণ কলেবরে।

হয়ে দাঁড়ায়। আর উপবাসী শরীরও কৃষি উৎপাদনের সহায়ক হয় না। তাই কৃষকের নিকট পূর্ণ কৃষি উৎপাদন আশা করলে তার সামগ্রিক ঋণ চাহিদা নিরূপণ অবশ্যই করতে হবে।

পত্রিকাটি শেখ আবদুল হালিম, পল্লী-সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং পিপলস প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস, ৩২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ৩.০০। সাইজ: ৯১/২''×১১/২''।

খাজা গরীব নাওয়াজ। 'ধর্ম-জ্ঞান প্রসার ও প্রচারবিষয়ক মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৭৮। সম্পাদক: মওলানা আবদুদ্ দাইয়ান চিশ্‌তী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক রয়্যাল প্রিন্টিং প্রেস, ৩৮ কে. ডি. এ. নিউ মার্কেট, খুলনা থেকে মুদ্রিত এবং ২১৫ কে. ডি. এ. নিউ মার্কেট থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪১। দাম ২.০০।

গণভাতী। [?]। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ [১২ জুন ১৯৭৮]। সম্পাদিকা: তাসলিমা রশীদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস, ৮০/৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২০।

গণমানস। 'গণমানুষের কণ্ঠস্বর।' সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ জুলাই রবিবার ১৯৭৮ [৩১ আষাঢ় ১৩৮৫]। সম্পাদক: গোলাম মাজেদ। সম্পাদকীয় 'গণমানসের যাত্রা হল শুরু'তে বলা হয়:

> আজ 'সাপ্তাহিক গণমানস' মেহনতী জনতার জীবন ও জীবিকার সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার শপথ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।... সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন লোক যখন অর্দ্ধাহারে অনাহারে ক্লিষ্ট, রাতের ঘুম যখন দুষ্কৃতিকারী আর দুরাচারদের তৎপরতায় হারাম, মা-বোনের ইজ্জত যখন মস্তানদের মর্জির উপর নির্ভরশীল, পুলিশ যখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায়

ব্যর্থ, আমলাদের নির্যাতনে যখন দেশবাসীর নাভিশ্বাস উঠেছে, প্রশাসনের নেতৃত্বে যারা আছেন তারা যখন গদীর নেশায় মিথ্যাচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, তখন নবজাতক এই 'গণ-মানস' নিপীড়িত-নির্য্যাতীত বাংলার মানুষের সমস্যা কতটা তুলে ধরতে পারবে, তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তাদের উপর বিভিন্ন নির্য্যা-তন কতটা প্রতিরোধ করতে পারবে, তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি 'গণমানস' আমরণ তাদের সাথে থাকবে, তাদের কথা বলবে, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শরীক হবে।

বাংলাদেশের চারিধারে আজ দক্ষিণপন্থী, সামাজ্যবাদী হানা-দারদের ক্রূর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতা সার্ব ভৌমত্ব আজ ভিতর ও বাহির থেকে বিপন্ন, শাসকের হাত মিলিয়েছে এই হায়েনাদের হাতে।

মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নেই দেশ গঠনের অধিকার পি পি আর-এর শেকলে বাঁধা, সুবিচার সামরিক আইনের নিষ্পেষণে কাঁদছে। বাংলার তিরিশ লক্ষ নিষ্পাপ মানুষ পাঁচ লক্ষ মা বোন জীবন ও ইজ্জত দিয়েছে যে স্বাধীনতা আনবার জন্য, তা আজ দেশের এক শ্রেণীর লোকেরা বিসর্জন দেবার জন্যে উন্মুখ। এ হীন উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বিদেশী-দের সাথে হাত মেলাচ্ছে, আমাদের চিরস্থায়ীভাবে বিদেশীর অধমর্ণ বানাবার চক্রান্ত করছে, দেশের স্বার্থের সর্বনাশ করে বিদেশী স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট রয়েছে। বর্তমানের জন্যে, অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে এই চক্রান্ত প্রতিরোধ বাংলা-দেশের সত্যকার দেশপ্রেমিক মেহনতী মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শুধু মেহনতী মানুষই পারে সত্যি-কার দেশপ্রেমিক হতে, ধর্ম নিরপেক্ষ হতে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জীবন দিতে।··· তাই 'গণমানস' থাকতে চায় মেহনতী মানুষের সাথে, চলতে চায় মেহনতী মানুষের সাথে, বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে চায় তাদের সংগ্রামী কণ্ঠকে।···

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক বিপ্লব মুদ্রণ ও প্রকাশনা কার্যালয়, প্যারি-মোহন রোড, বেজপাড়া যশোর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

৫ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যার প্রকাশ ৭ নভেম্বর রবিবার ১৯৮২ [২০ কার্তিক ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৫০।

সৃজনী। মাসিক। দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৫। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: মোহাম্মদ সফিউল আলম। সম্পাদক: খালেদদাদ চৌধুরী। সহযোগী সম্পাদক: শামছুল হুদা, শামসুদ্দীন আহমদ, নুরুল হক, আল আজাদ। 'সৃজনীর কথা' থেকে জানা যায়:

সৃজনী প্রতি মাসে প্রকাশিত হবে—এই বিশ্বাস রাখে।

পত্রিকাটি নেত্রকোণা সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে সাহির উদ্দিন আহ-মদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সিটি আর্ট প্রেস, নেত্রকোণা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০১। দাম ৩.০০।

ফুলকুঁড়ি। 'সচিত্র শিশু-কিশোর পত্রিকা।' ১ম সংকলন শ্রাবণ ১৩৮৫ [জুলাই ১৯৭৮]। সম্পাদক: মাসুদ আলী। সহ সম্পাদক: জয়নুল আবেদীন আজাদ। সহযোগী: আবদুল বারী, খুরশীদ আলম। সংকলনটি ১৮/১ কে. এম আজম লেন, সাতরওজা, ঢাকা-১ থেকে তামান্না-ই-জাহান কর্তৃক প্রকাশিত এবং মডার্ন টাইপ ফাউণ্ডার্স প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব: লি:, ২৪৪ নওয়াবপুর রোড ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৩। দাম ২.০০। সাইজ: ৯"×৭"।

…ছোটরা যা চাও তার সবটুকু হয়তো নেই এতে—তবুও আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদের মনের খোরাক মেটাতে।…

২য় সংকলন 'ঈদ সংখ্যার'পে প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৫ [সেপ্টেম্বর ১৯৭৮]। পৃষ্ঠা ৪৬।

'এরপর পত্রিকাটি শিশু-কিশোর মাসিক' রূপে প্রকাশিত হয় [১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] চৈত্র ১৩৮৫ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৯]। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৮৬ আগষ্ট সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-এ। ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯-এ 'বিজয় দিবস সংখ্যা'রূপে। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ 'একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা' হিসেবে। ১ম বর্ষে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে ৮টি সংখ্যা।

২য় বর্ষ ১১শ ও ১২শ সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮১। সম্পাদক: মাসুদ আলী। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: জয়নুল আবেদীন আজাদ সম্পাদনা সহযোগী: মুকুল চৌধুরী, খুরশীদ আলম। যোগাযোগ: ৯৪/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫। পৃষ্ঠা ৪৪। ২য় বর্ষে ৭টি সংখ্যা প্রকাশিত। ৩য় বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৮১। ৩য় বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮২। এ বছরে ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত। ৪র্থ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৮২। ৪র্থ বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮২। ৯ম ও ১০ সংখ্যা প্রকাশিত হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮২।

জনকথা। সাপ্তাহিক। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৪ আগষ্ট শনিবার ১৯৭৯ [১৮ শ্রাবণ ১৩৮৬]। সম্পাদক: ইবরাহিম রহমান। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১২ ফোলডার ষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস, ১৬৫ ডি. আই. টি. সম্প্রসারণ

রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় কার্যালয়: ২৪৭ ফকিরাপুল, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

ক্রীড়াবাণী। পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৬ আগষ্ট রবিবার ১৯৭৮ [২০ শ্রাবণ ১৩৮৫]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: প্রণব কুমার বড়ুয়া। সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল ফরমান। সহযোগী সম্পাদক: রেজাউল করিম বাবু।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৬ ঈশ্বরনন্দী লেন, দেওয়ান বাজার, চট্ট-গ্রাম থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। মুদ্রণে ছুরতিয়া প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম। পৃষ্ঠা ১০। দাম ১.০০।

রোববার। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭৮। সম্পাদক: আবদুল হাফিজ। পত্রিকাটির সম্পাদ-কীয়তে বলা হয়:

> ...যতখানি সম্ভব সাপ্তাহিক রোববারের পৃষ্ঠা বহন করবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, চলচ্চিত্র ও নানা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের আলোক দীপ্তি। ...রোববার পাঁচ-মিশেলি পত্রিকা।

পত্রিকাটি সাজু হোসেন কর্তৃক দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১১। দাম ৪.০০। সাইজ: ১১″×৮½″।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় [২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮] সহকারী সম্পা-দকরূপে দেখা যায় অসীম সাহাকে।

৪র্থ বর্ষ অষ্টাত্রিংশৎ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ মে ১৯৮২ [১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৪.৫০।

৫ম বর্ষ ৫১শ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ আগষ্ট ১৯৮৩ [২৮ শ্রাবণ ১৩৯০]। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৫.০০।

আরোগ্য। 'মাসিক চিকিৎসা সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭৮ [কার্তিক অগ্রহায়ণ ১৩৮৫]। সম্পাদক: মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: এখলাসুর রহমান। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক বি/২ ডা: ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাস, বকশি-বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৪। দাম ১.৫০।

পত্রিকার শেষের ৬টি পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষার রচনা অন্তর্ভুক্ত।

আন্দোলন। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২ কার্তিক শুক্রবার ১৩৮৫ [২০ অক্টোবর ১৯৭৮]। সম্পাদক: এম. এ. ইসলাম। সম্পাদকীয় 'একটি বলিষ্ঠ অঙ্গীকারের জন্ম'-তে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়:

> ...'আন্দোলন' হবে অনুন্নত বাংলার সকল অঞ্চলের অবহেলিত বঞ্চিত শোষিত মানুষের ক্ষুরধার শাণিত হাতিয়ার। কারো হুমকি, শাসানি, ও রক্তচক্ষুর পরোয়া না করে সকল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত সমূলে উৎখাত করে 'আন্দোলন' পরিষ্কার ও জন-গণের ভাষায় উত্তর বাংলাসহ সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অনুন্নত অবহেলিত অঞ্চল এবং এসব এলাকার মানুষের আহা-জারীকে তুলে ধরবে।
>
> 'আন্দোলন'-এর শুভ প্রকাশ উপলক্ষে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য ন্যাশনাল প্যারিটি মুভমেন্টের উপরে কিছু আলোকপাত করতে চাই।
>
> প্যারিটি মুভমেন্ট আসলে একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন, জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সাথে উত্তর বাংলাসহ বাংলার সমস্ত অনুন্নত অঞ্চলের সত্যিকার অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।... আমরা এ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল প্যারিটি মুভমেন্টের নয় দফা

দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এর অন্যতম দাবী বাংলা-দেশ সচিবালয়সহ সরকারী বেসরকারী স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সেক্টর কর্পোরেশন ও ব্যাঙ্ক বীমাসহ সকল ক্ষেত্রে চাকুরিরতদের জেলাওয়ারী পরিসংখ্যানসহ শ্বেত পত্র প্রকাশের দাবী অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা জাতীয় সম্পদ বণ্টনে শিল্প-উন্নয়নে, শিক্ষা ও চিকিৎসায়, কৃষি ও যোগাযোগে প্যারিটি রক্ষার গ্যারান্টি চাই এবং সেই সাথে বাংলাদেশে বর্তমানে ৪টি বিভাগ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ও খুলনা—আমরা চাই এই চার বিভাগে পূর্ণ সমতা।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ক্যাকসটন প্রেস, ২৮/৮ সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ১১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। দাম ৫০ পয়সা।

গণমুখ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ৩ আষাঢ় রবিবার ১৩৮৫ [১৮ জুন ১৯৭৮]। সম্পাদক : কে. এম. শহীদুল্লাহ। কার্য-নির্বাহী সম্পাদক : মুনশী আবদুল মান্নান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩২ডি, মীরপুর রোড থেকে প্রকাশিত ও সোনালী মুদ্রণালয়, ৮ আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৪০ পয়সা।

বনভূমি। 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম ও একমাত্র সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ২য় [সংকলন] সংখ্যার প্রকাশ ২৬ চৈত্র রবিবার ১৩৮৪ [৯ এপ্রিল ১৯৭৮]। প্রধান সম্পাদক : জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা। সম্পাদক : এ. কে এম. মকসুদ আহমেদ। পৃথক এক প্রচার পত্রে বনভূমিকে 'আরণ্য জনপদের একমাত্র সাপ্তাহিক' হিসাবে দাবি করে এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলা হয় :

...পার্বত্য চট্টগ্রামের আরণ্য জনপদের বিচিত্র খবর এবং

উপজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যপূর্ণ আলোচনা সমালোচনাই 'বনভূমি'র বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া এতে রয়েছে এ অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবরণ এবং নিয়মিত ফিচার।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ভিলাক্স প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং রাঙ্গামাটি প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৬"×১১½"।

৫ম বর্ষ ৩১শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ কার্তিক সোমবার ১৩৮৫ [নভেম্বর ১৯৮২] এবং ৫ম বর্ষ ৩৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৮৯ [২৮ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

পদধ্বনি। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭৮। সম্পাদক: সাইফুর রহমান। 'পদধ্বনির লক্ষ্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

···১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ও ৭ই নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান ও পরিবর্তনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের আওয়ামী বাকশালী স্বৈরাচারের পতন ঘটে এবং বাংলাদেশের উপর থেকে ভারত ও রাশিয়ার শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। ···সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় মার্কিন নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ।···

১৯৭৫ সালে জারীকৃত সামরিক শাসন এখনও অব্যাহত রয়েছে। সামরিক সরকার কর্তৃক জারীকৃত 'শ্রম আইন ১৯৭৫' 'রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬' এখনও দেশে বলবৎ রয়েছে। মতামত প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মিটিং মিছিল করার অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার সহ জনগণের সকল মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার বর্তমান সামরিক সরকার হরণ করেছেন।

…পদধ্বনি আত্মপ্রকাশ করছে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্ররূপে।

বাংলাদেশ লেখক শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মীদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া পদধ্বনির মতো পত্রিকা প্রকাশ করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ।

সম্পাদক কর্তৃক ৬০ আপার যশোর রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত ও মহিউদ্দিন প্রেস থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪। দাম : ৭৫ পয়সা।

অনীক। 'জনগণের পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ২৯ কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৮৫ [১৬ নভেম্বর ১৯৭৮]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : আবুল হাসানাত। সম্পাদক : মোঃ জাহাঙ্গীর কবির।

পত্রিকাটি ন্যাশনাল প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ১৪ আকমল খান রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ২৯/৫ কে. এম. দাস লেন, ঢাকা-৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

ঝংকার। 'একটি প্রগতিশীল পাক্ষিক।' ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ২১ কার্তিক বুধবার ১৩৮৫ [৮ নভেম্বর ১৯৭৮]। সম্পাদক : মুহাম্মদ আবদুর রকীব।

পত্রিকাটি এতিমখানা রোড, টাঙ্গাইল থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও আলী প্রিন্টিং প্রেস, মেইন রোড থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ : ১৫″×১০″।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ ভাদ্র শনিবার ১৩৮৬ [সেপ্টেম্বর ১৯৭৯]। পত্রিকাটি আতিক প্রেস, আমাআট রোড, টাঙ্গাইল থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'দ্বিতীয় বর্ষের যাত্রা লগ্নে' থেকে জানা যায় যে, পত্রিকাটি ১৯৭৮-এর আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ কার্তিক শুক্রবার ১৩৮৯ [৫ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭৫।

ময়মনসিংহ বার্তা। সাপ্তাহিক। ৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ৪ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৮৮ [২০ নভেম্বর ১৯৮১]। সম্পাদক: এম. এ. তাহের। পত্রিকাটি প্রিন্টার মো: আবুল কাসেম কর্তৃক প্রকাশিত ও জেলা পরিষদ প্রেস, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা।

তিতাস। 'দলনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৬ পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৮৫ [১১ জানুয়ারী ১৯৭৯]। সম্পাদক: মো: নূরুল হোসেন।

সম্পাদক কর্তৃক পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, মসজিদ রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৪০ পয়সা।

৫ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৮৯ [৪ নভেম্বর ১৯৮২]। সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত ও তিতাস মুদ্রণালয়, জেল রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৫০।

জনমুক্তি। সাপ্তাহিক। ২য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৮৬ [৫ অক্টোবর ১৯৭৯]। সম্পাদক: এম. এ. আউয়াল।

পত্রিকাটি প্যারামাউন্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত ও ৪৫৩ বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা ১৭ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৬০ পয়সা।

কালান্তর। ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ পৌষ সোমবার ১৩৮৫ [১ জানুয়ারী ১৯৭৯]। সম্পাদক: নূর মহম্মদ [টেনা]।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক দি মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮৭ খান জাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ২৫ পয়সা।

পত্রিকাটির তথ্য চেয়ে সম্পাদকের নিকট চিঠি লিখলে তিনি ২৮-৭-৮২ তারিখে জানান :

আমার 'সাপ্তাহিক কালান্তর' পত্রিকাটি ১৯৭০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পাঁচ সংখ্যার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রকাশনা বন্ধ থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২রা জানুয়ারী পুনরায় প্রকাশিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান সারা দেশের পত্র পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দিলে 'কালান্তর' পত্রিকার প্রকাশনাও বন্ধ থাকে। পরে ১৯৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পুনরায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হচ্ছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'দৈনিক কালান্তর' ১৯৭৪ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তিন মাস প্রকাশনার পর বন্ধ হয়ে যায়। দৈনিক কালান্তরের পাশাপাশি সাপ্তাহিক কালান্তরের প্রকাশনা অব্যাহত ছিলো।

হোমিও বার্তা। 'বাংলাদেশের একমাত্র হোমিও মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আবেদন সাপেক্ষে প্রকাশিত ১৯৭৮-এ। সম্পাদক : ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন।

পত্রিকাটি আলমগীর [মতি] কর্তৃক ৪৭/৩ টয়েনবী সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৪। দাম ৩.০০।

ঋতু। 'পাক্ষিক কবিতা প্রচারপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮। সম্পাদক : মাহবুব-উল-আলম। সহ-সম্পাদক : কামরুল হাসান। সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

ঋতু সেই সব পদপাদ তরুণদের কণ্ঠ যারা চিন্তার বিচিত্র সরণীতে বিম্বিত রাস্তায় শোষণহীন পৃথিবীর প্রত্যাশায় উন্মুখ এবং স্বেচ্ছাচার আর গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৬১৩ মোহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম '২৫। সংখ্যাটি 'ত্রৈলক্য নাথ মহারাজা'র নামে উৎসর্গীকৃত।

প্রথম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১ জানুয়ারী ১৯৭৯। সম্পাদক. মাহবুব উল আলম। সহ-সম্পাদক: কামরুল হাসান, আবদুল ওয়াহাব। মুদ্রণে: শাহীন প্রেস, লালবাগ, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৬। দাম 0.80।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ বসন্ত ১৩৮৫। পৃষ্ঠা ৬। দাম 0.৫0। এ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি 'সাহিত্য প্রচার পত্র' রূপে প্রকাশিত। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫৩৮ মোহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও শিল্পতরু, ১২৩ লালবাগ থেকে প্রকাশিত। দাম 0.৫0।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ শরৎ ১৩৮৬। সংখ্যাটি 'বিশেষ শারদীয় সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত এবং 'কার্ল মার্কস এবং সতীর্থ গণ'-এর নামে উৎসর্গীকৃত। সম্পাদক: আবিদ আজাদ ও আওলাদ হোসেন।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ হেমন্ত ১৩৮৬। সংখ্যাটি 'কবি আবুল হাসান স্মৃতি সংখ্যা'রূপে প্রচারিত। সম্পাদক: মাহবুব উল আলম। সহ-সম্পাদক: সৈকত রুশদী, মুহম্মদ আবদুল ওয়াহাব।

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ শীত ১৩৮৬ ও ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ বসন্ত-গ্রীষ্ম ১৩৮৭। সংখ্যাটি 'জ্যাঁ পল সার্ত্রে স্মরণে' প্রকাশিত।

মুখোমুখি। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৮। সম্পাদিকা: ইরানী বেগম।

পত্রিকাটি মো: নুরুল ইসলাম কর্তৃক নাগরিক আর্ট প্রেস, ১৭৩ ফকিরাপুল, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদিকা কর্তৃক ১১৪ আরাম-বাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৬। দাম ২.৫0 পয়সা।

নয়াবাংলা। দৈনিক। ৪র্থ বর্ষ ২৩২শ সংখ্যার প্রকাশ ৭ এপ্রিল বুধবার ১৯৮২ [২৪ চৈত্র ১৩৮৮]। সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল-ছুগীর।

পত্রিকাটি মুসলিম আর্ট প্রেস, ৩২ মজুমিয়া লেইন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। প্রধান কার্যালয়: ২২ মীরেশ্বা লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.০০।

৪র্থ বর্ষ ৩০৬শ সংখ্যার প্রকাশ জুন শুক্রবার ১৯৮২ [আষাঢ় ১৩৮৯] এবং ৫ম বর্ষ ৮৮শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩ নভেম্বর বুধবার ১৯৮২ [১৬ কার্তিক ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৬। দাম: ১.০০।

৫ম বর্ষ ১০১শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ নভেম্বর বুধবার ১৯৮২ [১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। সম্পাদক: আবদুল্লাহ- আল-ছগীর।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মুসলিম আর্ট প্রেস, ৩২ মজুমিয়া লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং প্রধান কার্যালয়: ২২ মিরেশ্বা লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.০০। সাইজ: ২২½″×১৬″।

অনুবাদ। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনুবাদ সংকলন।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ [ফাল্গুন ১৩৮৫]। সম্পাদক: লিয়াকত হোসেন।

পত্রিকাটি কাজী মোহাম্মদ হাসান কর্তৃক ৩৯ রজনী চৌধুরী রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা ৪ থেকে প্রকাশিত এবং চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬২। দাম ১.০০।

... ...

প্রাক্সিস জার্নাল। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৯।

সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> বাংলাভাষী অঞ্চলে বিজ্ঞান ও দর্শন যেহেতু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অবহেলিত ও তুলনামূলকভাবে স্বল্পালোকিত, তাই এখানে হৈ চৈ যতটা আদৃত, নিবিষ্ট চিন্তা বা সনিষ্ঠ অনুসন্ধান ততোটা নয়। একটি আন্তরিক ও অনুধ্যানী দর্শন এখানে জন জীবনের জাগরণ প্রয়াসে, বিচ্যুতি উত্তরণে পূর্ণ সহগামী ও পথনির্দেশক ভূমিকা পালন করতে পারে—এই বিশ্বাস শুধু আমাদের অল্পবয়স্ক রোমাঞ্চচারিতা নয়, কিছুটা কষ্টসিদ্ধ অভিজ্ঞতাও বটে। প্রাক্সিস জার্নাল-এর বর্তমান প্রতিপাদ্য তাই প্রয়োজনের দিক থেকে জরুরী ও বিষয়ের বিচারে মৌলিক প্রস্তাবনাকেই অন্বেষণ করা।

দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল-জুন ১৯৭৯। মুখ্য সম্পাদক: সলিমউল্লাহ খান। নির্বাহী সম্পাদক: মুহাম্মদ ইকবাল। সহকারী সম্পাদক: আবদুল্লা মোহাম্মদ সাকী, আমিনুর রশিদ, আবদুল ওয়াজেদ। পত্রিকাটি প্রাক্সিস অধ্যয়ন সমিতির পক্ষে প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুর রশিদ কর্তৃক ১/৩ শেখ সাহেব বাজার সড়ক, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং ফাতেমিয়া প্রেস, ১৯/৩ শেখ সাহেব বাজার সড়ক, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। দাম ৫.০০। সাইজ: ৮½″×৬½″।

সঞ্চয়। 'জাতীয় সঞ্চয় বিভাগের মাসিক মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ২২শ সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮০। সম্পাদক: শেখ রেজাউল করিম।

পত্রিকাটি জাতীয় সঞ্চয় বিভাগের প্রধান পরিচালক কাজী আওলাদ হোসেন কর্তৃক ১০ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত

এবং বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৮। সাইজ: ১০২"×৮"।

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮১। পৃষ্ঠা ৪০।

কৌষিক। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ ১৩৮৫ [জানুয়ারী ১৯৭৯]। সম্পাদক: কাজী আবদুল মান্নান। যুগ্ম সম্পাদক: আসাদুজ্জামান।

পত্রিকাটি এস. এম. আবদুল লতিফ কর্তৃক বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রকাশিত ও মুকুল প্রিন্টিং প্রেস, ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১২৪। দাম ৪.০০।

জনকণ্ঠ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৭৯ [২৬ মাঘ ১৩৮৫]। সম্পাদক: এম. আলপ্তগীন।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৯৮ ডি. আই. টি. রোড, রামপুরা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও নাসিমা প্রিন্টিং প্রেস, ৯৮ ডি. আই. টি. রোড, রামপুরা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৬০ পয়সা।

২য় বর্ষ ৪৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ জানুয়ারী বুধবার ১৯৮২ [১৩ মাঘ ১৩৮৮]। এ পর্যায়ে, পত্রিকাটি জনতা প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজেস লিঃ থেকে মুদ্রিত ও ৩১/এ র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.০০।

বাংলার চাষী। 'নিরপেক্ষ জাতীয় সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ মার্চ রবিবার ১৯৭৯। সম্পাদক: এ. টি. এম. নূর-উদ্দিন।

পত্রিকাটি ইডেন আর্ট প্রেস, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত এবং ইসলামিক প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্সের পক্ষে ২ মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড, ময়মনসিংহ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬+ঘ। দাম ৫০ পয়সা।

৪র্থ বর্ষ ২০শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ কার্তিক রোববার ১৩৭৯ [৭ নভেম্বর ১৯৮২]।

ফরিদপুর বার্তা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র সোমবার ১৩৮৫ [২৬ মার্চ ১৯৭৯]। সম্পাদক: ইউসুফ রেজা মন্টু।

পত্রিকাটি এস. এম. জিলানী কর্তৃক প্রেস ক্লাব মুদ্রণালয়, মুজিব সড়ক, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা।

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ বৈশাখ সোমবার ১৩৮৬ [৩০ এপ্রিল ১৯৭৯]।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩০ বৈশাখ সোমবার ১৩৮৬ [১৪ মে ১৯৭৯]।

বিবর্তন। সাপ্তাহিক। ২য় বর্ষ ৪র্থ-ম সংখ্যার প্রকাশ ২৩ চৈত্র রবিবার ১৩৮৬ [৬ এপ্রিল ১৯৮০]। সম্পাদক: কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক শব্দমালা মুদ্রণালয়, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ১২ নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

একাল। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ১৫ জুন শুক্রবার ১৯৭৯ [৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬]। সম্পাদক: আজম আমীর আলী।

পত্রিকাটি রহিমা যোহরা কর্তৃক মোসলেম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঝিলটুলী, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত এবং একাল কার্যালয়, জেলা পরিষদ ভবন থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২৫ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৮১ [৯ পৌষ ১৩৮৮]।

৭ম বর্ষ নব পর্যায়ে ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৮২ [১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: আজম আমীর আলী। সম্পাদিকা: রহিমা যোহরা। সম্পাদকীয় বক্তব্য 'একাল আবার বেরুলো'তে বলা হয়:

হঠাৎ করেই একাল-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় বিগত ঈদুল

ফেতরের আগের দিন। যে মুহূর্তে ঈদের বিশেষ সংখ্যা পাঠ-কদের সামনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে জেলা প্রশাসন তার ৫০২ (৫) এল. এস. ২১. ৭. ৮২ স্মারকে একাল বন্ধ করে দিয়ে ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করেন। ঈদের ছুটি শেষ হবার পরেই একাল কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আদালতে এক মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। প্রেস কাউন্সিলের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান…স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণা-লয়কে জানিয়েছেন যে, জেলা প্রশাসনের দেওয়া নোটিশটি সম্পূর্ণ অবৈধ এবং বে-আইনি। …স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা প্রশাসন ডিক্লারেশন বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। …দীর্ঘ সাড়ে চার মাস একাল প্রকাশনা বন্ধ থাকায়,… ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে…। একাল নিপীড়িত, ভাগ্য বিড়ম্বিত তথা সাধারণ মানুষের মুখপত্র। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, তথা সকল রকম অনাচারের বিরুদ্ধে 'একাল' তার জন্মলগ্ন থেকেই সোচ্চার ছিল এবং আগামীতেও থাকবে।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক একাল কার্যালয় গোয়ালচামট, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত। এবং জেনারেল প্রিন্টার্স, ষ্টেশন রোড, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০। সাইজ: ১৬"×১১½"।

বইয়ের খবর। 'পুস্তক প্রকাশনা ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬ [এপ্রিল-জুন ১৯৭৯]। সম্পাদক: বিজলীপ্রভা সাহা। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাঠকদের কাছে বইয়ের খবর পৌঁছে দেবার জটিল প্রচেষ্টায় আমরা ব্রতী হয়েছি। …গ্রন্থ ও তার বিরাট তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের অবহিত করা, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎ-পদতা কাটিয়ে উঠার ব্যাপারে বইয়ের বিকল্পহীন ভূমিকাকে

তুলে ধরা এবং আকর্ষণীয় লেখা, প্রতিবেদন ও পুস্তক পরিচিতির মাধ্যমে পাঠকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটি জহরলাল সাহা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রভাংশু রঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১ কর্তৃক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ২.০০। সাইজ: ৯´´×৭´´।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 'বিশেষ শিশু সংখ্যা' হিসাবে কার্তিক-পৌষ ১৩৮৬ [অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৯]।

বইয়ের খবর-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি শিশু-কিশোরদের নানাবিধ সমস্যা ও প্রসঙ্গিক সংকট উত্তরণের কামনা নিয়ে পরিকল্পিত। জাতীয় জীবনে এই বিষয় সমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ তাৎপর্যকে যথাযথ প্রেক্ষিত ও মাত্রায় চিহ্নিত করার জন্য শিল্প, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মনস্তত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও বিশেষজ্ঞের ভাবনা-চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে।...

পৃষ্ঠা ১৫৫। দাম ৩.০০।

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৮ [জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮২]। সংখ্যাটি 'ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' পৃষ্ঠা ১০০। দাম ৩.০০।

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৯ [এপ্রিল-জুন ১৯৮২]। সংখ্যাটি 'ডঃ মোতাহার হোসেনের স্মৃতির উদ্দেশ্য নিবেদিত।' পৃষ্ঠা ৬৯। দাম ৩.০০।

ছাড়পত্র। মাসিক ?। ১ম ১ম সংখ্যার প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৬ [জুন ১৯৭৯]। সম্পাদক: এইচ. এম. জয়নাল শাহিন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: হেলাল আহমেদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৬০ হাজী মো: মহসীন হল, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২২। দাম ৫.০০।

নতুন। 'উত্তরবঙ্গের একমাত্র রম্য সাহিত্য মাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ৪ জুলাই ১৯৭৯। সম্পাদক: মো: মোজাম্মেল হক [স্বপন]। সাহিত্য সম্পাদিকা: লায়লা মোর্শেদা বেগম।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রজাবাহিনী প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং নতুন কার্যালয় নিথী ফার্মেসী, ঝাউতলা, বগুড়া থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২২। দাম ৩.০০।

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৩০। দাম ২.০০।

লৌকিক বাংলা। ত্রৈমাসিক। ১ম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-জুন ১৯৭৮। সম্পাদক: আবদুল হাফিজ। সহযোগী সম্পাদক: মোমেন চৌধুরী।

বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি এতে ছাপা হয়।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ৭৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমীর ছাপাখানা, বর্ধমান হাউস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৭৮। দাম ১০.০০।

রূপসী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১ আগষ্ট ১৯৭৮। সম্পাদক: গুলশান আহমদ। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: আবদুর রহমান। পত্রিকাটি বোরহানউদ্দীন আহমদ কর্তৃক ইডেন প্রেস, হাটখোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৪৩/জি ইন্দিরা রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৮০ পয়সা।

দৈনিক দেশ। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ শ্রাবণ বুধবার ১৩৮৬ [১৮ জুলাই ১৯৭৯]। সম্পাদক: সানাউল্লাহ নূরী। সম্পাদকীয় 'আমাদের অঙ্গীকার'-এ বলা হয়:

আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট, আমাদের চিন্তা পরিচ্ছন্ন, আমাদের পথ সরল এবং অভ্রান্ত। আমরা একটি ধ্রুব এবং অবিনাশী আদর্শে বিশ্বাস করি। সেই আদর্শ আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি—এই পবিত্র স্বদেশ বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য।···

স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি আমাদের এই স্বদেশের অলংঘনীয় এবং পবিত্র রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব। স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্য বলতে আমরা বুঝি বাংলাদেশের মাটি, এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য, এবং সংস্কৃতির প্রতি অকুণ্ঠ অবিমিশ্র ভালবাসা।···

একটি মূল্যবোধে বিশ্বাসী 'দৈনিক দেশ'। এই মূল্যবোধের নাম গণতন্ত্র, প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্যের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের নির্বাধ স্বাধীনতা। এই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য 'দৈনিক দেশ' অবিরাম সংগ্রাম করে যাবে।···

···বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব আমাদের অভ্রান্ত নীতি। এই নীতিতে আমরা সর্বক্ষণ অবিচল অটল থাকবো।···

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ২৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং আল হেলাল প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮+৮। দাম ৯০ পয়সা। সাইজ: ২১"×১৬২"।

৪র্থ বর্ষ ৩১৪শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২২ আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৯০ [৭ জুলাই ১৯৮৩]। 'পাঠক শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি' বলা হয়:

আল্লাহর অশেষ রহমতে আজ (বৃহস্পতিবার) থেকে দৈনিক দেশ আবার আমাদের গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের সেবায় নিয়োজিত হলো। যে পরিস্থিতির দরুন গত পাঁচ দিন যাবৎ আমাদের প্রিয় এই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ছিল, তা ছিল দৈনিক দেশ কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

উক্ত সংখ্যায় 'দৈনিক দেশ পুনঃপ্রকাশ।। কর্তৃপক্ষের বিবৃতি'তে বলা হয়:

দৈনিক দেশ কর্তৃপক্ষ ও কর্মরত সকল সাংবাদিক-কর্মচারীদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে উদ্ভূত জটিলতার অবসান ঘটেছে। এই সমঝোতার ফলে সাংবাদিক-কর্মচারীরা গতকাল থেকে কাজে যোগদান করেছেন এবং কর্তৃপক্ষ বন্ধ ঘোষণা আদেশ প্রত্যাহার করেছেন।

গতকাল (বুধবার) তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য অফিসার ও ফ্যাক্টরীসমূহের চীফ ইন্সপেক্টরের মধ্যস্থতায় এবং দৈনিক দেশ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দৈনিক দেশ ইউনিট প্রধান, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে দৈনিক দেশ পুনঃপ্রকাশনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর আগে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের আহ্বানে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দৈনিক দেশ কর্তৃপক্ষ ঈদ বোনাসের দাবিতে পত্রিকার কর্মরত সাংবাদিকদের ধর্মঘটের দরুণ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যে দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার পটভূমি বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা জানান, পত্রিকার বর্তমান আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষে কোন রকম বোনাস প্রদান সম্ভব ছিল না। তাছাড়া পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি বিদেশে থাকায় এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিলো। তাঁরা আরো জানান, সাংবাদিকগণ কর্মবিরতি করায় পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা ছাড়া তাদের পক্ষে অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

পত্রিকার অপর এক সংবাদ 'ডিইউজের সন্তোষ প্রকাশ'-এ বলা হয়:

…দৈনিক দেশ-এর সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ বিভাগের কর্মচারিগণ ১ জুলাই থেকে মহার্ঘ ভাতা ও ঈদ উপলক্ষে উৎসব বোনাস প্রদানের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। ৩ জুলাই দৈনিক দেশ কর্তৃপক্ষ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা করেন।

ডিউইজের নির্বাহী পরিষদের গতকালের সভায় দৈনিক দেশে সৃষ্ট পরিস্থিতির সমাধান হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে এবং সমস্যা নিরসনে দেশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।…

পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলির সভাপতি: এ. কে. এম. মাঈদুল ইসলাম। সম্পাদক: সানাউল্লাহ নূরী। নির্বাহী সম্পাদক: আবদুল আওয়াল খান।

পত্রিকাটি বেগম মরিয়ম কর্তৃক মধুমতি মুদ্রণালয়, ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৫ সেগুনবাগিচা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৪০।

৫ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৯ আগষ্ট মঙ্গলবার ১৯৮৩ [২৩ শ্রাবণ ১৩৯০]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৪০ পয়সা।

৫ম বর্ষ ৩১শ সংখ্যার প্রকাশ ৩১ শ্রাবণ বুধবার ১৩৯০ [১৭ আগষ্ট ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৪০।

অনির্বাণ। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ আগষ্ট শনিবার ১৯৭৯ [৮ ভাদ্র ১৩৮৬]। সংখ্যাটি 'ঈদ সংকলন' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৯১/১ মনিপুরী পাড়া, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১৫ থেকে প্রকাশিত এবং সুফি প্রিন্টিং প্রেস, ৪১ পাটুয়াটুলী [কবিরাজ গলি], ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০। সংখ্যাটিতে প্রকাশিত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়:

বিগত ২২শে জুলাই কক্সবাজার স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী হলে 'সাপ্তাহিক কক্সবাজার' পত্রিকার প্রথম বর্ষ পূর্তি উৎসব পালিত হয়।...সাপ্তাহিক কক্সবাজার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক আজাদী সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ খালেদ।...

কলম। 'সৃজনশীল সাহিত্য ও গবেষণা ত্রৈমাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট-অক্টোবর ১৯৭৯। প্রধান সম্পাদক: আবদুল মান্নান তালিব। সম্পাদক: সাজ্জাদ হোসাইন খান। 'কলমের যাত্রা শুভ হোক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সহযোগিতায় কলম নামের এই সাময়িকী আত্মপ্রকাশ করছে।...

'কলম' তার নিঃসৃত ভাষার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে মানুষকে শোনাবে আল্লাহর বাণী।...

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার [৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫]-এর সহযোগিতায় সাজ্জাদ হোসাইন খান কর্তৃক ১৪ দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও মডার্ণ টাইপ ফাউণ্ডার্স, প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৯৬। দাম ৪.০০। সাইজ: ৮½"×৫"।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ৫৬। দাম ৩.০০ টাকা।

আগমন। মাসিক। 'সৃজনশীল সাহিত্য পত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ আশ্বিন ১৩৮৬ [অক্টোবর ১৯৭৯]। সম্পাদক: রুহুল আমিন বাবুল। সহযোগিতায়: নূরুল আমিন রোকন, এম. এ মান্নান, বেগম আর. এ. জাহানারা।

পত্রিকাটি চিত্রকল্প মুদ্রণালয়, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও ২৫ পি. সি. বি. লেন, ঢাকা-১ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০। দাম ২.০০।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেন আলম হোসেন ও ফরহাদ খাঁ। সহযোগিতায় যোগ দেন বেগম আর. এ. জাহানারার পরিবর্তে কে. এম. বদরুজ্জামান। এ-সংখ্যাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হয় ৩৯ দক্ষিণ বাসবো, ঢাকা-১৪ থেকে।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৮০ [বৈশাখ ১৩৮৭]। এ-সংখ্যায় ভূইয়া আমিনুল সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেন। ৮ম সংখ্যায় উক্ত সহকারী সম্পাদকের পরিবর্তে রহমান আমিন যোগদান করেন।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ [নভেম্বর ১৯৮০]।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৮১।

৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৮২।

প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৯ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৮৬ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯]। সংখ্যাটি 'বিজয় দিবস সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: মশিউর রহমান খান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক পপুলার প্রেস, মাদ্রাসা রোড ও তিতাস মুদ্রণালয়, জেল রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ১০। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৬″×১১½″।

৩য় বর্ষ ৪৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৩ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৮৯ [২৯ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ০.৫০।

ধারণী। ষান্মাসিক। ১ম বর্ষ ২য় [বিশেষ] সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-জুন ১৯৮০। সম্পাদক: এস. এম. লুৎফর রহমান।

পত্রিকার কার্যালয়: বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২। মুদ্রণে: কাশবন মুদ্রায়ণ, ২৫ বাসাবাড়ী লেন, ঢাকা-১। পৃষ্ঠা ১০০। দাম ১০ টাকা। সাইজ: ৮½″×৫″।

কক্সবাজার বার্তা। ৪র্থ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যার প্রকাশ ৮ নভেম্বর সোমবার ১৯৮২ [২১ কার্তিক ১৩৮৯]। সম্পাদক মোহাম্মদ: শামসুল ইসলাম।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক দি এলিট প্রেস, প্রধান সড়ক, টেকপাড়া, কক্সবাজার থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.০০।

৪র্থ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৮ নভেম্বর রবিবার ১৯৮২ [১২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৪।

উন্মেষ। সাহিত্য-সংস্কৃতি মাসিক। 'নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনের মুখপত্র।' ৪র্থ বর্ষ ১০ম-১১শ সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮২। সম্পাদক: সালেহা আনোয়ারউদ্দীন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মহসিন শস্ত্রপাণি।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১০ নলগোলা, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ মুদ্রণ, ১১ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭২। দাম ৩.০০। সাইজ: ৮''×৫½''।

রূপসা। সাপ্তাহিক। 'সাধারণ মানুষের মুখপত্র।' ৪র্থ বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশ ১০ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৮৯ [২৬ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: এ. কে. এম. মতিউর রহমান। ব্যবস্থাপক সম্পাদিকা: মিসেস ঝরণা রহমান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক নবযুগ ছাপাখানা, খান জাহান আলী সড়ক থেকে মুদ্রিত ও বি. কে. ইষ্ট লেন, মৌলভী পাড়া, খুলনা, থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০ টাকা। সাইজ: ২২½''× ১৬''।

অভিমুখ। [?]। ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০। সম্পাদক: মইনুদ্দীন মানু। সহযোগী: রেজা সেলিম।

পত্রিকাটি সাহিত্য ও কল্যাণ সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ: ৮ জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুনর্ভবা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যার প্রকাশ ৪ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৮৬ [১৯ জুন ১৯৭৯]। সম্পাদক: খায়রুল আনম।

পত্রিকাটি মো: মহসীন আলী কর্তৃক সাপ্তাহিক পুনর্ভবা কার্যালয়, গনেশ

তলা, দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত ও নিউ কোহিনুর প্রেস, মুন্সিপাড়া থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা।

নাট্যরাজ। 'সচিত্র মাসিক।' ৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৮৩। সম্পাদক : জি. এন. মর্ত্তুজা।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক শাহাদত প্রিন্টিং প্রেস, ৩৮ করাতিটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ২৮ করাতিটোলা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৮। দাম ৮.০০। সাইজ : ৯½″ × ৬½″।

... ...

খাতুন। 'মহিলাদের মাসিক মুখপত্র।' ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯০ [এপ্রিল-মে ১৯৮৩]। সম্পাদিকা : নূরজাহান কোরেশী। সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রফিকউদ্দিন।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক ১৪ গার্ডেন রোড, ঢাকা ১৫ থেকে প্রকাশিত ও ইছামতি মুদ্রায়ণ, ১/২ ভজহরি সাহা ষ্ট্রীট, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ৩.০০। সাইজ : ৮½"×৬½"।

সম্মোহনী। 'ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র।' ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৮০। সম্পাদক : শামিম হাসান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ২ সারদা ঘোষ রোড থেকে প্রকাশিত ও নেত্রকোণা সিটি আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৪।

আলোর সন্ধানে। সাপ্তাহিক। ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ৬ কার্তিক শুক্রবার ১৩৮৮ [২৩ অক্টোবর ১৯৮১]। সম্পাদক : সৈয়দ শাহ্-জাহান মিঞা।

পত্রিকাটি পি. পি. সেন রোড, রংপুর থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলীয় প্রেস, ষ্টেশন রোড, রংপুর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

পত্রিকাটির শেষ পৃষ্ঠায় দৈনিক **উত্তরার** একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এবং তাতে পত্রিকার জন্য মহিলা বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি চাওয়া হয়।

৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ২৫ কার্তিক শুক্রবার ১৩৮৯ [১২ নভেম্বর ১৯৮২]। ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ ১৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৮৯ [৩ ডিসেম্বর ১৯৮২]।

সাম্পান। 'সচিত্র শিশু-কিশোর মাসিক।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ [মে ১৯৮০]। সম্পাদক : আতাউল হক। ঠিকানা :

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বাইতুশ শরফ, ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, চট্টগ্রাম। পত্রিকাটি এ. জেড. এম. শামসুল আলম, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ও চেম্বার প্রেস লিঃ, সদরঘাট, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ১.৫০। সাইজ: ৯½"×৭"।

সপ্ত ডিংগা। 'একটি শিশু মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৮০। সম্পাদক: শাহ্ মুহম্মদ খুরশীদ আলম। সহকারী সম্পাদক: হাসান আবদুল কাইয়ুম। 'প্রসঙ্গ: সম্পাদকের কলম'-এ বলা হয়:

> সপ্তডিংগা প্রকাশের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের শিশু জগতে এক নয়া দিগন্তের সূচনা হলো আর সেই সাথে সাথে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা বিভাগ তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার এক সূত্র খুঁজে পেয়ে আনন্দ বোধ করছে।...

পত্রিকাটি খুলনা বিভাগীয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষে আবাসিক পরিচালক শাহ্ মুহম্মদ খুরশীদ আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং কপোতাক্ষ প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ১.০০। সাইজ: ৯½"×৭"।

৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮২ [অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। সম্পাদক: আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাছান খান। সহ-সম্পাদক: জামান মনির।

বিভাগীয় ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র—খুলনার পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক শামস্ বিল্ডিং [তৃতীয় তলা], স্যার ইকবাল রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০। সাইজ: ৯½"×৭"।

প্রহরী। 'শহীদ ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের লক্ষ্যে উৎপাদক জনগণের সাপ্তাহিক মুখপত্র।' সম্পাদক: এসকে. এম. এ. মজিদ মুকুল। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ মার্চ ১৯৮০ [১২ চৈত্র ১৩৮৬]। সম্পাদক: এসকে. এম. এ. মজিদ মুকুল।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রহরী কার্যালয়, ডি. বি. রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত ও মমতাজ প্রেস, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৬ $\frac{১}{২}$″ × ১১ $\frac{১}{২}$″।

গণপ্রহরী। 'উৎপাদক জনগণের নিরপেক্ষ জাতীয় সাপ্তাহিক।' ২য় বর্ষ ৩৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৮৯ [২৮ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: এসকে. এম. এ. মজিদ মুকুল।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ডি. বি. রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত ও মমতাজ প্রেস, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৬০। সাইজ: ১৬ $\frac{১}{২}$″ × ১১ $\frac{১}{২}$″।

আলোচনা। 'সংস্কৃতি ও সাহিত্য মাসিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৮০ [ফাল্গুন ১৩৮৬]। সম্পাদক: শেখ ফজলুর রহমান। সহ-সম্পাদিকা: হাসনাত জাহান মনিরা ইসলাম।

পত্রিকাটি রোজী প্রিন্টিং প্রেস, ৪৪/৯ খিলগাঁও, ঢাকা-১৯ থেকে মুদ্রিত ও মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম কর্তৃক ১০ হাটখোলা রোড, বলধা হাউস, ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৬। দাম ৩.০০। সাইজ: ৯ $\frac{১}{২}$″ × ৬ $\frac{১}{২}$″।

১ম বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল-মে ১৯৮০ [বৈশাখ ১৩৮৭]।

সচিত্র স্বদেশ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৯ মার্চ ১৯৮১ [৫ চৈত্র ১৩৮৭]। সম্পাদক: জাকিউদ্দিন আহমদ। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: মো: মোশারফ হোসেন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: রফিক ভুঁইয়া। 'আমাদের কথা'য় বলা হয়:

> ...চিরাচরিতের মাঝখানে ব্যতিক্রমধর্মী একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করেছি বলেই সচিত্র স্বদেশের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।
>
> ...আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সমাজ তথা দেশ ও জাতিকে সুস্থ, সুন্দর

ও গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা যারা অনুভব করেন, সমাজে তাদের সংখ্যাই বেশী বলেই আমাদের বিশ্বাস।...আজ সময় এসেছে এ সব মানুষের অভিমত ব্যক্ত করার, এবং প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ ধরনের বলিষ্ঠ তৃতীয় মত প্রকাশের জন্য নিরপেক্ষ একটি ফোরামের। সচিত্র স্বদেশ সেই বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ তৃতীয় মত প্রকাশেরই ফোরাম হতে চায়। আমরা যে ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্যের দাবী করছি—তার মূল সুর এটাই। সচিত্র স্বদেশ বস্তুতঃ স্বদেশের মাটি ও মানুষ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকেই রস আহরণ করবে। বিদেশের দ্বার তাই বলে রুদ্ধ থাকবে না, কিন্তু সব কিছুর উর্দ্ধে থাকবে স্বদেশ ও স্বজাতির আশা-আকাঙ্খা ও হাসি-কান্নার অবিমিশ্র প্রকাশ। সকল রকম সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও গোঁড়ামির উর্দ্ধে উঠেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে প্রকাশ করার প্রয়াস পাব।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক জান এণ্ড কোং, ১৪৫ মালিবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ১৯ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৩.৫০।

৩য় বর্ষ ২৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১৯৮৩ [১ ভাদ্র ১৩৯০]। পৃষ্ঠা ৬৬। দাম ৫.০০। সাইজ: ১০½˝ × ৬½˝।

নতুন কথা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৮০ [১৬ ফাল্গুন ১৩৮৬]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিঃ রাশেদ খান মেনন। সম্পাদিকা: হাজেরা সুলতানা। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: নাসিম আলী।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক ৩১/ই তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং গ্রীণ প্রিন্টার্স, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-৫ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ৫০ পয়সা।

৩য় বর্ষ ৩৬শ সংখ্যার প্রকাশ ৫ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৮২ [১৮ কার্তিক ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

৪র্থ বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ২৬ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৯০ [১০ জুন ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

জনজীবন। 'জনজীবন বিশ্লেষণ কেন্দ্রের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৩৮০। সম্পাদক: হাসান উজ্জামান। সহকারী সম্পাদক: শামিম আখতার হাসান।

সংখ্যাটির শিরোনাম 'জনজীবন ও জনমুক্তি।' পত্রিকা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য: 'দুর্দশাগ্রস্ত জনপদ।'

যোগাযোগের ঠিকানা: গভর্ণমেণ্ট এ্যাণ্ড পলিটিক্স বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা। মুদ্রণে: মিছ-ওয়ান প্রিণ্টার্স, ১৫/এফ. আজিমপুর রোড, ঢাকা-৯। পৃষ্ঠা ৬০। দাম ৫.০০।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৮১। সংখ্যাটি 'জনজীবন-২নং' হিসাবে প্রকাশিত। সংখ্যাটির শিরোনাম: 'জনজীবন ও মসীচর্চা।'

প্রতিবাদ। পাক্ষিক। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ [পরীক্ষামূলক] ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ [১৫ মে ১৯৮০]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: মোঃ ইমদাদুল হক পান্না। সম্পাদক: মোঃ আবদুল বাতেন হিরু। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: জাহিদ হোসেন লরেনস্। সহযোগী সম্পাদক: গোলাম মোস্তফা। সহ সম্পাদক: আবু বকর সিদ্দিক।

পত্রিকাটি সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কর্তৃক প্রকাশিত ও মোঃ কছিমউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক জনতা প্রেস, উল্লাপাড়া, পাবনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.০০।

ম্যারিজ। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২ এপ্রিল বুধবার ১৯৮০ [১৯ চৈত্র ১৩৮৬]। সম্পাদক: মোঃ আতহার আলী সিদ্দিকী।

সহ-সম্পাদক : মাসুদ আহমেদ খান, ওয়ারেস আলী খান। কার্য-নির্বাহী সম্পাদক : মহসীন ইমরান খান [ইমু]। সহকারী সম্পাদক : মোখলেছুর রহমান। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয় :

আমাদের সমাজে বিয়ে জটিলতা ; যে সংক্রামক রোগটি মহামারী আকারে সমাজকে বিধ্বস্ত করে দিতে নির্বিঘ্নে অনেককে জড়িয়ে নিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করছে, সে যৌতুক প্রথাকে কু-প্রথা বলে গণ্য করে সমাজ দেহ থেকে একে দূর করতে বিজ্ঞজনেরা যে আলোকে পথ দেখাবেন ম্যারিজ তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তার পাশাপাশি আরও কিছু দুষ্ট ক্ষত- বিয়ে বিচ্ছেদ, প্রেমের ব্যর্থতা সামাজিক মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম চ্যালেঞ্জ, এর প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক হিসাবে ; তাছাড়া সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে ম্যারিজকে ব্যবহার করার জন্য উদাত্ত আহ্বান রইল।...

পত্রিকাটি এইচ. বি. এম. লুৎফর রহমান কর্তৃক ফাতেমা আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ১১ সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.০০।

যশোর বার্তা পাক্ষিক। 'যশোর জেলা পরিষদের মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশ ১ আগস্ট শনিবার ১৯৮১ [১৫ শ্রাবণ ১৩৮৮]। সম্পাদক : আবদুস ছাত্তার মিঞা।

পত্রিকাটি যশোর জেলা পরিষদ প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং জেলা পরিষদের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা। ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৬ অক্টোবর শনিবার ১৯৮২ [২৯ আশ্বিন ১৩৮৯]।

সত্যকথা। 'জাতীয় সাপ্তাহিক।' ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ২৬ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৮৭ [৯ এপ্রিল ১৯৮১]। সম্পাদক : মাহমুদ উল হক।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মেট্রো প্রিন্টার্স, ৬৬ নয়াপল্টন, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২.০০।

বিপ্লব। সাপ্তাহিক। ২য় বর্ষ ৩৯শ সংখ্যার প্রকাশ ২১ নভেম্বর শনিবার ১৯৮১ [৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮]। সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম।

পত্রিকাটি বেগম মরিয়ম কর্তৃক শামিম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২ ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ আরামবাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৫০।

পরবর্তীতে পত্রিকাটি নতুন আকারে প্রকাশিত হয়। এ-পর্যায়ে ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ ৩১ শ্রাবণ ১৩৯০ [১৭ আগষ্ট ১৯৮৩]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : এ. কে. এম. মাঈদুল ইসলাম। সম্পাদক : সিকদার আমিনুল হক। পত্রিকাটি ন্যাশনালষ্টি পাবলিকেশন্স লিমিটেডের পক্ষে বেগম মরিয়ম কর্তৃক ৫ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং শামিম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২ ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৫.০০। সাইজ : ১১″×৭″।

প্রতিদিন। 'একটি গণমুখী দৈনিক।' ২য় বর্ষ ২৮৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৮৮ [১ এপ্রিল ১৯৮২]। সম্পাদক : খায়রুল আনম। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক পুনর্ভবা মুদ্রায়ণ [অস্থায়ী-কার্যালয়] গণেশতলা, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৭৫ পয়সা।

গৌরীয় বৈষ্ণব দর্শন। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৭ ফাল্গুন শনিবার ১৩৮৬ [১ মার্চ ১৯৮০]। সম্পাদক : ধরণীকান্ত সাহা। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ২ শিরিশ চক্রবর্তী রোড, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং কাজী ফজলুল করিম কর্তৃক সিটি প্রেস, ১ দুর্গাবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩০। দাম ৫.০০।

মহিলা পত্রিকা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৪ আগষ্ট সোমবার ১৯৮০। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা : শামছুন নাহার। উপদেষ্টা সম্পাদক :

রফিক ভুঁইয়া। সম্পাদকীয় 'শুভ যাত্রা লগ্নে' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায়:

> সাপ্তাহিক মহিলা পত্রিকার আত্মপ্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশী নারী সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা, সমাজের সর্বস্তরে নারীদের ভূমিকা নির্ধারণ, নারী সমাজকে জাতীয় অগ্রগতিতে অংশ নিতে প্রেরণা দান এবং নারী প্রগতি ও নারী মুক্তি আন্দোলনে এই পত্রিকা মুখ্য ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পত্রিকাটি নন্দন প্রকাশনীর পক্ষে মমতা ভুঁইয়া কর্তৃক সাদেক আর্ট প্রিণ্টার্স, ৩২ বাটালী রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও ১১ শহীদ মীর্জা লেন, মেহদীবাগ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১.০০। সাইজ: ১৬''×১১''।

৩য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৮২। উপদেষ্টা সম্পাদক: রফিক ভুঁইয়া। সম্পাদিকা: মমতা ভুঁইয়া। নির্বাহী সম্পাদিকা: রেহানা সালাম। সম্পাদকীয় কার্যালয়: ২৯/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

নরসুন্দা। [?]। ১ম বর্ষ প্রস্তুতি পর্ব ১০-এর প্রকাশ ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৮৭ [১ আগষ্ট ১৯৮০]। সম্পাদক: আবদুল লতিফ। প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ ফজলুল করিম।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মালটিপারপাস প্রেস, কিশোরগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম: শুভেচ্ছামূলক। সাইজ: ১৬½''×১১''।

কিশোর বিচিত্রা। দ্বি-মাসিক। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ চৈত্র বৈশাখ ১৩৮৭ [মার্চ-এপ্রিল ১৯৮০]। সংখ্যাটি 'শহীদ দিবস ও স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: মোখতার আহমেদ। সহযোগী: হোসেন সোহরাব, আবুল কালাম আজাদ। উপদেষ্টা: ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, লুৎফর রহমান সরকার, বেগম মমতাজ হোসেন।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৪০ তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং সাপ্তাহিক ঢাকার মুদ্রণ শাখা, ৪২/২ আজিমপুর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৬। দাম ২.০০। সাইজ: ৮½"×৫½"।

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৭ [ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৮১]। এ-পর্যায়ে পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৪০ তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং ফ্রেণ্ডস প্রিণ্টার্স, ১৭ আজিমপুর রোড, ঢাকা-৫ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭২। দাম ২.০০।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ পৌষ-ফাল্গুন ১৩৮৮ [ডিসেম্বর' ৮১-ফেব্রুয়ারী' ৮২]। সংখ্যাটির শেষে 'কিশোর পত্রিকা' নামে একটি বিভাগ আছে। এখানে দেশের ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত কিশোর পত্রিকার পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে:

কুটুম পাখী: ৬ লোয়ার খান জাহান আলী রোড, খুলনা থেকে জ্যোতির্ময় মল্লিক সম্পাদিত কুটুম পাখীর ৩য় সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ-সংখ্যার পৃষ্ঠা ৩২। তিনটি গল্প, একটি প্রবন্ধ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছড়া, কবিতা এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।...

ইষ্টিকুটুম: ডেভিড কোম্পানী পাড়া, গাইবান্ধা থেকে আবু জাফর সাবু সম্পাদিত ইষ্টিকুটুমের ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা আমাদের হাতে পৌঁছেছে। ইষ্টিকুটুম একটি দ্বিমাসিক ছড়া সংকলন। পঁয়তাল্লিশজন কবি ও ছড়াকারের ভিন্ন স্বাদের ছড়া নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এ সংখ্যা ইষ্টিকুটুম।...

সেবক: ৩য় সংখ্যা। জয়পুরহাট, বগুড়া। সম্পাদক: রবিউল ইসলাম সোহেল।

তারুণ্য: ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। জয়পুরহাট, বগুড়া। সম্পাদক: মোঃ রওশন কবীর চৌধুরী।

স্রোত: ১ম সংখ্যা। মেহেরপুর, কুষ্টিয়া। সম্পাদক: নিরঞ্জন মিত্র/বিশ্বনাথ কুমার।

প্লাবন : ছড়া, কবিতা সংকলন। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। জয়পুরহাট, বগুড়া। সম্পাদক : রায়হান কবীর চৌধুরী।

চম্পাবকুল : ছড়া সংকলন। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা। সি. এণ্ড বি. রোড. বরিশাল। সম্পাদক : খালিলুর রহমান খলিল।

মুক্ত মাটির গন্ধ। ১৬শ সংখ্যা। বংশাই সাহিত্য সংসদ, টাঙ্গাইল। সম্পাদক : আশরাফুল ইসলাম মুকুল।

আমরা জ্যোৎস্নার প্রতিবেশী : ৪র্থ সংখ্যা। স্বরবর্ণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি গোষ্ঠী, বরিশাল। সম্পাদক : আ. ম. সাঈদ বারী।

ঝিলমিল : ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। পলাশপাড়া, গাইবান্ধা। সম্পাদক : মোমিনুল আজম সবুজ।

অরুণ : ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। পলাশ পাড়া, গাইবান্ধা। সম্পাদক : জিয়াউর রহমান সেলিম।

ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা।? ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮০ [পৌষ ১৩৮৭]। সম্পাদক : হুমায়ুন আজাদ। পত্রিকাটি বাংলাদেশ ভাষা বিজ্ঞান পরিষদ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পত্রিকার উদ্দেশ্য :

> বাংলা ভাষার গভীর ব্যাপক বিশ্লেষণ বাংলাদেশের উপভাষা মানচিত্র রচনা বাংলাদেশের কথ্য বাংলার রূপনির্ণয় বিজ্ঞান সম্মত বর্ণনা।

পৃষ্ঠা ১৬০। দাম ২৫.০০।

সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হলো পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা, সাতটি মনোরম আলোচনা, এবং দুটি গ্রন্থ সমালোচনা। জাহাঙ্গীর তারেক অর্থতত্ত্বের একাংশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 'সংকেতায়ন : বাগর্থিক বৃত্তি'তে। মনসুর মুসা ভাষা পরিকল্পনার তথ্য তত্ত্ব ও বাঙলা ভাষার পরিকল্পনার অজানা ইতিহাস বর্ণনা করেছেন

'ভাষা পরিকল্পনা'য়। রাজীব হুমায়ুন-এর 'সমাজ ভাষা বিজ্ঞান'-এ পরিবেশিত হয়েছে ভাষা বিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখার বিস্তৃত বিবরণ। রফিকুল ইসলাম 'ভাষাতত্ত্বের বিবর্তন'-এ পেশ করেছেন প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ভাষা বিশ্লেষণবিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ। হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা বিশেষ্য পদ' রূপান্তরবাদী প্রক্রিয়ায় বাঙলা বিশেষ্যপদের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। 'আলোচনা' পর্যায়ে আবদার রশীদ, নরেন বিশ্বাস, মুহম্মদ হাফিজুদ্দীন শেখ, নূরুল হুদা, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ফেরদৌস আরা ও মৌলি বাঙলা বানান শিশুদের পাঠ্য বই প্রণয়ন, সাধু চলতি বিতর্ক, বাঙলা যুক্তাক্ষর, সংবাদপত্রের অশুদ্ধ বাঙলা, বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতি সম্পর্কে স্নিগ্ধ ও সংবাদবহ আলোচনা করেছেন। 'সমালোচনা' পর্যায়ে মূল্যবান গ্রন্থের সনিষ্ঠ সমালোচনা লিখেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম।···

সোনার হরিণ। মাসিক। ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ এপ্রিল ১৯৮০। সম্পাদক: মুহাম্মদ জাফরউল্লাহ খান। নির্বাহী সম্পাদক: মুহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী। সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 'আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

> ···সোনার হরিণ কিভাবে বেরুয় এবং সোনার হরিণে কারা কাজ করেন তাদের উপর একটি সচিত্র ফিচার হবে···তাছাড়া ফেনীর সন্ধানী ক্লাব, ফেনীর অর্ধ সাপ্তাহিক পথ, সাপ্তাহিক মুহুরী ও মাসিক সোনার হরিণের সম্পাদককে যে সম্বর্ধনা দিয়েছেন [তাই হবে] সোনার হরিণের আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

পত্রিকাটি কবীর হুমায়ুন কর্তৃক প্রকাশিত ও দাওয়াখানা প্রেস, ফেণী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪০। দাম ২.০০।

বায়ো সায়েন্স রিভিউ। 'দ্বিমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৮০। সম্পাদক: সপ্তক ওসমান, গোলাম মোর্শেদ। ব্যবস্থাপক সম্পাদক: মাহফুজুল হক।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৭৩৬ শহীদুল্লাহ হল, ১৫৫ ফজলুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা-৫ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ২.০০।

শিশু দিগন্ত। Shishu Diganta, a children's horizon. মাসিক। দ্বি-ভাষিক। ৯ম সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮০।
পত্রিকাটি ইউনিসেফ, বাড়ী নং ১৫০-বি, রোড নং ১৩/১ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

সমভার। 'টিসিবির ত্রৈমাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮০। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: এ. এফ. এম. শামসুজ্জামান। সম্পাদক: মোহাম্মদ মতিউর রহমান। সহকারী সম্পাদক: ফখরুদ্দীন আহমেদ। সহকারী সম্পাদক: শামসুল হক দেওয়ান, আবদুল হক, চৌধুরী মহসিনুল হক ও সৈয়দ মোশাররফ হোসেন।
পত্রিকাটি টিসিবির পক্ষে ২২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং বুক প্রমোশন প্রেস, ২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮।
৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২।

গণস্বাস্থ্য। মাসিক। 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের একটি প্রকল্প।' প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭। সম্পাদক: ডাঃ রেজাউল হক। টেকনিক্যাল সম্পাদক: ডাঃ মাহমুদুর রহমান। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> বাংলাদেশে মাসিক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১১৩। যার অধিকাংশই নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। 'গণস্বাস্থ্য' নামটি আমরা মতামত জরীপের ফলাফল থেকে সংগ্রহ করেছি। এবং উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মাসিক 'গণস্বাস্থ্য' প্রকাশের দায়িত্ব 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাষ্ট' হাতে নিলেও পত্রিকাটি ট্রাষ্টের মুখপত্র নয়।···

গণস্বাস্থ্য বাংলাদেশের প্রথম সমাজ-স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। স্বাস্থ্যের সাথে বর্তমান আর্থ-সমাজ ব্যবস্থা তথা জীবন ধারণের সম্পর্ক আমরা এই পত্রিকায় তুলে ধরতে চাই।...

পত্রিকাটি মোহাম্মদ জাকারিয়া কর্তৃক গণস্বাস্থ্য প্রকাশনার পক্ষে শাহ্‌জাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও পোঃ নয়ার হাট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৩.০০।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৯। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত।

প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক। ৩য় বর্ষ ৪৫শ সংখ্যার প্রকাশ ২১ কার্তিক সোমবার ১৩৮৯ [৮ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: মশিউর রহমান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রতিবেদন কার্যালয়, কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত ও নেহার প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৫০।

৩য় বর্ষ ৪৮শ সংখ্যার প্রকাশ ২৮ কার্তিক সোমবার ১৩৭৯ [১৫ নভেম্বর ১৯৮২]।

ফরিদপুর চাষী বার্তা। সাপ্তাহিক। ৩য় বর্ষ ১৭শ সংখ্যার প্রকাশ ২৪ কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৮৯ [১১ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: আ. ন. ম. আবদুস সোবহান।

পত্রিকাটি এম. এ. বাসার কর্তৃক ফরিদপুর চাষী বার্তা কার্যালয়, মুজিব সড়ক, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত ও ছাপাঘর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭৫। সাইজ: ১৪½″ × ১০″।

৩য় বর্ষ ১৮-১৯শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ৯ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৮৯ [২৫ নভেম্বর ১৯৮২]।

মুজাহিদ। সাপ্তাহিক। ৩য় বর্ষ ৩৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১৫ নভেম্বর সোমবার ১৯৮২ [২৮ কার্তিক ১৩৮৯]। সম্পাদক: মোঃ মুস্তাফুর রহমান। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক রবি প্রেস, জামে মসজিদ লেন, যশোর থেকে

মুদ্রিত এবং গয়ারাম রোড, বেজপাড়া, যশোর থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম: ০.৭৫। সাইজ: ১৭½´´×১৫´´।

কার্টুন। 'মাসিক বাংলাদেশ ম্যাগাজিন।' ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮২। সম্পাদক: হারুনুর রাশীদ হারুন। সহযোগী সম্পাদক: জাকির হাসান সেলিম। নির্বাহী সম্পাদক: জিয়াউল ইসলাম জিয়া। সহকারী সম্পাদক: শরাফতউল্লাহ খান। এ-সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> কার্টুন ম্যাগাজিন নিয়মিত করার ব্যাপারে আমাদের মূল অসুবিধা হল ভাল কার্টুন এবং কার্টুনিস্টের অভাব। তাছাড়া রসাত্মক আইডিয়া বের করার লোকও আমাদের দেশে কম। আমরা সিরিয়াস বিষয়ে প্রাচুর্যবান, রসের ব্যাপারে নিতান্তই গরীব। আগামী কয়েকটা সংখ্যার পর আমরা কলিকাতার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীকে পাবো কার্টুনে। বিদেশের বেশ কয়েকজন কার্টুনিষ্টের কার্টুন নিয়মিত পাবার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
>
> কার্টুন ম্যাগাজিনে কতগুলো নিয়মিত বিভাগ খুলছি আগামী সংখ্যা থেকে। এ সংখ্যাতে সেগুলোর বিজ্ঞাপন দেয়া হল। সিরিজ হিসাবে মামুন নিয়াজীর 'হক মামা আইলো' চলবে। আগামী সংখ্যা থেকে পাঠক পাঠিকাদের চিঠিপত্রগুলো আমরা কার্টুন সহযোগে ছাপবো। কার্টুনের আঙ্গিক সজ্জা, উপস্থাপনায়ও নূতনত্ব আসবে ব্যাপকভাবে। সার্বিকভাবে কার্টুনকে জমজমাট করার জন্যে এ সংখ্যা থেকে কার্টুনের কভার চার রঙে ছাপা হলো।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক হাবিব প্রেস, ২৯ জিগাতলা, ঢাকা-৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ৪.০০।

৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ জুন-জুলাই ১৯৮৩। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬।

নিরীক্ষা মাসিক। 'সাংবাদিক, গণমাধ্যমের কর্মী, সংবাদপত্রের পাঠক, রেডিওর শ্রোতা, চলচ্চিত্র ও টিভি দর্শকদের জন্য।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮০। সম্পাদক: তোয়াব খান। সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী: আবু রুশদ মতিনউদ্দীন, ওবায়দুল হক, কিউ. এ. আই. এম. নূরুদ্দীন, লুৎফর রহমান। সংখ্যাটি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের প্রথম মহাপরিচালক কৃতি সম্পাদক আবদুস সালামের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হয়:

> নির্বাধ ও সুষম তথ্য প্রবাহ, দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় ক্ষেত্রে গণ যোগাযোগ তথ্য সম্প্রচার এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় সক্রিয় উৎসাহ দানের লক্ষ্যে নিরীক্ষার প্রচেষ্টা নিবদ্ধ হবে। গণ মাধ্যমগুলোর স্বাধীন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে অবদান রাখার চেষ্টাও 'নিরীক্ষা' করে যাবে। আমাদের দেশের সাংবাদিকতার সামগ্রিক মূল্যায়ন এই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য। সাংবাদিকতার কোথায় ত্রুটি হচ্ছে, কি কি ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালা লঙ্ঘিত হচ্ছে, কোথায় তার সীমাবদ্ধতা এবং অবশ্যই একই সঙ্গে সাফল্যের দিকগুলো আমরা নিরীক্ষার পাতায় তুলে ধরবো।
>
> এই পত্রিকা তাঁদের জন্যেও—যারা খবরের কাগজ পড়েন, রেডিও শোনেন, সিনেমা কিংবা টেলিভিশন দেখেন।
>
> এই গণমাধ্যমগুলো থেকে তাঁরা কি পাচ্ছেন, কতটা পাচ্ছেন বা কতটা পাচ্ছেন না—সবই আমরা জানতে চাই, প্রকাশ করতে চাই নিরীক্ষার পাতায়।...

পত্রিকাটি বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউট, ৩ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল সার্ভিস লিঃ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৭২। দাম ৫.০০। সাইজ: ১১"×৮½"।

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮১। এ-সংখ্যার সম্পাদনা সহকারীরূপে দেখা যায় মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে। ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ-এপ্রিল ১৯৮১। এ-সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে দেখা যায় এ. বি. এম. মুসাকে।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮১। এ-সংখ্যা 'সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও মাহবুবউল আলম স্মরণে' প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৮। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮১। এ-সংখ্যায় সম্পাদক ও সম্পাদনা সহকারী ছাড়াও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকরূপে যোগ দেন কামাল লোহানী।

ইশতেহার। 'নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক।' ৩য় বর্ষ ৩৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১৮ কার্তিক শুক্রবার ১৩৮৯ [৫ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: জহুর-উল আলম। পরিচালনা সম্পাদক: মাহমুদ উল আলম।

পত্রিকাটি পরিচালনা সম্পাদক কর্তৃক সুবর্ণ লেখা প্রিন্টার্স, ২৭ হাজী হাকিম আলী রোড, ঘাটফরহাদ বেগ, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৮০। সাইজ: ১৬"×১১"।

৩য় বর্ষ ৪১শ সংখ্যার প্রকাশ ৩ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৮৯ [১৯ নভেম্বর ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৬।

দৈনিক জাহান। 'কৃষি প্রধান একমাত্র জাতীয় সংবাদপত্র।' ৩য় বর্ষ ২১২শ সংখ্যার প্রকাশ ৮ অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৮৯ [১০ ডিসেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: মো: হাবিবুর রহমান শেখ।

সম্পাদক কর্তৃক দর্পণ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৯ রামবাবু রোড, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭০। সাইজ: ১৯½"×১৫½"।

উন্মাদ। ত্রৈমাসিক। 'উন্মাদ কার্টুন ম্যাগাজিন।' ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী- র্চ ১৯৮১। উন্মাদক: ইস্তেয়াক হোসেন, কাজী খালিদ

আশরাফ। কার্যকরী উন্মাদক: সাইফুল হক, ইলিয়াস খান, সুলতানুল ইসলাম।

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্রের নাম নিতান্তই কাল্পনিক বিদ্রূপ ছাড়া কারও নামের সাথে মিল সহসা ঘটনা চক্রের সংঘটন।

পত্রিকাটি সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক ৭ ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ব্রাক প্রিন্টার্স, ৬৬ মহাখালী, ঢাকা-১২ থেকে মুদ্রিত। মূল্য ৪.০০। [পকেট ফাঁকা]।

অপর একটি সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮১। পৃষ্ঠা ৪৮। দাম ৪.০০।

ফরিদপুর সমাচার। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১২ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৮৭ [২৬ মার্চ ১৯৮১]। সম্পাদক: মোহাম্মদ শাহজাহান।

পত্রিকাটি শে. মোঃ দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক খান প্রেস, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১.০০।

৩য় বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৬ কার্তিক বুধবার ১৩৮৯ [৩ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭৫।

মেডিকেল ডাইজেষ্ট। 'ত্রৈমাসিক চিকিৎসা সাময়িকী।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮০। সম্পাদক: ডাঃ মজিবুল হক। নির্বাহী সম্পাদক: নজরুল ইসলাম। সহযোগী সম্পাদক: আল মুকতাফি সাদী।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ২১৫ মিটফোর্ড রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত ও সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস, ১৬/১ জিন্দাবাহার ১ম লেন থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৭। সাইজ ১০¾"×৮"।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুন ১৯৮১ ও ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮১-'৮২। পৃষ্ঠা ৬০। ২য় বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যার প্রকাশ জুন, জুলাই, আগষ্ট ১৯৮২।

সচিত্র সময়। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮০ [অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৭]। সম্পাদক: নাজমুল ইসলাম খান। সহকারী সম্পাদক: আবু হাসান শাহরিয়ার, সৈয়দ আল ফারুক। সহ-সম্পাদক: ইসমাইল হোসেন।

পত্রিকাটি দৈনিক আজাদ প্রেস, ২৭/ক ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং সচিত্র সময় কার্যালয়, ৩৬/৩ গ্রীণ রোড, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫০। দাম ৩.৫০। সাইজ: ১০″ × ৮″।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটির প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮১ [পৌষ-মাঘ ১৩৮৭]। পৃষ্ঠা ৫০। দাম ৩.০০।

... ...

অণু। 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান দ্বি-মাসিক। অনুসন্ধিৎসু চক্রের প্রকাশনা।' ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ মে ১৯৮৩। সম্পাদক: স্বপন বিশ্বাস। সহকারী সম্পাদক: অরূপ সিদ্দিকী, গোলাম কিবরিয়া।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ঈশা খান সড়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিকএলাকা, নীলক্ষেত, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত এবং চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-৫ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪০। দাম ৩.০০ টাকা। সাইজ: ৯½″×৭″।

কিশোর। 'শিশু কিশোর মাসিক পত্রিকা।' ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ ১৫ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৮২। সংখ্যাটি 'ঈদ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক: সৈয়দ মুস্তফা নজমুল।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক কিশোর মুদ্রণ ও প্রকাশন, ৫ নিউ ইস্কাটন [দোতালা] ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২। দাম ০.৫০। সাইজ: ১৬″×১১½″।

পত্রিকাটিতে আছে শিশু কিশোরদের জন্য বিভিন্ন খবরা খবর এবং কিশোর ছড়ার আসর, কুপন, চিঠির জবাব ও কিশোর ভাইয়ের কথা।

দিগন্ত। [The horizon]। ত্রৈমাসিক। 'নিরপেক্ষ দ্বি-ভাষী সাহিত্য পত্রিকা।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮১। সম্পাদক: পল্লব ভট্টাচার্য। সহ-সম্পাদক: এ এস. এম. আকতার। সহকারী সম্পাদক: মাসুদ হোসেন, মৃণাল কান্তি সেন, তাজিয়া ইরফান লিজা, রুবিনা রোকাইয়া।

পত্রিকাটির যোগাযোগের ঠিকানা: সিলেট মেডিকেল কলেজ এবং মুদ্রণে কিশমৎ প্রেস, সিলেট।

শুশ্রূষা। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮১।

সম্পাদক : ডা: এ. কে. এম. আলাউদ্দিন। নির্বাহী সম্পাদক : এম. আইমুজ্জামান। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

আমরা শুশ্রূষার মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে চাই, চিকিৎসা জগতের সাথে যারা জড়িত তাদের কাছে আরো তথ্য আরো সংবাদ তুলে ধরতে চাই।

পত্রিকাটি আরোগ্য নিকেতন লি: এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক ২৪২/২৪৩ নিউ সার্কুলার রোড, মালীবাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৬। দাম ৫.০০।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯৮১।

মশাল। 'মেহনতী মানুষের সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ৩৪শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৮২। সম্পাদক : মোহাম্মদ আবুল হাসানাত।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ন্যাশনাল প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স থেকে মুদ্রিত এবং ২৯/৫ কে. এম. দাস লেন, ঢাকা-৩ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। সাইজ : ২৩″×১৬″।

নতুন। 'মাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা।' ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২। সম্পাদক : মো: মোজাম্মেল হক [স্বপন]। সাহিত্য সম্পাদিকা : লায়লা মোর্শেদা বেগম। 'সম্পাদকী'য় থেকে জানা যায় :

বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য জানুয়ারী সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি বলে আমরা দু:খিত।...নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা অবহেলিত কবি সাহিত্যিকদের স্বপ্নের বাস্তবায়নে অনেক পাঠক সমাদৃত। তাই পাঠকগণের গঠনমুলক আলোচনা ও সমালোচনার জন্য একটি বিভাগ আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশ করা হবে।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রজাবাহিনী প্রেস, বগুড়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২০+১৮। দাম ২.০০।

চিঠি লিখে পত্রিকাটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সম্পাদক ২-৮-৮২ এক চিঠিতে লেখেন :

আমি মো: মোজাম্মেল হক (স্বপন) সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং মাসের ১০।১২।৮১ তাং মাসিক নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন সাইজ পত্রিকাটি প্রজাবাহিনী প্রেস, থানা রোড, বগুড়া হইতে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করি। এখন আগষ্ট ১৯৮২ ইং উক্ত পত্রিকা ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় পদার্পণ করেছে। 'নতুন' নামে ইহা ১৯৭৯ ইং সালের মে মাস হইতে বিশেষ বিশেষ দিবসে সংকলন হিসেবে প্রকাশ হইবার পর অনুমোদন লাভ করি। মাসিক 'নতুন' পত্রিকা উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বাংলাদেশের অবহেলিত কবি ও সাহিত্যিকদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং আশা আকাঙ্খার প্রতি-ফলন।'

লোকবাণী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১৫ নভেম্বর সোমবার ১৯৮২ [২৮ কার্তিক ১৩৮৯]। সম্পাদক : এ. এম. শওকাতুল আলম। নির্বাহী সম্পাদক : মো: শাহজাহান খান।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক কাটপট্টি রোড, বরিশাল থেকে প্রকাশিত ও আবদুস সালাম কর্তৃক হাবিব প্রেস, সদর রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম : ০.৫০।

ভাষাপত্র। [?]। 'বাংলাদেশ ভাষা-সমিতির মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১। সম্পাদক : বশীর আল হেলাল। সম্পাদনা পর্ষদ : মনসুর মুসা, মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, আবুল কাসেম ফজলুল হক ও বশীর আল হেলাল। 'সম্পাদকীয়' থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য জানা যায় :

১৯৭৬ সালের ৭ই জুলাই বাংলাদেশ ভাষা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা বর্তমান পত্রে প্রকাশিত সমিতির গঠনতন্ত্র থেকে জানা যাবে। [পত্রিকার শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে]। ভাষার তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক সকল দিক নিয়ে চর্চা করার জন্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়।.. আমরা কেবল কেতাবি ও তাত্ত্বিক বিবেচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব না,... ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাগুলিকে নির্দেশ করে ও বুঝে সচেতন ও প্রণালীবদ্ধভাবে তার সুরাহা করব, ..। ভাষার অধিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষের অধিকার। মাতৃভাষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থের সম্পর্ক অতি নিবিড়। আমাদের সমিতি ভাষা-সংক্রান্ত চর্চার প্রধান প্রেরণা থেকেছে, এবং থাকবে এই গণ স্বার্থ ও জন সম্পর্ক।

...কোনো রকমে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা প্রকাশ করা গেল। সামর্থ হলেই পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের প্রয়াশ নেয়া হবে।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৫৫ এলিফ্যান্ট রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত ও গ্রীণ প্রিণ্টার্স, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮৬। দাম: ১০.০০। সাইজ: ৮$\frac{৩}{৪}$″×৫$\frac{১}{২}$।

আল-মোয়াজ্জিন। সাপ্তাহিক। 'সৈয়দ আবদুর রব একাডেমীর মুখপত্র।' প্রতিষ্ঠাতা: সৈয়দ আবদুর রব। ১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যার প্রকাশ ৯ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৮২ [২৬ চৈত্র ১৩৮৮]। সম্পাদক: সৈয়দ আশরাফুল আজম আবদুর রব।

সম্পাদক কর্তৃক আকমল প্রিন্টিং প্রেস, ঝিলটুলী, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। সাইজ: ১৬″×১২$\frac{১}{২}$″।

২য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২৬ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৮২ [১০ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]।

গ্রাম বার্তা। 'জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ মাসিক।' ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: মাহবুবুল আলম। সম্পাদক: সৈয়দ রেজাউল করিম। নির্বাহী সম্পাদক: খোরশেদ আলম। সহ-সম্পাদক: মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, রাহমান হাবীব, জালালুল করিম, শামীম কবির। উপদেষ্টা সম্পাদক: সফিউদ্দিন আহমদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা: ১৪ বঙ্গবন্ধু এভিন্যু [৩য় তলা] এবং ইউনিক প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশার্স, ফেনী থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ২৪। দাম ২.০০।

আমার দেশ। 'জাতীয় সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২৪ চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৮৭ [৭ এপ্রিল ১৯৮১]। সম্পাদক: হারুনুর রশিদ। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক আমার দেশ প্রিন্টার্স, ৩৫/সি নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৮১ [১৪ ভাদ্র ১৩৮৮]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

রঙধনু। 'সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ও কুমিল্লা জেলা সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-এর মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ৩২শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৮৯ [২রা ডিসেম্বর ১৯৮১]। সম্পাদক: মোঃ জামিলুজ্জামান। সহকারী সম্পাদক: মোঃ রুহুল আমীন সাঈদী। পৃষ্ঠপোষক: আফতাবউদ্দিন মোল্লা।

পত্রিকাটি কুমিল্লা জেলা সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-এর পক্ষে সভাপতি আফজাল খান কর্তৃক রঙধনু মুদ্রণালয়, নজরুল এ্যাভিনিউ, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭৫।

সেবা। সাপ্তাহিক। 'গণতন্ত্রের নির্ভীক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২২ চৈত্র রবিবার ১৩৮৭ [৫ এপ্রিল ১৯৮১]। সম্পাদক: ডাঃ এম. এ. করিম। 'সমাজ রূপান্তরে জনগণ' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়র প্রথমেই বলা হয়েছে:

> 'সেবা' আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে নিপীড়িত জনগণের স্বার্থকেই তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১১৯ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ মুদ্রণ, ১১ শ্রীশ দাস লেন, বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

১ম বর্ষ ৪২শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৭ মাঘ রবিবার ১৩৮৮ [৩১ জানুয়ারী ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

সিলহট কণ্ঠ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৮ বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৮৮ [২১ এপ্রিল ১৯৮১]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: রাগিব হোসেন চৌধুরী। সম্পাদক: মো: আবদুল মালিক। সহ-সম্পাদক: আবদুল হামিদ মানিক। সহকারী সম্পাদক: আবদুল মঈদ চৌধুরী। সম্পাদকীয় 'যাত্রা হলো শুরু'তে বলা হয়:

> ...সিলেটের অম্লান অতীত এবং সুন্দরতর ভবিষ্যৎ সামনে রেখে সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের যাত্রা আজ শুরু হলো। সিলেটের কণ্ঠ যথাযথভাবে তুলে ধরা হবে আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মিতা প্রিন্টার্স, কাজীটোলা, সিলেট থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০। সাইজ: ১৬"×১১½"।

২য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যার প্রকাশ ২৯ কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৮৯ [১৬ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৬।

বিবৃতি। 'সংবাদ নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক।' 'উদ্বোধনী সংখ্যা'র প্রকাশ ১৭ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৮৮। সম্পাদক: স. ই. শিবলী।

পত্রিকাটি ইয়াসিন আলী মৃধা কর্তৃক বাণী মুদ্রণ, বেনিয়াপট্টি, পাবনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮।

রাজনীতি। 'শোষিত মানুষের সাপ্তাহিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১ মে শুক্রবার ১৯৮১ [১৮ বৈশাখ ১৩৮৮]। সম্পাদক: অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।

পত্রিকাটি রাশেদ মোশাররফ এম. পি. কর্তৃক ৬০ লেক সার্কাস, কলাবাগান থেকে প্রকাশিত এবং সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস, ১৬/১ জিন্দাবাহার ১ম গলি, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৫০।

গণসংস্কৃতি। মাসিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ [এপ্রিল-মে ১৯৮১]। সম্পাদক: কুয়াতইল ইসলাম। 'সম্পাদকীয়'তে সংস্কৃতির ব্যাপকতা ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোকপাতের পর বলা হয়:

> গণসংস্কৃতি বর্তমানে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশনার আগে বেশ কয়েকবার সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।[১] এ সংখ্যার আগের সংকলনের কয়েকটি পুনর্মুদ্রণসহ কিছু নতুন লেখা নিয়ে, অনিবার্যকারণে ক্ষুদ্র কলেবরেই প্রকাশিত হলো।...

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৪ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২ থেকে প্রকাশিত এবং আইডিয়েল প্রিন্টিং প্রেস, ৯ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-৫ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬০। দাম ৩.০০।

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮৮ [ফেব্রুয়ারী ১৯৮২]। সংখ্যাটি 'শহীদ দিবস সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯০। দাম ৩.০০।

মা। 'মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।' [?] বৈশাখ ১৩৮৮ [মে ১৯৮১]। সম্পাদিকা: জমিলা বেগম।

পত্রিকাটি সম্পাদিকা কর্তৃক পলাশ বাড়ী থেকে প্রকাশিত এবং পলাশ প্রেস, ষ্টেশন রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

---

[১] প্রকৃত পক্ষে সংকলন হিসাবে দুটো সংখ্যা প্রকাশিত হয়: ১ম সংকলন 'শরৎ সংকলন ১৩৮৪' এবং ২য় সংকলন 'গ্রীষ্ম সংকলন ১৩৮৫।'

সিরাজাম মুনীরা। 'ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষাবিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা।' ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৯ [জুলাই ১৯৮২]। সম্পাদক: হাফেজ মঈনুল ইসলাম। 'সিরাজাম মুনীরার নিয়মাবলী'তে বলা হয়:

> ১লা বৈশাখ হইতে বৎসর শুরু করিয়া প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ মাসের ১লা তারিখে 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮।

পত্রিকাটি হাইকোর্ট মাজার প্রশাসন কমিটির পক্ষে মোল্লা আবদুল মজিদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুহম্মদ মুনসুর-উদ-দৌলাহ পাহলোয়ান কর্তৃক পাহলোয়ান প্রেস, ২ ঈশ্বরদাস লেন [বাংলা বাজার], ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১৯৬। দাম ৫.০০। সাইজ: ৯''×৭''।

জয়যাত্রা। 'বাংলাদেশের জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা।' ২য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ আগষ্ট সোমবার ১৯৮২। সম্পাদক: আহমেদ মীর্জা খবীর।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক অনুলিপি মুদ্রণালয়, ১২ ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ঢাকা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৩৩৫ টঙ্গী ডাইভারশন রোড থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা: ২২২/১ মালীবাগ, ঢাকা-১৭। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং এর সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়।

মানিকগঞ্জ বার্তা। 'মানিকগঞ্জ মহকুমাবাসীর মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশ ২৭ আষাঢ় রবিবার ১৩৮৮ [১২ জুলাই ১৯৮১]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: শামসুর রহমান।

পত্রিকাটি সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কর্তৃক বার্তা প্রকাশনীর পক্ষে শরৎ প্রেস, মানিকগঞ্জ থেকে মুদ্রিত এবং আ. হ. মাহমুদউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.০০।

আবির্ভাব। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যার প্রকাশ ৭ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৮৮। [২৩ নভেম্বর ১৯৮১]। সম্পাদক: আবুল কাসেম মজুমদার। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মো: হারুনুর রশীদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৯/১ কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, উষা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ৮ পাতলা খান লেন, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

সাংবাদিক। 'একটি জাতীয় সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২৭ জুন শনিবার ১৯৮১ [১২ আষাঢ় ১৩৮৮]। সম্পাদিকা: মমতাজ সুলতানা। প্রধান সহকারী সম্পাদক: এস. এম. হোসাইন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: হাবিবুল্লাহ রানা।

পত্রিকাটি প্রধান সহকারী সম্পাদক কর্তৃক বাধু আর্ট প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৬৫ শান্তিনগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। সাইজ: ২১´´× ১৬´´।

১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যার প্রকাশ ৩০ চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৮৮ [১৩ এপ্রিল ১৯৮২]।

২য় বর্ষ ১৭শ সংখ্যার প্রকাশ ৮ আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৯০ [২৩ জুন ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.৫০।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৬ শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৯০ [২ আগষ্ট ১৯৮৩]। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.৫০। সম্পাদকীয় 'সাংবাদিক-এর তৃতীয় বর্ষ'-এ বলা হয়:

> সাংবাদিক-এর দু'বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো।... নিউজপ্রিন্ট, মুদ্রণ খরচসহ সংবাদপত্র প্রকাশের আনুষঙ্গিক জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি, অপর দিকে সংবাদপত্র প্রকাশে আশানুরূপ সরকারী সহযোগিতা না থাকার দরুণ দেশে সংবাদপত্র শিল্প যে কি এক মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই সমস্যা সাপ্তাহিকগুলির ক্ষেত্রে আরো মারাত্মক।

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, দেশ ও জাতি গঠনে সংবাদপত্র বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তাই এর নিরপেক্ষতা দেশ ও জাতির জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংবাদপত্র তার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না। আর তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বহন করছে 'সাংবাদিক।' তা সত্ত্বেও নানা রকম ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে সাংবাদিক তার আত্মপ্রকাশ অব্যাহত রেখেছে। বিন্দুমাত্র 'সাংবাদিক' তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় নি। বহু রক্তচক্ষু ও হুমকির সম্মুখীন সাংবাদিক কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের সহ্য করতে হচ্ছে প্রতি নিয়ত। তবু 'সাংবাদিক' তার আদর্শ ও নীতি থেকে সরে দাঁড়ায় নি।…

চট্টগ্রাম টাইমস। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৯৮২ [ফাল্গুন ১৩৮৮]। সম্পাদক: আফজল করিম সিদ্দিকী। নির্বাহী সম্পাদক: ছৈয়দ মোস্তফা জামাল।
পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক দি দীন প্রেস, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

নাট্যজগৎ। ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৮৩। সম্পাদক: মোঃ হেদায়েতউল্ল্যা। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: এস. কে. নিজাম।
পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩/১২ লিয়াকত এভিনিউ, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং মোনালিসা প্রেস, ৫৫ পাতলা খান লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪৪। দাম ৬.০০। সাইজ: ১০½″×৭½″।

দেশদর্পণ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ১৭ জুলাই শুক্রবার ১৯৮১ [১ শ্রাবণ ১৩৮৮]। সম্পাদক: মুহাম্মদ ইয়াসীন খান।
পত্রিকাটি মজিবুর রহমান ভূঞা কর্তৃক জুবিলী প্রেস, মসজিদ রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ১৬½″×১১½″।

২য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১৯ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৮২ [৩ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৪। দাম: ১.০০। সংখ্যাটির সম্পাদকীয় 'প্রসঙ্গ : সাংবাদিকতার নামে ভণ্ডামি'তে বলা হয়:

> সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন মফঃস্বল এলাকায় কিছু ভণ্ড সাংবাদিকের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরা পেশাজীবী সাংবাদিক নয়, সাংবাদিক নয় খাটি অর্থেও। সত্যিকার এবং পেশাজীবী সাংবাদিকদের এরা কলঙ্ক। এরা এই সাংবাদিক সংস্থা ওই সাংবাদিক সংস্থা ইত্যাদির নামে যত্রতত্র যেয়ে চাঁদা সংগ্রহ, গোপন তথ্য ফাঁসের ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা পয়সা আদায়, কোন্দল আর দলাদলি করে ব্যক্তিগত ফায়দা লুঠতেই বরাবর অভ্যস্ত। দেশ ও সমাজের মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও হাসিকান্নার কথা লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরার পরিবর্তে এরা এ পত্রিকা আর ওই পত্রিকার ছিদ্রান্বেষণ, এ সাংবাদিক, ও ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধাচরণ আর দিনে এ গ্রুপে রাতে ওই গ্রুপে যোগ দিয়ে নিজের সর্দারী-মাতব্বরী জাহিরের জন্য সময় ক্ষেপণ এবং সর্বোপরি সময় সময় কিছু লেখায় এবং কথাবার্তায় এ মহারথী আর ওই মহারথীর দালালী চাটুকারিতা করে নিজের চৌদ্দপুরুষেরই ঐতিহ্য যেনো দালালী আর চাটুকারিতা করা বুঝাতে আদাজল খেয়েই লেগে থাকে। কিন্তু বুঝাই কারে?

হিন্দোল। 'সাহিত্য সমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক নিয়মিত মাসিক পত্রিকা।' ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮১। সম্পাদক: দেওয়ান আবদুল হামিদ, জাহান আরা বেগম। সহযোগী সম্পাদক: শামসুন্নাহার [পারুল]।

পত্রিকাটি অন্যতম সম্পাদক জাহান আরা বেগম কর্তৃক প্রকাশিত। হিন্দোল সাহিত্য পত্রের যোগাযোগ ঠিকানা: ১০/কিউ গ্রীণ রোড, স্টাফ কোয়ার্টার [তিনতলা] ঢাকা। হিন্দোল কার্যালয়: ৯২/১ নিউ

এয়ারপোর্ট রোড [দোতলা], ঢাকা-১৫। পৃষ্ঠা ৫৩। দাম : ৩.০০। সাইজ : ৮১/৪"×৫"।

জনভেরী। সাপ্তাহিক। ২য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যার প্রকাশ ১৩ নভেম্বর শনিবার ১৯৮২ [১৬ কার্তিক ১৩৮৯]। সম্পাদক : এ. টি. এম. ইলাহী বকস। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : এ্যাডভোকেট আজিজুল হক।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ১৬ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং নবযুগ ছাপাখানা ও প্রকাশনী, ৯ খান জাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। সাইজ : ২৩"×১৬"।

মুক্তকথা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১১, ১২ ও ১৩শ সংখ্যার প্রকাশ ২২ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৮৮ [৯ অক্টোবর ১৯৮১]। সম্পাদক : হারুনুর রশীদ।

সম্পাদক কর্তৃক হামিদিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ৬০ গির্জাপাড়া, মৌলভী বাজার থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

২য় বর্ষ ২৯-৩০শ সংখ্যার প্রকাশ ২১ ও ২৮ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৮৯ [৮ ও ১৫ নভেম্বর ১৯৮২]।

বাংলার বনে। সাপ্তাহিক। 'জনগণের কল্যাণ মুখপত্র।' ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২০ কার্তিক রোববার ১৩৮৯ [৭ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক : মোঃ হোসেন শাহ। সহকারী সম্পাদক : মোঃ আনোয়ারুল হক। বার্তা সম্পাদক : মোঃ লিয়াকত আলী। সহ-সম্পাদক : এম. এ. গোফরান। মহিলা সম্পাদিকা : শাহ সাজেদা।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। অফিস : সদর রোড, বরিশাল। আলহাজ্ব নুরুল হক মোল্লা কর্তৃক হক প্রেস, সদর রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। সাইজ : ১৬"×১১১/২"।

জেহাদ। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ৯ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৮১ [২২ আশ্বিন ১৩৮৮]। সংখ্যাটি 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষে প্রকাশিত। সম্পাদক : মাওলানা গোলাম মোস্তফা খান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক :

কে. এস. উদ্দিন, উপদেষ্টা সম্পাদক : পান্নালাল চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : মোঃ আশরাফ আলী। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : শামসুল আলম। সম্পাদকীয় 'জেহাদের যাত্রা'য় বলা হয় :

সাপ্তাহিক 'জেহাদ' ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনের আত্ম-সমর্পনের নীতি নয় বরং আদর্শের জন্য শহীদের নীতি গ্রহণ করার অঙ্গীকার করছে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ সামাজিক সংস্কৃতির বন্ধনের সঠিক মূল্যায়ন, কৃষিশিল্পসহ সর্ব পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সোচ্চার থাকার। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব জাতীয় ঐক্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দেশী-বিদেশী যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে এ পত্রিকার লড়াই অব্যাহত থাকবে। সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদসহ যে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ ও আভ্যন্তরীণ শত্রু ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে জেহাদের ভূমিকা হবে আপোষহীন।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৩৪ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, হাতীরপুল, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণালী এণ্টারপ্রাইজ প্রেস, হাতীরপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ১.৫০।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৩ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৮১ [৬ কার্তিক ১৩৮৮]।

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যাটির প্রকাশ ২৯ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৮১ [১৫ ডিসেম্বর ১৯৮২]। সংখ্যাটি 'বিশেষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত এবং এর মূল পরিকল্পনায় ছিলেন আশরাফ আলী [ব্যবস্থাপনা সম্পাদক], নাসির আহমেদ, জামান আখতার, মামুনুর রশীদ। সংখ্যাটি সম্পাদক মাওলানা গোলাম মোস্তফা খান কর্তৃক ৩৪ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং সায়কো প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ১.৫০।

আলোচ্য সংখ্যাটির প্রধান সংবাদ: 'এই স্বাধীনতার অর্থ কি?' এর পর প্রথম পৃষ্ঠায় আরও রয়েছে: 'মুক্তিযোদ্ধারা বার বার অবহেলিত হয়েছে', 'চীন ভারতে দখল চায়,' 'বীরশ্রেষ্ঠ প্রকল্প,' 'পঁচিশে মার্চ রাতের ঢাকা বেতার' ইত্যাদি।

আত্মার বাণী। 'হযরত মোজাদ্দেদ [মাঃ আঃ] হুজুরের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত তরীকত জগতের মাসিক মুখপত্র।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৮ [সেপ্টেম্বর ১৯৮১]। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: এম. এম. মাহবুব এ-খোদা। সম্পাদক: মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া। সহ সম্পাদক: মোহাম্মদ আনোয়ার-উল আলম। বার্তা সম্পাদক: মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, আবদুল হাই। 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয়:

> শয়তানের ধোকাবাজী থেকে আত্মরক্ষা এবং আল্লাহ ও রসুল (দঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভ করার সহজ পথের সন্ধান দেবার ব্যবস্থা বান্দার জন্য মহান আল্লাহতায়ালাই করে রেখেছেন হেদায়েতের দায়িত্ব খাটি অলী-আল্লার মাধ্যমে। সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুক্তির জন্য যারা ব্যাকুল তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস এই মাসিক পত্রিকা।···

পত্রিকাটি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান কর্তৃক কেন্দ্রীয় প্রচার দপ্তর চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফ, সোনালী মার্কেট, ৫/২ সিমসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এবং আদর্শ মুদ্রায়ণ, ৯/১০ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ৩.০০। সাইজ: ৯½″×৬½″।

দৈনিক বাংলা [১৯শ বর্ষ ৫২শ সংখ্যা: ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮২]-য় প্রকাশিত 'মাসিক আত্মার বাণীর বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়:

> আজ [২৫ ডিসেম্বর] এখানে [চন্দ্রপাড়া, ফরিদপুর] 'মাসিক আত্মার বাণী পত্রিকার বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মে-

লনের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আত্মার বাণীর' সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি জনাব এম. এম. মাহবুব এ-খোদা। তিনি জানান, চন্দ্রপাড়ার পীর মোজাদ্দেদ হযরত মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমেদ (মাঃ আঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ এবং সংস্কারমূলক মতবাদ প্রচার করাই পত্রিকার লক্ষ্য। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি বলেন, হযরত শাহ সুফী চন্দ্রপুরী বর্তমান যুগের একজন মোজাদ্দেদ (সংস্কারক)।

২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৯০ [আগষ্ট ১৯৮৩]। এ সংখ্যায় কার্য নির্বাহী সম্পাদকরূপে দেখা যায় মোহাম্মদ লিয়াকত আলীকে। পৃষ্ঠা ৩২। দাম ৩.০০। সাইজ: ১০½"×৭½"।

সমাচার সমীক্ষা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার প্রকাশ ২৫ অক্টোবর রবিবার ১৯৮১ [৮ কার্তিক ১৩৮৮]। সম্পাদক: আবদুল হাসিব। পত্রিকাটি মোঃ তরিকুল ইসলাম কর্তৃক গুরুদাস বাবু লেন, যশোর থেকে প্রকাশিত এবং পূবালী প্রিন্টিং প্রেস, লালদীঘির পূর্বপাড়, যশোর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১২। দাম ১.০০।

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮১ [৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮]। সংখ্যাটিতে এক ঘোষণায় বলা হয়:

> বিজয় দিবস উপলক্ষে সমাচার সমীক্ষা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে ১৩ ডিসেম্বরে পরিবর্তে ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হলো।...

পূরবী। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার প্রকাশ ১৩ ডিসেম্বর রবিবার ১৯৮১ [২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮]। সম্পাদক: মহিউদ্দিন আহমদ। কার্যকরী সম্পাদক: সৈয়দ মাহবুব জাহান আহমদ।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক বিভূভূষণ সড়ক [লিচু বাগান], যশোর থেকে প্রকাশিত এবং রুবি প্রেস, জামে মসজিদ লেন, যশোর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা। সাইজ: ২০"×১৫"।

২য় বর্ষ ৪র্থ/৫ম সংখ্যার প্রকাশ ২১ নভেম্বর রোববার ১৯৮২ [৫

অগ্রহায়ণ ১৩৮৯]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। সংখ্যাটির শেষ পৃষ্ঠার 'নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র'রূপে পত্রিকাটিকে ঘোষণা করা হয়েছে।

শক্তি। 'একটি জাতীয় সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ কার্তিক সোমবার ১৩৮৮ [৮ নভেম্বর ১৯৮১]। সম্পাদক: এ. কিউ. এম. জয়নুল আবেদীন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: এ. কে. এম. ফয়েজউল্লাহ।

'বিশেষ সম্পাদকীয় 'শক্তির আর্বিভাব'-এ বলা হয়:

> 'শক্তি' মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে দিন দিন আরও শক্তিশালী হবে।......শক্তির শক্তিশালী লেখনী দ্বারা বাংলার কোটি কোটি মুসলমানদের দুষমনদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে।...

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যার প্রকাশ ২৯ অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৮৭ [৭ ডিসেম্বর ১৯৮১]।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ২৮০/১ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও বাবু আর্ট প্রেস, ১৬৫ ডি. আই. টি. এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০। সাইজ: ১৬½"×১১½"।

উত্তরাঞ্চল। দৈনিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২৭ নভেম্বর ১৯৮১। ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১১ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৮৯ [২৭ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক: দুর্গাদাস মুখার্জী। 'দৈনিক উত্তরাঞ্চল-এর দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আজ থেকে এক বছর আগে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই দৈনিক উত্তরাঞ্চল। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণ, শোষণ রাজ কায়েম, স্বার্থবাদী মহলের অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, তাদের মুখোশ উন্মোচন,

ঘুষ, দুর্নীতি, খুন, ছিনতাই, ব্যাভিচার ইত্যাদি অসামাজিক কার্যের দ্বারা যারা সমাজে একটা দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য গণ চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার এই সব প্রতিশ্রুতির কথা গত এক বছরে দৈনিক উত্তরাঞ্চল কখনো বিস্মৃত হয় নি।

আরো অঙ্গীকার ছিলো সাম্প্রদায়িক বর্ণগত সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে কাজ করা। ভূমিহীন কৃষক, কারখানার শ্রমিক মেহনতি মানুষের সুষ্ঠু জীবন যাপনের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করণ। তাদের আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটানো।... জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের বৈদেশিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সরকারকে সৎ পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখবে।...

পত্রিকাটি উত্তরাঞ্চল প্রিন্টিং প্রেস থেকে এ. কে. মোঃ সামছুল আবেদীন কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও সান্তাহার সড়ক, বগুড়া থেকে প্রচারিত। পৃষ্ঠা ৬। দাম ০.৭৫। সাইজ: ১৬″×১১½″।

খবরের কাগজ। 'বস্তুনিষ্ঠ জাতীয় সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ২০ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৮৮ [৬ ডিসেম্বর ১৯৮১]। সম্পাদক: রায়হান ফিরদাউস। কার্যনির্বাহী সম্পাদক: আলী রিয়াজ।

পত্রিকাটি কে. বি. এম. মফিজুর রহমান খান কর্তৃক তিতাস প্রিন্টার্স, ৪ শান্তিনগর বাজার থেকে মুদ্রিত এবং ২৩ সিদ্ধেশ্বরী সড়ক, ঢাকা-১৭ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮। দাম ২.০০।

অলিম্পিক। 'একটি জাতীয় ক্রীড়া সাপ্তাহিক।' ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রকাশ ২১ পৌষ বুধবার ১৩৮৮ [৬ জানুয়ারী ১৯৮২]। সম্পাদক: কাজী আবদুর রউফ।

পত্রিকাটি মজলুম পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে মোঃ আবদুল কাদের কর্তৃক ৭৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে প্রকাশিত ও মধুমতি

মুদ্রণালয়, ৮১ মতিঝিল বা/এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা : ৮০ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১৭। পৃষ্ঠা ৬। দাম ২.০০।

জাগরণ। "মাসিক শিশু-কিশোর সাহিত্য সংস্কৃতি রম্য সংকলন।' ১ম সংখ্যার প্রকাশ কার্তিক ১৩৮৮ [অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮১]। সম্পাদক : জি. এম. আলতাফ। নির্বাহী সম্পাদক : সাইফুদ্দিন আহমদ টিংকু। সহ-সম্পাদক : এম. এম. রফিক ফেরদৌস মিঠু, গাজী মো: সাই-ফুজ্জামান।

পত্রিকাটি জাগরণ সাহিত্য গোষ্ঠী সবুজ ফুল সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত ও স্মৃতি প্রিন্টিং প্রেস, স্বর্ণ প্রেস ইত্যাদি ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৩৯। দাম ৩.০০। সাইজ : ৯১/২´´×৭´´।

গিরিদর্পণ। দৈনিক। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮১। সংখ্যাটি 'বিশেষ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮১' রূপে প্রকাশিত। সম্পাদক : এ. কে. এম. মকসুদ আহমেদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম দৈনিক পত্রিকা হিসেবে গিরিদর্পণ তার আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করল।··· গৈরিকা থেকে গিরিদর্পণ, ১৯৩৬ থেকে ১৯৮১, পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ইতিহাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম সাময়িকী গৈরিকা থেকে দৈনিক গিরিদর্পণ প্রকাশের জন্য প্রায় চার যুগ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সম্পাদক কর্তৃক আনসার প্রেস, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫২। দাম ১০.০০। সাইজ : ১০´´×৭´´।

কোটা পরিক্রমা। [?] ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার প্রকাশ জুলাই ১৯৮১। নির্দে-শনায় খালেদ শামস। সম্পাদনায় : নীলুফার বেগম।

পত্রিকাটি সিভিল অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী, শাহবাগ, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত। সাইজ : ১০১/২´´×৮১/২´´।

শাপলা। [?] : ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, চলনবিল, ১৫ কার্তিক মঙ্গলবার ১৯৮৩। সম্পাদক : নূরউল ইসলাম।

পত্রিকাটি শাপলা সাহিত্য গোষ্ঠী, মহারাজপুর, বুপাথুরিয়া, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত ও আহমেদ প্রিন্টিং প্রেস, নাটোর থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮। শুভেচ্ছা বিনিময় ১.০০। সাইজ : ১০″×৮″।

সংখ্যাটিতে কবিতা ও ছড়া প্রকাশিত।

বানার। দৈনিক। ৩য় বর্ষ ৬৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ কার্তিক সোমবার ১৩৮৯ [১ নভেম্বর ১৯৮২]। সম্পাদক : গোলাম মাজেদ। কার্যনির্বাহী সম্পাদক : শেখ আবদুস সবুর।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক বিপ্লব মুদ্রণ ও প্রকাশনা কার্যালয়, প্যারী-মোহন রোড, যশোর থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৫০।

পত্রিকাটির ৩য় বর্ষ ৭০শ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৫ কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৮৯ [২ নভেম্বর ১৯৮২]।

টাঙ্গাইল বার্তা। সাপ্তাহিক ২য় বর্ষ ৩১শ সংখ্যার প্রকাশ ২৫ অক্টোবর সোমবার ১৯৮২ [৭ কার্তিক ১৩৮৯]। সম্পাদক : জহুরুল ইসলাম খান। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ভিক্টোরিয়া রোড, টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত ও জেলা পরিষদ প্রেস, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৬০।

কর্ম-মানবতাবাদ। 'নিপীড়িত জনতার মুক্তির কণ্ঠস্বর।' ২য় বর্ষ ১৮শ সংখ্যার প্রকাশ ১৬ জুলাই শুক্রবার ১৯৮২ [৩১ আষাঢ় ১৩৮৯]। সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল হক। কার্যকরী সম্পাদক : ইলিয়াস উদ্দীন আহম্মদ। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক শান্তামহল, ৪২ উত্তর বেগুনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা থেকে সম্পাদিত এবং নবারুণ প্রিন্টিং প্রেস, ৩৩৫ টঙ্গী ডাইভারশন রোড, মগবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ১.০০।

পরিধি। 'নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক কপত্রিকা।' ১ম বর্ষ ৪৭-৪৮শ [যুগ্ম] সংখ্যার প্রকাশ ১৮ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৮৯ [২ জুন ১৯৮২]। সম্পাদক: বিকাশ রায়। সহ-সম্পাদক: বাদল আচার্য্য।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৪ গাঙ্গিনাপাড় থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণালী প্রেস, ৬ গাঙ্গিনাপাড়, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ০.৭৫।

পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞপ্তি'তে বলা হয় ৪৬তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি।

দাবানল। দৈনিক। ১ম বর্ষ ২৭০শ সংখ্যার প্রকাশ ৬ মার্চ শনিবার ১৯৮২ [২২ ফাল্গুন ১৩৮৮]। সম্পাদক: খন্দকার গোলাম মোস্তফা।

পত্রিকাটিতে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিশেষ করে রংপুর জেলার বিভিন্ন খবরাখবর প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক রণাঙ্গন ছাপাখানা, ষ্টেশন রোড. রংপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা।

২য় বর্ষ ১৪৯শ সংখ্যার প্রকাশ ১৭ কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৮৯ [৪ নভেম্বর ১৯৮২]। পৃষ্ঠা ৪। দাম ৫০ পয়সা। এবং ২য় বর্ষ ১৫২শ সংখ্যার প্রকাশ ২০ কার্তিক রোববার ১৩৮৯ [৭ নভেম্বর ১৯৮২]।

চিত্রবাংলা। সাপ্তাহিক। ১ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যার প্রকাশ ২৪ জানুয়ারী রোববার ১৯৮২। সম্পাদিকা: ফুল্লরা বেগম ফ্লোরা। সংখ্যাটি সম্পাদিকা কর্তৃক ১৩৭ শান্তিনগর, ঢাকা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং ফ্লোরা প্রিন্টিং প্রেস, ১৩৭ শান্তিনগর, ঢাকা-১৭ থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৫.০০।

আল-মিজান। সাপ্তাহিক। দৈনিক সংগ্রাম (১০ম বর্ষ ৮০ তম সংখ্যা বৃহস্পতিবার) পত্রিকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়:

> সম্প্রতি ফরিদপুরে আল-মিজান নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার কর্মকর্তারা হচ্ছেন—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: আ. ক. ম. রফিকুল ইসলাম ও সম্পাদক: মোঃ ইউসুফ হোসেন তালুকদার।

নির্ঘণ্ট ঃ পত্র-পত্রিকা

নির্ঘণ্ট ঃ ব্যক্তি